জ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় স্বপ্নপূরণ সিরিজ

NCTB কর্তৃক প্রকাশিত
নতুন পাঠ্যবই এর আলোকে
কাঠামো ও মানবণ্টন
পদ্ধতির আলোকে রচিত

স্পেশাল মডেল টেস্ট পেপার

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনমূলক কাজের
পূর্ণাঙ্গ সমাধান সংবলিত

নবম-দশম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের জন্য

পরীক্ষা : ২০২৬-২০২৭

রচনা ও সম্পাদনায়
স্বপ্নপূরণ সম্পাদনা পরিষদ

মুন্নি পাবলিকেশন্স-ঢাকা

প্রকাশক
মাজহারুল রশিদ (জাবেদ)
মুন্নি পাবলিকেশন
বিশাল বুক কমপ্লেক্স বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৯-৪৬৭০৪৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক চূড়ান্ত প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বণ্টন

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০

* সৃজনশীল প্রশ্ন : ৫০ নম্বর ১০ × ৫ = ৫০ ন
    - ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
    - প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০

* সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন : ২০ নম্বর। ১০ × ২ = ২০ ন
    - ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
    - প্রতিটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নম্বর ২।

* বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৩০ নম্বর ৩০ × ১ = ৩০ ন
    - মোট ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
    - প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

বা.পু.স কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য
(M.R.P) ৩৫০.০০ টাকা মাত্র।

NCTB প্রদত্ত সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে
এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬-এর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি (শর্ট সিলেবাস)

১৫

1, 3, 6, 7, 9,
12, 15

সিলেবাস
NCTB
১৫ অক্টোবর
এ এসেছে

সূচিপত্র

NCTB প্রদত্ত সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৭-এর পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায় মুক্তির পথে আহ্বান

❖ ভূমিকা

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ হলো মানুষ। মানুষকে তিনি শ্রেষ্ঠ করেই সৃষ্টি করেছেন। এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের আরেকটি শ্রেষ্ঠ দান হলো স্বাধীনতা। কিন্তু একসময় মানুষই তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো ও পাপ করল। এভাবে মানুষ পাপের দাস হয়ে উঠল। পাপের কারণে মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ল। তারপরও ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ যে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস লাভ করেছিল তা হলো মুক্তি বা পরিত্রাণ।

❖ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মুক্তির সাধারণ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- মুক্তি সম্পর্কে খ্রিষ্টের শিক্ষাসমূহ বিশ্লেষণ করে নিজেকে মূল্যায়ন ও নিজের কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবে।
- আদর্শ খ্রিষ্টভক্তের মুক্ত জীবনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মুক্ত-স্বাধীন জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দশসমূহ

স্বাধীনতা, ❖ ঐশসন্তান, ❖ আত্মজ্ঞান, ❖ পবিত্র আত্মা, ❖ ভয়মুক্তি, ❖ পরিপক্বতা, ❖ মুক্তি, ❖ অজ্ঞতা, ❖ দায়িত্বশীলতা, ❖ যীশুর মৃত্যুদণ্ড, ❖ পুনরুত্থান, ❖ নিরাময়তা, ❖ আধ্যাত্মিক মুক্তি, ❖ মানসিক মুক্তি, ❖ মূল্যবান মুক্তা।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। অভ্যন্তরীণ বাধা কয়টি?
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি — (ক)

২। যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?
(ক) যেন আমরা খাদ্য পাই (খ) যেন জীবন পাই
(গ) নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য (ঘ) সেবা দেওয়ার জন্য — (গ)

❖ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদিন গির্জায় প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে দুষ্কৃতকারীরা এসে প্রত্যেককে বলে যীশুকে অস্বীকার করতে। অনেকেই প্রাণের ভয়ে অস্বীকার করলেও ছোট্ট প্রবাল চিৎকার করে বলল, "আমি যীশুকে ভালোবাসি।

৩। প্রবালের মধ্যে খ্রিষ্ট ভক্তের মুক্ত জীবনের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
(ক) শারীরিক মুক্তি (খ) আবেগিক মুক্তি
(গ) মানসিক মুক্তি (ঘ) আধ্যাত্মিক মুক্তি — (গ)

৪। প্রবালের মতো বিশ্বাস প্রকাশের ফলে সকলেই মানুষের কাছে হয়ে উঠতে পারে -
i. মুক্ত মানুষ
ii. স্মরণীয় মানুষ
iii. ক্ষমতাবান মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i ও iii — (ক)

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❖ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ❖

জ্ঞানমূলক

৫। কোনটি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ?
(ক) মানুষ (খ) উদ্ভিদ
(গ) পাখি (ঘ) মহাসাগর — (ক)

৬। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কোনটি?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) স্বাধীনতা
(গ) ক্ষমতা (ঘ) মুক্তি — (খ)

৭। ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ যে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিল তার নাম কী?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) ক্ষমতা
(গ) মুক্তি (ঘ) স্বাধীনতা — (গ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধীনে ছিল।

৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি?
(ক) ১০শে এপ্রিল (খ) ২৬শে মার্চ
(গ) ২১শে ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর — (খ)

৯। মোশীর নেতৃত্বে কোন জাতি মুক্তি পায়?
ⓚ মিশরীয় ⓚ ফিলিস্তিন
ⓖ আরবীয় ⓖ ইস্রায়েল ⓖ

(ক) মিশরীয় (খ) ফিলিস্তিন
(গ) আরবীয় (ঘ) ইস্রায়েল — (ঘ)

১০। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি কোন দেশে গিয়েছে?
(ক) শ্যাম (খ) ক্যাথে
(গ) কানান (ঘ) আবেসিনিয়া — (গ)

১১। আমাদের আদি পিতা কে?
(ক) অব্রাহাম (খ) আদম
(গ) জেবেদ (ঘ) যীশু — (খ)

১২। যীশু কততম দিনে পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের মুক্ত করলেন?
(ক) তৃতীয় (খ) চতুর্থ
(গ) পঞ্চম (ঘ) ষষ্ঠ — (ক)

১৩। "তাহলেইতো তোমাদের স্বাধীন করে দিব।" কোন পদে রয়েছে।
(ক) লুক ৮ : ৩২ (খ) লুক ১০ : ৩৩
(গ) যোহন ৮ : ২৪ (ঘ) যোহন ৮ : ৩২ — (ঘ)

১৪। স্বাধীনতা অর্থ কী?
(ক) নিজের অধীনতা (খ) বন্ধুর অধীনতা
(গ) ঈশ্বরের অধীনতা (ঘ) পিতামাতার অধীনতা — (ক)

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : নিজের অধীনতা হলো নিজেকে দমন করার ক্ষমতা।

১৫। অভ্যন্তরীণ বাধা কতটি?
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি — (ক)

১৬। বাহ্যিক বাধা কতটি?
(ক) একটি (খ) দুটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি — (খ)

১৭। কোনটি মুক্তির পথে পরিচালিত হয়?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) প্রার্থনা
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) শিক্ষা — (গ)

১৮। স্বাধীনতা কোনটির সাথে যুক্ত?
(ক) খাটি মানুষ (খ) ঈশ্বর
(গ) যীশু (ঘ) কর্তৃত্ব — (ক)

১৯। কোনটি পবিত্র আত্মার দান?
(ক) স্বাধীনতা (খ) কর্তৃত্ব
(গ) আবেগ (ঘ) ভয় — (ক)

২০। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কোনটি?
(ক) অজ্ঞতা (খ) ভয়
(গ) অবিশ্বাস (ঘ) দায়িত্বহীনতা — (খ)

২১। স্বাধীনতার জন্য কোনটি থেকে?
(ক) দায়িত্বশীলতা (খ) বিবেক
(গ) আত্মজ্ঞান (ঘ) আত্মবিশ্বাস — (ঘ)

২২। কোনটিকে ঘিরে মানুষের বিবেক তৈরি হয়?
(ক) আত্মজ্ঞান (খ) আত্মবিশ্বাস
(গ) ভালোমন্দ বিচারবোধ (ঘ) দায়িত্বশীলতা — (গ)

২৩। আমাদের মুক্তিদাতা কে?
(ক) যীশু (খ) আদম
(গ) অব্রাহাম (ঘ) দাউদ — (ক)

২৪। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু কিসের প্রতীক।
(ক) স্বাধীনতা (খ) মুক্তি
(গ) বন্ধুত্ব (ঘ) বাধ্যতা

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মুক্তি বলতে সত্যের সাধনায় ... হওয়া, পাপকে জয় করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালো... শক্তি অর্জন করা।

২৫। মানুষ হিসেবে যীশু কত বছর বেঁচেছিলেন?
(ক) বিশ বছর (খ) বাইশ বছর
(গ) তেত্রিশ বছর (ঘ) চব্বিশ বছর

২৬। ঈশ্বরের প্রথম স্বাধীন সন্তান কে?
(ক) আদম (খ) অব্রাহাম
(গ) দাউদ (ঘ) যীশু

২৭। কোনটি মুক্তির উৎস?
(ক) জ্ঞান (খ) শিক্ষা
(গ) আত্মা (ঘ) সমাজ

অনুধাবনমূলক

২৮। মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হলো কীভাবে?
(ক) কূটবুদ্ধির জন্য
(খ) শয়তানের প্ররোচনার জন্য
(গ) স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য
(ঘ) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য

২৯। মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ল কেন?
(ক) পাপের কারণে (খ) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য
(গ) মিথ্যা বলার জন্য (ঘ) বিশৃঙ্খলার জন্য

৩০। ঈশ্বর কীভাবে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করেছেন?
(ক) যোসেফের সাহায্যে (খ) জেবেদের সাহায্যে
(গ) দাউদের সাহায্যে (ঘ) মোশীর সাহায্যে

৩১। যীশু কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) বিষপানের মাধ্যমে (খ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে
(গ) ফাঁসির মাধ্যমে (ঘ) গুলিবিদ্ধ হয়ে

৩২। মানুষ পরাধীন হয়ে গেছে কেন?
(ক) পাপের অধীন হয়ে (খ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে
(গ) মিথ্যা চর্চা করে (ঘ) অজ্ঞতার কারণে

৩৩। আমরা কীভাবে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারি?
(ক) কর্তৃত্বের মাধ্যমে (খ) দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে
(গ) সত্যের মাধ্যমে (ঘ) ভয় দূর করার মাধ্যমে

৩৪। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠালেন কেন?
(ক) কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য
(খ) ভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য
(গ) মিথ্যা দূর করার জন্য
(ঘ) আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য

৩৫। স্বাধীনতার জন্য কীভাবে?
(ক) দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে
(খ) ভালোমন্দ বিচার থেকে
(গ) আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে
(ঘ) আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে

৩৬। পবিত্র মানুষ কীভাবে পরিচালিত হয়?
ক) সঠিক বিবেকবোধ দ্বারা খ) আত্মবিশ্বাসের দ্বারা
গ) আত্মজ্ঞানের দ্বারা ঘ) আত্মসংযমের দ্বারা ক

৩৭। ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠালেন কেন?
ক) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য
খ) ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
গ) মানবমুক্তির জন্য
ঘ) মানবজাতির ভয় দূর করার জন্য গ

৩৮। যীশু মানুষকে সেবার শিক্ষা দিয়ে গেছেন কীভাবে?
ক) বন্ধুর পা ধুয়ে দিয়ে
খ) শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে
গ) পিতার পা ধুয়ে দিয়ে
ঘ) মায়ের পা ধুয়ে দিয়ে খ

৩৯। বন্ধুর জন্য যীশু কীভাবে ভালোবাসার প্রমাণ রেখে গেছেন?
ক) প্রাণবিসর্জন দিয়ে
খ) নির্বাসনে গিয়ে জানা
গ) জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে
ঘ) শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : যীশু বলেছেন, বন্ধুর জন্য প্রাণবিসর্জন দেওয়ার মতো বড় ভালোবাসা আর নেই।

৪০। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল কেন?
ক) মিথ্যা বলার জন্য খ) সত্য প্রকাশের জন্য
গ) স্বাধীন চিন্তার জন্য ঘ) স্বার্থপরতার জন্য গ

৪১। মুক্ত মানুষের রূপ প্রতিফলিত হয় কীভাবে?
ক) আবেগের মাধ্যমে খ) চিন্তার মাধ্যমে
গ) সামাজিকতার মাধ্যমে ঘ) কর্তৃত্বের মাধ্যমে খ

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৪২। মনিকা বাইবেল পড়ে জানতে পারল যে, X হলো ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) মানুষ খ) পাখি
গ) প্রজাপতি ঘ) ফুল ক

৪৩। রনিকে তার দাদু বলেন, মানুষের জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হলো A। A কোনটিকে সমর্থন করছে?
ক) বন্ধুত্ব খ) কর্তৃত্ব
গ) আত্মজ্ঞান ঘ) স্বাধীনতা ঘ

৪৪। 'ক' এর নেতৃত্বে ইসরায়েল জাতি উদ্ধার পায়। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন চরিত্রের?
ক) দাউদ খ) মোশী
গ) যীশু ঘ) জেবেদ খ

৪৫। রবিনের নেতৃত্বে B গ্রামের অধিবাসী শত্রুমুক্ত হয়। B এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) ইসরায়েল জাতি খ) ফিলিস্তিনি
গ) মিশরীয় ঘ) আরবীয় ক

৪৬। A নামক ঈশ্বর পুত্র এ পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) আদম খ) যীশু
গ) যেবেদ ঘ) যোসেফ খ

৪৭। রবিনদের দেবতা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত দেবতার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কার?।
ক) যীশু খ) আদম
গ) দাউদ ঘ) অব্রাহাম ক

৪৮। আকাশদের গ্রামপ্রধান সবাইকে বললেন, 'তোমরা নিজেকে জাননা।' উক্ত গ্রামপ্রধানের সাথে কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) অ্যারিস্টটল খ) সক্রেটিস
গ) প্লেটো ঘ) রুশো খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সক্রেটিস তার স্বাধীন চিন্তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

৪৯। মিতুল তার ছোট ভাইকে বলল, 'সত্যই তোমাকে স্বাধীন করে তুলবে।' মিতুল কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ক) যীশু খ) অ্যারিস্টটল
গ) সক্রেটিস ঘ) অব্রাহাম ক

৫০। পবিত্র বাইবেলের অনেক জায়গায় A বলেছেন, তোমরা ভয় করো A কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক) অব্রাহাম খ) যীশু
গ) ঈশ্বর ঘ) নেমেসিস গ

৫১। A থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) আত্মবিশ্বাস খ) বিচারবোধ
গ) আত্মজ্ঞান ঘ) নির্ভয় ক

৫২। X প্রকৃত বিবেক গড়ে তোলে। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) আত্মবিশ্বাস খ) পবিত্র আত্মা
গ) দায়িত্বশীলতা ঘ) ঈশ্বরের উপর আস্থা খ

৫৩। সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে নেমেসিস এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। নেমেসিস কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ক) অব্রাহাম খ) যীশু
গ) দাউদ ঘ) যেবেদ খ

৫৪। X এর সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বর হয়েও মানুষ হওয়া। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক) অব্রাহাম খ) যোসেফ
গ) যীশু ঘ) যোহন গ

৫৫। নিলয় নামক একজন দার্শনিক স্বাধীন চিন্তার জন্য প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন। নিলয়ের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন চরিত্রটির?
ক) রুশো খ) সক্রেটিস
গ) অ্যারিস্টটল ঘ) প্লেটো খ

৫৬। যীশু এই পৃথিবীতে X এর কাছে, মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে এসেছিলেন। X এর সাথে সাদৃশ্যমান কোনটি?
ক) অভিশপ্তদের কাছে খ) পথভ্রষ্টদের কাছে
গ) ধনী বণিকদের কাছে ঘ) দীনদরিদ্রের কাছে ঘ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৫৭। মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়। এর যথার্থ কারণ কী?
ক স্বাধীনতার অপব্যবহার
খ মিথ্যাকে প্রশ্রয়দান
গ ঈশ্বরের সাথে প্রতারণা করা
ঘ কর্তৃত্বের অপব্যবহার
ক

৫৮। ঈশ্বর মোশীকে মিশরে প্রেরণ করেছিলেন। এর যথার্থ উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক মিশরীয়দের রক্ষা
খ ইসরায়েল জাতিকে উদ্ধার
গ আরবীয়দের রক্ষা
ঘ ভারতীয়দের উদ্ধার
খ

৫৯। যীশু এ পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। এর যৌক্তিক কারণ কোনটি?
ক নিজেকে ঈশ্বরের মর্যাদার অধিষ্ঠিত করা
খ মানুষকে পাপমুক্ত করা
গ নিজেকে চিরঞ্জীব করে তোলা
ঘ শুধু ঈশ্বরের বাণীকে প্রচার
খ

৬০। যীশু কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেন। এক্ষেত্রে যথার্থ কোনটি?
ক বিষপান খ ফাঁসি
গ ক্রুশবিদ্ধ ঘ পানিতে ডুবে
গ

৬১। সক্রেটিস আমাদের বলেছেন, নিজেকে জানো। এর মর্মার্থ কী?
ক আমাদের আসলরূপ প্রকাশ পাবে
খ আমরা স্বাধীন হয়ে উঠতে পারব
গ আমরা ভয়মুক্ত হব
ঘ আমাদের বিবেক জাগ্রত হবে
ক

৬২। বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বর ভয় পেতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনটি যুক্তিযুক্ত?
ক ভয় মানুষকে অসুস্থ করে
খ ভয় আত্মজ্ঞান অর্জনে বাধা দেয়
গ সঠিক পথে চলতে বাধা দেয়
ঘ স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়
ঘ

৬৩। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হয়। এর প্রকৃত কারণ কী?
ক ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন
খ ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন
গ ঈশ্বর আমাদের দায়:ল করেছেন
ঘ ঈশ্বর আমাদের বিবেক দান করেছেন
ক

৬৪। যীশ স্বাধীন ছিলেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ কী?
ক কুশমৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন
খ দুষ্টদের মঙ্গলবার্তা শুনিয়েছেন
গ মানুষকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত করেছেন
ঘ মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন
ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে যীশ তার স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিলেন।

৬৫। যীশু মানুষের সেবা করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এর যথার্থতা নিরূপণে কী বলা যায়?
ক মায়ের পা ধুয়ে দিয়েছেন
খ শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন
গ নিজের পা অন্যকে দান করেছেন
ঘ বিভিন্ন মানুষের রোগ নিরাময় করেছেন
খ

৬৬। গ্রিক দার্শনিক ক্রটিসকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল। এর প্রকৃত কারণ কোনটি?
ক স্বাধীন চিন্তা খ অন্যের ক্ষতি
গ লোভ-লালসা ঘ অহংকার
ক

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬৭। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক অজ্ঞতা খ ভয়
গ পরাধীনতা ঘ দায়িত্বহীনতা
খ

৬৮। যীশু আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়েছেন-(স. বো.-২০১৭)
i. ক্ষমতালোভীদের ধিক্কার দিয়ে
ii. মর্যাদার স্থানে উন্নীত করে
iii. দরিদ্রদের পক্ষ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৬৯। প্রকৃত মুক্তি কী? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক সত্য পথ খ সোজা পথ
গ আলোর পথ ঘ উন্নত পথ
ক

৭০। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু কিসের প্রতীক? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক পরিত্রাণের খ স্বাধীনতার
গ মুক্তির ঘ পুনরুত্থানের
গ

৭১। ইস্রায়েল জাতি কোথায় বন্দী ছিল? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক আরবে খ মিশরে
গ তুরস্কে ঘ লেবাননে
খ

৭২। মোশির নেতৃত্বে কোন জাতি মুক্তি পায়? (স. বো.-২০১৫)
ক ইস্রায়েল খ মিশরীয়
গ এফিসীয় ঘ আরবীয়
ক

৭৩। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক অজ্ঞতা খ ভয়
গ অবিশ্বাস ঘ দায়িত্বহীনতা

৭৪। যীশু স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন– (সকল বোর্ড-২০১৫)
i. অপরকে ভালোবেসে
ii. অপরকে সেবা করে
iii. প্রাণবিসর্জন দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ মুক্তি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : মুক্ত থাকা বা স্বাধীন থাকা মানুষের সহজাতপ্রবণতা। মুক্তি বলতে সত্যের সাধনায় সফল হওয়া, পাপকে জয় করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার শক্তি অর্জন করাকে বোঝায়। কিন্তু অনেকে মনে করে থাকে যে, মুক্তি অর্থ হচ্ছে যা খুশি তা করতে পারা কিংবা যেকোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারা। প্রকৃত অর্থে মুক্তি কখনো তা নয়। মুক্তি বলতে ব্যক্তির বাহ্যিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পারলৌকিক সব ধরনের পরিত্রাণের কথা বোঝায়। এককথায় ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ যে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস লাভ করেছিল তাই হলো মুক্তি বা পরিত্রাণ।

প্রশ্ন ॥২॥ মুক্তি বা স্বাধীনতার ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : মুক্তি বা স্বাধীনতার ৪টি বৈশিষ্ট্য হলো :

- স্বাধীনতা সবসময় কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা-ই করা নয়। এমন আচরণ করতে হবে যা দিয়ে অন্যের ক্ষতিসাধিত না হয় বরং মানবকল্যাণ হয়।
- স্বাধীনতা খাটি ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর যে রকম খাঁটি ও পবিত্র, মানুষকেও সে রকম হওয়া।
- স্বাধীনতা মুক্তির পথে পরিচালিত করে।
- স্বাধীনতার লক্ষ্য সবসময় মূল্যবোধের দিকে। কল্যাণসাধন করা হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য।

প্রশ্ন ॥৩॥ মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : মুক্ত থাকা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মুক্ত হতে হলে প্রত্যেককে আগে নিজের সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাকে ভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে স্বাধীন করেছেন বিধায় ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। এছাড়া মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। দায়িত্বশীল পরিপক্ক মানুষ হিসেবে নিজেকে স্বাধীন করে তুলতে হবে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে এবং ভালো-মন্দের বিচারবোধ থাকতে হবে।

প্রশ্ন ॥৪॥ খ্রিষ্টভক্তদের জীবনের সার্বিক মুক্তির দুটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : খ্রিষ্টভক্তদের জীবনে সার্বিক মুক্তির যেসব দিক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দুটি দিক হলো শারীরিক মুক্তি বা নিরাময়তা ও মানসিক মুক্তি।

শারীরিক মুক্তি : যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন জীবন দিতে, শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা বা দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। তিনি মানুষকে নানা রোগ থেকে নিরাময় করে শারীরিক মুক্তি দিয়েছেন। যার ফলে তারা হয়ে উঠেছে খ্রিষ্টবিশ্বাসী।

মানসিক মুক্তি : যীশুখ্রিষ্ট নিজেই মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন বিধায় স্বাধীনভাবে তার চিন্তা, ধারণা, মতামত প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি চান আমরাও যেন মুক্তচিন্তার মানুষ হয়ে উঠি এবং চিন্তার মধ্যে সেই মুক্ত মানুষের রূপ প্রতিফলিত করি।

এভাবে শারীরিক ও মানসিক মুক্তির মাধ্যমে খ্রিষ্টভক্তদের সার্বিক মুক্তি লাভ সম্ভব হবে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-০১। হৃদয় প্রতিষ্ঠিত একজন যুবক। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী, পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। তাই সকলেই তাকে খুব পছন্দ করে।

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী? ১

খ. স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুক্তি সম্পর্কে যীশুর কোন শিক্ষাটি হৃদয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার জন্য হৃদয়ের কাজের এই একটি দিক কি যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরঃ

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ।

খ. স্বাধীনতা বা মুক্তি লাভ বলতে বোঝায়, আমরা যা খুশি তাই করতে পারি কিংবা যেকোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারি। প্রকৃত স্বাধীনতা কিন্তু কখনো তা নয়। 'স্বাধীনতা' শব্দটির মধ্যেই এর প্রকৃত অর্থ নিহিত আছে। স্বাধীনতা মানে হলো স্ব-অধীনতা বা নিজের অধীনতা। নিজের অধীনতা বলতে আমরা বুঝি নিজেকে দমন করার ক্ষমতা। অর্থাৎ যা কিছু মন্দ বা খারাপ এবং যা কিছু অন্যের জন্য কোনো রকম কল্যাণ বয়ে আনে না, তা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না।

মূলকথা : স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছা তা করা নয় বরং নিজের অধীনতা।

গ. উদ্দীপকে হৃদয়ের মধ্যে যীশুর শিক্ষা মুক্ত মানুষ হয়ে ওঠার অন্যতম দিক 'মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ' ফুটে উঠেছে।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য বিচিত্র সব সৃষ্টি করেছেন। চারদিকে তাকালে আমরা এসব অপূর্ব সৃষ্টি দেখতে পাই। মানুষ ও বিশ্বসৃষ্টিকে ভালোবেসে আমরা ধীরে ধীরে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারি। কারণ মানুষকে ভালোবাসলে আমরা কখনো কারও অকল্যাণ কামনা করতে পারি না। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে আমরা সৃষ্টির সুন্দর দিকটি উপলব্ধি করতে পারি। মানুষ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যখন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সাধনা করি, আমরা নিজের অজান্তেই তখন স্বাধীন বা মুক্ত হই। সবার সাথে যুক্ত হয়েই আমরা মুক্ত হয়ে উঠি। এ ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী, পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই হৃদয় সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশবিদ্যালয়, রাস্তা

সংস্কার, সেবাকেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। এর ফলে সবার কাছে তিনি সমাদৃত হন। এভাবে তিনি স্বাধীন হয়ে ওঠেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যীশুর শিক্ষা মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে হৃদয়ের স্বাধীন হয়ে ওঠার দিকটি ফুটে ওঠে।
মূলকথা : মানুষকে ভালোবেসে স্বাধীন হওয়া যায়।

ঘ. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার জন্য হৃদয়ের এই একটি দিকই যথেষ্ট নয়। তাকে যীশুর দেওয়া আরও কিছু শিক্ষা অর্জন করতে হবে। মানুষ কী করে স্বাধীন হতে পারে, সে বিষয়ে যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজের সম্পর্কে জানার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ নিজেকে জানতে পারলে আমাদের ভুল ধারণার অবসান হয়, এতে আমরা নিজের সম্বন্ধে একটি সত্যকে গ্রহণ করি, যা আমাদের স্বাধীন করে তুলতে সহায়তা করে। তাছাড়া স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়। ভয়ের কারণে মানুষ মিথ্যা বলে বা নিজের আসল সত্ত্বাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই হৃদয়কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং ভয়মুক্ত হতে হবে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। কারণ ঈশ্বর নিজেই আমাদের পবিত্র আত্মা ও স্বাধীনতা দান করেছেন। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব আচরণ মানুষকে স্বাধীন করে তোলে। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। তাই হৃদয়কে দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্বতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তা কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব মানুষ নিজের ভুলগুলোও সহজে স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে বা এগুলোকে জীবনের অংশ মনে করে। হৃদয়কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে। ভালো-মন্দের বিচারবোধ জাগ্রত করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, হৃদয়ের এ একটি দিকে কাজ করলেই হবে না, তাকে স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার জন্য আরও বেশ কয়েক ধরনের কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই মুক্তি আসবে।
মূলকথা : যীশুর দেওয়া শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানব পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন-০২। ওসান একজন ধনী যুবক। সে একদিন রাস্তায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ সুমন নামে একজন রিকশাচালক তার গাড়ির সামনে পড়ল এবং সুমনের রিকশাটি উল্টে পড়ে গেল। ওসান গাড়ি থেকে নেমে এসে চোখ রাঙিয়ে সুমনকে বলল "তোর দুই টাকার রিকশা, আমার লক্ষ টাকার গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়েছিস? তোর ক্ষমা নেই।'- এই বলে সুমনের গালে আঘাত করল ওসানের বান্ধবী জুলি বলল, তুমি ওকে মারলে কেন? তোমারইতো দোষ। তুমি তোমার ভুল স্বীকার কর। নত ও সরল হও এবং যীশুকে বিশ্বা...

ক. বাহ্যিক বাধা কয়টি?

খ. ভালো মন্দের বিচারবোধ বলতে কী বোঝায়?

গ. জুলি ওসানকে কোন ধরনের মুক্তির পরামর্শ দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'জুলির পরামর্শ ওসানকে সার্বিকভাবে মুক্তি দিতে পারে।'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

উত্তর :

ক. বাহ্যিক বাধা দুটি।

খ. মানুষকে পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার জন্য যীশু যেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো ভালো ও মন্দের বিচারবোধ। ভালো ও মন্দের বিচারবোধকে ঘিরে মানুষের বিবেক তৈরি হয়। সঠিক বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত মানুষ হলো পবিত্র মানুষ। পবিত্র আত্মা গড়ে তোলে প্রকৃত বিবেক। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত মানুষই সত্যিকারভাবে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ।
মূলকথা: ভালো ও মন্দকে পৃথক করার ক্ষমতাই হলো ভালো ও মন্দের বিচারবোধ।

গ. উদ্দীপকে জুলি ওসানকে আবেগিক মুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন।
খ্রিষ্টীয় জীবনের প্রথম আন হলো মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করা। মানুষ নানা রকম আত্মদ্বন্দ্ব, ভয়, হিংসা, অহঙ্কার, লোভলালসা, স্বার্থপরতার বেড়াজালে আটকে গিয়েছিল। ঈশ্বর মানুষের মনের দ্বন্দ্ব নিরসন করে তার মনের ভয়ভীতি, হিংসা, অহঙ্কার, লোভলালসা ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মানুষকে স্বাধীন ও আনন্দময় জীবনদান করতে চেয়েছেন। মানুষের মন থেকে পাপ কালিমা মুছে দিতে চেয়েছেন। যারা তাকে বিশ্বাস করে, তারা সেই স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন লাভ করে। উদ্দীপকে ওসান ধনী যুবক ও তার মনে আত্মোহঙ্কার ছিল। সে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাতে গিয়ে সুমনের রিকশা উল্টিয়ে দেয়। অথচ ওসান গাড়ি থেকে নেমে আত্মোহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বেড়াজালে আটকে সুমনকে দোষারোপ করে ও শাস্তি দেয়। এ কারণে ওসানের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বান্ধবী জুলি তাকে এ আত্মোহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের দোষ স্বীকার করতে বলে ওসানের আবেগিক মুক্তি ঘটবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জুলি ওসানকে আবেগিক মুক্তির পরামর্শ দেয়।
মূলকথা : আবেগিক মুক্তির দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে শুধু জুলির পরামর্শ ওসানকে সার্বিকভাবে মুক্তি দিতে পারে না। এর জন্য তাকে আরও কিছু বিষয়ে মুক্তি লাভ করতে হবে। ওসানের জীবনে সার্বিক মুক্তি লাভের জন্য আবেগিক মুক্তির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। কারণ যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন জীবন দিতে, শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা বা দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাই সমাজের অবহেলিত উপেক্ষিত রোগীদের তিনি নিরাময়তা দান করেছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে তার চিন্তা, ধারণা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাই সার্বিক মুক্তির জন্য ওসানকে শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক মুক্তি লাভ করতে হবে। তাছাড়া ওসানকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করতে হবে। মানুষের অন্তর বা আত্মা হলে মুক্তির উৎস। কারণ আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করলে মানুষ লাভ করে প্রশান্তি। খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের এ প্রশান্তি ও মুক্তির জন্য আহ্বান করেন। তাছাড়া একজন খ্রিষ্টভক্ত সামাজিক ন্যায্যতার মাধ্যমে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। কারণ যীশু এসেছিলেন পদদলিত মানুষকে উন্নীত করতে,

সামাজিকভাবে উপেক্ষিত করতে নয়। বরং নিগৃহীতকে উপরে তুলে ধরতে। যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে। তাই ওসানের উচিত অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে ও দারিদ্র্য বিমোচন করে সমাজের দরিদ্র মানুষের মুক্তি আনয়ন করা।

এভাবে ওসান শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারবে এবং সার্বিকভাবে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

মূলক : সার্বিক মুক্তি লাভের জন্য যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান অপু। সে মেধাবী কিন্তু স্বার্থপর এবং অহঙ্কারী। সমাজের কোনো কাজে সে দায়িত্ব নেয় না। কোনো সেবামূলক সংগঠনে সে যোগ দেয় না। অপুর বাবা মায়ের খুব ইচ্ছা সে পরিবার এবং সমাজের কাজে দায়িত্ববান হবে।

(সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. কার নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশে গিয়েছিল? ১
খ. স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের অপু কোন উপায়গুলো অবলম্বন করলে পরিপক্বতা অর্জন করতে পারবে? ৩
ঘ. অপুর বাবা মা অপুর কোন ধরনের মুক্তি কামনা করে বলে তুমি মনে কর? তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর:

ক. মোশীর নেতৃত্বে।

খ. স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

* স্বাধীনতা সবসময় কোনোকিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা-ই করা যায় না; এমন আচরণ করতে হবে, যা দিয়ে অন্যের ক্ষতি সাধিত না হয়।
* স্বাধীনতা একজন পূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমরা সৃষ্ট, সেই কথা মনে রেখে ঈশ্বর যেরকম এ ব্যক্তি হতে আমাদের আহ্বান করছেন, সেরকম ব্যক্তি হওয়া।
* স্বাধীনতা খাটি ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত, ঈশ্বর যেরকম খাটি ও পবিত্র, সেরকম হওয়া; স্বাধীনতা আমাদের মুক্তির পথে পরিচালিত করে।
* স্বাধীনতা একটি প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়া অনুসারে আমাদের কাজ করে যেতে হবে; স্বাধীনতার লক্ষ্য সবসময় মূল্যবোধের দিকে ও কল্যাণসাধন করা।

মূলকথা : স্বাধীনতা পবিত্র আত্মার দান।

গ. উদ্দীপকের অপু যে উপায়গুলো অবলম্বন করলে পরিপক্বতা অর্জন করতে পারবে

আত্মজ্ঞান : আত্মজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে জানা, প্রতিটি মানুষ একেক জন একক বা অনন্য ব্যক্তি, পৃথিবীতে কেউ কারো মতো নয়; শুধু চেহারা বা বাহ্যিক দিকেই এ ভিন্নতা নয় বরং তার আচার-ব্যবহার বা ব্যক্তিত্ব সবকিছুর মধ্যেই এ ভিন্নতা। পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া আমরা প্রত্যেকেই দোষগুণ মিলিয়ে মানুষ, আমরা যখন নিজেদের এসব বিষয় ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি তখন আমরা অনেকটা মুক্ত মানুষ হই।

ভয়মুক্ত বা নির্ভয় হওয়া : মিথ্যা ও পাপ থেকে মানুষের ভয় জন্মে। আমরা দেখেছি, এদেন বাগানে আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কারণ তাঁরা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের হতে হবে নির্ভীক ও পবিত্র; কারণ পাপের পথে বিচরণ করে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাই ঈশ্বর বলেছেন, 'ভয় কোরো না।' ভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন এবং পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমরা ভয়মুক্ত হলাম।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা : ঈশ্বর নিজেই আমাদের স্বাধীনতা বা মুক্তির উপায় দান করেছেন, এটি পবিত্র আত্মার একটি অনুগ্রহ দান; অনেক সময় আমরা চেষ্টা করেও স্বাধীন বা মুক্ত হতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তা আমাদের দান করেন। তাই তাঁর উপর আমাদের আস্থা রাখতে হয়। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য বিচিত্র সব সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে আমরা সৃষ্টির সুন্দর দিকটি উপলব্ধি করতে পারি। মানুষ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যখন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ সাধনা করি, আমরা তখন নিজের অজান্তেই স্বাধীন বা মুক্ত হই।

দায়িত্বশীলতা ও পরিকৃতা : দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব আচরণ মানুষকে স্বাধীন করে তোলে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব মানুষ নিজের ভুলগুলোও সহজেই স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে বা এগুলোকে জীবনের অংশ বলে মনে করতে পারে।

আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়, আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে কোন পথে সে অগ্রসর হচ্ছে; তার কৃতকর্ম সম্পর্কেও সে সর্বদা সচেতন থাকে এবং তার আত্মচেতনা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তার মধ্যে সত্যবোধ জাগ্রত থাকে ও এ সত্যই তাকে মুক্ত করে।

ভালো-মন্দের বিচারবোধ : ভালো-মন্দ বিচারবোধ ঘিরে তৈরি হয় মানুষের বিবেক এবং সঠিক বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত মানুষ হলো পবিত্র মানুষ। পবিত্র আত্মা গড়ে তোলে প্রকৃত বিবেক। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত মানুষই সত্যিকারভাবে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ।

মূলকথা : এসব উপায় অবলম্বন করলে যে কেউ পরিপক্বতা অর্জন করতে পারে।

ঘ. খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের মুক্তির প্রথম অর্থ হলো যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা ও তার শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা। যীশুর নির্দেশিত পথে চললে আমরা সব ধরনের মুক্তি লাভ করতে পারি। তাই আমি মনে করি অপুর বাবা মা অপুর ক্ষেত্রে যীশুর মুক্তি লাভের উপায় কামনা করে বলে। এ ক্ষেত্রে আমার যুক্তি হলো–

যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে জীবন দিতে, শারীরিক রোগ যন্ত্রণা বা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করতে; তিনি পিতার ভালোবাসা সবার কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তাঁর মুখের কথায় মানুষকে নানারকম রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি পঙ্গুকে হাঁটার ক্ষমতা, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধীকে বাক ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, সমাজে উপেক্ষিত ও অবহেলিত কুষ্ঠরোগীকে তিনি নিরাময় করে সুস্থ ও সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারা মুক্তি লাভ করেছে। নিরাময়তা ও মুক্তিলাভের পর তারা হয়ে উঠেছে খ্রিষ্টবিশ্বাসী। অপুর মা বাবাও চান অপু যীশুর যোগ্য ভক্ত হোক।

➤ মানুষ তখন অপুর মতো নানারকম আত্মদ্বন্দ্ব, ভয়, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতার বেড়াজালে আটকে গিয়েছিল। যীশু মানুষের মনের দ্বন্দ্ব নিরসন করে, তার মনের ভয়ভীতি, হিংসা, অহঙ্কার, লোভলালসা ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও আনন্দময় জীবনদান করতে এবং মানুষের মন থেকে পাপকালিমা মুছে দিতে চেয়েছেন। যারা তাকে বিশ্বাস করে তারা সেই স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন লাভ করে; অপুর মা বাবাও কামনা অপু এমন হোক।

➤ খ্রিষ্ট নিজেই মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন, তিনি স্বাধীনভাবে তার চিন্তা, ধারণা, মতামত প্রকাশ করেছেন বলেই ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করেছিল। কারণ তিনি যা সত্য বলে জানতেন ও বিশ্বাস করতেন তা-ই প্রকাশ্যে বলতেন। যীশু চান আমরাও যেন মুক্তচিন্তার মানুষ হয়ে উঠি, চিন্তাচেতনার মধ্যে সেই মুক্ত মানুষের রূপ প্রতিফলিত করি। অপুর বাবা মাও অপুকে মুক্ত চিন্তার মানুষরূপে দেখতে চান।

➤ মানুষের অন্তর বা আত্মা হলে মুক্তির ভিত্তি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করলে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের এ প্রশান্তি ও মুক্তির জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "ওহে পরিশ্রান্ত, ওহে ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে দিব প্রাণের আরাম।" অপুর বাবা মা চান অপু এমন আহ্বানে সাড়া দিক।

➤ যীশু এসেছিলেন পদদলিত মানুষকে উন্নীত করতে, সামাজিকভাবে যারা উপেক্ষিত, নিগৃহীত তাদের উপরে তুলে ধরতে, অর্থাৎ মর্যাদার স্থানে উন্নীত করতে; তিনি এসেছিলেন সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিতদের পক্ষ নিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। একজন খ্রিষ্টভক্ত সামাজিক মুক্তি কামনা করে এবং সামাজিক ন্যায্যতার মাধ্যমে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করে। অপুর বাবা মা চান অপু তেমন একজন খ্রিষ্টভক্ত হোক।

➤ যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে; দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এবং ক্ষমতা ও অর্থলোভী মানুষদের তিনি ধিক্কার দিয়ে কথা বলেছেন। ধনী লোক ও গরিব লাজারের গল্প বলে মানুষের জীবনে মুক্তির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বর্তমানেও খ্রিষ্টভক্তরা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে, দারিদ্র্য বিমোচন করে, সমাজের দরিদ্র মানুষের মুক্তি আনয়ন ও স্বাধীন জীবন কামনা করে। অপুর বাবা-মা অপুর এরকম খ্রিষ্টভক্ত হওয়া কামনা করেন।

মূলকথা : মুক্তি লাভের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিষ্টভক্ত ঈশ্বরকে লাভ করার বিষয়টিকে পরম প্রাপ্তি বলে স্বীকার করে।

প্রশ্ন-৪। ছাত্রাবাসের বারান্দার ফুলের টবটি ভেঙে ফেলে উত্তম। সান্ধ্য প্রার্থনার পর পরিচালক ব্রাদার যোসেফ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তম ভয় পায়। কেউ স্বীকার করে না। মিথ্যা বলায় উত্তমের মাঝে ভয়ের সৃষ্টি হয়। মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। "মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ নরকের দিকে পৌঁছে দেয়। কিন্তু উত্তম পবিত্র আত্মার সহায়তায় ভয়মুক্ত হয়ে সত্যটি স্বীকার করে। কারণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই তার মধ্যে সত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. মানুষ হিসেবে যীশু কত বছর বেঁচেছিলেন? ১

খ. স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের কেন নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুক্ত মানুষ হওয়ার কোন উপায়টির সঙ্গে উত্তমের মিল রয়েছে? ৩

ঘ. উত্তমের আত্মবিশ্বাস থেকেই স্বাধীনতা জন্ম নিয়েছে।- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

ক. মানুষ হিসেবে যীশু ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন।

খ. স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের যে কারণে নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়, ভয়ের কারণে মানুষ মিথ্যা কথা বলে বা নিজের আসল আমি'কে প্রকাশ করতে পারে না। এতে সে স্বাধীন হতে পারে না বরং মিথ্যার কাছে পরাধীন হয়ে থাকে। মিথ্যা ও পাপ থেকে মানুষের ভয় জন্মে। আমরা দেখেছি এদেন বাগানে আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন; কারণ তারা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা

হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে। কারণ পাপের পথে বিচরণ করে মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাই ঈশ্বর বলেছেন, "ভয় করো না।"

মূলকথা : নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে।

গ. মুক্ত মানুষ হওয়ার যে উপায়টির সঙ্গে উত্তমের মিল রয়েছে তা হলো ভয়মুক্ত বা নির্ভুল হওয়া। এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো–স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়, ভয়ের কারণে মানুষ মিথ্যা বলে বা নিজের আসল আমি'কে প্রকাশ করতে পারে না। এতে সে স্বাধীন হতে পারে না; মিথ্যার কাছে পরাধীন হয়ে থাকে। মিথ্যা ও পাপ থেকে মানুষের ভয় জন্মে। আমরা দেখেছি, এদেন বাগানে আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন। কারণ তারা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে। কারণ পাপের পথে বিচরণ করে মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাই ঈশ্বর বলেছেন, "ভয় করো না।" ভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠালেন। পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমরা ভয়মুক্ত হলাম।

সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উত্তমও অন্যায় করে প্রথমে ভয় পেয়েছিল এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সত্য স্বীকার করল।

মূলকথা : ঈশ্বর আমাদের নির্ভয় হতে বলেছেন।

ঘ. উত্তমের আত্মবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা জন্ম নিয়েছে। উক্তিটির মূল্যায়ন করা হলো–

আত্মবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে কোন পথে সে অগ্রসর হবে। তার কৃতকর্ম সম্পর্কেও সে সর্বদা সচেতন থাকে। তার আত্মচেতনা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে এবং সত্যবোধও জাগ্রত থাকে। এ সততাই তাকে পাপ থেকে মুক্ত করে; যেমনটা উত্তমের ক্ষেত্রে হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। এটি পবিত্র আত্মার একটি অনুগ্রহ দান। অনেক সময় আমরা চেষ্টা করেও স্বাধীন হতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তা আমাদের দান করেন। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকায় আমরা অনেক স্বাধীন হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মা আমাদের স্বাধীন করে তোলেন। ভালো-মন্দ বিচারবোধকে ঘিরে তৈরি হয় মানুষের বিবেক, যা উত্তমের মধ্যে দেখা যায়। সঠিক বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত মানুষ হলেন পবিত্র মানুষ। আর এরূপ পবিত্র আত্মা গড়ে তোলে প্রকৃত বিবেক। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত সত্যিকারভাবে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ। মূলকথা : উত্তমের আত্মবিশ্বাস।

স্বনামধন্য স্কুলসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন-০৫। প্রিতম প্রতিষ্ঠিত একজন যুবক। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশবিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার, সেবাকেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করছেন। গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সদ্ভাব বজায় রাখেন। তাই সবাই তাকে পছন্দ করে। [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রিতমের বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "প্রিতমের মধ্যে বইয়ে আলোচিত কোন চরিত্রের পূর্ণরূপ তুলে ধরা হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. পরের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অধীনে থাকাই স্বাধীনতা।

খ. দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব আচরণ মানুষকে স্বাধীন করে তোলে। আমরা আমাদের প্রতিটি আচরণের জন্য দায়বদ্ধ। আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলে দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্যদিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি; দায়িত্বশীল ও পরিপক্ক মানুষ নিজের ভুলগুলোও সহজেই স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে বা এগুলোকে জীবনের অংশ বলে মনে করতে পারে। ভুল করতে পারাও স্বাধীনতার অংশ, কারণ ভুল করে এবং ভুল সংশোধন করে মানুষ বৃদ্ধি লাভের সুযোগ পায় ও এভাবে মানুষ দিন দিন স্বাধীন হয়ে ওঠে।

মূলকথা : মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রিতমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

➤ "প্রিতমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মজ্ঞান, তিনি নিজের সম্পর্কে ভালো-মন্দ জানেন বলেই মানুষের কল্যাণে কাজ করার উদ্যোগ নেন। এতে তার প্রকৃতস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তিনি স্বাধীন হয়ে ওঠেন। নিজ গ্রামের উন্নয়নের সময় তিনি বাধা অক্রিম করে সফল হয়েছেন।

➤ ঈশ্বরের উপর প্রিতমের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, যা পবিত্র আত্মার অন্যতম গুণ। পবিত্র আত্মার কল্যাণে প্রিতম স্বাধীন হয়ে উঠেন এবং নিজ গ্রামে নৈশবিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে গ্রামবাসীর উপকার করেছেন। প্রিতম ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে নিজ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়েছেন।

➤ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষ ও সৃষ্টিকে ভালোবাসলে আমরা কখনও অকল্যাণমূলক কাজ করতে পারব না। এ উপলব্ধি প্রিতমের মধ্যে ছিল বলে তিনি গ্রামবাসীর জন্য শিক্ষা, যোগাযোগ ও সেবার কাজে প্রেরণা লাভ করেন। কারণ মানুষ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ সাধনা করে স্বাধীন হয়ে উঠি।

➤ প্রিতমের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ভালো-মন্দ বিচারবোধ ছিল। তাই তিনি সমাজের ধর্ম-বর্ণ ও গরিব-ধনী সবার সাথে সদ্ভাব র রাখেন। কারণ ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের প্রতিটি আচরণের জন্য দায়বদ্ধ। প্রিতম দায়িত্বশীল ও পরিপক্ক মানুষ। নিজ গ্রা উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মূলকথা : সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ।

ঘ. প্রিতমের মধ্যে পাঠ্যবইয়ে আলোচিত যীশুর চরিত্রের পূর্ণরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ হলো—

➤ যীশু যাকিছু করেছেন ও বলেছেন তার মধ্যে অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল। তিনি রোগীদের রোগ নিরাময় করেছেন, অপদূত করেছেন, ফরিসি ও বিধান পণ্ডিতদের তিরস্কার করেছেন। যে নিয়ম দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না তিনি নির্দি সেই নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন। বিশ্রামবারের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন।

➤ যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন সব মানুষের জন্য। ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, ইহুদি ও বি নির্বিশেষে সবাইকে তিনি ভালোবেসেছেন। তিনি নিজে ইহুদি হয়েও সবার সাথে অবাধে মেলামেশা করেছেন। নিজের প্রচ প্রথা ও গণ্ডি অতিক্রম করেছেন এবং এটা তার স্বাধীন জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ।

➤ মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করা। শেষ ভোজের সময় শিষ্যদের পা দিয়ে তিনি এ শিক্ষা আমাদের সবার জন্য রেখে গেছেন। ভালোবেসে ও সেবা করে তিনি নিজেও স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন আমাদের স্বাধীনতার পথনির্দেশ দিয়েছেন।

➤ যীশুর সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বর হয়েও মানুষ হওয়া। যীশু হলেন ঈশ্বরের একমাত্র স্বাধীন সন্তান, যিনি পিতার ভাল নিজ জীবনে বুঝেছিলেন এবং সবাইকে ঐশ সন্তান হয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। এ স্বাধীনতা যীশ। ছাড় কারও নেই।

সুতরাং বলা যায়, ঈশ্বরপুত্র যীশু এ পৃথিবীতে এসে মানুষের সর্বময় কল্যাণ সাধন করেছেন। যীশ স্বাধীনভাবে পিতার ইচ্ছাকে করে যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রিতমের মধ্যে যীশুর চরিত্রের পূর্ণরূপ না হলেও অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে।

মূলকথা : যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

❒ অধিক অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল সহায়ক জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ কী?
উত্তর : মানুষ।

প্রশ্ন-২। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?
উত্তর : মানুষ।

প্রশ্ন-৩। মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর কাকে প্রেরণ করেন?
উত্তর : ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে প্রেরণ করেন।

প্রশ্ন-৪। মানুষের সহজাত প্রবণতা কী?
উত্তর : মুক্ত থাকা বা স্বাধীন থাকা।

প্রশ্ন-৫। কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়?
উত্তর : ২৬শে মার্চ।

প্রশ্ন-৬। মিশরে কোন জাতি বন্দী ছিল?
উত্তর : ইসরায়েল জাতি।

প্রশ্ন-৭। স্বাধীনতা অর্থ কী?
উত্তর : পরের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অধীন থাকা।

প্রশ্ন-৮। অজ্ঞতা কী?
উত্তর : যেকোনো বিষয়ে যথাযথ বুদ্ধিগত জ্ঞান না থাকা।

প্রশ্ন-৯। কে বলেছিলেন নিজেকে জানো'?
উত্তর : গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস।

প্রশ্ন-১০। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কী?
উত্তর : ভয়।

প্রশ্ন-১১। কে আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন-১২। কী মানুষকে স্বাধীন করে তোলে?
উত্তর : দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্বতা।

প্রশ্ন-১৩। কী থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়?
উত্তর : আত্মবিশ্বাস থেকে।

প্রশ্ন-১৪। ভালো-মন্দ বিচারবোধকে ঘিরে মানুষের কী তৈরি
উত্তর : বিবেক তৈরি হয়।

প্রশ্ন-১৫। যীশু কে?
উত্তর : ঈশ্বরের পুত্র।

প্রশ্ন-১৬। আমাদের মুক্তিদাতার নাম কী?
উত্তর : যীশু।

প্রশ্ন-১৭। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু কিসের প্রতীক?
উত্তর : মুক্তির প্রতীক।

প্রশ্ন-১৮। মানুষ হিসেবে যীশু কত বছর বেঁচেছিলেন?
উত্তর : ৩৩ বছর।

প্রশ্ন-১৯। যীশুর স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কী? :
উত্তর : ক্রুশমৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।

প্রশ্ন-২০। মৃত্যুকে জয় করে যীশু কত দিনের মধ্যে পুন হন?
উত্তর : তৃতীয় দিনে।

প্রশ্ন-২১। যীশুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী ছিল?
উত্তর : পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করা।

প্রশ্ন-২২। খ্রিষ্টীয় জীবনের প্রথম আন কী?
উত্তর : মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করা।

প্রশ্ন-২৩। খ্রিষ্টভক্তের কাছে মুক্তির প্রথম অর্থ কী?
উত্তর : যীশু খ্রিষ্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা, তার শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা।

প্রশ্ন-২৪। মানুষের মুক্তির উৎস কী?
উত্তর : মানুষের অন্তর বা আত্মা হলে মুক্তির উৎস।

প্রশ্ন-২৫। খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা কী?
উত্তর : খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে জাগতিকভাবে নিরাসক্ত জীবনযাপন করা।

প্রশ্ন-২৬। ধনী যুবক যীশুকে কী প্রশ্ন করেছিল?
উত্তর : প্রশ্ন করেছিল, "সদগুরু অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?"

প্রশ্ন-২৭। যীশু ঐশ রাজ্যকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উত্তর : মূল্যবান মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন-২৮। মুক্ত মানুষ কী করে আনন্দ লাভ করে?
উত্তর : অন্যের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। কীভাবে মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ল?
উত্তর : ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ হলো মানুষ। মানুষকে তিনি শ্রেষ্ঠ করেই সৃষ্টি করেছেন। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হলো স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো ও পাপ করল। মানুষ পাপের দাস হয়ে উঠল। ফলে পাপের কারণে মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন-২। স্বাধীনতার অর্থ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : স্বাধীনতার অর্থ কেবল ভৌগোলিকভাবে অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকা নয়। স্বাধীনতার অর্থ আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ব্যক্তির বাহ্যিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পারলৌকিক সব ধরনের মুক্তির কথাই বলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসের জীবনে স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে আমরা বুঝে থাকি সত্যের সাধনায় সফল হওয়া, পাপকে জয় করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার শক্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন-৩। কীভাবে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের স্বাধীন করে?
উত্তর : ঈশ্বর নিজেই আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। এটি পবিত্র আত্মার একটি অনুগ্রহ দান। অনেক সময় আমরা চেষ্টা করেও স্বাধীন হতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তা আমাদের দান করেছেন। তাই তার উপর আমাদের আস্থা রাখতে হয়। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকলে আমরা অনেক স্বাধীন হয়ে উঠি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের স্বাধীন করে তোলে।

প্রশ্ন-৪। স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের কেন নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে?
উত্তর : স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়। ভয়ের কারণে মানুষ মিথ্যা বলে বা নিজের আসল আমিকে প্রকাশ করতে পারে না। এতে সে স্বাধীন হতে পারে না, মিথ্যার কাছে পরাধীন হয়ে থাকে। ফলে মিথ্যা ও পাপ থেকে মানুষের ভয় জন্মে। আমরা জানি, এদেন বাগানে আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কারণ তারা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে।

প্রশ্ন-৫। মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায় হিসেবে আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা লেখ।
উত্তর : আত্মবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে, কোন পথে সে অগ্রসর হচ্ছে। তার কৃতকর্ম সম্পর্কেও সে সর্বদা সচেতন থাকে, তার আত্মচেতনা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তার মধ্যে সত্যবোধও জাগ্রত থাকে। এ সত্যই তাকে মুক্ত করে।

প্রশ্ন-৬। যীশুর কথা ও কাজ সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : যীশু যা কিছু করেছেন ও বলেছেন, তার মধ্যে ছিল অধিকার ও স্বাধীনতা। তিনি রোগীদের রোগ নিরাময় করেছেন, অপদূত দূর করেছেন, ফরিসি ও বিধান পণ্ডিতদের তিরস্কার করেছেন। যে নিয়ম দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না, তিনি নির্দ্বিধায় সেই নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন। বিশ্রামাগারের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন।

প্রশ্ন-৭। যীশুকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়?
উত্তর : সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। ভণ্ড সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাদের সামনে তিনি কখনো ভয় পাননি, বরং তাদের ভণ্ডামিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে তারা তাকে ঈশ্বরনিন্দুক বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। মৃত্যুদণ্ড এ অবধারিত শাস্তি ছিল। সত্যের জন্য তিনি মৃত্যুকেও মেনে নিয়েছেন। সত্য তাঁকে স্বাধীন করে তুলল। ফলে স্বাধীনভাবেই তিনি প্রহসনের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড মেনে নিলেন।

প্রশ্ন-৮। মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী ছিল? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করা। শেষ ভোজের সময় শিষ্যদের পা। ধুয়ে তিনি এ শিক্ষা আমাদের সবার জন্য রেখে গেছেন। ভালোবাসা ও সেবা করে তিনি নিজেও স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের স্বাধীনতার পথনির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৯। কীভাবে মানুষ আবেগিক মুক্তি লাভ করতে পারে?
উত্তর : মানুষ নানা রকম আত্মদ্বন্দ্ব, ভয়, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতার বেড়াজালে আটকে যায়। মানুষের মনের এসব দ্বন্দ্ব নিরসন করে, তার মনের ভয়ভীতি, হিংসা, অহঙ্কার, লোভলালসা ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মানুষকে স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন লাভ করতে হয়। যীশু মানুষের মন থেকে এসব পাপ কালিমা মুছতে চেয়েছেন। তাকে বিশ্বাস করে, তার সেই স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন লাভ করার মাধ্যমে মানুষ আবেগিক মুক্তি লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন-১০। অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পর্কে কী জান? লেখ।
উত্তর : যীশু এ পৃথিবীতে দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে এসেছিলেন। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়ে কাজ করেছেন। ক্ষমতা ও অর্থলোভী মানুষদের তিনি ধিক্কার দিয়ে কথা বলেছেন। ধনী লোক ও গরিব লাজারের গল্প বলে মানব জীবনে মুক্তির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। দারিদ্র বিমোচন করে, সমাজের দরিদ্র মানুষের মুক্তি আনয়ন ও স্বাধীন জীবন কামনা করাই হলো অর্থনৈতিক মুক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায় — স্বাধীনতা ও আমি

Part-1: Heading [শিরোনাম] পুস্তক শিক্ষার্থীর

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

ভূমিকা

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই একক ও অনন্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত। প্রতিটি সৃষ্টি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে নিজের হচ্ছে এবং বিশ্বের সেবা করে চলেছে। মানুষ তার মধ্যে আরও বেশি একক ও অনন্য। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। কিন্তু একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের মতো একই রকম নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। এটি মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তাকে আলাদা গৌরব ও মর্যাদা দান করে। এই একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ যদি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, তবেই মানুষ হয়ে ওঠে স্বাধীন। মানুষ তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতার কারণে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায় বা নিজেকে সে আরও গভীরভাবে জানতে চায়। নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে সে নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়।

শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- নিজেকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কারণ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অন্যদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- আমাদের জন্য খ্রিষ্টের আত্মদানের অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ নিজেকে জানো, ◈ ডায়েরি বা জার্নাল, ◈ আত্মসচেতনতা, ◈ আত্মদান, ◈ প্রার্থনা, ◈ মূল্যায়ন, ◈ ধ্যান, ◈ গঠন প্রশিক্ষণ, ◈ ব্যক্তিস্বাত, ◈ আত্মপরিচয়, ◈ ধর্মীয় বিশ্বাস, আত্মনিবেদন, ◈ সাক্রামেন্ত, ◈ সেবাক্ষেত্র, ◈ শেষ ভোজ।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। শিক্ষাদান বা জ্ঞানদান কী?
ক) দয়ার কাজ খ) মানবতার কাজ
গ) সেবাকাজ ঘ) ভালো কাজ (গ)

২। আমরা কীভাবে যীশুকে গ্রহণ করি?
ক) বাণীর মাধ্যমে খ) জীবনযাপনের মাধ্যমে
গ) সাক্রামেন্টের মাধ্যমে ঘ) খ্রিষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে (ঘ)

◈ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনি অনেক পরিশ্রম করে একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি কয়েকজন গরিব লোক নিয়োগ দিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেন।

৩। মনির সেবার ক্ষেত্র কী ছিল?
ক) ব্যক্তি খ) পরিবার
গ) সমাজ ঘ) মণ্ডলী (গ)

৪। মনি তার সেবার মাধ্যমে–
i. দারিদ্র বিমোচন করেন
ii. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেন
iii. মানুষের সেবা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত?
ক) হাজার হাজার খ) লাখ লাখ
গ) কোটি কোটি ঘ) অসংখ্য (গ)

৬। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান কোনটি?
ক) আত্মজ্ঞান খ) বৈষয়িক জ্ঞান
গ) পারলৌকিক জ্ঞান ঘ) আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : পৃথিবীর সব জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

৭। 'নিজেকে জানো' কে বলেছেন?
ক দার্শনিক প্লেটো খ দার্শনিক সক্রেটিস
গ দার্শনিক অ্যারিস্টটল ঘ দার্শনিক রুশো খ

৮। কোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
ক অন্যকে জানা খ জগতকে জানা
গ ঈশ্বরকে জানা ঘ নিজেকে জানা ঘ

৯। কে নিজের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী?
ক জ্ঞানী খ বিজ্ঞানী
গ যাজক ঘ সাধারণ মানুষ ক

১০। কোনটি একটি প্রক্রিয়া?
ক নিজস্ব আচরণ খ নিজেকে জানা
গ প্রতিভা ঘ দক্ষতা খ

১১। নিজেকে জানার প্রথম ধাপ কোনটি?
ক প্রার্থনা খ মূল্যায়ন
গ সমালোচনা ঘ আত্মসচেতনতা ঘ

১২। মনোবিজ্ঞানী যোসেফ ও হ্যারি নিজেকে জানার জন্য যে জানালার উদ্ভাবন করেছেন তাকে কী বলা হয়?
ক যো-হ্যারি উইনডো খ যো-উইনডো
গ হ্যারি উইনডো ঘ হ্যারি যো-উইনডো ক

১৩। কে সত্য কথাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন?
ক পিতামাতা খ বন্ধু
গ নিন্দুক ঘ ধর্মযাজক খ

১৪। লোকেরা যীশুর কাছে কাকে ধরে এনেছিল?
ক যোসেফকে খ মারিয়া মান্দালিনীকে
গ হ্যারিকে ঘ সাধু পলকে খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মারিয়া মান্দালিনী একজন ব্যভিচারিণী এবং তাকে পাথর ছুড়ে মারার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

১৫। যীশু উপস্থিত জনতাকে কোনটির সুযোগ দিয়েছিলেন?
ক আত্মসচেতনতার খ সমালোচনার
গ প্রার্থনার ঘ আত্মমূল্যায়নের ঘ

১৬। নিজেকে জানার জন্য কার সাহায্য খুব প্রয়োজন?
ক অন্য মানুষের খ যীশুর
গ জ্ঞানের ঘ সমালোচকের ক

১৭। আত্মজ্ঞানের সহায়ক কোনটি?
ক শিক্ষা খ বিভিন্ন ঘটনা
গ গঠন প্রশিক্ষণ ঘ ডায়েরি লেখা খ

১৮। কোনটি মানুষের আচরণকে বদলে দেয়?
ক জ্ঞান খ গঠন প্রশিক্ষণ
গ শিক্ষা ঘ প্রার্থনা গ

১৯। প্রকৃত শিক্ষা কী?
ক জীবনের দর্পণস্বরূপ খ জীবনকেন্দ্রিক জ্ঞান
গ পুঁথিগত শিক্ষা ঘ বাস্তব জীবনের ঘটনা ক

২০। আত্মজ্ঞানের সহায়ক কোনটি?
ক সচেতনতা খ জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা।
গ জীবন পর্যালোচনা ঘ গঠন প্রশিক্ষণ খ

২১। ভালো অভ্যাস কোনটি?
ক পড়ালেখা করা
খ দোষ-ত্রুটি স্বীকার করা
গ ডায়েরি লেখা
ঘ সচেতন হওয়া খ

২২। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক আত্মপরিচয় খ ব্যক্তিত্ব
গ রুচিবোধ
ঘ শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য ঘ

২৩। কোনটি প্রত্যেক মানুষের রয়েছে?
ক আত্মপরিচয় খ গুণাবলি
গ দোষ-ত্রুটি ঘ শিক্ষা ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দিক প্রকাশিত হয়।

২৪। স্বাধীন ব্যক্তিত্ব কার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে?
ক ধর্মীয় বিশ্বাস খ স্বাধীনতা
গ মূল্যবোধ ঘ নিজস্ব জ্ঞান গ

২৫। ভিন্নতায় কোনটি আসে?
ক ঐক্য খ স্বাতন্ত্র
গ বিচ্ছিন্নতা ঘ সীমাবদ্ধতা ক

২৬। রংধনুতে কয়টি রং রয়েছে?
ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৮টি গ

২৭। কার মাঝে ঐক্য রয়েছে?
ক জগতের খ বৈচিত্র্যের
গ সৃষ্টির ঘ কর্মের খ

২৮। আমাদের জীবনে কার উপস্থিতি লক্ষ করি?
ক যীশুর খ পবিত্র আত্মার
গ আদর্শ ব্যক্তির ঘ পবিত্র ত্রিত্বের ঘ

২৯। ত্রিত্ব কী?
ক ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা
খ ঈশ্বরের পুত্র, মাতা ও আত্মা
গ ঈশ্বর, পিতা ও পুত্র
ঘ ঈশ্বর, মাতা ও পবিত্র আত্মা ক

৩০। ভক্তজনের সমাজ কোনটি?
ক ব্যক্তি খ পরিবার
গ খ্রিষ্টমণ্ডলী ঘ যীশু গ

৩১। কোনটি মৌলিক প্রয়োজন?
ক মানুষের কথা রাখার
খ মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা
গ যীশুকে স্মরণ করা
ঘ মানুষকে বিশ্বাস করা খ

৩২। আমাদের জীবন আবর্তিত হয় কাকে কেন্দ্র করে
ক মানুষকে খ পরিবারকে
গ সমাজকে ঘ যীশুকে গ

৩৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক গির্জা খ পরিবার
গ ধর্মীয় স্থান ঘ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘ

৩৪। খ্রিষ্ট সমাজের মস্তক বা প্রধান কে?
ক যীশুখ্রিষ্ট খ পিতা
গ মোড়ল ঘ যাজক ক

৩৫। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ কোনটি?
ক সমঝোতাপূর্ণ জীবন খ সামাজিক চাপ
গ ক্ষমার মনোভাব ঘ বিশ্বাস করা খ

৩৬। সম্পর্কের জন্য কোনটি একান্ত দরকার?
ক মূল্যবোধ খ ত্যাগ স্বীকার
গ ন্যায্যতা ঘ বিশ্বাস গ

৩৭। জীবনের মূল্যবোধ মনে করা হয় কোনটিকে?
ক খ্রিষ্টমণ্ডলীকে খ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
গ স্বাধীনতাকে গ সম্পর্ককে খ

৩৮। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের গুরু কে?
ক যীশুখ্রিষ্ট খ ধর্মযাজক
গ গৃহশিক্ষক ঘ পিতামাতা ক

৩৯। যীশু তার জীবনে কতজন শিষ্যকে বেছে নিয়েছেন।
ক ১০ জন খ ১২ জন
গ ১৪ জন ঘ ১৬ জন খ

৪০। কোনটি আপন সৌন্দর্য বিলিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়?
ক প্রকৃতি খ মানুষ
গ ফুল ঘ প্রজাপতি গ

৪১। আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ জীবন আহ্বান কোনটি?
ক সেবাকাজে আত্মনিবেদন
খ সবাইকে ভালোবাসা
গ সম্পর্ক রক্ষা করা হয় ঘ গৌরব প্রকাশ ক

৪২। শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন কে?
ক পাদ্রি খ যীশু
গ সাধু পল ঘ সাধ্বী তেরেসা খ

৪৩। আমাদের প্রথম সেবাকেন্দ্র কোনটি?
ক চিকিৎসালয় খ সমাজ
গ পরিবার ঘ ধর্মীয় স্থান গ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : পরিবারে আমাদের জীবন শুরু হয় এবং এখানেই আত্মনিবেদনের অনুশীলন করতে হয়।

৪৪। সমাজের অংশ কোনটি?
ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খ চিকিৎসালয়
গ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঘ পরিবার ঘ

৪৫। কোনটি উত্তম সেবাকাজ?
ক শিক্ষাদান
খ দারিদ্র্য বিমোচন করা।
গ আর্তের পাশে দাঁড়ানো
ঘ জীবন উৎসর্গ করা ক

৪৬। খ্রিষ্ট ঈশ্বরকে কী বলে ডাকতে মানুষকে শিখিয়েছেন?
ক যীশু খ ঈশ্বর
গ পিতা ঘ পবিত্র আত্মা গ

৪৭। ক্রুশের উপর আত্মদান করেছেন কে?
ক খ্রিষ্টমণ্ডলী খ যীশু
গ সাধু পল ঘ মা মারিয়া খ

৪৮। ইহুদি রীতি অনুযায়ী জন্মের কত দিন পর শিশুকে মন্দিরে নিবেদন করা হয়?
ক ২০ দিন খ ২৫ দিন
গ ৩০ দিন ঘ ৪০ দিন ঘ

৪৯। কোন শিশুকে মন্দিরে নিবেদন করা হয়?
ক কন্যাশিশুকে খ পুরুষ শিশুকে
গ যমজ শিশুকে ঘ প্রতিবন্ধী শিশুকে খ

৫০। মা মারিয়া কাকে মন্দিরে নিবেদন করলেন?
ক যোসেফকে খ যীশুকে
গ সাধু পলকে ঘ নিজেকে খ

৫১। যীশু কত বছর বয়সে জেরুজালেম গমন করেন?
ক ৮ বছর বয়সে খ ১০ বছর বয়সে
গ ১২ বছর বয়সে ঘ ১৪ বছর বয়সে গ

৫২। যীশু কোথায় ধ্যান প্রার্থনা করেন?
ক মরু প্রান্তরে খ নিজ বাড়িতে
গ মন্দিরে ঘ নাজারেথে ক

৫৩। যীশু কত দিন উপবাস ছিলেন?
ক ২৫ দিন খ ৩০ দিন
গ ৩৫ দিন ঘ ৪০ দিন ঘ

৫৪। কর্মজীবনে যীশু কাকে ভালোবেসে ছিলেন?
ক ঈশ্বরকে খ পিতামাতাকে
গ মানুষকে ঘ জগতকে গ

৫৫। যীশু কোনটি সংস্কার স্থাপন করেন?
ক খ্রিষ্টপ্রসাদ খ মন্দির
গ সেবাকাজ ঘ পানীয় ক

৫৬। খ্রিষ্টপ্রসাদ কী?
ক শেষ ভোজ খ জীবনদায়ী খাদ্য
গ পানীয় ঘ ঈশ্বরের আশীর্বাদ খ

৫৭। শেষ ভোজে যীশু কোনটি দান করেছেন?
ক নিজ দেহ খ রক্ত
গ নিজ দেহ ও রক্ত ঘ খ্রিষ্টপ্রসাদ গ

৫৮। যীশু কতটি সংস্কার স্থাপন করেন?
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৭টি ঘ ৯টি গ

৫৯। কোথায় যীশুর বিচার করা হয়েছিল?
ক নিজ বাড়িতে খ পিলাতের বাড়িতে
গ নাজারেথ ঘ জেরুসালেম খ

৬০। যীশুকে কীরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?
ক বিষপান খ ক্রুশীয় মৃত্যু
গ অপমান করা ঘ মস্তক ছেদন খ

৬১। যীশু কখন তার আত্মাকে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন?
ক পুনরুত্থানের আগে
খ স্বর্গারোহণের পরে
গ ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে
ঘ পুনরুত্থানের পরেও স্বর্গারোহণের পূর্বে ঘ

৬২। কততম দিনে যীশু পবিত্র আত্মাকে দান করেন?
ক) পাশত্তমী দিনে খ) একাত্তমী দিনে
গ) ষাটত্তমী দিনে। ঘ) বাষট্টিমী দিনে ক

৬৩। কী হিসেবে যীশু আমাদের সাথে রয়েছেন?
ক) ঈশ্বর হিসেবে খ) মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে
গ) খ্রিষ্টপ্রসাদ হিসেবে ঘ) বাণী হিসেবে খ

৬৪। খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা কাকে গ্রহণ করি?
ক) খ্রিষ্টমণ্ডলীকে খ) পিতামাতাকে
গ) যীশুকে ঘ) পবিত্র আত্মাকে গ

৬৫। যীশু কতটি সংস্কার স্থাপন করেন?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৫টি ঘ) ৭টি ঘ

অনুধাবনমূলক

৬৬। বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি কীভাবে নিজেরা ধন্য হচ্ছে?
ক) অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে
খ) নিজের সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে
গ) স্বাধীনতার মাধ্যমে
ঘ) সুসম্পর্ক বজায় রেখে খ

৬৭। কীভাবে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়?
ক) অন্যকে জানার মাধ্যমে
খ) বিশ্বকে জানার মাধ্যমে
গ) নিজেকে জানার মাধ্যমে
ঘ) ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে গ

৬৮। কীভাবে নিজেকে জানার সমাপ্তি ঘটে।
ক) কাজের মধ্য দিয়ে খ) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
গ) প্রতিভার মধ্য দিয়ে ঘ) আত্মদানের মধ্য দিয়ে খ

৬৯। গঠনমূলক সমালোচনা কেন প্রয়োজন?
ক) অন্যকে জানার জন্য
খ) সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য
গ) সম্পর্ক গড়ার জন্য
ঘ) নিজেকে জানার জন্য ঘ

৭০। কীভাবে আমরা নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করতে পারি?
ক) বিভিন্ন ঘটনার আলোকে খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ) পরীক্ষার মাধ্যমে
ঘ) জীবন পর্যালোচনার মাধ্যমে ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ঘটনা আত্মজ্ঞানের সহায়ক।

৭১। আমাদের আত্মজ্ঞান কীভাবে বেড়ে যায়?
ক) গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে
খ) গঠন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ) শিক্ষার মাধ্যমে
ঘ) পর্যালোচনার মাধ্যমে গ

৭২। মানুষ কেন অন্যদের থেকে আলাদা হয়?
ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্য খ) আত্মদানের জন্য
গ) গুণাবলির জন্য ঘ) চেহারার জন্য ক

৭৩। আমরা যে ঈশ্বরের একক ও অনন্য সৃষ্টি তা কীভাবে প্রমাণিত হয়?
ক) আত্মদানের মাধ্যমে খ) জ্ঞানের মাধ্যমে
গ) প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে
ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে ঘ

৭৪। দেখতে এক রকম হলেও যমজ ভাই-বোন এক রকম হয় না কেন?
ক) চিন্তাধারার কারণে
খ) শারীরিক গঠন ও আকৃতির কারণে
গ) গুণাবলির কারণে
ঘ) ব্যক্তিত্বের কারণে ঘ

৭৫। পেশা নির্বাচন করা হয় কেন?
ক) জীবিকা নির্বাচনের জন্য
খ) দায়িত্ব পালনের জন্য
গ) ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য
ঘ) সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য ক

৭৬। কেন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়?
ক) ব্যক্তিত্বের জন্য খ) স্বাধীনভাবে চলার জন্য
গ) ভিন্নতার জন্য ঘ) বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য গ

৭৭। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে কার্যকরী হয়?
ক) সেবা প্রদানের মাধ্যমে
খ) মানুষের সাথে সুসম্পর্কের কারণে
গ) অর্থদানের মাধ্যমে
ঘ) সহযোগিতার মাধ্যমে খ

৭৮। আমরা কীভাবে নিজেকে দান করি?
ক) সেবাকাজের মাধ্যমে
খ) জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে
গ) অর্থদানের মাধ্যমে
ঘ) ত্যাগের মাধ্যমে ক

৭৯। আমরা কীভাবে আমাদের জীবন সার্থক করি?
ক) নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
খ) জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে
গ) পরার্থে আত্মনিবেদন করে
ঘ) ত্যাগের মাধ্যমে গ

৮০। কেন মানুষকে সেবা করা উচিত?
ক) নৈতিক দায়িত্ব বলে
খ) ঈশ্বরের সেবা করা হয় বলে
গ) অর্থনৈতিক লাভ হয় বলে
ঘ) অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় বলে খ

৮১। আমরা কীভাবে সেবকাজে অনুপ্রাণিত হই?
ক) যীশুকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে
খ) নিজেকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে
গ) পরিবারের সদস্যদের সেবা করার মধ্য দিয়ে
ঘ) অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে গ

৮২। কীভাবে মানুষের অজ্ঞতা ঘোচে?
ক) জ্ঞানের মাধ্যমে খ) শিক্ষার মাধ্যমে
গ) আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঘ) ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে খ

৮৩। হস্তশিল্প শিক্ষার প্রয়োজন কেন?
ক দক্ষতা প্রকাশের জন্য
খ সেবা করার জন্য
গ কর্মক্ষেত্র প্রকাশের জন্য
ঘ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য (ঘ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : হস্তশিল্প বৃহত্তর পর্যায়ে বড় শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে সমাজের মানুষের সেবা করা যায়।

৮৪। মানুষ কেন নিজের কথা ভাবে?
ক নিজের লাভ ক্ষতির জন্য খ বাঁচার জন্য
গ নিজস্ব স্বাধীনতার জন্য ঘ ব্যক্তিত্বের জন্য (ক)

৮৫। পিতামাতা কেন যীশুকে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করেন?
ক মানুষের সেবা করার জন্য
খ স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য।
গ ইহুদি রীতি মানার জন্য
ঘ আত্মত্যাগের জন্য (গ)

৮৬। যীশু কেন জেরুসালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন?
ক প্রার্থনার জন্য
খ নিস্তার পর্ব পালনের জন্য
গ পিতামাতার কথা রাখার জন্য
ঘ ধর্মবিষয়ে আলোচনার জন্য (খ)

৮৭। যীশু কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন?
ক আত্মদানের মাধ্যমে খ প্রলোভন জয় করে
গ মানুষের মন জয় করে ঘ প্রার্থনা করে (ক)

৮৮। যীশু কেন সব যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন?
ক ঈশ্বরের জন্য খ নিজেকে প্রকাশের জন্য
গ মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্য
ঘ অন্য শাস্তি এড়ানোর জন্য (গ)

৮৯। যীশু কীভাবে আমাদের সাথে রয়েছেন?
ক এক বাণীর মাধ্যমে
খ মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে
গ খ্রিষ্টপ্রসাদ হিসেবে
ঘ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে (খ)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৯০। দার্শনিক অ্যারিস্টটল পৃথিবী ও জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। এরূপ বর্ণনার সাথে সাদৃশ্য আছে কোন ব্যক্তি?
ক দার্শনিক প্লেটোর খ দার্শনিক সক্রেটিসের
গ দার্শনিক রুশোর ঘ দার্শনিক ভলতেয়ারের (খ)

৯১। রবিন তার বন্ধুর আচরণকে সবার সামনে তুলে ধরেন। তার আচরণের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে–
ক সমালোচকের খ বন্ধুত্বের
গ দার্শনিকের। ঘ যীশুর (ক)

৯২। জাহিদ দেবাকে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দিয়েছিলেন। তার আচরণের সাথে সাদৃশ্য আছে–
ক হ্যারির খ যোসেফের
গ মা মারিয়ার ঘ যীশুর (ঘ)

৯৩। রাহমান সাহেব শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে জানতে পারেন। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ বিদ্যমান?
ক সচেতন হওয়া খ আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া
গ মানসিক চাপমুক্ত হওয়া ঘ আত্মকেন্দ্রিক হওয়া (ক)

৯৪। রশিদ অন্যদের সহায়তায় নিজের কাজের তালিকা করেন। এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক দৈনন্দিন কাজের তালিকা
খ অতীত ঘটনার তালিকা
গ নিজের দোষ-গুণের তালিকা
ঘ বাজেটের তালিকা (গ)

৯৫। মিমি মিনির থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ বিদ্যমান?
ক আত্মপরিচয় খ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র
গ শিক্ষা ঘ জ্ঞান (খ)

৯৬। জালাল সাহেব উদার ব্যক্তি। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ বিদ্যমান?
ক আত্মপরিচয় খ নিজস্ব গুণাবলি
গ ব্যক্তিগত রুচি ঘ ব্যক্তিত্ব (খ)

৯৭। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল মানুষের সেবা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে
ক মাদার তেরেসার খ মা মারিয়ার
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘ যোসেফের (ক)

৯৮। মারিয়া ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহারটি পেয়েছেন। এটি কোনটিকে সমর্থন করে?
ক ধর্মীয় বিশ্বাস খ মূল্যবোধ
গ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘ আত্মমূল্যায়ন (গ)

৯৯। যোসেফ তার জীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এর সাথে সাদৃশ্য আছে
ক পবিত্র ত্রিত্বের খ যীশুখ্রিষ্টের
গ মা মারিয়ার ঘ খ্রিষ্টমণ্ডলীর (ক)

১০০। রহিম সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেয়েছে। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ বিদ্যমান–
ক খ্রিষ্টমণ্ডলীর উপস্থিতি খ প্রতিভার বিকাশ
গ সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস ঘ দক্ষতার প্রকাশ (গ)

১০১। জালাল সাহেব সবার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। এটি কোনটিকে সমর্থন করে?
ক ক্ষমা করা খ সহনশীলতা থাকা
গ পুনর্মিলন ঘ স্বাধীনতা স্বীকার করা (গ)

১০২। জন ম্যালকম নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। জনের কাজের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কার?
ক মণ্ডলীর খ যীশুর
গ যোশেফের ঘ মা মারিয়ার (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মণ্ডলীর সেবায় অনেকেই তাদের জীবন নিবেদন করেছেন।

১০৩। শান্তা মারিয়া নিজেকে দান করেন সবার জন্য। তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কার?
ক মণ্ডলীর খ যীশুর
গ যোশেফের ঘ মা মারিয়ার খ

১০৪। ডি সুজা জীবনের শেষ পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। এটি কোনটিকে সমর্থন করে?
ক পরিপূর্ণ জীবনযাপন খ পরস্পরের কল্যাণ
গ পিতার ইচ্ছা পালন ঘ ঈশ্বরের সেবা করা গ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

১০৫। জ্ঞানীরা নিজের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। উক্তিটি বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কী?
ক নিজেকে ব্যক্ত করা
খ আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন
গ নিজেকে ফিরে পাওয়া
ঘ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন খ

১০৬। নিজেকে জানার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা খুবই প্রয়োজন। এর যথার্থ কারণ কী?
ক অন্যের ভালো দিক জানা
খ নিজেকে উপলব্ধি করা
গ অন্যকে মূল্যায়ন করা
ঘ নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানা ঘ

১০৭। জীবন পর্যালোচনা দ্বারা বোঝানো হয়েছে কী?
ক ভালো-মন্দ বুঝতে শেখা
খ জীবনের কথা লিখে রাখা
গ মূল্যবোধের আলোকে নিজ জীবন ব্যাখ্যা করা
ঘ নিজের দোষ-গুণের তালিকা করা গ

১০৮। 'ব্যক্তিস্বাত' কথাটি দ্বারা কোন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে?
ক আলাদা অস্তিত্বের প্রকাশ
খ রুচিবোধের পার্থক্য
গ মূল্যবোধের ভিন্নতা
ঘ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা ঘ

১০৯। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেড়ে ওঠে। এখানে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক একক সত্তা
খ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
গ নিজস্ব মূল্যবোধ
ঘ ধর্মীয় বিশ্বাস খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ উপহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

১১০। আমরা যদি সবাই একরকম হতাম তাহলে পৃথিবীটা কেমন হতো। উক্তিটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক ভিন্ন জীবনযাপন করা
খ মানুষের ধরন পরিবর্তন প্রয়োজন
গ সৌন্দর্যবর্ধন
ঘ স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ভিন্নতর প্রয়োজন ঘ

১১১। 'বৈচিত্র্যের মাঝেই আছে ঐক্য।'—উক্তিটি দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে—
ক ভিন্নতায় ঐক্য আসে
খ বৈচিত্র্য সৌন্দর্য প্রকাশ করে
গ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বোঝায়
ঘ স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয় ক

১১২। শত্রুকে ক্ষমা করা দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক সেবাকাজে আত্মনিবেদন
খ ব্যক্তিস্বাতবোধ
গ সম্পর্ক রক্ষা করা
ঘ নিজেকে প্রকাশ করা গ

১১৩। মাদার তেরেসা মানুষের কল্যাণে জীবন নিবেদন করেছেন। উক্তিটিতে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়?
ক নিজেকে প্রকাশ করা
খ সেবাকাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া
গ আত্মদান
ঘ জগতের কল্যাণ খ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. জন মানুষের বিপদে সর্বদা এগিয়ে আসেন। রোগীর সেবা করেন, জমে থাকা রাস্তার পানি সরিয়ে দেন যাতে মানুষের হাঁটতে কষ্ট না হয়। তিনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সেবা করেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের গরিব মানুষকে অক্ষর জ্ঞানদান করেন। (সকল বোর্ড-২০১৭)

১১৪। মি. জনের সেবার ক্ষেত্র কোনটি?
ক সমাজ খ পরিবার
গ মণ্ডলী ঘ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক

১১৫। মি. জনের সেবার মাধ্যমে
i. মানুষ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে।
ii. নিঃস্বার্থ আত্মদানের পরিচয় পাওয়া যায়
iii. মানুষের অজ্ঞতা ঘুচে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii iii গ

১১৬। "তোমাদের মধ্যে যার কোনো পাপ নেই সেই আগে পাথর ছুড়ুক।" যীশু কেন উপস্থিত জনতাকে এ কথাটি বললেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক আত্মসচেতনতার জন্য
খ গঠনমূলক সমালোচনার জন্য
গ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য
ঘ আত্মমূল্যায়নের সুযোগদানে ঘ

১১৭। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা কিসের সহায়ক? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক আত্মজ্ঞানের খ আত্মসচেতনতার
গ আত্মমূল্যায়নের ঘ জীবন পর্যালোচনার ক

১১৮। সব দানের মহৎ দান কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক সেবা খ ভালোবাসা
গ অর্থ ঘ শান্তি ক

১১৯। 'নিজেকে জানো' উক্তিটি কার? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক অ্যারিস্টটল খ প্লেটো
গ সক্রেটিস ঘ হিপোক্র্যাট গ

১২০। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবা কোথায় দিতে পারি? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে খ পরিবারে
গ সেলাই ও হস্তশিল্প কেন্দ্রে ঘ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক

◈ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২১ ও ১২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও : প্রেমী অনেক পরিশ্রম করে একটি সেলাই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কয়েকজন গরিব মহিলা নিয়োগ দিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেন। (সকল বোর্ড-২০১৬)

১২১। প্রেমীর সেবার ক্ষেত্র কী ছিল?
ক ব্যক্তি খ পরিবার
গ সমাজ ঘ মণ্ডলী গ

১২২। প্রেমী তার সেবার মাধ্যমে
i. দারিদ্র বিমোচন করেন
ii. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেন
iii. মানুষের সেবা করেন নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

১২৩। কত বছর বয়সে যীশু জেরুজালেম মন্দিরে হারিয়ে গেলে মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক ১০ বছর খ ১২ বছর
গ ১৩ বছর ঘ ১৪ বছর খ

১২৪। আমরা কীভাবে মণ্ডলীর সেবা করতে পারি?
ক মণ্ডলীতে অর্থ দান করে
খ মণ্ডলীর কাজে অবদান রেখে
গ রোগীদের সেবাযত্ন করে
ঘ গরিবদের সাহায্য করে খ

১২৫। "নিজেকে জানো"-কথাটি কে বলেছেন? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক প্লেটো খ সক্রেটিস
গ অ্যারিস্টটল ঘ রুশো খ

১২৬। কোনটি জীবনের দর্পণস্বরূপ? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক জীবন পর্যালোচনা খ গঠন প্রশিক্ষণ
গ শিক্ষা ঘ জার্নাল লেখা ক

১২৭। মনোবিজ্ঞানী যোসেফ ও হ্যারী নিজেকে জানার জন্য যে জানালার কথা বলেছেন তাকে কী বলা হয়? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক যো-হ্যারি উইনডো খ যো-উইনডো
গ হ্যারি-নো-উইনডো ঘ হ্যারিজ উইনডো ক

১২৮। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ (সকল বোর্ড-২০১৫)
i. ক্ষমতার অপব্যবহার
ii. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে
iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়। নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

Part-3 : Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা
এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা। আমরা ঈশ্বরের একক ও অনন্য সৃষ্টি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়। নিচে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য : পৃথিবীর একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো মানুষের মধ্যে কেউ কারও মতো নয়। একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া, এমনকি যমজ ভাইবোন হলেও একজন অন্যজনের মতো নয়। দেখতে একই রকম হলেও কোনো না কোনো দিকে কিছুটা ভিন্নতা আছেই। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত দিক।

আত্মপরিচয় : প্রত্যেক মানুষের আত্মপরিচয় রয়েছে। তার নিজের নাম, ঠিকানা, পেশা, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বংশপরিচয়। এগুলোর মধ্য দিয়েও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দিক প্রকাশিত হয়। অনেক সময় একই প্রতিষ্ঠানে দুজন শিক্ষার্থীর একই নাম হলে তাদের রোল নম্বর দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। তাই যে করেই হোক, মানুষ কোনো না কোনোভাবে তার আলাদা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে থাকে।

প্রশ্ন ॥২॥ তোমার জানা একজন সাধুর বা সাধ্বীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : ম্যাক্সিমিলিয়ন একজন সাধু। তিনি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ও তার ভাই সিদ্ধান্ত নিয়ে লাউয়ায় ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগদান করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হয়ে পোল্যান্ডে ফিরে আসেন। তার পৌরহিত্য জীবনকালে ১৯৩০-১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কয়েকবার জাপানে যান এবং সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অনেক ইহুদিকে তিনি আশ্রয় দেন। এ জন্য তাকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বন্দী করে জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট একজন অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার এ মহৎ কাজের জন্য তিনি জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পোপ দ্বিতীয় জনপল ১০ই অক্টোবর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ভালোবাসার জন্য শহীদ' এবং বর্তমান কঠিন সময়ে আমাদের প্রতিপালক সাধু' বলে ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন ॥৩॥ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের তিনটি ইতিবাচক ফলাফল উল্লেখ কর।

উত্তর : ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের তিনটি ইতিবাচক ফলাফল নিম্নরূপ

- ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে বৈচিত্র্য এসেছে। মানুষের। ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের দিকটিও প্রকাশিত হয় এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মাধ্যমে।
- বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে চাহিদার পরিপূরণ হয়েছে। পেশাগত ও কর্মজীবনে বৈচিত্র্য আছে বলেই আমরা একে অপরের কাছ থেকে সব ধরনের সেবা পাচ্ছি।
- ভিন্নতায় ঐক্য আসে এবং তাতে আমরা সমৃদ্ধ হই। এতে সমন্বয়সাধনের সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন ॥৪॥ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা

উত্তর : আমরা পরিবার ও সমাজে বাস করি। অনেক মানুষের সাথে মিলেমিশেই আমরা বাস করি। মানুষের সাথে আমাদের ভাবের আদান-প্রদান হয়। আমরা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করি এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেক। নির্চে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

- মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা মৌলিক প্রয়োজন। কারণ আমরা কোনোভাবেই একাকী বাস করতে পারি না।
- আমাদের জীবন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমি একা কখনো পূর্ণ নই। আমার পূর্ণতার জন্য সমাজের মানুষের দরকার।
- আমাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-উৎসব সমাজের মানুষের সাথে। সহভাগিতা করি।
- সমাজে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, মানুষের সুসম্পর্কের কারণেই সেখানে সবাই সেবা পেয়ে থাকে।
- সুসম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা প্রকাশ পায়।
- সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকা মানে খ্রিষ্টেরই সাথে যুক্ত থাকা।

প্রশ্ন ॥৫॥ সেবাকাজে আত্মনিবেদন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আমাদের জন্ম ও জীবন পরার্থে, নিজের জন্য নয়। আমাদের সব গুণ, শক্তি, প্রতিভা সবই হলো ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ ও মানুষের সেবার জন্য। আমাদের প্রতিটি গুণ সেবাকাজে ব্যবহার করার জন্য। সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা নিজেকে দান করি। সেবাকাজে আত্মনিবেদন বলতে বোঝায় সেবার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, উৎসর্গ করা, সমাজের মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের সেবা করা। সেবাকাজে আত্মনিবেদন করা আমাদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ জীবন আহ্বান! এটি আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তও বটে। ঈশ্বর চান, তার কাছ থেকে বিনামূল্যে যে দান আমরা লাভ করেছি, আমরাও যেন তা বিনামূল্যে মানুষের জন্য বিলিয়ে দিই। আমাদের জীবনটা যেন হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও সেবাকাজে নিবেদিত।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। প্রদীপ তাদের পরিবারের শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রদীপ একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও কীভাবে এত খারাপ আচরণ করতে পারে। একসময় প্রদীপের এমন আচরণের কথা শুনে তার প্রতিবেশী প্রণয় চিন্তা করল এ বিষয়টি প্রদীপকে বলা দরকার। তাই প্রণয় সুযোগ বুঝে প্রদীপকে তার মন্দ আচরণের কথা বুঝিয়ে বলে। প্রণয়ের কথা শুনে প্রদীপ বুঝতে পারে এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়।

ক. নিজেকে জানার প্রথম ধাপ কোনটি?

খ. একজন মানুষ থেকে অন্য আর একজন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা কেন?

গ. প্রণয়ের কোন দিকটি প্রদীপকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপের আত্মমূল্যায়নেরও দরকার বলে কি তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর :

ক. নিজেকে জানার প্রথম ধাপটি হলো নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

খ. সাধারণভাবে পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত হলেও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আলাদা বা ভিন্ন। মানুষের এই ভিন্নতা তার চেহারা, আকৃতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পায়। একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া, এমনকি যমজ ভাইবোন হলেও একজন আরেকজনের মতো নয়। দেখতে একই রকম থাকলেও কোনো না কোনো দিকে কিছুটা ভিন্নতা থাকছেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্যই মানুষ একজনের থেকে অন্যজন আলাদা।

মূলকথা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্য মানুষ একেকজন একেক রকম।

গ. প্রণয় তার বন্ধু প্রদীপের মন্দ দিকটি তুলে ধরেছে। এটি প্রদীপকে পরিবর্তন হতে সাহায্য করেছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো— আমার দুটি চোখ দিয়ে সরাসরি নিজেকে দেখতে পারি না, আয়নার মধ্যে দেখতে পাই, তাও খুব সীমিতভাবে। তবে অন্যকে দেখতে পারি। অন্যেরা আমাকে দেখে। অনেক সময় আমার ভালো বা মন্দ দিক যে বিষয়গুলো আমি নিজে বুঝতে পারি না, তা

অন্যেরা সহজেই দেখতে ও বুঝতে পারে। সেজন্য নিজেকে চেনা বা জানার জন্য অন্য মানুষের সাহায্য খুব প্রয়োজন। আমাদের বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, গুরুজন, শিক্ষক এমনকি সমবয়সী বন্ধুরাও আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। অন্যদের জানতে সহযোগিতা করতে পারি। উদ্দীপকে বন্ধু প্রণয় প্রদীপের মন্দ দিকটি তার সামনে তুলে ধরেন। এতে মন্দ কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সে কাজ ত্যাগ করে ভালো কাজে উৎসাহী হন।

মূলকথা : প্রণয়ের সুপরামর্শ প্রদীপকে পরিবর্তন হতে সাহায্য করেছে।

ঘ. স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপের আত্মমূল্যায়নেরও দরকার আছে বলে আমি মনে করি। এর বিশ্লেষণে বলা যায়- যেকোনো কাজ করার পর বা যেকোনো কথা শোনা বা বলা বা কোনো বিশেষ বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার পর যদি আত্মমূল্যায়ন করতে পারি বা অন্যকে মূল্যায়নের সুযোগ দিই, তখন আমরা সে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি। নিজের সম্পর্কে আমরা আরও ভালো জানতে পারি। লোকেরা যখন ব্যভিচারিণী মারিয়া মাগদালিনীকে যীশুর কাছে ধরে আনে তখন তারা তাকে পাথর ছুড়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল। তখন যীশু উপস্থিত জনতাকে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যার কোনো পাপ নেই, সে-ই আগে পাথর ছুড়ুক।" তখন সবাই একে একে সরে পড়েছিল। তেমনি উদ্দীপকে প্রণয় তার মন্দ দিকটি তুলে ধরে তাকে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। তাই আত্মমূল্যায়ন করে স্বাধীন মানুষ হতে পারবে।

মূলকথা : স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মমূল্যায়ন প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন-২। তৃণা ও তৃষা যমজ বোন। বাহ্যিক চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, কথা বলার ধরন সবই এক রকম। বুদ্ধির দিক থেকেও কাছাকাছি। তৃষা গরিব সহপাঠীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। পিতামাতার বাধ্য এবং পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অপরদিকে তৃণা অলস, অন্যের প্রতি অমনোযোগী, নিজের সুখের প্রতি নজর বেশি।

ক. প্রকৃত শিক্ষা কী?

খ. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. তৃণা ও তুষার মধ্যে যে পার্থক্য তাকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "তৃণা ও তৃষার মধ্যে যে পার্থক্য তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ফলাফলই রয়েছে।'- মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. প্রকৃত শিক্ষা জীবনের দর্পণস্বরূপ।

খ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব সেবা প্রদান করা হয়, তা মানুষের সাথে সুসম্পর্কেরই ফল। সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাস করলে ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা প্রকাশ পায়। সমাজ তথা খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টের উপস্থিতির প্রতীক। তাই সমাজের সাথে, সমাজের সাথে। যুক্ত থাকা মানেই আমরা খ্রিষ্টের সাথে যুক্ত আছি। তাতে আমরা জীবন্ত থাকি ও ফলশালী হই। সুতরাং মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মূলকথা : মানুষের সাথে সুসম্পর্কের ফলে আমরা খ্রিষ্টের সাথে যুক্ত হই ও উপকৃত হই।

গ. তৃণা ও তৃষার মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বলতে আমরা বুঝে থাকি ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা। সাধারণভাবে পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম অঙ্গ গঠিত হলেও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আলাদা বা ভিন্ন। মানুষের এ ভিন্নতা চেহারা, আকৃতি, আচরণ, চিন্তাধারা, পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পায়। একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের এ মৌলিক পার্থক্যগুলোকেই আমরা বলে থাকি। মানুষের ব্যক্তিস্বাতরে প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত দিক। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই একই থেকে জন্ম নেওয়া বা যমজ ভাইবোন একজন আরেকজনের মতো নয়। দেখতে বা উচ্চতায় মিল থাকলেও কোনো দিকে ভিন্নতা আছে। এ ভিন্নতাই পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের তৃণা ও তৃষার মধ্যে।

মূলকথা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্যই মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়।

ঘ. তৃণা ও তৃষার মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো ব্যক্তিস্বাত। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ফলাফলই রয়েছে। মূল্যায়ন করা হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশিত হয়। তবে অনেক সময় মানুষ গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পেশাগত ও কর্মজীবনে ভিন্নতা আছে বলেই আমরা একে অপরের কাছ থেকে সব পাচ্ছি। কিন্তু এ বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। ভিন্নতার কারণেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি বৈচিত্র্যে আমরা পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় ও পরিপূরক হই। অপরদিকে সচেতনতা নিয়ে ভিন্নতাগুলোকে সমা পারলে বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। আবার ভিন্নতার ঐক্য এলে তাতে সমন্বয় সাধনের সুযোগ থাকে। অপরদিকে ঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারলে আমরা ব্যক্তিকে অবমূল্যায়নও করতে পারি। আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দিকটি হিসেবে না দেখে শক্তি হিসেবে দেখা উচিত।

মূলকথা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মেতিবাচক দিক না দেখে ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা উচিত।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। মাইকেল একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি মণ্ডলীর কমিটির প্রধানও বটে। নিজের কাজের পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। তিনি গির্জায় বাইবেল পাঠ করেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমাজে গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়ান। তিনি সব ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা করেন এবং সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন এভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করা সম্ভব। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. খ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?
খ. সেবাকাজে আত্মনিবেদন বলতে কী বোঝায়?
গ. মাইকেলের মধ্যে সেবাকাজের কোন দিকটি লক্ষ করা যায় তা বর্ণনা কর।
ঘ. সেবাকাজে মাইকেল যেন "যীশুরই প্রতিনিধি।"- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ

ক. মানুষকে আদি পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য।

খ. আমাদের জীবন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছি। ঈশ্বর চান তার কাছ থেকে বিনামূল্যে আমরা যে দান লাভ করেছি তা যেন মানুষের জন্য বিনামূল্যেই বিলিয়ে দিই। অর্থাৎ মানবকল্যাণমূলক সেবাকাজে নিজেকে নিবেদন করা বা বিলিয়ে দেওয়াকে সেকাজে আত্মনিবেদন বোঝায়। আমাদের জীবন যেন হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও সেবাকাজে নিবেদিত।
মূলকথা : নিজের জীবনকে সেবাকাজে দান করা।

গ. উদ্দীপকের মাইকেলের মাঝে সেবাকাজের যে দিকটি লক্ষ করা যায় তা হলো- 'মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা'। আমাদের জন্ম ও জীবন নিজের জন্য নয়, পরের কল্যাণের জন্য ও ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টির দিকে লক্ষ করলে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে তারা নিজেকে বিলিয়ে দেয় পরের জন্য। যেমন : বায়ু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, ফুল ঘ্রাণ ও সৌন্দর্য বিলায় প্রভৃতি। তেমনি মাইকেল সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি মণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সমাজের গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়ান, সবাইকে সম্মান, শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। এসবের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সেবা করেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করতে চান। আমাদের জীবন ঈশ্বরের দান। আমাদের সব গুণাবলি, শক্তি, প্রতিভা সবকিছু ঈশ্বরের প্রতি সেবাদান ও তার গৌরব প্রকাশ এবং মানুষের সেবার জন্য। আমাদের প্রতিটি সেবাকাজই তার গুণ ব্যবহার করার জন্য। সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা নিজেকে দান করি। পরের কল্যাণে আত্মনিবেদন করে আমরা জীবন সার্থক করি। এটি হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের জন্য একটি বিশেষ জীবন আহ্বান। পরিবার ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হলো আমাদের সেবার ক্ষেত্র। শিক্ষাদানের মাধ্যমে অজ্ঞতা নিরসন, কর্মসংস্থানের দ্বারা দারিদ্র বিমোচন, অসুস্থদের সেবা করা, মণ্ডলীর কাজে যুক্ত থাকা প্রভৃতি উপায়ে সেবাকাজে আত্মনিবেদন করা যায়। এই সেবাকাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের অমূল্যদান আমাদের জীবন সার্থক করা যায়।
মূলকথা : মাইকেল সেবাকাজে আত্মদান করেছেন।

ঘ. 'সেবাকাজে মাইকেল যেন যীশুর প্রতিনিধি।' উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়নে বলা যায়, যীশু ঈশ্বরপুত্র হয়েও এ পৃথিবীতে এসে মানবসেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন। তিনি মানুষকে রোগমুক্ত করেছেন, দরিদ্র, অসহায় ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়েছেন। নিঃশর্তভাবে মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের প্রতি পিতার ভালোবাসার কথা প্রচার করেছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে। সব মানুষকে ঐশরাজ্যের সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছেন। শিশুকালেই যীশুর পিতামাতা যীশুকে মন্দিরে নিবেদন করেছেন। বালক যীশু বারো বছর বয়সে পিতার কাজে বাবা মায়ের অজান্তে মন্দিরে থেকে যান এবং ধর্ম-বিষয়ে পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করেন। প্রকাশ্য জীবনে কাজ শুরু করার পূর্বে যীশু চল্লিশ দিনের উপবাস ও ধ্যান প্রার্থনার জন্য গেলে শয়তান যীশুকে প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করে। যীশু কঠোরভাবে এ প্রলোভন জয় করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করেন এবং মানুষের সেবা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। তিনি সব ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে মানবসেবা করেছেন। মানুষকে তিনি পাপমুক্ত করেছেন এবং আশাহীনকে আশার বাণী শুনিয়ে সাহস দিয়েছেন। যীশু শেষ ভোজের সময় নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বশেষে মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্য যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যু গ্রহণ করেন। যীশুর এসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা। উদ্দীপকের মাইকেলের কাজের উদ্দেশ্যও ছিল মানব সেবা করা।
মূলকথা : মানবসেবায় আত্মনিবেদন।

প্রশ্ন-৪। আনন্দপুর গ্রামের অরিন্দমকে ভালো ছেলে বলে সবাই চেনে। বড়দের সম্মান, ছোটদের ভালোবাসা, সমবয়সীদের সাথে সব বজায় রেখে চলে। মানুষের উপকার করতে সে খুব ভালোবাসে। কেউ অসুস্থ হলে সে সেবার জন্য এগিয়ে যায়। মানুষকে সেবা ও ভালোবাসার জন্যই সে সবার প্রিয়পাত্র।(সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র কী?
খ. সম্পর্ক রক্ষার চারটি উপায় লেখ।
গ. অরিন্দমের মধ্যে সেবাকাজের কোন ক্ষেত্রটি লক্ষ করা যায়। তা বর্ণনা কর।
ঘ. "সেবাকাজে অরিন্দম যেন যীশুরই প্রতিনিধি।"- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ভিন্নতা।

খ. সম্পর্ক রক্ষার চারটি উপায় নিচে দেওয়া হলো

» সমাজকে ঐতিহ্যশীল প্রতিষ্ঠান মনে করা এবং সেখানে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

» খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এটি মনে রেখে সব সময় সবার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে দেওয়া।

» সমাজের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে আদান প্রদান করা এবং সাথী পুরুষ, নারী সকলের প্রতি...

» সমাজ সংগঠন পালন করা। ও সমাজের মানুষকে সব পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য করা ও তাদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করা।

মূলকথা : সম্পর্ক রক্ষার উপায়।

গ. উদ্দীপকের অনিন্দ্যর মধ্যে সেবাকাজের 'সমাজ' সেবাটি লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো

পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন, যারা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের কাছ থেকে আমরা সেবাকাজে অনুপ্রাণিত হই। পরিবার থেকেই আমরা সেবা করতে শিখি। পরিবার হলো সমাজের অংশ। প্রতিবেশী ও সমাজের সেবা করতে আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি এবং পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা আমরা সমাজে প্রয়োগ করে থাকি। ধীরে আমরা আমাদের আশপাশে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে আমরা সেবা দিতে পারি; যেমন : ... কল্যাণমূলক সংগঠন, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এখন এ জীবন পরার্থে, নিজের জন্য নয়। কবি বলেছেন, "পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" প্রকৃতি সৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা খুব সহজেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি; ফুল তার আপন সৌন্দর্য ও গন্ধ বিলিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। পশুপাখি, ফলমূলাদি, ফসলাদি গাছপালা অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বায়ু সেবন করে আমরা বেঁচে থাকি। একইভাবে অনিন্দ্য সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে।

মূলকথা : অনিন্দ্য সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

ঘ. "সেবাকাজে অনিন্দ্য যেন যীশুর প্রতিনিধি।" নিচে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করা হলো

যীশুখ্রিষ্ট এ পৃথিবীতে এসেছিলেন যেন মানুষ পরিপূর্ণভাবেই জীবন পায় এবং তিনি অসুস্থ মানুষকে সেবা করেছেন, রোগমুক্ত করেছেন, দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার কথা বলেছেন। ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে মানুষকে শিখিয়েছেন। মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত নিষ্পাপ থেকে তিনি ক্রুশের উপর আত্মদান করেছেন।

অনিন্দ্যও মানুষের সেবা করার মাধ্যমে যীশুর প্রতিনিধি হওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের জন্য এ জীবন পরার্থে, নিজের জন্য নয়। কবি বলেছেন, "পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রতিটি সৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা খুব সহজেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি। ফুল তার আপন সৌন্দর্য ও গন্ধ বিলিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয় এবং পশুপাখি, ফলমূলাদি, ফসলও অন্যের জন্য গাছপালা নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বায়ু সেবন করে আমরা বেঁচে থাকি।

আমাদের সব গুণাবলি, শক্তি, প্রতিভা সবই হলো ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ ও মানুষের সেবার জন্য। সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা নিজেকে দান করি। প্রদীপ ও ধূপ যেমন নিজে পুড়ে আলো ও গন্ধ বিলায়, তেমনি পরার্থে আত্মনিবেদন করে আমরাও আমাদের জীবন সার্থক করতে পারি। সেবাকাজে আত্মনিবেদন করা আমাদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ জীবন আহ্বান। এটি আমাদের একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তও বটে। শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে যীশু সেবার মহান দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখেছেন। তিনি যেমন আমাদের ভালোবেসেছেন তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে আমাদের আদেশও দিয়েছেন।

মূলকথা : মানবসেবায় নিবেদিত।

স্বনামধন্য স্কুলসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন-১০। কৃপা ও কৃষা যমজ বোন। শারীরিক চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, কথা বলার ধরন সবই এক রকম। বুদ্ধির দিক থেকেও কাছাকাছি। কৃষা গরিব সহপাঠীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। পিতামাতার বাধ্য ও লেখাপড়ার পাশাপাশি সর্বত্র অঙ্গনে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অন্যদিকে কৃপা অলস, অন্যের প্রতি অসহযোগী, নিজের সুযোগ সুবিধার প্রতি নজর বেশি।
[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. অভ্যন্তরীণ বাধা কয়টি?

খ. আত্মজ্ঞান বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃপার বৈশিষ্ট্য/আচরণে কি কি পরিবর্তন আনা উচিত বলে তুমি মনে কর?

ঘ. কৃষার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. অভ্যন্তরীণ বাধা দুটি- অজ্ঞতা ও বিশৃঙ্খল আবেগানুভূতি।

খ. আত্মজ্ঞান বলতে বোঝায় নিজের সম্পর্কে জানা। প্রতিটি মানুষ একক ও অনন্য ব্যক্তি। এ ভিন্নতা চেহারা বা বাহ্যিকতা, আচার ব্যবহার বা ব্যক্তিত্ব সবকিছুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, নিজেকে জানো। নিজের দোষ-গুণ জানতে পারলে মানুষ প্রকৃত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যক্তির আসলপ প্রকাশ পায়।

মূলকথা : প্রকৃত স্বাধীন হয়ে ওঠা।

গ. তৃণার আচরণে যেসব পরিবর্তন আনা উচিত বলে আমি মনে করি–

➤ তৃণাকে প্রথমে নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, অর্থাৎ নিজেকে জানতে হবে। নিজের আচার-ব্যবহার, শক্তি-সীমাবদ্ধতা, দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন হলে তার মধ্যে পরিবর্তন আসবে।

➤ নিজেকে জানার জন্য তৃণার প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রার্থনা ও ধ্যান করা। কারণ ঈশ্বর আমাদের সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে তৃণার অলসতা দূর হবে, সে অন্যের প্রতি মনোযোগী হবে এবং নিজের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হবে।

➤ শিক্ষা মানুষের আচরণ বদলে দেয়। তাই নিজেকে পরিবর্তন করতে হলে তৃণার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই এবং প্রকৃত। শিক্ষা জীবনের দর্পণস্বরূপ।

➤ তৃণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এতে সে নিজেকে পরিপক্ক করে তুলতে পারবে।

➤ নিজে ও অন্যদের সহায়তায় তৃণার দোষ-গুণের একটি তালিকা করা উচিত। এতে সে নিজেকে শোধরাতে পারবে এবং। প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হবে। সে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ পাবে।

মূলকথা : দোষ-গুণ জানা।

ঘ. তুষার মধ্যে সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা' বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ হলো–

➤ সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা একটি মৌলিক প্রয়োজন, কারণ আমরা কোনোভাবেই একাকী বাস করতে পারি না।

➤ আমাদের জীবন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমি একা কখনও পূর্ণ নই, আমার পূর্ণতার জন্য সমাজের মানুষের দরকার আবার আমিও সমাজের অন্যদের জীবন পূর্ণ করি।

➤ আমাদের জীবন আবর্তিত হয় সমাজকে কেন্দ্র করে ও আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব সমাজের মানুষের সাথে সহযোগিতা করি। আমাদের যেকোনো দুঃখ-শোক ও বিপদ-আপদে সমাজের মানুষই আমাদের পাশে দাঁড়ায়। উদ্দীপকে তুষাও গরিব সহপাঠীদের লেখাপড়ায় সাহায্য করে, পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সে জনপ্রিয়।

➤ সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমনড় হাসপাতাল, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার ইত্যাদি; এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সেবা পেয়ে থাকি এবং সমাজের মানুষের সুসম্পর্কের কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর হয়। আমরা সুন্দরভাবে সমাজে বাস করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারি।

➤ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, গুণ, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় সমাজকে ঘিরে। আমরা আমাদের গুণ, যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষা, অর্জিত সবকিছু দিয়েই সমাজের সব স্তরের মানুষের সেবা করি ও সেবা গ্রহণ করি। তাই সামাজিক সম্পর্ক অপরিহার্য।

➤ সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাস করার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা প্রকাশ পায়। সত্যিকার অর্থে আমাদের অর্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও দক্ষতার সার্থকতা প্রকাশ পায় সমাজের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সমঝোতাপূর্ণ জীবনযাপন করার মধ্য দিয়ে।

সুতরাং যীশুখ্রিষ্ট নিজে খ্রিষ্টমণ্ডলী তথা সমাজের মস্তক বা প্রধান। এ সমাজের সাথে আমাদের যুক্ত থাকতে হবে। সমাজের সাথে সম্পর্কিত থাকা মানে আমরা খ্রিষ্টেরই সাথে যুক্ত আছি এবং তাতে আমরা জীবন্ত থাকি ও ফলশালী হই।

মূলকথা: খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে সমাজ তথা খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টের উপস্থিতির প্রতীক।

তৃতীয় অধ্যায় — আমার স্বাধীনতা ও সমাজ

Part-1 : Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

ভূমিকা

ঈশ্বর মানুষকে এমন করেই সৃষ্টি করলেন তাকে যেন একা থাকতে না হয়, সে যেন সমাজে বাস করতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা দেখি, কত বিচিত্র ধরনের প্রাণী, বস্তু, ফুল-ফল, গাছপালা, পশুপাখি রয়েছে। শুধু বৈচিত্র্যই নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে দলবদ্ধতা। আমরা দেখি, পাখির ঝাঁক, পশুর পাল, বৃক্ষরাজি আর ফুল-ফলের সমাহার। প্রকৃতিতে রয়েছে একাত্মতা, মিলন ও সমন্বয়, তেমনি মানুষও সৃষ্ট হয়েছে সমাজে বাস করার জন্য। মানবপরিবারে তার জন্ম এবং মানবসমাজেই তার বাস। পরস্পরের সাহচর্য পাওয়ার জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। মানবসমাজে বাস করতে হলে মানুষকে নিজ অধিকার রক্ষা করার সাথে সাথে অপরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়।

শিখনফল : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

- নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে।
- অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নিজের ও অন্যদের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসে মানুষের জীবন মূল্যায়ন করতে পারবে।
- অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবে।
- অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ অনুভূতি, ◈ মতবিনিময়, ◈ নিঃসঙ্গতা, ◈ সম্প্রীতি বন্ধুত্ব, ◈ খ্রিষ্টবিশ্বাস, ◈ কাজের স্বাধীনতা, ◈ আদি পুস্তক, ◈ সংঘবদ্ধ, ◈ পবিত্র বাইবেল।

Part-2: Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু

এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১।সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের কিসের প্রয়োজন?
ⓚ ক্ষমার ⓚ বন্ধুত্বের
ⓖ বিশ্বাসের ⓖ ভালোবাসার — উত্তর: খ

২। যীশুর কথা অনুসারে বিশ্বাসী ইহুদিরা কীভাবে তার যথার্থ শিষ্য হয়ে উঠবে?
(ক) সত্য জেনে (খ) যীশুর দাসত্ব করে
(গ) যীশুর বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে
(ঘ) সকল কাজে সক্রিয় হয়ে — উত্তর: গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আপন কাকাত ভাই অনিল খুব নীতির্ন হলেও সুনীল দুশ্চরিত্রের লোকদের সাথে চলে। অনিল তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে সুনীল খারাপ লোকদের দিয়ে অনিলকে খুব আঘাত করেন। অনিল হাসপাতালে কষ্ট পেলেও সুনীলের কাছ। থেকে পাওয়া কষ্ট ভুলে যান।

৩। অনিলের চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
(ক) সাধু পিতর (খ) সাধু স্টিফানের
(গ) সাধ্বী মারীয়া গরেটি (ঘ) সাধু পল — উত্তর: গ

৪। অনিলের নিকট থেকে সুনীল পেয়েছিলেন-
i. সাহায্য
ii. ক্ষমা
iii. ভালোবাসা।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii — উত্তর: ঘ

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। নিঃসঙ্গতাকে কোন ধরনের তাগিদ বলা হয়?
ক সামাজিক খ মানসিক
গ শারীরিক ঘ আবেগী ক

৬। একাকিত্বের অভিজ্ঞতা কেমন?
ক পারিবারিক খ ব্যক্তিগত
গ সামাজিক ঘ ধর্মীয় খ

৭। কোনটি কর্ম ও জীবনে অনীহা আনে?
ক অবাধ্যতা খ কর্তৃত্ব
গ পরাধীনতা ঘ নিঃসঙ্গতা ঘ

৮। নিঃসঙ্গ জীবনে সর্বদা কোনটি থেকে যায়?
ক পূর্ণতা খ আনন্দ
গ অভাববোধ ঘ কৃতজ্ঞতাবোধ গ

৯। কোনটি মানুষের মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা?
ক মানুষের সাথে কথা বলা খ সমাজে বসবাস করা
গ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা ঘ নিঃসঙ্গতা দূর করা খ

১০। নিঃসঙ্গতা কী বয়ে আনে?
ক সুখ খ দুঃখ
গ সহানুভূতি ঘ পূর্ণতা খ

১১। কোন মহাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান?
ক এশিয়া খ আমেরিকা
গ ইউরোপ ঘ আফ্রিকা ক

১২। এশিয়ার কোন দেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান?
ক জাপান খ পাকিস্তান
গ সিঙ্গাপুর ঘ বাংলাদেশ ঘ

১৩। আদিপুস্তকের কততম অধ্যায়ে ঈশ্বর ও তার সৃষ্টির সন্ধির বিষয় আলোচিত হয়েছে?
ক তৃতীয় খ চতুর্থ
গ সপ্তম ঘ নবম ঘ

১৪। পবিত্র বাইবেলে কত ধরনের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?
ক ২ ধরনের খ ৩ ধরনের
গ ৪ ধরনের ঘ ৫ ধরনের ক

১৫। ইসরায়েল জাতি কোন দেশের দাসত্ব করত?
ক মিশর খ ইরান
গ লেবানন ঘ তিউনিশিয়া ক

১৬। ইহুদিরা কার বংশের লোক?
ক আদমের খ অব্রাহাম
গ দাউদ ঘ জেবেদ খ

১৭। সাধু পলের জন্ম কোন প্রদেশে?
ক সিসিলি খ সিলিসিয়া
গ সিন্ধু ঘ জেরুসালেম খ

১৮। সাধু পলের পূর্ব নাম কী ছিল?
ক সৌল খ যোসেফ
গ আনানিয়াস ঘ লুক ক

১৯। আনানিয়াসের আবাসস্থল কোথায়?
ক যেরুজালেম খ সিরিয়া
গ দামাস্কাস ঘ লিউকানিয়া গ

২০। সাধু পল দ্বিতীয়বার প্রৈরিতিক যাত্রায় প্রথমে কাকে নিয়ে যান?
ক তিমথি খ আনানিয়াস
গ লুক ঘ সিলাস ঘ

২১। দামাস্কাসে যীশুর কোন শিষ্য থাকত?
ক আনানিয়াস খ পল
গ সিলাস ঘ লুক

২২। অতি অল্প সময়ে সাধ্বী বলে ঘোষিত হন কে?
ক আসুন্তা কারলীনি খ মারিয়া গরেটি
গ মাদার তেরেজা ঘ আরসিলিয়া খ

২৩। সাধ্বী মারিয়া গরেটি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক রোম খ ইতালি
গ প্যালেস্টাইন ঘ দামেস্ক খ

২৪। কে মারিয়াকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল?
ক সানড্রিনো খ সিলাস
গ আলেক্সান্দ্রো ঘ মার্টিন লুইস গ

২৫। তৃতীয় প্রচার যাত্রায় সাধু পল কোথায় ৩ বছর সময় কাটিয়েছেন?
ক এথেন্স খ বেরেয়া
গ থেসালোনিকা ঘ এফেসাস ঘ

২৬। সাধু পল সর্বপ্রথম কোথায় কারাবাস যাপন করেন?
ক সিজারিয়া খ এথেন্স
গ রোম ঘ এফেসাস ক

২৭। সাধু পলকে শিরচ্ছেদ করা হয় কখন?
ক ৬২ খ্রিষ্টাব্দে খ ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে
গ ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গ

২৮। খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ প্রথম কোথায় খ্রিষ্টান নামে অভিহিত হন?
ক আন্তিয়োক খ অনানিয়াস
গ সিলাস ঘ লুক ক

২৯। সাধু পলের মন পরিবর্তন দিবস কখন?
ক ২২শে জানুয়ারি খ ২৫শে জানুয়ারি
গ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঘ ২৫শে জুন খ

৩০। খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ কোন দিনটিকে যৌথভাবে পিতর ও পলের পর্বদিন হিসেবে পালন করে।
ক ২৫শে জানুয়ারি খ ১৪ই এপ্রিল
গ ২৯শে জুন ঘ ৩০শে জুলাই গ

৩১। আলেক্সান্দ্রোর কত বছর কারাবাস হয়?
ক ১০ বছর খ ১৫ বছর
গ ২০ বছর ঘ ৩০ বছর ঘ

৩২। দ্বাদশ পিউস মারিয়া গরেটিকে সাধ্বী শ্রেণিভুক্ত করেন কখন?
(ক) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : প্রতিবছর ৬ই জুলাই সাধ্বী মারিয়া গরেটির পর্ব পালন করা হয়।

৩৩। মাদার তেরেজা তার পিতামাতার কততম সন্তান ছিলেন?
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ
(গ) অষ্টম (ঘ) নবম (ঘ)

৩৪। মাদার তেরেজার জন্মস্থান কোনটি?
(ক) ফ্রান্স (খ) রোম
(গ) ইতালি (ঘ) প্যালেস্টাইন (ক)

৩৫। কত খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে (খ)

৩৬। মাদার তেরেজার মনের পরিবর্তন হয় কখন?
(ক) ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ)

৩৭। কে মাদার তেরেজাকে মণ্ডলীর 'আচার্য' পদে ভূষিত করেন?
(ক) পোপ একাদশ পিউস
(খ) পোপ দ্বাদশ পিউস
(গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল
(ঘ) পোপ দ্বিতীয় যোসেফ (গ)

৩৮। ১৯৯৭ সালে মাদার তেরেজা কত বছর বয়সে মারা যান?
(ক) ৮০ (খ) ৮৫
(গ) ৮৭ (ঘ) ৮৯ (গ)

৩৯। সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ফ্রান্স (খ) পোল্যান্ড
(গ) ইতালি (ঘ) রোম (খ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কলবে তিন সপ্তাহ পানাহার না করেও বেঁচেছিলেন।

৪০। তিনি কত সালে 'যাজক' পদে অভিষিক্ত হন?
(ক) ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (ক)

৪১। জার্মান গ্যাস্টাবো সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কলবেকে কখন বন্দী করেন?
(ক) ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে (গ)

অনুধাবনমূলক

৪২। নিঃসঙ্গতাকে সামাজিক তাগিদ বলা হয় কেন?।
(ক) এটি ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করে
(খ) এটি সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে
(গ) বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জোগায়
(ঘ) সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে অনুপ্রেরণা জোগায় (ক)

৪৩। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে কেন?
(ক) দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করার জন্য
(খ) ভয় দূর করার জন্য।
(গ) পরস্পরের সাহচর্য পাওয়ার জন্য
(ঘ) নিজেকে রক্ষার জন্য (গ)

৪৪। একজন ছেলে বা মেয়ে প্রথম সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে কীভাবে?
(ক) পরিবারে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের সাথে
(খ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে
(গ) প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় দলবদ্ধতা থেকে
(ঘ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে আন্তরিকতা দেখে (ক)

৪৫। বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে তীব্র কেন?
(ক) সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে
(খ) যীশুর বাণীকে শ্রদ্ধা করার কারণে
(গ) পারিবারিক শিক্ষা লাভের কারণে
(ঘ) নিঃসঙ্গ জীবনের কুফল অনুভবের কারণে (ক)

৪৬। মানুষ ঈশ্বর ও ভাইবোনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছিল কেন?
(ক) নিঃসঙ্গতার কারণে
(খ) সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে
(গ) স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে
(ঘ) সন্ন্যাস জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে (গ)

৪৭। যীশু মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন?
(ক) মিশর দেশের দাসত্ব থেকে ইসরায়েল জাতিকে রক্ষার জন্য।
(খ) আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে
(গ) ইহুদিবাদকে উচ্ছেদ করতে
(ঘ) ব্যাবিলনের দাসত্ব থেকে ইসরায়েল জাতিকে মুক্তির জন্য (খ)

৪৮। ইহুদিরা কীভাবে যীশুর যথার্থ শিষ্যে পরিণত হবে?
(ক) যীশুর দাসত্ব করেন
(খ) খ্রিষ্টানদের রক্ষার মাধ্যমে
(গ) যীশুর ক্রীতদাস হিসেবে জীবনযাপন করে
(ঘ) যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থেকে (ঘ)

৪৯। স্বাধীন মানুষ হওয়া যায় কীভাবে?
(ক) ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা করে
(খ) যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান হয়ে
(গ) পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মাধ্যমে
(ঘ) ইহুদিদের সাথে মিলে চলার মাধ্যমে (ক)

৫০। সৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন কেন?
(ক) ইহুদি ধর্মমতে গোড়া বিশ্বাসী ছিলেন
(খ) ইসলাম ধর্মমতে গোড়া বিশ্বাসী ছিলেন
(গ) হিন্দুধর্ম মতে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন
(ঘ) জরথুষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন (ক)

৫১। সৌলকে দৃষ্টিহীন করা হয়েছিল কেন?
ক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন
খ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন করেছিলেন
গ ইহুদিদের প্রতি দমনমূলক নির্যাতন চালিয়েছিলেন
ঘ পিতামাতার অবাধ্য হয়েছিলেন (খ)

৫২। সৌলের কাছে যীশু শিষ্য আনানিয়াসকে পাঠান কেন?
ক শান্তি প্রদানের জন্য
খ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য
গ স্বাধীনতা দানের জন্য
ঘ পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য (খ)

৫৩। দামাস্কাসের ইহুদিরা সেন্ট পলকে হত্যা করতে চেয়েছিল কেন?
ক খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন
খ ইহুদিবাদের বিরোধিতার জন্য
গ ইহুদিদের উপর নির্যাতন করেছিলেন
ঘ ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিলেন (ক)

৫৪। আলেক্সান্দ্রোর কাছ থেকে মারিয়া দূরে থাকত কেন?
ক আলেক্সান্দ্রো মারিয়াকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল
খ আলেক্সান্দ্রো সন্ত্রাসী ছিল
গ মারিয়া আলেক্সান্দ্রোকে অপছন্দ করত
ঘ আলেক্সান্দ্রো ইহুদিবাদে বিশ্বাসী ছিল (ক)

৫৫। মারিয়া কেন আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেন?
ক আলেক্সান্দ্রো মারিয়াকে শ্রদ্ধা করত
খ মারিয়া ও আলেক্সান্দ্রোকে ভালোবেসেছিল
গ আলেক্সান্দ্রোর জন্য তার মনে দয়া হয়েছিল
ঘ যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকার জন্য (ঘ)

৫৬। মারিয়ার মা আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেছিলেন কেন?
ক আলেক্সান্দ্রো অনুরোধ করেছিলেন
খ মারিয়া স্বপযোগে তার মাকে বলেছিলেন
গ মারিয়া নিজে ক্ষমা করেছিলেন
ঘ প্রতিবেশীরা অনুরোধ করেছিলেন (গ)

৫৭। সাধ্বী তেরেজা কার্মেলাইট সমাজে প্রবেশ করেন কীভাবে?
ক মায়ের সহায়তায়
খ পিতার সহায়তায়
গ বড় ভাইয়ের সহযোগিতায়
ঘ পোপের বিশেষ অনুমতি লাভের মাধ্যমে (ঘ)

৫৮। সাধ্বী তেরেজা কার্মেলাইট সমাজে প্রবেশ করেন কেন?
ক সুস্থতা লাভের জন্য
খ ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য
গ তার সমগ্র জীবনকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার জন্য
ঘ পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য (গ)

৫৯। সাধ্বী তেরেজার নামের সাথে 'ক্ষুদ্র পুষ্প' যুক্ত হয়েছিল কেন?
ক পুষ্পকে পছন্দ করতেন
খ কার্মেলাইটের বাগানে নিজেকে ছোট ফুল হিসেবে দেখতেন
গ ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন
ঘ কার্মেলাইটের বাগানে অন্য ভগিনীদের চেয়ে তার বয়স কম ছিল (খ)

৬০। জার্মান গ্যাস্টাববা কেন সাধু ম্যাক্সিমিলিয়নকে বন্দী করেন?
ক ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য
খ ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেছিলেন
গ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেছিলেন
ঘ জার্মান গ্যাস্টাববার সাথে বিরোধিতা ছিল (ক)

৬১। সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন বিখ্যাত হয়েছিলেন কেন?
ক ইহুদিদের আশ্রয় দিয়েছিলেন
খ ঈশ্বরবাণী পালনে সর্বদা ব্রতী ছিলেন
গ অপরিচিত ব্যক্তির পরিবর্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন
ঘ ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করেছিলেন (গ)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৬২। মনিকাকে তার মা বলেন অ হলো একটি সামাজিক তাগিদ। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
ক নিঃসঙ্গতা খ সম্প্রীতি
গ বন্ধুত ঘ স্বাধীনতা (ক)

৬৩। রনি তার পরিবারের পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেই প্রথম এক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উক্ত অভিজ্ঞতা কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক নিঃসঙ্গতা খ সম্প্রীতি
গ কর্তৃত্বপ্রবণ ঘ স্বাধীনতা (খ)

৬৪। রবীন বাইবেল পড়ে জানতে পারে যে একমাত্র X ই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক পাখি খ যীশু
গ মানুষ ঘ বৃক্ষ (গ)

৬৫। রনির মধ্যে একধরনের অনুভূতি জাগে, যার কারণে সে একাকী জীবনযাপনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। উক্ত অনুভূতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
ক নিঃসঙ্গতা খ সম্প্রীতি
গ কর্তৃত্বপ্রবণতা ঘ স্বাধীনতাবোধ (ক)

৬৬। সুমন পবিত্র বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে ইসরায়েল জাতিকে X দেশের দাসত্ব থেকে মুক্তির বিষয় জানতে পারে। X কোনটিকে সমর্থন করছে?
ক ব্যাবিলন খ ফ্রান্স
গ রোম ঘ মিশর (ঘ)

৬৭। রোমীয়দের কাছে লেখা পত্রে জনাব ক যীশুর মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক সাধু পল খ আনানিয়াস
গ আলেক্সান্দ্রোর ঘ পোপ দ্বাদশ পিউস (ক)

৬৮। রোমেল গোঁড়া ইহুদি হওয়ায় খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা করেছিলেন। রোমেল চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক সাধু পল খ আনানিয়াস
গ সিলাস ঘ লুক (ক)

৬৯। একজন অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টিশক্তিদানের জন্য আনানিয়াসকে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত অন্ধ ব্যক্তি কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ⓚ সিলাস ⓚ সৌল
ⓖ লুক ⓖ তিমথি ⓚ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সৌল ঘোর খ্রিষ্টবিরোধী ছিলেন।

৭০। তৃতীয় প্রচার যাত্রায় সাধুপল X নগরীতে ছিলেন। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ⓚ থেসালোনিকা ⓚ বেরেয়া
ⓖ এফেসাস ⓖ ফিলিপী ⓖ

৭১। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রিসকে শিরচ্ছেদ করা হয়। প্রিন্সের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ আনানিয়াস ⓚ পল
ⓖ সিলাম ⓖ তিমথি ⓚ

৭২। রীতা হলেন মণ্ডলীর নবীন সাধ্বীদের মধ্যে একজন। রীতার সাথে। কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
ⓚ মারিয়া গরেটি ⓚ আসুন্যা কারীনি
ⓖ তেরেজা ⓖ আরসিলিয়া ⓚ

৭৩। ১৮৯০ সালে সাধ্বী মারিয়া ণ নামক দেশে জন্মগ্রহণ করেন। এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ ফ্রান্স ⓚ পোল্যাণ্ড
ⓖ রাশিয়ার ⓖ ইতালি ⓖ

৭৪। রোমেল তার প্রতিবেশী মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিয়ে পবিত্রতাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। রোমেল চরিত্রটি কোনটিকে সমর্থন করছে?
ⓚ লুই গরেটি ⓚ আঞ্জেলো
ⓖ আনানিয়াস ⓖ আলেক্সান্দ্রো ⓖ

৭৫। কণা তার চাচাতো ভাই দ্বারা ছুরিকাহত হয়েও ক্ষমা করে দেয়। 'কণা' চরিত্রটি কোনটি নির্দেশ করছে?
ⓚ মাদার তেরেজা ⓚ আরসিলিয়া
ⓖ মারিয়া গরেটি ⓖ আসুন্তা কারলীনি ⓖ

৭৬। তম্বি নিজেকে ছোট ফুল হিসেবে দেখতেন। তম্বি চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ সাধ্বী তেরেজা ⓚ জেলি মার্টিন
ⓖ মারিয়া গরেটিজ ⓖ আরসিলিয়া ⓚ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস তেরেজাকে সাধ্বী ঘোষণা করেন।

৭৭। মনিকার জীবন ছিল ক্ষুদ্র প্রেমের পথ। মনিকা চরিত্রটি কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ⓚ আঞ্জেলোনা ⓚ আরসিলিয়া
ⓖ তেরেজা ⓖ মারিয়া গরেটি ⓖ

৭৮। সোহেল অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন ও উৎসর্গ করেছিলেন। সোহেলের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ ম্যাক্সিমিলিয়ন কলবেই
ⓚ আলেক্সান্দ্রো
ⓖ আঞ্জেলোত ⓖ সানদ্রিনো ⓚ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৭৯। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ মানুষ একা থাকতে ভয় পায়
ⓚ সমাজে বাস করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন
ⓖ সমাজে বাস করলে ব্যক্তিমর্যাদা বৃদ্ধি পায়
ⓖ অন্যান্য জীব থেকে নিজেদের আলাদা করা যায় ⓚ

৮০। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ সমাজে মিলেমিশে বাস করা মানুষের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা
ⓚ সম্প্রীতির মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীনতার উপলব্ধি অনুভূত হয়
ⓖ সম্প্রীতির মাধ্যমে উদার ও খোলা মনের মানুষ হওয়া যায়।
ⓖ ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয় ⓚ

৮১। প্রভু যীশু এ জগতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো
ⓚ রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য
ⓚ অভ্যন্তরীণ পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য
ⓖ সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য
ⓖ আমাদের সব পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের জন্য ⓖ

৮২। যীশু ইহুদিদের যথার্থ শিষ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সঠিক উপায় হলো।
ⓚ যীশুকে শ্রদ্ধা দেখানো
ⓚ জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্ম পালনের মাধ্যমে
ⓖ যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকার মাধ্যমে
ⓖ ইহুদিবাদকে মিথ্যা হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে ⓖ

৮৩। যীশু সৌলকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছেন জেনে
ⓚ খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছিলেন
ⓖ খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন কাজ
ⓖ সৌলের সাথে যীশুর বিরোধিতা ছিল ⓖ

৮৪। যীশু সৌলের কাছে আনানিয়াসকে প্রেরণ করেছিলেন। এর প্রকৃত কারণ হলো–
ⓚ সৌলকে হত্যা করার জন্য
ⓚ সৌলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য
ⓖ সৌলকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য সরকার
ⓖ সৌলকে প্যালেস্টাইনে ফিরিয়ে আনার জন্য ⓖ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : আনানিয়াস হলেন যীশুর একজন শিষ্য।

৮৫। সাধু পলকে শিরচ্ছেদ করা হয়। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য
ⓚ ইহুদি ধর্ম প্রচারের জন্য
ⓖ রোম সরকারের বিরোধিতা করার জন্য
ⓖ ইহুদিদের উপর অত্যাচারের জন্য ⓚ

৮৬। কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করলেও মারিয়ার পরিবারের সবার মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় ছিল। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল
ⓛ সর্বদা ঈশ্বরের আরাধনা করত
ⓜ দরিদ্রতাকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল
ⓝ তাদের প্রতি যীশুর আশীর্বাদ ছিল ⓚ

৮৭। আলেক্সান্দ্রো মারিয়াকে বশে না আনতে পেরে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। এতে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
ⓚ আত্মহনন ⓛ বেহায়াপনা
ⓜ প্রতিহিংসা ⓝ কামনা ⓝ

৮৮। আলেক্সান্দ্রোকে মারিয়ার মা ক্ষমা করে দিলেন। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ মারিয়া অনুরোধ করেছিল
ⓛ মারিয়া নিজে ক্ষমা করেছিল
ⓜ আলেক্সান্দ্রোকে অনুরোধ করেছিল
ⓝ মারিয়া আলেক্সান্দ্রোকে ভালোবেসেছিল ⓛ

৮৯। সাধ্বী তেরেজা নিজেকে ক্ষুদ্র পুষ্প ভাবতেন। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ তিনি ফুলের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করে ঈশ্বরকে খুশি করেন
ⓛ তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন
ⓜ তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ অর্জন করেছিলেন
ⓝ তিনি ফুলকে খুব ভালোবাসতেন ⓚ

৯০। সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। এর যথার্থ কারণ হলো–
ⓚ ফুল খুব ভালোবাসতেন
ⓛ ইহুদিদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন
ⓜ আণবিক বোমার হাত থেকে মঠ রক্ষা করতে পেরেছেন
ⓝ অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ⓝ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯১। সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কলবে কত খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ⓚ ১৯১৮ ⓛ ১৯৩০
ⓜ ১৮৯৪ ⓝ ১৮৯৮ ⓜ

৯২। কোনটি জীবনে আনে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও পূর্ণতা? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ⓚ সম্প্রীতি ⓛ বন্ধুত্ব
ⓜ নিঃসঙ্গতা ⓝ স্বাধীনতা ⓚ

৯৩। একাকিত্ব দূর করতে কিসের প্রয়োজন হয়? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ ক্ষমার ⓛ বন্ধুত্বের
ⓜ বিশ্বাসের ⓝ ভালোবাসার ⓛ

৯৪। কত বছর বয়সে তেরেজার মন পরিবর্তন হয়? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ ১০ বছর ⓛ ১২ বছর
ⓜ ১৪ বছর ⓝ ১৬ বছর ⓜ

৯৫। নিঃসঙ্গতা কেমন অনুভূতি? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ সুখকর ⓛ দুঃখপূর্ণ
ⓜ কষ্টকর ⓝ স্বপ্নময় ⓜ

৯৬। ম্যাক্সিমিলিয়ন কোন দেশের নাগরিক? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ রাশিয়া ⓛ পোল্যান্ড
ⓜ অস্ট্রিয়া ⓝ হাঙ্গেরি ⓛ

Part-3: Discussion [আলোচনা]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ নিঃসঙ্গতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : নিঃসঙ্গতা হলো মানুষের খুবই কষ্টের একটি অনুভূতি। একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অপর্যাপ্ত সামাজিক সম্পর্কের অভাবে নিজের মধ্যে শূন্যতা ও, একাকিত্ব অনুভব করে। নিঃসঙ্গতাকে একটি সামাজিক তাগিদ হিসেবে বর্ণনা করা যায়, যা নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া নিঃসঙ্গ জীবনে একাকিত্ব, ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতার উপলব্ধি অনুভূত হয়, জীবনকে তুচ্ছ, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হয়।

প্রশ্ন ॥২॥ সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় কেন?

উত্তর : জীবনে অর্থপূর্ণভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা এবং সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ পরস্পরের সাথে যে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে তা-ই হলো সম্প্রীতি বা বন্ধুত্ব। সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন আনে অদম্য কর্মস্পৃহা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ। তাছাড়া মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো অনেকটাই মেটানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে। এমনকি সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ মনে হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব জেগে ওঠে। তাই আমাদের সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয়।

প্রশ্ন ॥৩॥ বন্ধুত্ব কী বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : একটি বা কয়েকটি সামাজিক দলের মধ্যে পরস্পর শান্তিপূর্ণ মানবিক শক্তি ও গতিশীলতাই হলো বন্ধুত্ব। একজন ছেলে বা মেয়ে তার পরিবারে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেই প্রথম সম্প্রীতি বা বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে সমাজে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে আরও বৃহৎ পরিসরে সে সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, জীবনে অর্থপূর্ণভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা এবং সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ পরস্পরের সাথে যে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে তা-ই হলো সম্প্রীতি বা বন্ধুত্ব।

প্রশ্ন ॥৪॥ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থ হলো নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। বাংলা শব্দ স্বাধীনতা অর্থ হলো স্ব-অধীনতা। অর্থাৎ নিজেকে সব অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারাকে স্বাধীনতা বলে। পবিত্র বাইবেলে দুই ধরনের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। একটি হলো রাজনৈতিক বা দাসত্ব হতে স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণভাবে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ।

প্রশ্ন ॥৫॥ অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কেন?

উত্তর : নিজে স্বাধীন হতে হলে অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। কারণ ঈশর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে ও অন্য সব মানুষের সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য। স্বাধীনতার অর্থ হলো, নিজেকে সব পাপ থেকে মুক্ত রাখা। নিজে স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে যেন কেউ অন্যের [illegible] সাধন করে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ [illegible] স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে নিজে স্বাধীনতা লাভ করা না। তাই নিজের স্বাধীনতার সাথে সাথে অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়।

প্রশ্ন ॥৬॥ পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'পবিত্রতা' অর্থ বিশুদ্ধতা ও নির্মলতা। পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার নাম পবিত্রতা। সমাজে বসবাস [illegible] মানুষ। অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এসব স[illegible] কবলে পড়ে কখনো অন্যায় ও পাপের পথে পা বাড়ায়। [illegible] অবস্থায়ই অন্যায় ও পাপের কাজে জড়িত না হওয়াই পবি[illegible] বিশেষ করে অবৈধ যৌন সঙ্গে থেকে বিরত থাকা পবিত্রতা[illegible] উদাহরণ।

প্রশ্ন ॥৭॥ ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব কী?

উত্তর : ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি [illegible] ও অন্যায় থেকে বিরত থাকে, বিশুদ্ধ ও নির্মল জীবনযাপন [illegible] সে ইহকাল ও পরকালে সুখ শান্তিতে থাকতে পারে। সে [illegible] সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয় ও ঈশ্বর তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। [illegible] সমষ্টিই সমাজ। তাই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তি[illegible] পবিত্রতা বজায় রাখলে সমাজ সুন্দর ও কল্যাণে ভরে ওঠে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র সুখ ও শান্তির হাওয়া বইতে থা[illegible]।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। কণা ও বীনা দুজন সহপাঠী। কণা লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে অনেক মিলেমিশে চলে, শিক্ষকদের [illegible] সম্মান করে, স্কুলের সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। সর্বোপরি কণা তার ভালো আচরণ দিয়ে সবার কাছে খুব [illegible]। অপরদিকে বীনাও মেধাবী শিক্ষার্থী বটে কিন্তু সে সহপাঠীদের সঙ্গে-চলাফেরা করে না, তার সুখ-দুঃখগুলো কারো সাথে স[illegible] করে না। হাসিখুশি থাকে না। সেজন্য বীনা অনেক সময়ই মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

ক. প্রতিটি মানুষ কার প্রতিমূর্তিতে তৈরি? ১

খ. বন্ধুত্ব গড়া প্রয়োজন কেন? বর্ণনা কর। ২

গ. কণা কী ধরনের জীবনযাপন করে তা তোমার পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বীনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে কী ধরনের ফলাফল ভোগ করতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত তুলে ধ[illegible] ৪

উত্তর:

ক. প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি।

খ. একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের বন্ধুত্বের প্রয়োজন হয়। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে যে, অন্যের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমেই সে অর্জন করতে পারে প্রকৃত মানবতাবোধ। মানুষ যখন একে অন্যের সাথে দায়িত্ব সহভাগি[illegible] ও একযোগে কাজ করে, তখন মহৎ অনেক কিছুই সে অর্জন করতে পারে। আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা, সহ[illegible] ও বন্ধুত্বের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পাই। সুতরাং মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

মূলকথা : মানবজীবনে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ. উদ্দীপকে কণা সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপন করছে।

জীবনে অর্থপূর্ণভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা এবং সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ পরস্পরের সাথে যে প্রীতির ব[illegible] গড়ে তোলে তা-ই হলো সম্প্রীতি বা বন্ধুত্ব। একজন ছেলে বা মেয়ে তার পরিবারে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেই প্রথম [illegible] বা বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে সমাজে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে [illegible] বৃহত্তর পরিসরে সে সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। যেমন : ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র [illegible]

স্থানে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতিনির্বিশেষে সবার সাথে সে সম্প্রীতি গড়ে তোলে। এভাবে কষ্টকর নিঃসঙ্গ জীবন পরিত্যাগ করে মানুষ সম্প্রীতির আনন্দে বসবাস করে। উদ্দীপকে কণা তার লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মিলেমিশে চলে, শিক্ষকদের অনেক সম্মান করে, স্কুলের সহপাঠক্রমিক কাজে অংশ নেয়। এর ফলে সে সবার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে কণার সাথে সবার সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্প্রীতি তার জীবনে বয়ে আনে অদম্য কর্মস্পৃহা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কণা সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপন করছে।

মূলকথা : সম্প্রীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন প্রয়োজন।

ঘ. উদ্দীপকে বীনা সম্প্রীতিহীন জীবনযাপন করছে। বীনার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে বলে আমার মনে হয়। নিচে এর সপক্ষে আমার মতামত আলোচনা করা হলো :

সমাজে বসবাস করা হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে যে, শুধু অন্যদের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমেই সে অর্জন করে প্রকৃত মানবতাবোধ। তাই বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে খুবই তীব্র। মানুষ যখন একে অন্যের সাথে দায়িত্ব সহভাগিতা করে ও একযোগে কাজ করে, তখন মহৎ অনেক কিছুই সে অর্জন করতে পারে। বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন আনে অদম্য কর্মস্পৃহা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ। সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো অনেকটাই মেটাতে সক্ষম হয় এবং অন্যের জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে।

উদ্দীপকে বীনা মেধাবী শিক্ষার্থী হলেও সহপাঠীদের সঙ্গে চলাফেরা করে না। তার সুখ-দুঃখগুলো কারও সাথে সহভাগিতা করে না। এর ফলে সে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করবে। আর নিঃসঙ্গতা কষ্ট ও বেদনা বয়ে আনে। নিঃসঙ্গ জীবনে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে দূরত্ব নিয়ে বাস করে সুখী হতে চায়; কিন্তু প্রকৃত সুখ তারা পায় না। এ ধরনের জীবনে বীনা একাকিত্ব, ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতা উপলব্ধি করবে। তার কাছে জীবনকে তুচ্ছ, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হবে। এর ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই বলা যায়, বীনা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নিঃসঙ্গ, অসুস্থ, একাকিত্ব ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করবে।

মূলকথা : সম্প্রীতিহীন জীবনে সুখী হওয়া যায় না।

প্রশ্ন-২। জ্যোতি এবং রমেন একটি ফার্মে কাজ করেন। জ্যোতি রমেনের চেয়ে বয়সে বড়। রমেন বয়সে ছোট হলেও তার দক্ষতা ও যোগ্যতা অনেক বেশি। তাদের ফার্মে জেনারেল ম্যানেজার পদটি শূন্য হলে কর্তৃপক্ষ রমেনকে ওই পদে নিয়োগ দেন, যা জ্যোতি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। রমেনকে সহযোগিতা না করে বরং তিনি তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান ও বিভিন্ন কুৎসা রটান। গুরুতর অসুস্থাবস্থায় জ্যোতি বেশ কয়েক দিন যাবৎ অফিসে আসছেন না দেখে রমেন তাকে হাসপাতালে দেখতে যান এবং তার খোঁজ খবর নেন। অছাড়া পরিবারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। রমেনের এ মহৎ কাজ দেখে জ্যোতি রমেনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

ক. কোথায় সাধু পলের জন্ম হয়? ১
খ. সাধু পল খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কেন? ২
গ. সাধু পলের আচরণের কোন দিকটি জ্যোতির মধ্যে ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমেন যেন যীশুর প্রতিনিধি হয়েই কাজ করছে- উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত তুলে ধর। ৪

উত্তর:

ক. সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে সাধু পলের জন্ম হয়।

খ. সাধু পল খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি একজন গোঁড়া ইহুদি ছিলেন। তিনি জেরুসালেমে পণ্ডিত গামালীয়ের কাছে ইহুদি ধর্মমত ও আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। ইহুদি ধর্মমতে গোড়া বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন। তাই যীশুর মৃত্যুর পর তিনি খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালান।

মূলকথা : গোঁড়া ইহুদি হওয়ায় সাধু পল খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকে জ্যোতির আচরণে সাধু পলের ঈর্ষার দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ সাধু পল খ্রিষ্টের সমকালীন ছিলেন। তিনি জেরুসালেমে পণ্ডিত গামালীয়ের কাছে ইহুদি ধর্মমত ও আইনকানন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজেকে একজন ইহুদি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বক্তা হিসেবে তিনি বেশ ভালো ছিলেন, তর্কবাগীশ হিসেবেও তিনি প্রশিক্ষণ নেন। ইহুদি ধর্মমতে গোড়া বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন। যীশুর মৃত্যুর পর তার নিজ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালান। উদ্দীপকে জ্যোতি ও রমেন একই ফার্মে কাজ করেন। রমেন বয়সে ছোট হলেও তার দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে সে উক্ত ফার্মের জেনারেল ম্যানেজারের পদটি পান। এতে জ্যোতি ঈর্ষান্বিত হন। তাই রমেনকে সহযোগিতা না করে বরং তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান এবং বিভিন্ন কুৎসা রটনা করেন। বলা যায়, উদ্দীপকে জ্যোতির আচরণে সাধু পলের ঈর্ষান্বিত আচরণের দিকটি ফুটে ওঠে।

মূলকথা : অন্যের প্রতি ঈর্ষার মনোভাব ভালো নয়।

ঘ. উদ্দীপকে রমেন যীশুর প্রতিনিধি হয়েই কাজ করছে।

সাধু পল ইহুদি ধর্মের গোড়া বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন, তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। একদিন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তাকে তিনি দামাস্কাসের সমাজ গৃহগুলোর সদস্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই যেন তিনি বন্দী করে জেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারেন। এ ছাড়া তিনি খ্রিষ্টের নামে অপপ্রচার চালান। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন এবং তিন দিন দৃষ্টিহীন থাকেন। তখন যীশুপ্রভু দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্যকে দর্শন দিয়ে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সরল সরণী নামক রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে সৌল বা সাধু পলের সাথে দেখা করেন। এরপর দিব্য দর্শনে সৌল দেখতে পান যে, আনানিয়াস নামে একজন এসে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার উপর একবার হাত রাখছে। এভাবে সাধু পল বা সৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি অবিচার করলেও যীশু তাকে ক্ষমা করে দেন।

উদ্দীপকে জ্যোতি ও রমেন একই ফার্মে কাজ করলেও রমেন নিজ যোগ্যতাবলে উক্ত ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার পদটি পান। এতে রমনের প্রতি জ্যোতি ঈর্ষান্বিত হন। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান এবং বিভিন্ন কুৎসা রটনা করেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও জ্যোতি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যখন হাসপাতালে ভর্তি হন তখন রমেন তার খোজখবর নেন। এতে রমেনের প্রতি জ্যোতি কৃতজ্ঞ হন। সুতরাং বলা যায়, জ্যোতির প্রতি রমেন যে ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেন তাতে সৌলের প্রতি যীশুর মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে।

মূলকথা : যীশু সর্বদা অন্যের মঙ্গল কামনা করতেন।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। সুমন দশম শ্রেণির ছাত্র। পিতামাতার আদরের সন্তান। সে নিয়মিত প্রার্থনা করে ও গির্জায় যায়। একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় সে দেখল যে, তার বন্ধুর ভীষণ জ্বর। তাকে পাশের ক্লিনিকে নিয়ে গেল ও তার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করল। ধীরে ধীরে তার বন্ধু সুস্থ হয়ে উঠল। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. নিঃসঙ্গতা বলতে কী বোঝ? ১

খ. বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজন কেন? ২

গ. সুমনের জীবনযাপনে পাঠ্যপুস্তকের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুমনের উক্ত জীবনযাপন ও সম্প্রীতির জীবনযাপন সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

উত্তর:

ক. নিঃসঙ্গতা বলতে বোঝায় একাকীত্ব, সঙ্গীহীন ও নিঃসহায়।

খ. মানুষের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজন। সমাজে বসবাস করা মানুষের একটি মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে অন্যদের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমে প্রকৃত মানবতাবোধ জন্ম প্রয়োজন। তাই বন্ধুত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। কারণ একে অন্যের সাথে দায়িত্ব ভাগ করে কাজ করলে মহৎ অনেক কিছু অর্জন করা যায়।

মূলকথা : বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা।

গ. সুমনের জীবনযাপনে পাঠ্যপুস্তকের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মানুষকে মূল্যায়ন ও গুরুত্ব দেওয়া। এর ব্যাখ্যা হলো—

- সুমন যীশুর আহ্বান নিজের মাঝে ধারণ করে জীবনযাপন করছে। যীশু আহ্বান করেছেন, আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস। যীশু এ পৃথিবীতে সেবা পেতে আসেননি, সেবা দিতে এসেছেন। এসব কথার মাধ্যমে যীশু আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন আমরা যেন নিজেকে বড় মনে না করি। নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব না দেই এবং সর্বক্ষেত্রে যেন নিজেদের প্রধান না ভাবি।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান সুমনের মাঝে অন্যের সেবা করার, অন্যকে নিয়ে ভাবার, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার, পিতামাতার বাধ্য থাকার গুণাবলি লক্ষ করা যায়। সে অন্যদের ভালোবাসে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।
- সুমন তার অসুস্থ বন্ধুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। এ থেকে বোঝা যায় সে বন্ধুবৎসল। সে বন্ধুদের ভালোবাসে এবং তাদের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বন্ধুর সুস্থতার জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ভালোবাসার প্রমাণ দেয়।

সর্বোপরি বলা যায়, সুমন যীশুর দেখানো পথে চলছে বা জীবনযাপন করছে। এ পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা ও আত্মত্যাগ।

মূলকথা : যীশুর নির্দেশিত পথে চলা।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সুমনের খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মন পরিবর্তনের জীবনযাপন ও সম্প্রীতির জীবনযাপনের তুলনামূলক আলোচনা হলো—

খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান জীবনযাপন

- যীশু খ্রিষ্ট হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বরের পুত্র, অর্থাৎ তিনিও ঈশ্বর। তার প্রতি বিশ্বাস রেখে চললে তথা জীবনযাপন করলে আমরা পবিত্র থাকব এবং তার সাথে যুক্ত থাকব।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান ব্যক্তির জীবন ভালো তথা সৎ পথে পরিচালিত হয়। খারাপ বা অসৎ কিছু তাদের কাছে আসতে পারে না। যীশু প্রথমে আহ্বান জানান, তোমরা পাপ থেকে মন ফেরাও আর মঙ্গল সমাচারে বিশ্বাস কর।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসে সবল যারা যীশুর শিক্ষা যথার্থভাবে তারা ধারণ করে। মানুষকে ভালোবাসে, সেবা করে ও সহযোগিতার মনোভাব ধারণ করে।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজন নম্রতা ও পবিত্রতার সাথে জীবনযাপন করে। যারা বিশ্বাস করবে তারা মুক্তিলাভ করবে ও অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

সম্প্রীতির জীবনযাপন

- মানুষ পরস্পরের প্রতি যে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে তা-ই সম্প্রীতি। সম্প্রীতি বয়ে আনে সুখ, শান্তি ও আনন্দ।
- সম্প্রীতি পরস্পরকে শান্তিপূর্ণ মানবিক শক্তি ও গতিশীলতা দান করে। সম্প্রীতি জীবনে আনে আগ্রহ ও অদম্য কর্মস্পৃহা। সম্প্রীতি জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করে দেয়। ব্যক্তির মাঝে উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।
- সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনসমূহ অনেকটা মেটাতে সক্ষম হয় এবং এ সম্পর্কে অন্যদেরও সাহায্য প্রদান করতে সক্ষম হয়।
- মানুষ সম্প্রীতির আনন্দে বসবাস করতে উদ্যোগী হয় এবং পরিবারে সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

মূলকথা : যীশুর আগমন মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য।

প্রশ্ন-৪। প্রফুল্ল একজন শিক্ষিত যুবক। সে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গ্রামের লোকদের নিয়ে কাজ করত। অন্যদিকে পালক পুরোহিত এলাকার গ্রামগুলোতে মঙ্গল বাণী প্রচার করত। কিন্তু প্রফুল্ল কখনই পুরোহিতের বাণী প্রচার মেনে নিত না বরং বিরোধিতা করত। পুরোহিত প্রফুল্লর সঙ্গে বিবাদ না করে এবং তার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত। ঈশ্বর পুরাহিতের প্রার্থনা শুনলেন এবং প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পুরোহিতের সহকর্মী হয়ে উঠলো। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. সাধু পৌল এর বাবা মা কোন গোষ্ঠীর লোক ছিলেন? ১

খ. সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় কেন? ২

গ. প্রফুল্লর জীবনে সাধু পলের কীরূপ প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পুরোহিতের সহকর্মী হয়ে ওঠার পেছনে সাধু পলের মন পরিবর্তনের ঘটনাই অনুপ্রেরণার উৎস।" - যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর।

খ. যেজন্য সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয়—

সম্প্রীতি জীবনে অদম্য কর্মস্পৃহা আনে ও জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং সুখ, শান্তি ও আনন্দ বয়ে আনে। মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে এবং এসব কাজে অন্যদের সহযোগিতা করতে সম্প্রীতি একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ মনে হয়, ব্যক্তির মাঝে উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব জাগ্রত হয় এবং মনে সবসময় পূর্ণতা, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ বিরাজ করে। তাই জীবনে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয়।

মূলকথা : সম্প্রীতির উপকারিতা।

গ. উদ্দীপকের প্রফুল্লর জীবনে সাধু পলের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো যুবক পলের খ্রিষ্টবিরোধী মনোভাব। নিচে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো—

সাধু পল খ্রিষ্টবিশ্বাসে একজন সবল ব্যক্তি ছিলেন, সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে তার জন্ম হয়, জন্মের পর তার নাম ছিল 'সৌল; মন পরিবর্তনের পর তার নাম রাখা হয় 'পল। তার পিতামাতা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোক ছিলেন, জন্মসূত্রে তিনি রোমান নাগরিক ছিলেন। এবং খুব সম্ভবত তিনি খ্রিষ্টজন্মের কিছুকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ার জন্য তার পিতামাতা তাকে যেরুসালেমে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে তিনি পণ্ডিত গামালীয়েলের কাছে ইহুদি ধর্মমত ও আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি একজন গোড়া ইহুদি ছিলেন। বক্তা হিসেবে তিনি বেশ ভালোই ছিলেন এবং তর্কবাগীশ হিসেবেও তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনে যীশু প্রকাশ্য জীবন শুরু করার আগেই সাধু পল যেরুসালেমে পড়া শেষ করে তার্সাস নগরে ফিরে যান। যীশুর মৃত্যুর কিছু পরে তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। ইহুদি ধর্মমতে গোড়া বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। যেরুসালেমে সাধু স্তেফানের মৃত্যুর সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখন বয়সে যুবক ছিলেন এবং ক্রমে তিনি ঘোর খ্রিষ্টবিরোধী হয়ে ওঠেন। একবার তিনি খ্রিষ্টানদের বন্দী করে যেরুসালেমে নিয়ে আসার জন্য সম্রাটের অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন; সেখান থেকে ফিরে দামাস্কাস যাওয়ার পথে তিনি নির্যাতিত খ্রিষ্টের দেখা পান।

খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, "তখনো সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি তাদের শেষ করে দেবে একদিন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তাকে তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলোর সদস্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখে দিতে অনুরো করলেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই তিনি যেন তাদের বন্দী করে যেরুসালেমে নিয়ে আস পারেন। উদ্দীপকের প্রফুল্লও এরকম পালক পুরোহিতের বিরোধিতা করত।

মূলকথা : প্রফুল্লর ধর্মবিরোধিতা।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পুরোহিতের সহকর্মী হয়ে ওঠার পেছনে সাধু পলের মন পরিবর্তনের ঘটনাই অনুপ্রেরণা উৎস।" উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়নে বলা যায়–

খ্রিষ্টবিরোধী সৌল একবার পথ চলতে চলতে দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তার চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কার যেন, কণ্ঠস্বর তাকে বলছে, "সৌল, সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে, প্রভু?" উত্তর এলো, "আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ! এখন ওঠ, নগরে প্রবেশ কর। তোমাকে যে কী করতে হবে, সেখানেই তা বলে দেওয়া হবে।" সৌলের সহযাত্রীরা অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই কণ্ঠস্বর শুনেও তারা কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। সৌল তখন মাটি থেকে উঠলেন, তার চোখ খোলা, অথচ তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই লোকেরা তাকে হাত ধরে দামাস্কাসে নিয়ে চলল, তিনদিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়েই রইলেন।

আনানিয়াস নামে যীশুর একজন শিষ্য তখন সৌলকে রাখা সেই বাড়িতে ঢুকে সৌলের উপর একবার হাত রেখে বললেন, ভাই সৌল, স্বয়ং প্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন। সেই যীশুই, এখানে আসার পথে তুমি যার দর্শন পেয়েছিলে, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, তুমি যেন আবার চোখে দেখতে পাও, তুমি যেন অন্তর ভরে পবিত্র আত্মাকে পেতে পার। তখনই সৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কী যেন খসে পড়ল এবং তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দীক্ষাস্নান নিয়ে 'পল' নাম গ্রহণ করলেন

সাধু পল দামাস্কাসেই সমাজগৃহগুলোতে প্রচার করতে শুরু করলেন, যীশুই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বরের পুত্র। সবাই তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং পলের প্রচার ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগল। যীশুই যে খ্রিষ্ট, এ কথা প্রমাণ করে তিনি দামাস্কাসের ইহুদিদের দিশাহারা করে দিতে লাগলেন। সেখানে ইহুদিরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, শিষ্যরা তাকে যেরুসালেমে পাঠিয়ে দিলেন; যেরুসালেমে গিয়ে তিনি মণ্ডলীর প্রধান, পিতরের সাথে দেখা করেন। এরপর থেকে তার দীর্ঘ প্রচার জীবন শুরু হয়। প্রথমেই তিনি তার জন্মস্থান তার্সাসে যান এবং সেখানে প্রচারকাজ করেন। সেখান থেকে তিনি বার্নাবাসকে নিয়ে আন্তিয়োক নগরে যান। পিতরের সাথে বিশেষ ধর্মীয় আলোচনার জন্য তারা যেরুসালেমে যান; তাদের কাজ শেষ করে তারা আবার আন্তিয়োকে ফিরে যান এবং একে একে তিনটি প্রৈরিতিক যাত্রা করেন। তার প্রথম প্রেরিতিক যাত্রা ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ হয়ে পামফিলিয়া, পিসিদিয়া এবং লিকাউনিয়া হয়ে এশিয়া মাইনরের সব স্থানে যাত্রা করা ও পিসিদিয়া-আন্তিয়োক, ইকোনিয়াম, লিা ও দবীতে মণ্ডলী স্থাপন করা। যেরুসালেমের প্রৈরিতিক সভায় অংশগ্রহণের পর পল প্রথমে সিলাস ও পরে তিমথি ও লুককে সঙ্গে নিয়ে তার দ্বিতীয় প্রৈরিতিক যাত্রা করেন; এসময়ে তিনি ফিলিপ্পী, থেসালোনিকা, বেরেয়া, এথেন্স ও করিন্থে প্রচার করেন। তৃতীয় প্রচার যাত্রায় তিনি তিন বছর ধরে এফেসাস নগরীতে থাকেন ও সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। তিনি যেরুসালেম ছেড়ে রোম ও স্পেন দেশে যাওয়ার জন্য আরও একটি প্রচারযাত্রার পরিকল্পনা করছিলেন। ইহুদিদের অত্যাচার তার এ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। রোমে কারাবদ্ধ অবস্থায় ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়। তাই বলা যায়, সাধু পলের মন পরিবর্তনের ঘটনাই প্রফুল্লর অনুপ্রেরণার উৎস।

মূলকথা : সাধু পল প্রফুল্লর অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রশ্ন-৫। মি. চন্দন একা থাকতে পছন্দ করেন। নিজে সমস্যায় না পড়লে কারও সাথে কথা বলেন না। কোনো ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন না। সার পরিবারের অন্য সবাই বিয়ে, জন্মদিনসহ বিভিন্ন পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করলেও মি. চন্দন সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি নিজেকে সবসময় তুচ্ছ ও অর্থহীন, গুরুত্বহীন, উদ্দেশ্যহীন মনে করেন।

(সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. সাধু পল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. সাধ্বী মারিয়া কেন আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. চন্দনের জীবনযাপন কোন ধরনের অনুভূতি তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. চন্দনের উক্ত জীবনযাপন ও সম্প্রীতির জীবনযাপন সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

উত্তর:

ক. সাধু পল সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. সাধ্বী মারিয়া গরেটি যেজন্য আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেছেন তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

মারীয়া গরেটি কম বয়সী সাধ্বী ছিলেন। তিনি নিজের পবিত্রতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিবেশী যুবক আলেক্সান্দ্রোর ছুরিকাঘাতে মারা যান; মৃত্যুর পূর্বে মারীয়া তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে স্বর্গে দেখতে চান। মারীয়া এজন্য

আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেন, যাতে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং প্রভুর প্রার্থনা করে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শেষ জীবনে আলেক্সান্দ্রো ব্রাদার হিসেবে কাপুচিনো সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করে।

মূলকথা : আলেক্সান্দ্রোকে অপরাধমুক্ত করা।

গ. মি, চন্দনের জীবনযাপন যে ধরনের অনুভূতি তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

মি. চন্দনের জীবনে নিঃসঙ্গতার অনুভূতি বিরাজমান। নিঃসঙ্গতা হলো মানুষের জীবনে খুবই কষ্টকর একটি অনুভূতি। একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অপর্যাপ্ত সামাজিক সম্পর্কের অভাবে নিজের মধ্যে শূন্যতা ও একাকিত্ব অনুভব করে। একাকিত্বের এ অভিজ্ঞতা একান্ত ব্যক্তিগত। অর্থাৎ একজনের অনুভূতি থেকে অন্যজনের অনুভূতি ভিন্নতর হয়ে থাকে। নিঃসঙ্গতাকে একটি সামাজিক তাগিদ হিসেবেও বর্ণনা করা যায়, যা একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। চন্দন একা থাকতে পছন্দ করেন এবং নিজে সমস্যায় না পড়লে কারও সাথে কথা বলতে চান না। কোনো ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন না। যদিও ঈশ্বর তার এ বর্ণিল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষকে নিঃসঙ্গ থাকতে না হয়।

মূলকথা : নিঃসঙ্গতার অনুভূতি।

ঘ. মি. চন্দনের জীবনযাপন ও সম্প্রীতির জীবনযাপন সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

নিঃসঙ্গতা	সম্প্রীতি
➤ নিঃসঙ্গতা জীবন ও কর্মে অনীহা বয়ে আনে।	➤ সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন আনে অদম্য কর্মস্পৃহা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ।
➤ নিঃসঙ্গতা কষ্ট ও বেদনা বয়ে আনে।	➤ সম্প্রীতি বয়ে আনে সুখ, শান্তি ও আনন্দ।
➤ নিঃসঙ্গ জীবনে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে একা সুখী হতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ তারা পায় না। নিঃসঙ্গারা নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারে না এবং অন্যদের প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না।	➤ সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো অনেকটাই মিটাতে সক্ষম হয় ও অন্যদের জীবনের প্রয়োজনগুলো মিটানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে।
➤ নিঃসঙ্গ জীবনে একাকিত্ব, ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতার উপলব্ধি অনুভূত হয়; জীবনকে তুচ্ছ, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হয়।	➤ সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ মনে হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব জেগে উঠে।
➤ নিঃসঙ্গ জীবনে সবসময় একটি অভাববোধ থেকে যায়।	➤ সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে অন্তরে সর্বদা একটি পূর্ণতা, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ বিরাজ করে।

মূলকথা : নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির অনুভূতি ভিন্ন রকম।

চতুর্থ অধ্যায় — স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা

Part-1: Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা,
এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকার জন্য সৃষ্ট হয়নি। তাই কোনো মানুষই বেশি দিন একা বাস করতে পারে না। তাকে বাস করতে হয় সমাজে। সমাজে বাস করা তার জন্য কখনো বোঝাস্বরপ হয় না বরং আনন্দদায়কই হয়। এটি মানব স্বভাবের একটি প্রয়োজনীয় দিক। অন্যদের সাথে মেলামেশা, আদান-প্রদান, পরস্পরের সেবা দেওয়া-নেওয়া ও ভাবের আদান-প্রদান ও সংলাপ এসবের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। আর এভাবেই সে তার মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেয়।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ক মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার পথে খ্রিষ্টীয় আদর্শের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় পরিপক্বতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ দৃশ্যমান, ◈ দায়িত্ব-কর্তব্য, ◈ পরিপক্ক, ◈ শাশ্বত, ◈ আধ্যাত্মিক, ◈ লিভিংস্টোন, ◈ দায়িত্বশীলতা, ◈ মহৎ গুণ।

Part-2: Multiple Choice Question [বিহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা,
এ অংশে বকুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। মানবসমাজ কাদের সমন্বয়ে গঠিত?
ক) পুরুষদের খ) ব্যক্তিবর্গের
গ) শিক্ষিতদের ঘ) নারীদের — খ

২। আমরা দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান থাকব। কারণ
ক) যীশুর যথার্থ শিষ্য হবো খ) সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবো
গ) গুরুজনের স্নেহভাজন হবো ঘ) বন্ধুদের সঙ্গ পাবো — ক

◈ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অপুর মা বাবা খুবই গরিব। তারপরও অপু স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হবার। সে নিয়মিত স্কুলে যায়, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজও করে। নিজের প্রচেষ্টায় সে সমাজে নামকরা একজন ডাক্তার হয়। ধীরে ধীরে তার এলাকায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় এবং ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করে। অপুর কাজে সকলেই খুব খুশি।

৩। অপুকে কোন ধরনের মানুষ বলা যায়?
ক) পরিপক্ব। খ) সমাজ সচেতন
গ) আদর্শবান ঘ) আনুগত্যশীল — ক

৪। অপুর কাজের ফলে-
i. সমাজের উন্নতি হবে
ii. অন্যদের আগ্রহ বাড়বে
iii. শিক্ষার হার বাড়বে। নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের নিরাপত্তা দেয় কে?
(ক) সমাজ (খ) রাষ্ট্র
(গ) সরকার (ঘ) চেয়ারম্যান (ক)

৬। মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠীর নাম কী?
(ক) পরিবার (খ) সমাজ
(গ) জাতি (ঘ) গোত্র (খ)

৭। মানবসমাজের কয়টি দিক রয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি (ক)

৮। বিপদ-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো মানবসমাজের কোন দিক?।
(ক) আধ্যাত্মিক (খ) সামাজিক
(গ) দৃশ্যমান (ঘ) আন্তরিক (গ)

৯। সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া কোন ধরনের কাজ?
(ক) নৈতিক দায়িত্ব (খ) কর্তব্য
(গ) অধিকার (ঘ) ঐচ্ছিক দায়িত্ব (খ)

১০। সমাজের মধ্য দিয়ে কোন সূত্রে মানুষ নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) পারিবারিক (খ) সামাজিক
(গ) উত্তরাধিকার (ঘ) অর্থনৈতিক (গ)

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ লাভ করে।

১১। যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিল কার লেখা?
(ক) রিচার্ড ব্যাচ (খ) শেক্সপিয়র
(গ) উইলিয়াম স্মিথ (ঘ) এডাম স্মিথ (ক)

১২। মার্টিন লুথার কিং কোন দেশের ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব?
(ক) আফ্রিকা (খ) আমেরিকা
(গ) ইউরোপ (ঘ) সুদান (খ)

১৩। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকাতে কাদের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন?
(ক) ককেশীয় (খ) মঙ্গোলীয়
(গ) নিগ্রো (ঘ) শ্বেতাঙ্গ (গ)

১৪। মার্টিন লুথার কিং এর স্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) মারিয়া (খ) মেরি
(গ) সেলিনা (ঘ) করেত্তা (ঘ)

১৫। মানুষের আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য কোনটি অপরিহার্য।
(ক) পরিবার (খ) গোত্র
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) সমাজ (ঘ)

১৬। বর্তমান সময় কোনটিকে নির্ধারণ করবে?
(ক) ভবিষ্যৎ (খ) অতীত
(গ) ভাগ্য (ঘ) জীবনপ্রবাহ (ক)

১৭। মানুষ কখন দায়িত্বশীল হতে পারে?
(ক) স্বাধিকার অর্জনে (খ) স্বাধীনতা অর্জনে
(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে (ঘ) অধিকার লাভ করলে (খ)

১৮। কোনটি মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে?
(ক) ক্ষমতা (খ) কর্তৃত্ব
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) অধিকার (গ)

১৯। কে সমগ্র জীবন ধরে পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন?
(ক) আব্রাহাম (খ) আদম
(গ) দাউদ (ঘ) যীশু (ঘ)

২০। কোনটির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে?।
(ক) কথাবার্তার মাধ্যমে
(খ) পরস্পর সম্পর্কের মধ্যদিয়ে
(গ) তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে
(ঘ) ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে (খ)

২১। একে অন্যকে সম্মান করা কী?
(ক) কর্তব্য (খ) দায়িত্ব
(গ) অধিকার (ঘ) স্বাধিকার (ক)

২২। যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের কততম অধ্যায়ে যীশুর পিতাকে ভক্তির দিক আলোচিত হয়েছে?
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ
(গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম (ঘ)

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মঙ্গলসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে যীশু বলেছেন, যেসব কাজে তার পিতা সন্তুষ্ট হন, তিনি সর্বদা তাই করে থাকেন।

২৩। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, পরমেশ্বর কবে তার সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। কোন পদে রয়েছে?
(ক) যোহন ৮:৩১-৩২ (খ) রোমীয় ৮:১৯
(গ) লুক ১০:২৭ (ঘ) যোহন ৮:২১-২৩ (খ)

অনুধাবনমূলক

২৪। মানুষকে সমাজে বাস করতে হয় কেন?
(ক) মানুষ সামাজিক জীব
(খ) সমাজে বাস করতে মানুষ বাধ্য
(গ) সমাজে বাস করা মানুষের স্বভাব
(ঘ) সমাজ ও মানুষ পরস্পরের পরিপূরক (ক)

২৫। মানবসমাজ কীভাবে গঠিত হয়?
(ক) ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে
(খ) বিভিন্ন সংঘের সমন্বয়ে
(গ) বিভিন্ন প্রাণিকুলের সমন্বয়ে
(ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে (ক)

২৬। সমাজ আমাদের রক্ষা করে কেন?
(ক) সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য
(খ) সমাজের উন্নতির জন্য
(গ) আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য
(ঘ) সমাজের সদস্য হিসেবে নিরাপত্তার জন্য (ঘ)

২৭। সমাজের মধ্য দিয়েই মানুষ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক পারিবারিকসূত্রে খ সামাজিকসূত্রে
গ উত্তরাধিকারসূত্রে ঘ অর্থনৈতিকসূত্রে গ

২৮। মার্টিন লুথার কিং সংগ্রাম করেছেন কেন?
ক নিগ্রোদের অধিকার আদায়ের জন্য
খ শ্বেতাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য
গ আফ্রিকানদের অধিকার আদায়ের জন্য
ঘ ককেশীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার ইতিহাসে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

২৯। মানুষের জন্য সমাজ অপরিহার্য কেন?
ক স্বাধীনতার জন্য
খ আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য
গ অধিকার আদায়ের জন্য
ঘ কর্তব্য পালনের জন্য খ

৩০। মানুষ কীভাবে দায়িত্বশীল হতে পারে?
ক স্বাধিকার অর্জনের মাধ্যমে
খ স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে।
গ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে
ঘ দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে খ

৩১। মানুষের স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে কীভাবে?
ক পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে
খ স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে
গ তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে
ঘ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৩২। A হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী। A কোনটিকে নির্দেশ করছে।
ক পরিবার খ সমাজ
গ জাতি ঘ উপজাতি খ

৩৩। সমাজের সদস্য হিসেবে X আমাদের নিরাপত্তা দেয়। X এর সাথে কোনটির সমর্থন রয়েছে?
ক পরিবার খ সংঘ
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র গ

৩৪। জনাব X যোনাথন লিভিংস্টোন নামে একটি গল্প লেখেন। জনাব X - কোন চরিত্রকে সমর্থন করছে?
ক রিচার্ড ব্যাচ খ শেক্সপিয়র
গ এডাম স্মিথ ঘ উইলিয়াম কিথ ক

৩৫। আমেরিকার ইতিহাসে জনাব X একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। X কোন চরিত্রকে সমর্থন করছে?
ক রিচার্ড ব্যাচ খ রিচার্ড নিক্সন
গ মার্টিন লুথার কিং ঘ উইলিয়াম কেরি গ

৩৬। জনাব জেনিথ আমেরিকাতে A নামক জাতির অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক শ্বেতাজা খ ককেশীয়
গ মঙ্গোলীয় ঘ নিগ্রো ঘ

৩৭। মানুষের আহ্বান পরিপূর্ণতার জন্য X অপরিহার্য। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক পরিবার খ সমাজ
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ রাষ্ট্র

৩৮। বর্তমান সময় আমাদের গ-কে নির্ধারণ করে। গ এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক ভাগ্য খ ভবিষ্যৎ
গ যোগ্যতা ঘ কর্তৃত্ব

৩৯। X মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক স্বাধীনতা খ ক্ষমতা
গ কর্তৃত্ব ঘ দায়িত্ববোধ

৪০। ফাদার যোসেফ সমগ্র জীবন ধরেই পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। ফাদার যোসেফ কোনচরিত্রকে সমর্থন করছে।
ক আব্রাহাম খ দাউদ
গ আদম ঘ যীশু

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৪১। মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক মানুষ একা থাকতে ভয় পায়
খ সমাজে বাস করাই মানুষের বৈশিষ্ট্য
গ সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা মানব স্বভাবের একটি প্রয়োজনীয় দি
ঘ সৃষ্টিকর্তা শুধু মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের জ সৃষ্টি করেছেন

৪২। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হ এর যথার্থ কারণ হলো—
ক আমাদের সমাজে থাকতে হয়
খ সমাজ আমাদের নিরাপত্তা দেয়
গ সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালনার জন্য
ঘ সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য

৪৩। যোনাথনের মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত হওয়ার কারণ হলো—
ক দায়িত্বহীনতার জন্য
খ দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য
গ নেতার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য
ঘ সমাজের সবকিছু এলোমেলো হওয়ার জন্য

৪৪। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় আছেন। এর প্রকৃত কারণ হলো—
ক দরিদ্রকে সাহায্য করেছিলেন
খ শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থে কাজ করেছেন
গ টানা তিন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন
ঘ নিগ্রো জাতির অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন

৪৫। যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। এর যথার্থ ক হলো—
ক সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবো
খ যীশুর যথার্থ শিষ্য হবো
গ গুরুজনের স্নেহভাজন হবো
ঘ বন্ধুদের সঙ্গ পাবেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুধাবনমূলক

৪৬। মানুষ সামাজিক জীব। কারণ–
i. তাকে সমাজে বাস করতে হয়
ii. সমাজে বাস করা মানুষের স্বভাব
iii. সমাজে বাস করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৭। মানুষ তার সবনার বিকাশ ঘটায়
i. পরস্পরের সেবা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে
ii. অন্যদের থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে
iii. অন্যদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৪৮। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। কারণ
i. সমাজ আমাদের রক্ষা করে
ii. সমাজ আমাদের নিরাপত্তা দেয়
iii. সবার সাথে মিলেমিশে চলার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৯। মানবসমাজের দৃশ্যমান দিকটি প্রকাশ করা যায়–
i. বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়িয়ে
ii. নৈতিক সমর্থন দান করে
iii. সবাই একত্রিত হয়ে নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫০। আধ্যাত্মিক দিকটি প্রকাশিত হয়–
i. নৈতিক সমর্থন দান করে
ii. ভবিষ্যতের জন্য সদস্যদের প্রস্তুত করে
iii. অতীতের উপর ভিত্তি করে সদস্যদের প্রস্তুত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

৫১। একজন পরিপক্ক মানুষ অপরকে উৎসাহীত করতে পারে
i. ধর্মবিশ্বাস অন্যের কাছে পৌছে দেয়
ii. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো পৌছে দেয়
iii. নিজের জ্ঞান কেবল নিজের কাজে লাগায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : একজন পরিপক্ক মানুষ অন্যদের দ্বারা অর্জিত সাফল্যগুলো উৎসাহের সঙ্গে নিজের করে গ্রহণ করে।

৫২। সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব –
i. আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে
ii. নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে
iii. ধর্মীয় জ্ঞানকে উপেক্ষা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৩। সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা যায়
i. যা কিছু ভালো ত্যাগ করে
ii. যা কিছু মন্দ ত্যাগ করে
iii. যা কিছু ভালো ধরে রেখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫৪। মানুষের জন্য সমাজ অপরিহার্য কেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক স্বাধীনতার জন্য
খ আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য
গ অধিকার আদায়ের জন্য ঘ কর্তব্য পালনের জন্য খ

৫৫। আমরা আমাদের পরিবেশদূষণ, বৈষম্য, দরিদ্রতা ইত্যাদি দিকগুলো জয় এতে পারি (সকল বোর্ড-২০১৭)
i. আত্মত্যাগের মাধ্যমে
ii. সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে
iii. সাহস ও সৃজনশীলতার দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫৬। 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা'। মানবপুত্র কাদের এ কথা বললেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক ডান পাশের মানুষকে খ বাঁ পাশের মানুষকে
গ ফরিসি ও ভণ্ডদের ঘ অপদূগ্রস্তদের খ

৫৭। যোনাথন লিভিংস্টোন নামক গাংচিলটি কী খুব ভালোবাসত? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক নেতৃত্ব দিতে খ দায়িত্বশীলতাকে
গ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ঘ অনুগত থাকতে গ

৫৮। মানবসমাজের দৃশ্যমান দিকটি প্রকাশ করা যায় কীভাবে? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক নৈতিক সমর্থন দান করে
খ নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে শুদ্ধ করে
গ উপবাস করে
ঘ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে খ

৫৯। নেতৃত্বের গুণাগুণ প্রকাশ পায়– (সকল বোর্ড-২০১৫)
i. ভালোবাস্যা
ii. আন্তরিকতায়
iii. দরদ ও মমতায় ররর. বিশ্বস্ততায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ হলো নিজের জীবনে ও সমাজে যা কিছু ভালো তা মূল্যায়ন করা, বেছে নিতে পারা ও ধরে রাখা এবং যা কিছু মন্দ তা ত্যাগ করা। দায়িত্বশীল হতে হলে যে। সমাজ ও বিশ্বে আমরা বাস করছি, তাকে জানতে ও বুঝতে হবে। যে জনগণের মাঝে আমরা বাস করছি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কী, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা ও সমস্যাগুলো কী তা জানতে ও বুঝতে হবে। এ ছাড়া দায়িত্বশীলতার অর্থ শুধু সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা। নয়, বরং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ও আমরা কী করতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রশ্ন ॥২॥ কীভাবে আমরা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারি?

উত্তর : মানুষ যখন অন্তরে স্বাধীনতা অর্জন করে তখনই সে দায়িত্বশীল হতে পারে। দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা নিজের ও সমাজের জন্য যা কিছু ভালো, তা ধরে রাখতে পারি। এমনকি আমরা যে সমাজে বাস করি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কষ্ট-যন্ত্রণা ও সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এসবের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ পরিপক্ব মানুষ হওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে পারে এবং দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন ॥৩॥ কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি?

উত্তর : সমাজ হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী। সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হয় এবং বিপদ-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়াতে হয়। মানবজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনায় দৃশ্যমান ও নৈতিক সমর্থন দান করতে হয়। অছাড়া সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হয়। একই সাথে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারব।

প্রশ্ন ॥৪॥ গাংচিলের গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : গাংচিলের গল্প থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, একটি সমাজের উন্নয়নের জন্য একজনের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রত্যেককে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সবার সমান ভূমিকা পালন না করলে যোনাথন লিভিংস্টোনের ন্যায় একজনের নতুন কোনো জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যদের কাছে পাগলামি মনে হবে। ফলে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই আমাদের সবার মধ্যে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ॥৫॥ মার্টিন লুথার কিং এর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : মার্টিন লুথার কিংএর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ন্যায়ের পথে সংগ্রামের জন্য শক্তি ও সাহস দরকার। আর এগুলোর সঙ্গে দরকার ঐশ্বরিক শক্তি। বিপদ-আপদে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর আমাদের সহায় করবেনই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জয় সুনিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং বিপদ-আপদে আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

প্রশ্ন ॥৬॥ দায়িত্বহীনতার কোনো মূল্য নেই বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজ আমাদের রক্ষা করে, নিরাপত্তা দেয়। তাই সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদেরই কর্তব্য। আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে, যে সমাজ ও বিশ্বে আমরা বাস করছি; তাকে জানতে ও বুঝতে হবে। যে জনগণের মাঝে আমরা বাস করছি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কষ্ট-যন্ত্রণা ও সমস্যাবলি জানতে ও বুঝতে হবে। আমরা যদি এসব না করি এবং সমাজের ও জনগণের সমস্যা দূর করার চেষ্টা না করি, তাহলে তা হবে দায়িত্বহীনতা।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। বিভাস সুন্দরপুর উপজেলার মেম্বার। তিনি প্রতিদিনই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করেন। নিয়মিত গির্জায় যান। তিনি গ্রামকে ভালোবাসেন, তাই গ্রামের লোকদের উন্নতির জন্য স্কুল, রাস্তা সংস্কার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দরিদ্রদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও শিল্পের ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামে কোনো সমস্যা হলে তিনি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। বিভাস মনে করেন, ঈশ্বর তাকে সমাজের এই দায়িত্বগুলো দিয়েছেন। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে হাসিমুখে সব কাজ করেন।

ক. মানবসমাজের কয়টি দিক?

খ. কীভাবে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে?

গ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গ্রামের লোকেরা একদিন সফলতার মুখ দেখবে।'- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. মানবসমাজের ২টি দিক।

খ. মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার রয়েছে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার। স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করে এবং তখন সে এগুলো যেন স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে। মানুষ যখন অন্তরে স্বাধীনতা অর্জন করে তখনই সে দায়িত্বশীল হতে পারে।

মূলকথা : পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে।

গ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম দিক সমাজ সচেতনতা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
সমাজ হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী। তাই কোনো মানুষই বেশি দিন একা একা বাস করতে পারে না। অন্যদের সাথে মেলামেশা, আদান-প্রদান, পরস্পরের সেবা দেওয়া-নেওয়া ও ভাবের আদান-প্রদান ও সংলাপ এসবের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সম্পাবনার বিকাশ ঘটায়। মানবসমাজ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। সমাজের সদস্য হিসেবে সবাইকে সমাজের কাছে তার আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। তাছাড়া সবার মঙ্গলসাধনের জন্য নিজেকে নিয়োগ করে। বিভাস সুন্দরপুর নগরের মেম্বার হলেও তিনিও একটি সমাজের সদস্য। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তিনিও সমাজের উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি তার গ্রামের উন্নতির জন্য স্কুল, রাস্তা সংস্কার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দরিদ্রের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করেন। গ্রামের কোনো সমস্যা হলে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন।
সবশেষে বলা যায়, বিভাস তার গ্রামে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজ সচেতনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন, যা খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
মূলকথা : সমাজ সচেতনতা খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম।

ঘ. 'বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সুন্দরপুর গ্রামের লোকেরা একদিন সফলতার মুখ দেখবে'- উক্তিটি যথার্থ।
কারণ মানুষ সামাজিক জীব। অন্যদের সাথে মেলামেশা, আদান-প্রদান, পরস্পরের সেবা দেওয়া-নেওয়া, ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষ তার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মানবসমাজ গঠিত। তাই সমাজের সদস্য হিসেবে সবাই একত্রিত থাকে। বিপদ-আপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। সমাজের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যে সমাজের অংশ, সেই সমাজের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে। তাছাড়া অপরের মঙ্গলসাধন করার জন্য নিজেকে নিয়োগ করে। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলে। সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে এবং অন্যকে উৎসাহিত করে। বিভাস সুন্দরপুর নগরের মেম্বার হিসেবে তার সমাজের অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকেন। তিনি সমাজের উন্নয়নকে নিজের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। যার ফলে তার গ্রামের লোকদের মধ্যেও সমাজ সচেতনতা জাগে। তারাও সমাজের এ উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করতে উৎসাহবোধ করে।
সুতরাং বলা যায়, বিভাস তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজে সমাজ সচেতনমূলক কাজ করছেন, তেমনি সমাজের সবার মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করেন, যা তার গ্রামের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।
মূলকথা : সমাজের সদস্য হিসেবে সবাই যদি তাদের কর্তব্য পালন করে, তবে সেই সমাজের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন-২। সাফিনদের পাঁচতলা বাড়ির পাশেই একটা বস্তি আছে। সেখানে তার সমবয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে আছে। তাদের ঘর, জামা কাপড়, খেলাধুলা ইত্যাদি দেখে সে মনে মনে কষ্ট পায়। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে বলে, "ওদের এত কষ্ট কেন মা? আমারতো অনেক জামা, প্যান্ট, খেলনা আছে, সুন্দর বাড়ি আছে। ওদের নাই কেন? আমি আমার কিছু জামা-প্যান্ট, খেলনা ওদের জন্য দিতে চাই।' মা বললেন, ঠিক আছে। সাফিন তার বন্ধুদের জন্য জামা-কাপড়, খেলনা ইত্যাদি কিনে সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ায়। পরে বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় এবং উপহারগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়। বন্ধুরা খুব খুশি হয়।

ক. মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে কী ঘটে? ১
খ. আমরা কীভাবে মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেব? ২
গ. সাফিনের মনোভাবের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাফিন ও বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা প্রকাশ পায়।'- মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে।

খ. মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়াদানের জন্য আমাদের মূল্যবোধের শ্রেণিবিন্যাসের প্রতি শ্রদ্ধ থাকতে হবে, যা দৈহিক ও প্রবৃত্তিজাত প্রবণতাগুলোকে অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার অধীন করে রাখে। একজন পরিপক্ক মানুষ হওয়ার জন্য ধর্ম বিশ্বাসকে এবং সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হতে হবে। একই সাথে অন্যদের দ্বারা অর্জিত সাফল্যগুলো উৎসাহের সঙ্গে নিজের করে গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আমরা মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি।
মূলকথা : মানবিক মূল্যবোধকে অনুসরণের মাধ্যমে আমরা মানুষ হওয়ার আহবানে সাড়া দিতে পারি।

গ. সাফিনের মনোভাবের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম দিক পরিপক্ক মানুষ হওয়া প্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মানবসমাজ গঠিত। সমাজে উঁচু-নিচু দুই শ্রেণির মানুষই বাস করে। মানুষের কয়েকটা মহৎ গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ, সংবেদনশীলতা, সাহস ও সৃজনশীলতা। এগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে আমরা পরিবেশ দূষণ, বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি দিকগুলো জয় করতে পারি। এ গুণগুলো কোনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। মূলত ব্যক্তি ও মানবসমাজের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানবসমাজে একজন ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশসাধন করে পরিপক্ব মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা আবশ্যক, যাতে সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। উদ্দীপকে সাফিন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। সে অনেক শৌখিনভাবে মানুষ হলেও তার বাড়ির পাশের বস্তির ছেলেমেয়েরা লালিতপালিত হয়েছে অনেক অবহেলায়। বিষয়টি সাফিনের মনে পীড়া দেয়। তার ভেতরে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, যার ফলে সে তাদের কিছু শৌখিন জিনিস উপহার দেয়।

সুতরাং বলা যায়, সাফিনের মনোভাবের মধ্যে পরিপক্ক মানুষ হওয়ার গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে, যা খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম একটি। দিক।

মূলকথা : পরিপক্ক মানুষ হওয়া খ্রিষ্টীয় আদর্শের অন্যতম দিক।

ঘ. সাফিন ও বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সাফিনের স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা প্রকাশ পায়' মন্তব্যটি যৌক্তিক। কারণ মানুষ যখন অন্তরে স্বাধীনতা অর্জন করে, তখনই সে দায়িত্বশীল হতে পারে। স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে এবং তখন সে এগুলো স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে। আমরা যেসব কাজ করি, সেগুলোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার সামর্থ্যের ভিত্তি হলো স্বেচ্ছায় ও উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি সাড়াদান। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে। স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক।

ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার রয়েছে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার। একে অন্যকে সম্মান করা সবার কর্তব্য। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার, বিশেষত নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে, মানব মর্যাদার একটি অপরিহার্য দাবি। স্বাধীনতা। ও দায়িত্বশীলতা ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হয়। সাফিন তার প্রতিবেশী অর্থাৎ বস্তিবাসী বন্ধুদের প্রতি যে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করেছে, তা স্বাধীনতার নামান্তর। কারণ স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। এ কারণে সাফিন তার বন্ধুদের অভাব দেখে কষ্ট পায়। আর তার সাধ্য অনুযায়ী সে তার বন্ধুদের কাছে নিজের খেলনা, জামা-কাপড়ের ন্যায় নতুন জামা-কাপড় তাদের দেয়। এর ফলে উভয়ের সম্পর্ক ভালো হয়। যীশু সারা জীবন এ ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তাই বলা যায়, সাফিন ও বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সাফিনের স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা প্রকাশ পায়।

মূলকথা : স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন-৩। যোয়েল পিতামাতার খুব প্রিয় সন্তান। বাবামায়ের কথা শোনে, বড়দের সম্মান করে এবং কারো সঙ্গে খার... বাবামায়ের ইচ্ছা যোয়েলকে তারা চিকিৎসক বা প্রকৌশলী বানাবে। তারা উভয়ে চিন্তা করে যে তাদের ছেলের ... দেওয়া উচিত। বাবা-মায়ের এ সিদ্ধান্তে যোয়েল খুব খুশি। কারণ বাবা-মা তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য ও সমর্থন করেছেন (বোর্ড-২০১৭)

ক. স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ কী? ১

খ. সকল নামের শ্রেষ্ঠ নাম কোনটি? ২

গ. যোয়েলের কার্যক্রমের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যোয়েল ও তার বাবা-মায়ের মধ্যে কি সুন্দর বিবেকের সমন্বয় ঘটেছে- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর:

ক. মুক্তি বা বাধাহীনতা এবং আজ্ঞাবহ বা বশ্যতা স্বীকার।

খ. সব নামের শ্রেষ্ঠ নাম যীশু। ঈশ্বরপুত্র প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসেছেন পিতার প্রতিশ্রুতি মানুষকে আদিপাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তিনি নিজের জীবন দিয়ে পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছেন। তিনিই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন ভালো... প্রকাশ করেছেন। যীশু নিজেও মানুষকে ভালোবেসেছেন, রোগ সারিয়েছেন, জীবনদান করেছেন এবং অপদূত ... ঈশ্বর পিতার পুত্র হয়ে তিনিও আমাদের ঈশ্বর, তাই সব নামের শ্রেষ্ঠ নাম যীশুখ্রিষ্ট।

মূলকথা : যীশু নামের মাহাত্ম্য।

গ. যোয়েলের কার্যক্রমের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের নৈতিক মূল্যবোধ দিকটির প্রকাশ ঘটেছে। এর ব্যাখ্যা হলো— মহান ঈশ্বর নিজের মতো করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের সবারই অন্তরে রয়েছে ঈশ্বরের উত্তমতা ও ... মূল্যবোধের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নৈতিক মূল্যবোধ বলতে বোঝায় ব্যক্তির চরিত্রের বিশেষ কিছু গুণ যা অন্যের কাছে আকর্ষণীয় প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। নৈতিক মূল্যবোধ অনুসারে বিবেক গঠিত হয়। যার নৈতিক মূল্যবোধ যত উন্নত তার জীবনযাপন, তত সুন্দর ও সুগঠিত। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। কোনো মানুষই একা বাস করতে পারে না। মানুষ পরিবার ও সমাজে বাস করে এবং পরিবারের ও সমাজের প্রচলিত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন : গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, পরিবার ও সমাজের নিয়ম মেনে চলা, মিলেমিশে থাকা, কারও সাথে খারাপ আচরণ না করা ইত্যাদি। ধর্মীয় বিধিনিষেধ নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের যোয়েলের কার্যক্রমের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সেও বাবা মায়ের কথা শোনে, বড়দের সম্মান করে এবং খারাপ কোনো কাজ করে না। এ নৈতিক মূল্যবোধ জ্ঞানের কারণে তাকে নিয়ে বাবামায়ের মনোবাসনা সফল হবে এবং তার জীবন সার্থক হবে।

মূলকথা : নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা।

ঘ. জুয়েল ও তার বাবামায়ের মধ্যে কি সুন্দর বিবেকের সমন্বয় ঘটেছে' উক্তিটি সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে আমার মতামত দেওয়া হলো–

০ ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে সত্যময় বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা হলো ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। যে ব্যক্তি তার বিবেক সুষ্ঠুভাবে গঠন ও লালনপালন করতে পারবে তার বিবেক তত সুস্থ ও পবিত্র হয়। সে তত বেশি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অর্থাৎ বিবেক হলো ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। যা উদ্দীপকের যোয়েল ও তার বাবা মায়ের মাঝে লক্ষ করা যায়। তাদের সুস্থ সুন্দর বিবেক দ্বারা তারা যোয়েলকে সঠিক নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলছেন। তাকে ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-ভুল, সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার জ্ঞান লাভে সহায়তা করছেন।

০ যোয়েল ও তার বাবামায়ের মধ্যে সুন্দর বিবেকের সমন্বয়ের আরেক দিক হলো সঠিক ও মহৎ বিবেক। অর্থাৎ যার বিবেক সঠিক ও পবিত্র তার মূল্যবোধ ও সঠিক উন্নত হয়। যারা পবিত্রতা, সততাও সৌজন্যবোধকে নিজ জীবনের মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ করে মর্যাদা দেয় তারা সঠিক বিবেকের অধিকারী হয়।

০ যোয়েলের পরিবারে বহিপ্রভাবিত মূল্যবোধ লক্ষ করা যায়। কারণ যোয়েল পরিবারের ও সমাজের নিয়ম মেনে চলে, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে ও সবার সাথে মিলেমিশে থাকে, কারও সাথে খারাপ আচরণ করে না। সন্তানের মধ্যে সঠিক বিবেকবোধ রয়েছে বলেই বাবা মা যোয়েলকে চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হওয়ার কথা ভাবেন। যোয়েলও বাবামায়ের এ ভাবনাকে মর্যাদার সাথে সমর্থন দেয়। কারণ সে জানে তার বাবামায়ের সিদ্ধান্ত নির্ভর করার মতো। কারণ তারা ছেলের ইচ্ছাকেও সমর্থন দিয়েছেন। পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মীয় চর্চা, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম সুন্দর বিবেক গঠনে সাহায্য করে।

মূলকথা : বিবেক গঠনের ইতিবাচক দিক।

প্রশ্ন-৪। জয়ন্তী উচ্চশিক্ষিত হয়েও গ্রামে থাকতে চায়। গ্রামের অন্য মেয়েদের নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের সব লোককে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা করে। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাদের সাহায্য প্রার্থনা করে সবাই তার আহ্বানে সাড়া দেয়। কিন্তু কতিপয় সমাজপতি তার কাজের সমালোচনা করে কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করে। জয়ন্তী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে সান্ত্বনা ও শক্তি অনুভব করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও সমমনাদের সহযোগিতায় সে তার পরিকল্পনা সফল করে তোলে। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. মানবসমাজের কয়টি দিক রয়েছে? ১

খ. সমাজের নিয়মকানুন আমরা মেনে চলব কেন? ২

গ. যোনাথন লিভিংস্টোনের কোন বৈশিষ্ট্যটি জয়ন্তীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর:

ক. মানবসমাজের দুটি দিক রয়েছে একটি দৃশ্যমান এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক।

খ. যেজন্য আমরা সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলব সমাজ হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী, এর সব সদস্য এমন একটি মিলননীতির দ্বারা সংগঠিত, যা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে; অর্থাৎ মানবসমাজ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। মানবসমাজের দুটি দিক রয়েছে একটি দৃশ্যমান ও অন্যটি আধ্যাত্মিক। দৃশ্যমান দিকটি হলো সবার একত্রিত হওয়া ও বিপদ-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো; মানবজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাসমূহে দৃশ্যমান ও নৈতিক সমর্থন দান করা। আধ্যাত্মিক দিকটি হলো সমগ্র অতীতের উপর ভিত্তি করে ও ভবিষ্যতের জন্য সদস্যদের প্রস্তুত করে যুগ যুগ ধরে মানবসমাজ টিকিয়ে রাখা। সমাজের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ লাভ করে, যা তার অনন্যতাকে প্রকাশ করে ও দিনে দিনে বিশেষ একজন ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠে। সবার মঙ্গল সাধন করার জন্য নিজেকে নিয়োগ করে। তাই সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের রক্ষা করে ও নিরাপত্তা দেয়। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হয়। একই সাথে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদেরই কর্তব্য।

মূলকথা : সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলা।

গ. যোনাথন লিভিংস্টোনের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বেড়ে উঠার বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের জয়ন্তীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো যোনাথন লিভিংস্টোন নামে একটি গাংচিল ছিল। সে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উড়তে শেখার ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল, আর সে তাতে সক্ষমও হয়েছিল। এভাবে তার জীবনে উন্নতি হয়েছিল। তার সাথী অন্য গাংচিলেরা কখনো চিন্তাও করেনি যে, এসব নতুন নতুন ভঙ্গিমায় উড়তে পারা সম্ভব। যোনাথন নামের এ গাংচিলটি সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। সে তার নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা শুনতে চায়নি; বরং তারা বলেছে, এটি যোনাথনের পাগলামি। এই বলে তারা তাকে নিরুৎসাহিত ও অপমান করেছে; যেমনটা জয়ন্তীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। সমাজপতির নানা রকম বাধা অতিক্রম করে জয়ন্তী সফলতা লাভ করেছে। সমাজের অনেকেই তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং পাশে এসে দাঁড়ায়, যা জয়ন্তীকে আরও বেশি সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সর্বোপরি ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা তাকে সফল করে তোলে।

মূলকথা : ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ঘ. উদ্দীপকের জয়ন্তী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রামের অনেকের সহযো তার পরিকল্পনা সফল করে তোলে। জয়ন্তীর গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুফল নিম্নরূপ হতে পারে বলে আমি মনে করি–

➤ গ্রামের পেশাজীবীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে।
➤ দরিদ্র জনগণ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।
➤ এলাকার নিরক্ষরতা হ্রাস পাবে।
➤ সমাজের নানারকম সমাজসচেতনতা ও সমাজকল্যাণমূলক উন্নয়ন হবে।
➤ গ্রামের মানুষের মাঝে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তুলতে পারবে।
➤ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটবে।
➤ নারীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে।
➤ গ্রামবাসীর মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।
➤ অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
➤ বৈষম্য হ্রাস পাবে।

মূলকথা : নৈশ বিদ্যালয়ের সুফল

প্রশ্ন-৫। জনরা অত্যন্ত নিচু জাতের লোক। তাদের সমাজের সবাই পরিবর্তন চায় না। তারা একরকম জীবনযাপন করতে চায়। তাদের এলাকার স্কুলে ভর্তি হলে সমাজপতি তা মেনে নেয়নি। সমাজপতি তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করল। কিন্তু জন উদ্দেশ্য থেকে একটুও পিছপা হয়নি। [শিখনফ

ক. সমাজ কী?
খ. মানবসমাজের দিকগুলো লেখ।
গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের কোন গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি জনকে সমর্থন কর? মতামত দাও।

উত্তর:

ক. সমাজ হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী।

খ. মানবসমাজের দুটি দিক। যথা- দৃশ্যমান দিক আধ্যাত্মিক দিক। দৃশ্যমান দিকের মাধ্যমে সবাই একত্রিত হয় এবং অন্যের সহযোগিতা করে। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক দিক হলো অতীতের উপর ভিত্তি করে ও ভবিষ্যতের জন্য সদস্যদের প্রস্তুত সমাজকে টিকিয়ে রাখা।

মূলকথা : দৃশ্যমান ও আধ্যাত্মিক দিক।

গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের রিচার্ড ব্যাচের লেখা যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিলের গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যোনাথন গাং সমাজের গাংচিলরা পরিবর্তন পছন্দ করত না। তারা একই রকম জীবনযাপন করতে চাইত। যোনাথন গাংচিল ওড়ার পরিবর্তন করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। গাংচিলের সমাজের মতো জনের সমাজের লোকেরা পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। সারা জীবন একই রীতি অনুসরণ করত। জনের শিক্ষা গ্রহণকে তারা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই সমাজের লে তাকে বহিষ্কার করে।

মূলকথা : যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিলের গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. হ্যাঁ, আমি জনকে সমর্থন করি। সমাজ আমাদের রক্ষা করে ও নিরাপত্তা দেয়। সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের স নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। কিন্তু সমাজেরও উচিত ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশকে মেনে নেওয়া। সমাজের কেউ যদি নতুন করে, নতুন কিছু নিয়ম আবিষ্কার করে, তবে তা সমাজকে মেনে নিতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন আবি পদ্ধতি সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। তাই পুরোনো ধ্যানধারণাকে সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থাকা চলবে না। উদ্দী জন সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে চেয়েছে। সে সমাজের পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। আমি তার এ পরিবর্তন আন সমর্থন করি।

মূলকথা: জন সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় — স্বাধীনতা ও বাধ্যতা

Part-1 : Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা
এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব এবং সে একা থাকতে পারে না। সে একটি সমাজের সদস্য এবং সমাজে অন্যদের সাথে পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে জীবনে পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। প্রতিটি সমাজে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা ও বিধিবিধান। অন্য কথায়, প্রতিটি মানবসমাজ বা গোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি বৈধ কর্তৃপক্ষ। কোনো মানবসমাজ যদি সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য ও সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ ও দেখাশোনা করার জন্য কিছুসংখ্যক লোককে কর্তৃপক্ষ পদে নিযুক্ত না করে, তবে সে সমাজ সুশৃঙ্খল বা সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না। পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে হলে প্রতিটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নতি ও পরিপক্বতা অর্জন করতে হয়।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কর্তৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের (বাধ্যতার) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
- বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাব বর্ণনা করতে পারবে।
- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দশসমূহ

◈ বাধ্যতা, ◈ কর্তৃত্ব, ◈ অবাধ্যতা, ◈ কর্তৃপক্ষ, ◈ ব্যক্তিসত্তা, ◈ বিদীর্ণ, ◈ নেতৃবর্গ, ◈ দীক্ষাস্নান, ◈ সেবিকা, ◈ তত্ত্বালোচনা।

Part-2: Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্দুরা,
এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। **স্বাধীনতার সাথে কোন বিষয়টি জড়িত?**
ক) শ্রদ্ধা খ) ভক্তি
গ) নম্রতা ঘ) বাধ্যতা **ঘ**

২। **জেবেদের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন যীশুর ডান-বাম পাশে বসতে চেয়েছিল কেন?**
ক) ক্ষমতা পেতে খ) বাধ্য হয়ে
গ) বিশ্বাসী হয়ে ঘ) সেবা করতে **ঘ**

◈ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
চয়ন পিতামাতার খুব প্রিয় সন্তান। ছছাটবেলা থেকেই সে পিতামাতার কথামতো চলে। সে প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে, পড়ালেখা করে এবং প্রতিনিয়ত পারিবারিক প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। এ কারণে অনেক সময় তার পিতামাতা তাকে পরিবারের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকেন।

৩। **চয়নের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?**
ক) কর্তৃত্বের খ) বাধ্যতার
গ) কর্তৃপক্ষের ঘ) বন্ধুত্বের **খ**

৪। **চয়নের এ ধরনের আচরণের কারণে পরিবারে আসতে পারে**
i. মনোমালিন্য
ii. সুন্দর সম্পর্ক
iii. আনন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। স্বাধীনতার সাথে কোনটি জড়িত?
ক) বাধ্যতা খ) স্বেচ্ছাচারিতা
গ) দাসত্ব ঘ) কর্তৃত্ব ক

৬। নিজের উদ্যোগে নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?
ক) যীশু খ) আব্রাহাম
গ) ঈশ্বর ঘ) আদম গ

৭। কার মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা রয়েছে?
ক) পশুপাখি খ) ঈশ্বর
গ) যীশু ঘ) মানুষ ঘ

৮। যীশুর জীবনে কোনটি অন্যতম গুণ ছিল?
ক) ধৈর্য খ) বাধ্যতা
গ) স্বাধীনচেতা ঘ) স্বেচ্ছাচারিতা খ

৯। অনেকেই কোনটিকে গুণ হিসেবে স্বীকার করতে চায় না?
ক) স্বাধীনচেতা খ) বাধ্যতা
গ) স্বেচ্ছাচারিতা ঘ) কর্তৃত্ব খ

১০। জর্জ ওয়াশিংটন কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন?
ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) সিঙ্গাপুর ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা খ

১১। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কততম প্রেসিডেন্ট?
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ ক

১২। জর্জ ওয়াশিংটন কত বছর বয়সে আপলবি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন?
ক) ১০ বছর খ) ১২ বছর
গ) ১৫ বছর ঘ) ২০ বছর গ

১৩। জর্জ ওয়াশিংটন বিদায় নেওয়ার জন্য কার সাথে দেখা করলেন?
ক) বড় ভাই খ) মা
গ) চাচা ঘ) বাবা খ

১৪। জর্জ ওয়াশিংটনের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে কে রাজি ছিলেন না?
ক) মা খ) বাবা
গ) স্ত্রী ঘ) বড় ভাই ক

১৫। জর্জ ওয়াশিংটন কবে সামরিক খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন?
ক) ১লা জুলাই ১৯৭২ খ) ২রা জুলাই ১৯৭৪
গ) ৩রা জুলাই ১৯৭৫ ঘ) ৪ঠা জুলাই ১৯৭৬ খ

১৬। আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্ট মরণোত্তর জেনারেল অব দি আর্মিজ অব দি ইউএসএ' সম্মানে ভূষিত হন?
ক) দ্যাগ হ্যামারশোল্ড খ) ট্রিগভেলি
গ) জর্জ ওয়াশিংটন ঘ) রুজভেল্ট গ

১৭। মানবদেহ কোনটির দ্বারা পরিচালিত হয়?
ক) মস্তক খ) হাত
গ) পা ঘ) কিডনিক

১৮। কোনটি ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিসত্তায় বেড়ে উঠতে স... করে?
ক) স্বাধীনতা খ) কর্তৃত্ব
গ) বাধ্যতা ঘ) ক্ষমতা

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : কর্তৃত হলো দেশ বা জা... পরিচালনার জন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আইনগত ক্ষম...

১৯। "আর যে তোমাদের প্রধান, তাকে চলতে হবে সে... মতো।" উক্তিটি বাইবেলের কত নং পদে রয়েছে?
ক) লুক-২২: ২৪-২৬ ৪ খ) মার্ক-১০: ৩৫-৪৫
গ) যোহন-৮: ২৮-২৯ ঘ) মথি-২৬: ৩৯-৪২

২০। মার্ক লিখিত মাল সমাচারের কত নং পদে জেবে... ছেলের কথা রয়েছে?
ক) ৮: ১২-১৪ খ) ১০: ৩৫-৪৫
গ) ৮: ২৮-২৯ ঘ) ২২: ২৪-২৬

২১। যীশু বড়দের কাদের মতো চলতে বলেছেন?
ক) পূর্বপুরুষদের ন্যায় খ) পুরোহিতদের ন্যা...
গ) যীশুর ন্যায় ঘ) কনিষ্ঠের ন্যায়

২২। হলিক্রস ভগিনী সংঘের সেবিকা কে ছিলেন?
ক) ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল খ) মেরিয়ান টিরিজা
গ) মাদার তেরেসাত ঘ) সেলিনা গোমেজ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য: মেরিয়ান টিরিজা সে... নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

২৩। মেরিয়ান টিরিজা কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?
ক) সেন্ট পল কলেজ খ) সেন্ট যোশেফ ক...
গ) হলিক্রস কলেজ। ঘ) সেন্ট মেরি কলে...

২৪। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা কিসের অংশ?
ক) স্বাধীনতা খ) কর্তৃত্ব
গ) ক্ষমতা ঘ) আনুগত্য

২৫। গ্রিন কোন শ্রেণির ছাত্র?
ক) সপ্তম খ) অষ্টম
গ) নবম ঘ) দশম

২৬। কত বছর বয়সে যীশু জেরুসালেম মন্দিরে হারিয়ে...
ক) ১০ বছর খ) ১২ বছর
গ) ১৪ বছর ঘ) ১৬ বছর

২৭। যীশুর মা কে ছিলেন?
ক) হবা খ) মারিয়া
গ) মেরি ঘ) মেরিয়ান টিরি...

২৮। যীশুর পালক পিতা কে ছিলেন?
ক) আদম খ) যোসেফ
গ) আব্রাহাম ঘ) দাউদ

২৯। কে সারাজীবন 'তাঁর পিতার' বাধ্য ছিলেন?
ⓚ যীশু ⓚ যোহন
ⓖ যোসেফ ⓖ যাকোব ⓚ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : যীশুর বাধ্যতা আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

৩০। ফিলিপীয়দের কাছে কে পত্র লিখেছিলেন?
ⓚ সাধু যোসেফ ⓚ সাধ্বী মারিয়া গরেটি
ⓖ সাধু পল ⓖ সাধ্বী তেরেজা ⓖ

অনুধাবনমূলক

৩১। প্রতিটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নতি ও পরিক্বতা অর্জন করতে হয় কেন?
ⓚ পরিপক্বতা বৃদ্ধির জন্য
ⓚ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
ⓖ বাধ্যতার গুণ অর্জনের জন্য
ⓖ পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য ⓖ

৩২। জর্জ ওয়াশিংটন কেন সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন?
ⓚ শিক্ষা লাভের জন্য ⓚ দেশ ভ্রমণের জন্য
ⓖ ভাইকে দেখার জন্য ⓖ বাণিজ্যের জন্য ⓚ

৩৩। জর্জ ওয়াশিংটন সমুদ্রযাত্রা বাতিল করেন কেন?
ⓚ মায়ের প্রতি বাধ্যতার জন্য
ⓚ পিতার প্রতি বাধ্যতার জন্য
ⓖ ভাইয়ের প্রতি বাধ্যতার জন্য
ⓖ সমাজের প্রতি বাধ্যতার জন্য ⓚ

৩৪। কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া হয় কেন?
ⓚ অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
ⓚ অধীনস্থদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য
ⓖ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য
ⓖ সঠিক নেতা নির্বাচনের জন্য ⓚ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সবাইকে উন্নতি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৩৫। বাধ্যতাকে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করা উচিত নয় কেন?
ⓚ স্বেচ্ছাচারিতা কমে যায়
ⓚ বাধ্যতার শক্তি বৃদ্ধি পায়
ⓖ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়
ⓖ দাবি দাওয়া বৃদ্ধি পায় ⓖ

৩৬। গোত্রপ্রধানকে কীভাবে চলতে হবে।
ⓚ কনিষ্ঠের মতো ⓚ রাজার মতো
ⓖ গরিবের মতো ⓖ সেবকের মতো ⓖ

৩৭। যীশুর মতে, মানবপুত্রকে কেন পাঠানো হয়েছে।
ⓚ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
ⓚ অন্যের সেবা করার জন্য
ⓖ স্বাধীনভাবে চলার জন্য
ⓖ ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য ⓚ

৩৮। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতারই অংশ কেন?
ⓚ বাধ্যতা ও স্বাধীনতা একই বিষয়
ⓚ বাধ্যতা ও স্বাধীন সত্তা থেকে আসে
ⓖ স্বাধীনতার আরেক নাম বাধ্যতা
ⓖ স্বাধীনতা ও বাধ্যতা একই মুদ্রার দুটি দিক ⓚ

৩৯। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকতে হয় কেন?
ⓚ বাধ্যতা প্রকাশের জন্য ⓚ স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য
ⓖ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ⓖ আত্মিক প্রশান্তির জন্য ⓖ

৪০। যীশু কীভাবে বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন?
ⓚ সারাজীবন পিতার কথানুযায়ী চলেছেন
ⓚ সারাজীবন মাতার কথানুযায়ী চলেছেন
ⓖ সারাজীবন সাথীদের কথানুযায়ী চলেছেন
ⓖ সারাজীবন প্রতিবেশীর কথানুযায়ী চলেছেন ⓚ

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৪১। মিন্তু একটি সাময়িকী থেকে জানতে পারে, 'ক' নামক পরিবেশে নিয়মনীতি পালনে বাধ্যতার প্রতি মানুষ বিশ্বস্ত থাকে। 'ক' কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ⓚ সামাজিক পরিবেশ ⓚ রাজনৈতিক পরিবেশ
ⓖ অর্থনৈতিক পরিবেশ ⓖ ধর্মীয় পরিবেশ ⓚ

৪২। যোসেফ বাইবেল পড়ে জানতে পারে, ঈশ্বর B এর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। B এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ যীশু ⓚ অব্রাহাম
ⓖ ঈশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তি ⓖ আদম ⓖ

৪৩। মনি একটি গ্রন্থ থেকে জানতে পারে যে, A ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। A কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ⓚ বাধ্যতা ⓚ কর্তৃত্ব
ⓖ দায়িত্ববোধ ⓖ ক্ষমতা ⓚ

৪৪। আলেকজান্ডারের জীবনে বাধ্যতা ছিল একটি অন্যতম গুণ। আলেকজান্ডার কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ⓚ অব্রাহাম ⓚ দাউদ
ⓖ আদম ⓖ যীশু ⓖ

৪৫। A নামক দেশের X নামক ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি অনেক বাধ্য ছিলেন। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ আমেরিকা ⓚ নিউজিল্যান্ড
ⓖ ব্রিটেন ⓖ বেলজিয়াম ⓚ

৪৬। ১৫ বছর বয়সে শিক্ষা অর্জনের জন্য জনাব মিন্তু D নামক সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। D এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ প্রশান্ত মহাসাগর ⓚ আটলান্টিক মহাসাগর
ⓖ উত্তর ভারত মহাসাগর ⓖ ভূমধ্যসাগর ⓚ

৪৭। ১৯৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই জনাব সিজার আমেরিকার সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। জনাব সিজার কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ⓚ জর্জ ডব্লিউ বুশ ⓚ ক্লিনটন
ⓖ জর্জ ওয়াশিংটন ⓖ রুজভেল্ট ⓖ

৪৮। রুশো নামক একজন ব্যক্তি মায়ের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য তার দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। রুশোর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন চরিত্রটির?
ক রুজভেল্ট খ জর্জ ওয়াশিংটন
গ দ্যাগ হেমারশোলড ঘ ক্লিনটন খ

৪৯। মিতা হলিক্রস ভগিনী সংঘের একজন সেবিকা। মিতা কোন চরিত্রকে নির্দেশ করছে।
ক মাদার তেরেসা খ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল
গ সিস্টার মেরিয়ান টিরিজা ঘ সেলেনা গোমেজ গ

৫০। রবিন আজীবন তার পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন। রবিনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন চরিত্রটির?
ক যীশু খ যোসেফ
গ অব্রাহাম ঘ যাকোব ক

৫১। আকাশ বাইবেল পড়ে জানতে পারলেন যে A স্বয়ং প্রভু। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক অব্রাহাম খ যীশু
গ যাকোব ঘ যোসেফ খ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৫২। যীশুর ভালোবাসা লাভের যথার্থ উপায় হলো–
ক স্বাধীনভাবে চলা খ যীশুর আদেশ পালন
গ যীশুর আদেশ উপেক্ষা করা
ঘ যীশুকে সম্মান করা খ

৫৩। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার প্রকৃত উপায় হলো–
ক স্বাধীনভাবে চলা
খ কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকা
গ ক্ষমতা প্রয়োগ ঘ যথার্থ দায়িত্ব পালন খ

৫৪। জর্জ ওয়াশিংটনের আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ির ইচ্ছাপোষণের যথার্থ কারণ হলো–
ক বড় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ
খ মায়ের নির্দেশ পালনের জন্য
গ বাণিজ্যের জন্য
ঘ অ্যাপলবি স্কুলে শিক্ষার লাভের জন্য ঘ

৫৫। জর্জ ওয়াশিংটন জীবনে সফল হতে পেরেছিলেন। এর যথার্থ কারণ হলো–
ক মায়ের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য
খ পিতার প্রতি বাধ্য থাকার জন্য
গ বড় ভাইয়ের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য
ঘ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : জর্জ ওয়াশিংটন মায়ের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য মায়ের দোয়ায় এক বিরল সম্মানজনক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

৫৬। কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদানের যথার্থ কারণ হলো–
ক অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
খ স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা
গ অধীনস্থর স্বাধীনতা দান
ঘ অধীনস্থদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা ঘ

৫৭। যীশু গোত্রপ্রধানদের কনিষ্ঠের মতো চলতে বলেছেন এর প্রকৃত কারণ হলো–
ক গোত্রপ্রধানের ক্ষমতা হ্রাস করা
খ কনিষ্ঠদের শক্তিশালী করা
গ কনিষ্ঠদের সেবা নিশ্চিত করা
ঘ যীশুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা গ

৫৮। যারা বড় হতে চায় যীশু তাদের সেবক হতে বলেছেন এর যথার্থ কারণ হলো–
ক মানবপুত্রের আগমন মূলত সেবাদানের জন্য
খ মানুষ মানেই দাস
গ দাসরাই যীশুর আস্থাভাজন
ঘ মানবমুক্তির অন্যতম শর্ত দাসত্ব ক

৫৯। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতার অংশ। কথাটির অর্থ হলো–
ক বাধ্যতা মানুষের স্বাধীন সত্তা থেকে আসে
খ বাধ্যতা ছাড়া স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়
গ বাধ্যতা ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা
ঘ বাধ্যতা স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে খ

৬০। পরিবারের সদস্যদের বাধ্য থাকা প্রয়োজন। এর কারণ হলো–
ক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়
খ অসহনীয় অবস্থা বজায় থাকে
গ পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে
ঘ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা পায় গ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬১। যাকোব ও যোহনের বাবার নাম কী ছিল? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক সমরীয় খ আলেকজান্ডার
গ জেবেদ ঘ শলোমন গ

৬২। যীশু কত বছর বয়সে যেরুশালেম মন্দিরে হারিয়ে যান? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক ৮ বছর খ ১০ বছর
গ ১২ বছর ঘ ১৪ বছর গ

৬৩। গেসিমানি বাগানে কখন যীশু তার আসন্ন কুশমৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখে কাতর হয়েছিলেন? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক মৃত্যুর দুদিন আগে খ মৃত্যুর তিন দিন আগে
গ মৃত্যুর আগের রাতে ঘ মৃত্যুর দিনে গ

৬৪। স্বাধীনতার সাথে কোন বিষয়টি জড়িত? (সকল বোর্ড-
ক শ্রদ্ধা খ ভক্তি
গ নম্রতা ঘ বাধ্যতা

৬৫। যাকোব ও যোহন কার পুত্র ছিলেন? (সকল বোর্ড-
ক বার্থলমেয়ের। খ জেবেদের
গ তিমথীয়ের ঘ শলোমনের

৬৬। "কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতার অংশ।" (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক স্বাধীনতার আরেক নাম বাধ্যতা
খ স্বাধীনতা ও বাধ্যতা একই মুদ্রার দুপিঠ
গ বাধ্যতা স্বাধীন সত্তা থেকে আসে
ঘ বাধ্যতায় প্রকৃত শান্তি বিরাজমান

Part-3 Discussion [আলোচনা]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই মূলত আলোকপাত করা হবে। অধ্যায়ের মূল আলোচনা এখানে রয়েছে। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা' শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে দুটি শব্দ থেকে আগত- স্ব (নিজ) + অধীনতা। কাজেই স্বাধীনতার অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির নিজেকে নিজের অধীনে রাখার সক্ষমতা। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার, এটি তার মৌলিক চাহিদা। স্বাধীনতা কোনো স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

প্রশ্ন ॥২॥ বাধ্যতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কেন?

উত্তর : বাধ্যতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্বাধীনতা ও বাধ্যতার লক্ষ্য এক এবং তারা চলে সমান্তরালভাবে। সুতরাং বাধ্যতাবিহীন স্বাধীনতা মোটেই স্বাধীনতা নয়, অন্যদিকে স্বাধীনতাবিহীন বাধ্যতাও খাঁটি বাধ্যতা নয়।

প্রশ্ন ॥৩॥ কর্তৃত্ব কাকে বলে?

উত্তর : কোনো দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনার জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যে আইনগত ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয়, তাকেই বলে কর্তৃত্ব। এ ক্ষমতা দেওয়া হয় যেন তারা তাদের অধীনস্থদের সঠিক পরিচালনা দিতে পারেন, তাদের অধিকার আদায়ে নিশ্চয়তাদান করতে পারেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করতে পারেন। মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কিছুই করতে পারে না, তেমনি কোনো পরিবার বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানও সঠিকভাবে পরিচালনা ছাড়া কার্যকর হতে পারে না।

প্রশ্ন ॥৪॥ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা উচিত কেন?

উত্তর : যেজন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা উচিত তা হলো কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতারই অংশ। পরিবারের প্রতিজন ব্যক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী, সমাজে প্রতিজন সদস্য, দেশে প্রতিজন নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে তাদের পরিচালক ও নেতাদের পরিচালনাধীনে চলে ও বাধ্য থাকে তাহলে সেই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সব সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও শান্তি বিরাজ করে। নেতৃবর্গ ও কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সবাইকে উন্নতি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

প্রশ্ন ॥৫॥ যীশুখ্রিষ্টের বাধ্যতাকে আমরা অনুসরণ করব কেন?

উত্তর : যীশুখ্রিষ্টের বাধ্যতাকে আমরা অনুসরণ করব, কারণ যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি সারাজীবন তার পিতার' বাধ্য ছিলেন। যীশু বলেছেন, "আমি নিজে থেকে কিছু করি না বরং পিতা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলে থাকি।... যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি।" সুতরাং আমরা যদি যীশুর বাধ্যতাকে অনুসরণ করি, তবে আমরাও জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারব।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। পিতামাতার দুই সন্তান হৃদয় ও উদয়। হৃদয় খুব অধ্যবসায়ী, সে পিতামাতার কথা শোনে, সুরুজনদের শ্রদ্ধা করে, কারো সাথে সে ঝগড়া বিবাদ করে না। কিন্তু উদয় মেধাবী হলেও সে পিতামাতা বা গুরুজনদের কথা শোনে না, বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে। হৃদয় উদয় দুজনই ঢাকায় থেকে কলেজে পড়তে আগ্রহী। তাদের মা তাদের আগ্রহ জানতে পেরে বললেন, তোমাদের ঢাকায় লেখাপড়া করাতে আমাদেরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাতে তোমাদের ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। মায়ের কথায় হৃদয় ঢাকায় না গিয়ে গ্রামের এক কলেজে ভর্তি হলো।

ক. যাকোব ও যোহনের সাথে কারা রেগে গেলেন? ১

খ. যে প্রধান হতে চায় তাকে সকলের সেবক হতে হয় কেন? ২

গ. যীশুর কোন শিক্ষা মনে রেখে হৃদয় গ্রামের কলেজেই মনোযোগর সাথে লেখাপড়া করছে?বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদয়ের আচরণে কি স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার লক্ষ করা যায় বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত প্রদান কর। ৪

উত্তর:

ক. যীশুর বাকি দশজন শিষ্য রেগে গেলেন।

খ. যে প্রধান হতে চায় তাকে সবার সেবক হতে হয়। কারণ যীশু বলেছেন, মানবপুত্রতো সেবা পাওয়ার জন্য আসেনি, বরং মানুষ অন্য মানুষের সেবা করতে এসেছে। আর সে এসেছে বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে।' অর্থাৎ যে বড় হতে চায় তাকে হতে হবে অন্যদের সেবক।

মূলকথা : বড় হতে হলে অন্যের সেবা করতে হয়।

গ. যীশুর যে শিক্ষা মনে রেখে হৃদয় গ্রামের কলেজে মনোযোগর সাথে লেখাপড়া করছে তা হলো বাধ্যতা।

কারণ যীশুর জীবনে বাধ্যতা একটি অন্যতম গুণ ছিল। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠার মাঝে আমরা তাঁর বাধ্যতার বহু দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনেই তার বাবা-মা তাকে সমৃখজীবনে চলার সব কর্ম সম্পাদন করেন। যীশুর বাধ্যতার

দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি সারাজীবন তার পিতার বাধ্য ছিলেন। সাধু যোহনের লেখা মঙ্গল সমা থেকে যীশুর নিজের কথায় আমরা পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা জানতে পারি। তেমনি হৃদয়ও তাঁর পিতামাতার প্রতি সব বাধ্য থাকে। সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে এবং কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে না। তার ভাই উদয়ের মতো সেও ঢাকার কলে পড়ালেখার জন্য আগ্রহী থাকলেও মায়ের কথায় সে আর ঢাকায় যায় না। এভাবে সে মায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে গ্রামের কলে পড়ালেখা করে। সুতরাং বলা যায় যে, যীশু যেমন সারাজীবন পিতামাতার প্রতি বাধ্য থেকেছেন, তেমনি হৃদয়ও তার পিতামা প্রতি বাধ্য থেকেছে।

মূলকথা : বাধ্যতা হলো মানুষের জীবনের অন্যতম গুণ।

ঘ. না। আমি মনে করি, উদয়ের আচরণে স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। আমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি প্রদান ক হলো–

স্বাধীনতা ও বাধ্যতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি বাতিল হ যায়। অন্য কথায় বলা যায়, বাধ্যতাবিহীন স্বাধীনতা মোটেই স্বাধীনতা নয়, অন্যদিকে স্বাধীনতাবিহীন বাধ্যতাও খাটি বাধ্যতা ন স্বাধীনতা ও বাধ্যতার লক্ষ্য এক এবং তারা চলে সমান্তরালভাবে। যীশুর জীবনে বাধ্যতা ছিল একটি অন্যতম গুণ। উদ্দীপকে উ ভালো ছাত্র হলেও সে পিতামাতা বা গুরুজনদের কথা শোনে না। বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে। ঢাকার কলে পড়ালেখার ব্যাপারে বাবা-মা বাধা দিলেও সে তা উপেক্ষা করে ঢাকায় যায়। সে তার ভাইবোনদের প্রতি খেয়াল করে না। ক্ষেত্রে সে অবাধ্য হয়ে নিজ স্বাধীনতা প্রকাশ করছে। কিন্তু স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। এভাবে সমাজের সব মানুষ তাদের

স্বাধীনতাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে, তাহলে সমাজে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা। সুতরাং বলা যায় যে, উদয়ের আ স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার লক্ষ করা যায় না।

মূলকথা : বাধ্যতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

প্রশ্ন-২। নবম শ্রেণির ছাত্র পবিত্র খুব নম্র, ভদ্র ও মেধাবী। তার এ গুণ দেখে শ্রেণিশিক্ষক তাকে শ্রেণির ক্যাপ্টেন নির্বাচন ক দায়িত্ব পেয়ে পবিত্র শ্রেণির সহপাঠীদের সব সমস্যা প্রধান শিক্ষককে জানায় এবং সেগুলোর সমাধান করে। কোনো ছাত্র অসু অন্য ছাত্রদের সাথে নিয়ে তাকে সেবা দেয়। শ্রেণিতে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা হলে ছাত্রদের বুঝিয়ে ও অনুরোধ করে শ্রেণিতে, ম ফিরিয়ে আনে। তাদের শ্রেণির এক সহপাঠী প্রীতম তাদের শ্রেণির ক্যাপ্টেন হতে চেয়েছিল কিন্তু সে তা হতে না পেরে পবি শ্রেণিতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে জোরে জোরে চিৎকার করে, অনুমতি না নিয়ে অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করে, মিথ্যা কথা ব আরও নানা ধরনের বিরক্তিকর কাজে সে লিপ্ত।

ক. বিজাতীয়দের রাজারা নিজেদের প্রজাদের ওপর কী চালায়?

খ. বড়দের কনিষ্ঠদের মতো হতে হবে কেন?

গ. পবিত্রের মধ্যে কর্তৃত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য প্রীতমের এমন আচরণ কি যৌক্তিক বলে মনে হয়? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদান কর।

উত্তর:

ক. প্রভুত্ব চালায়।

খ. বড়দের কনিষ্ঠদের মতো হতে হবে। যীশুর বাণী অনুযায়ী সমাজের যে সবচেয়ে বড় তাকে কনিষ্ঠদের মতো চলতে হবে সেবকের মতো কাজ করতে হবে। মানবপুত্রতো সেবা পাওয়ার জন্য আসেনি। তাই বিজাতীয় রাজাদের ন্যায় প্রজাদে প্রভুত্ব চালানো যাবে না। তাই বড়দের চলতে হবে কনিষ্ঠদের মতো।

মূলকথা : বড় হতে হলে নিজেকে সবার সেবকে পরিণত করতে হবে।

গ. উদ্দীপকে পবিত্রর মাঝে কর্তৃত্বের যে দিকটি কাজ করছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

কোনো দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনা করার জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে অ ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয় তাকেই কর্তৃত্ব বলে। এ ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় যেন তারা তাদের অধীনস্থদের স পরিচালনা করতে পারেন, তাদের অধিকার আদায়ে নিশ্চয়তাদান করতে পারেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নতিসাধনে কাজ করতে পারেন। ভালোভাবে শাসন করার অর্থ, অধিকারের নিশ্চয়তাদান এবং দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সবার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার স্বাভাবিক সদিচ্ছা নেতৃবর্গের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় মানবদেহ যেমন মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি একটি পরিবার, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এমনকি একটি রা নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অনরূপভাবে একটি স্কুল পরিচালনার জন্য যেমন একজন প্রধান শিক্ষকের দরকার হয় একটি ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছাত্রদের যেকোনো বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন শ্রেণিক্যাপ্টেন থাকে। নব ছাত্র পবিত্র খুব নম্র, ভদ্র ও মেধাবী হওয়ায় শ্রেণিশিক্ষক তাকে শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেন। দায়িত্ব পেয়ে পবি সহপাঠীদের সব সমস্যা প্রধান শিক্ষককে জানায় এবং সেগুলোর সমাধান করে। কোনো ছাত্র অসুস্থ হলে অন্য ছাত্রদের সা

তাকে সেবা দেয়। শ্রেণিতে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা হলে ছাত্রদের বুঝিয়ে ও অনুরোধ করে শ্রেণিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। এভাবে পবিত্র তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করে।

সুতরাং বলা যায় যে, পবিত্র কর্তৃত্বের সঠিক ব্যবহার করেছে।

মূলকথা : কর্তৃত্বের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব।

ঘ. উদ্দীপকে প্রীতম শ্রেণিক্যাপ্টেন না হতে পেরে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। এর মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রীতমের অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এ ধরনের আচরণ অযৌক্তিক।

কোনো পরিবার, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এমনকি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতারই অংশ। এ বাধ্যতা আমাদের স্বাধীন সত্তা থেকে আসে। এটি যদি সহজভাবে আমাদের অন্তর থেকে না আসে, তবে সেখানে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না। আমরা সইচ্ছায় ও মুক্ত অন্তরে আমাদের পরিবারের কর্তা, তিনি পিতা বা মাতা যে-ই হোন না কেন, যেন তাঁর প্রতি বাধ্য থাকি। একইভাবে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধানদের প্রতিও আমাদের বাধ্য হবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে।

পরিবারে প্রতিজন ব্যক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষার্থী, সমাজে প্রতিজন সদস্য, দেশের প্রতিজন নাগরিক যদি এভাবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে তাদের পরিচালক ও নেতাদের পরিচালনাধীনে চলে ও বাধ্য থাকে তাহলে সে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতৃষ্ঠানে সব সদস্যের মধ্যে একতা ও শান্তি বিরাজ করে। উদ্দীপকে প্রীতম তার স্কুলের বা ক্লাসের কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকেনি,বরং সে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে জোরে জোরে চিৎকার করা, বাইরে ঘোরাফেরা করা, মিথ্যা বলাসহ আরও নানা ধরনের বিরক্তিকর কাজে লিপ্ত।

সুতরাং প্রীতমের আচরণ কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকার অন্তরায়।

মূলকথা : কর্তৃপক্ষের প্রতি সবার বাধ্য থাকা উচিত।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। জন একজন ধনী ব্যক্তি। ধনী হলেও তার জীবনযাপন খুবই সাধারণ। গ্রামের সব লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। গরিব, দীনদুঃখী মানুষের সবসময় সেবা করে বলেই তাকে সবাই দলনেতা মনে করে। সব বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত ও সচেতন হতে পরামর্শ দেন। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু? ১

খ. কীভাবে সমাজে বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে ওঠা যায় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জন সমাজের লোকজনকে পরিচালনা করে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জন ও গ্রামের লোকজনের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. যীশু আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

খ. মানুষ ও সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজের মধ্যেই মানুষের জন্ম-জীবন-মৃত্যু ও বৃদ্ধি লাভ এবং বিবেক ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি। তাই নিজের ব্যক্তিগত বিবেক ও সমাজ এ দুয়ের সম্মিলনে ব্যক্তির মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে ওঠা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সমাজের মূল্যবোধ থেকে নিজের বিচার বিবেচনায় ভালোগুলো যাচাইবাছাই করে নিতে হয় এবং মন্দগুলো পরিহার করতে হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ, উন্নত জীবন ও সঠিক নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে সুন্দর জীবন পরিচালনার। দ্বারা সমাজে বিবেকবান মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

মূলকথা : বিবেকবান মানুষ।

গ. উদ্দীপকের জন স্বাধীনতা ও বাধ্যতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের লোকজনকে পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো–

মানুষ যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কোনো দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পথনির্দেশনা বা পরিচালনাদানের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয় তাকে কর্তৃত্ব বলে। এ ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় যেন তারা তাদের অধীনস্থদের সঠিক পরিচালনা দিতে পারেন; তাদের অধিকার আদায়ের পথ দেখান, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করেন। দলনেতা ভালোভাবে শাসন করা অর্থ অধিকারের নিশ্চয়তাদান করা এবং দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা নয় বরং সবার মাঝে সঠিক সম্পর্ক, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার স্বাভাবিক সদিচ্ছা থাকাও বাঞ্ছনীয়। একটি মানবদেহ যেমন মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সঠিক নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হলে সর্বপর্যায়ে উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। কোনো প্রতিষ্ঠানই সঠিক। পরিচালক ছাড়া কার্যকর হতে পারে না।

উদ্দীপকের জন ধনী হওয়া সত্ত্বেও গরিব-দুঃখী মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবেন বলেই সবসময় তাদের সেবা করে যান, সঠিক সিদ্ধান্ত দেন ও তাদের সচেতন করে তোলেন। মূলত কর্তৃত্ব হলো জীবনদানের ক্ষমতা। এ ক্ষমতা ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিসত্তায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

মূলকথা : কতদানের ক্ষমতা।

ঘ. জন ও গ্রামের লোকজনের মাঝে স্বাধীনতা ও বাধ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো–

কোন দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনাদানের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে আইনগত ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয় তাকেই বলে কর্তৃত্ব। এ ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় যেন তারা তাদের অধীনস্থদের সঠিক পরিচালনা দিতে পারেন, তাদের অধিকার আদায়ে নিশ্চয়তাদান করতে পারেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নতিসাধনের জন্য কাজ করতে পারেন। ভালোভাবে শাসন করার অর্থ অধিকারের নিশ্চয়তাদান এবং দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা নয়, বরং সবার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার স্বাভাবিক সদিচ্ছা নেতৃবর্গের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি মানবদেহ যেমন মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি একটি পরিবার, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং একটি রাষ্ট্রও তার নেতৃবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কিছুই করতে পারে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেমন মস্তকের নির্দেশনানুযায়ী চলে তেমনি কোনো পরিবার বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানও পরিচালক ছাড়া কার্যকর হতে পারে না। একটি পরিবারে পিতা বা কোনো কোনো পরিবারে পিতার অবর্তমানে মাতা পরিবার পরিচালনা করেন। একটি সমাজে সমাজনেতা, একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বা ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত, একটি দেশে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি এবং আমাদের খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পোপ, বিশপ, পুরোহিত ও নির্বাচিত নেতৃবর্গ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের সাথে পরিচালনা কাজে আরও সভাসদ বা মন্ত্রিপরিষদ সহযোগিতা করেন।

যে দল, গোষ্ঠী দেশ বা জাতিকে পরিচালনার দায়িত্ব নেতৃবর্গকে দেওয়া হয় তারা তাদের নেতৃবর্গের পরিচালনা ও নির্দেশনা অনুসারে চলে এবং তাদের বাধ্য থাকে; অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও দেশের সদস্য হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি সেই পরিবার, দেশ ও সমাজের নিয়ম বিধিবিধান মেনে চলে যেন কাঙ্ক্ষিত শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এমনকি আমাদের দেশেও কত অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, ধর্মঘট ও হরতাল দেখি, কোনো কোনো সময় এগুলো হয় ন্যায্য অধিকার আদায়ের কারণে। কিন্তু অনেক সময় এগুলোর যথাযথ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু ব্যক্তি নেতৃবর্গের পরিচালনা মানতে চায় না, বাধ্যতাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখে অথবা স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জন যেমন গ্রামবাসীকে সঠিক নেতৃত্ব বা দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন তেমনি গ্রামবাসীও তার প্রতি বাধ্য থেকে নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

মূলকথা : স্বাধীনতা ও বাধ্যতা গুণের প্রতিফলন।

প্রশ্ন-৪। কিরণ তার ভাইদের মধ্যে সবদিক দিয়ে আলাদা। তার এ গুণের কারণে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে সে প্রশংসিত। কে ছোট কে বড় এ মানসিকতা তার মধ্যে নেই। তার এ গুণের জন্য তার ভাইয়েরা তাকে হিংসা করে। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. যাকোব ও যোহনের বাবার নাম কী ছিল? ১

খ. স্বাধীনতা ও বাধ্যতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কেন? ২

গ. কিরণের জীবনে যীশুর কোন গুণটি লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "কিরণের ভাইদের মানসিকতা যীশুর শিক্ষার বিপরীত।"- তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর:

ক. জেবেদ।

খ. স্বাধীনতা ও বাধ্যতা যেজন্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।–

স্বাধীনতা ও বাধ্যতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না এবং একটি ছাড়া অন্যটি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ বাধ্যতাবিহীন স্বাধীনতা মোটেই স্বাধীনতা নয়, অন্যদিকে স্বাধীনতাবিহীন বাধ্যতাও খাটি বাধ্যতা নয়। স্বাধীনতা ও বাধ্যতার লক্ষ্য এক এবং তারা সমান্তরালভাবে চলে। ঈশ্বর নিজের উদ্যোগে নিজেরই প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে মানুষ যেন তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে সেই ক্ষমতাও তিনি দান করেছেন।

মূলকথা : স্বাধীনতা ও বাধ্যতার সম্পর্ক।

গ. কিরণের জীবনে যীশুর বাধ্যতা গুণটি লক্ষণীয়। এর ব্যাখ্যা হলো যীশুর জীবনে বাধ্যতা ছিল একটি অন্যতম গুণ, কিন্তু অনেকেই বাধ্যতাকে একটি গুণ হিসেবে স্বীকার করতে চায় না, সব মানুষ যদি তাদের স্বাধীনতাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত তাহলে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

যীশুর জন্মের পর তার মা মারীয়া ও পালক পিতা যোসেফ তাকে আদর-যত্ন ও স্নেহে বড় করে তোলেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনেই তাঁর মা-বাবা তাকে সম্মুখ জীবনে চলার প্রেরণা দেন। তাই ১২ বছর বয়সে যীশু যেরুসালেম মন্দিরে হারিয়ে গেলে তাঁর মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ও ব্যস্ত হয়ে তারা তাকে খোঁজাখুঁজি করেন। তারা আবার যেরুসালেম মন্দিরে ফিরে যান। আর তারা সেখানে যীশুকে পণ্ডিতদের মাঝে দেখতে পান। সেখানে যীশু পণ্ডিতদের সাথে গভীর তত্ত্বালোচনারত ছিলেন, বিজ্ঞের মতো পণ্ডিতদের প্রশ্ন করছিলেন; এতে তাঁর প্রজ্ঞা দেখে অনেকেই হতবাক হচ্ছিলেন। যীশুকে মন্দিরে দেখতে পেয়ে তার মা-বাবা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে তাঁরা কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তাকে খুঁজছিলেন। যীশু তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব?" তারপর তিনি মন্দির ছেড়ে মা-বাবার সাথেই চলে গেলেন; আর প্রকাশিত

জীবন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মা বাবার বাধ্য হয়েই রইলেন। ঈশ্বরপুত্র হয়েও জগৎসংসারে মা-বাবার অনুগত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের উচ্ছল ও উজ্জ্বল দিনগুলো এভাবেই কেটে গেল।

যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়; তিনি সারাজীবন ধরে তার পিতার বাধ্য ছিলেন। সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচার থেকে যীশুর নিজের কথায় আমরা পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা জানতে পারি, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তার ইচ্ছা মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা, সেইতো আমার খাবার।" যীশু বলেন, "আমি নিজে থেকে কিছুই করি না; বরং পিতা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলে থাকি। ... যেসব কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি।" মৃত্যু পর্যন্ত যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে গিয়েছেন, মৃত্যুর আগের রাতে গেৎসিমানি বাগানে যীশু তার আসন্ন কুশ-মৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, এ পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে দূরেই সরে যাক। তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

মূলকথা : কিরণের মাঝেও বাধ্যতা গুণটি রয়েছে।

ঘ. কিরণের ভাইদের মানসিকতা যীশুর শিক্ষার বিপরীত। উক্তিটির সাথে আমি একমত। এর সপক্ষে যুক্তি হলো—

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিরণ তার ভাইদের মধ্যে সবদিক থেকে আলাদা বলে সবাই তার প্রশংসা করে। এতে তার ভাইয়েরা তাকে হিংসা করে। কিন্তু যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন অন্যদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না করে কর্তৃপক্ষের বাধ্য থাকি। কিরণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বলতে তার পরিবার ও সমাজের কথা বোঝায়। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতারই অংশ, এ বাধ্যতা আমাদের স্বাধীন সত্তা থেকে আসে। যদি সহজভাবে আমাদের অন্তর থেকে না আসে তবে সেখানে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না। আমরা স্বেচ্ছায় ও মুক্ত অন্তরে আমাদের পরিবারের কর্তা যিনি, তিনি পিতা বা মাতা যে-ই হোন না কেন, যেন তার বাধ্য থাকি। একইভাবে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধানদের প্রতিও আমাদের বাধ্যতা হবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে। পরিবারে প্রতিজন ব্যক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষার্থী, সমাজে প্রতিজন সদস্য, দেশে প্রতিজন নাগরিক যদি এভাবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে তাদের পরিচালক ও নেতৃবর্গের পরিচালনাধীনে চলে ও বাধ্য থাকে তাহলে সেই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও শান্তি বিরাজ করবে। নেতৃবর্গ ও কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সবাইকে উন্নতি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যেমন : পরিবারে আমরা বাধ্য না থাকলে নানা রকম ভুল বোঝাবুঝি, দুঃখ, মনোমালিন্য, অশান্তি, হিংসা প্রভৃতি অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে শান্তি নষ্ট করে।

একবার যীশুর শিষ্যদের মাঝে তর্ক উঠল কে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হওয়ার যোগ্য। তখন যীশু শিষ্যদের বললেন, "তোমরাতো, জানোই, বিজাতীয়দের তথাকথিত শাসক যারা, তারা প্রজাদের উপর প্রভুত্ব করে; তেমনি বিজাতীয়দের মধ্যে বড় যারা, তারাও আবার অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করে। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এমনটি যেন না হয়। বরং তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সবারই দাস। মানবপুত্রতো সেবা পাওয়ার জন্য আসেনি। সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে।"

তাই বলা যায়, কিরণের ভাইদের মানসিকতা যীশুর শিক্ষার বিপরীত।

মূলকথা : যীশুর শিক্ষা হলো বাধ্যতা।

প্রশ্ন-৫। নিকোলাস নবম শ্রেণির ছাত্র। সে তার স্কুলের শিক্ষক ও পিতামাতার কথা শোনে। নিকোলাস নিয়মিত স্কুলে পড়াশোনা করে। সে তার মাকে খুব ভালোবাসে। নিকোলাসকে তার মা যা করতে বলেন, সে তা করে। যা নিষেধ করে সে তা করে না। নিকোলাসের মা তার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট। [শিখনফল-১]

ক. ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কী দিয়েছেন? ১

খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন? ২

গ. নিকোলাসের চরিত্রে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. ঈশ্বর মানুষকে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছেন।

খ. ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ যাতে তাকে জানতে পারে, বুঝতে পারে ও ভালোবাসতে পারে সেই ক্ষমতাও তিনি দান করেছেন, এর পাশাপাশি যাতে নিজেকেও জানতে পারে। তাই বলা যায়, ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মূলকথা : নিজেকে ও ঈশ্বরকে জানতে পারার জন্য স্বাধীনতা।

গ. উদ্দীপকে নিকোলাসের চরিত্রে বাধ্যতার গুণটি ফুটে উঠেছে। বাধ্যতা মানুষের জীবনে একটি মহৎ গুণ। আমরা চারপাশে লক্ষ করলে অবাধ্যতার কারণে পরিবার ও সমাজে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখি। বাধ্যতা মানুষের জীবনে বয়ে আনে শৃঙ্খলা, আনুগত্যবোধ ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। নিকোলাস অত্যন্ত বাধ্য ছেলে। সে কখনো তার স্কুলের শিক্ষক ও পিতামাতার অবাধ্য হয়

না। স্কুলের শিক্ষক তাকে যা যা করতে বলেন সে তা যথাযথভাবে পালন করে। সে কখনো তার পিতামাতার অবাধ্য ... তার পিতামাতার কথা শোনে, তাদের আদেশ নিষেধ পালন করে।

মূলকথা : বাধ্যতা একটি মহৎ গুণ।

ঘ. মানবজীবনে বাধ্যতা মহৎ গুণ। বাধ্য হচ্ছে আদেশ পালন করা, ভালোবাসার আশ্রয় দেওয়া, পিতামাতার কথা শোনা ও শিক্ষকের আদেশ পালন করা। পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি বাধ্য থাকলে উন্নতি ও সফলতা আসে। পিতামাতার ... করলে তারা সন্তুষ্ট থাকেন। খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেন। পিতামাতা সন্তানের জন্য যা আশীর্বাদ করেন, ঈশ্বর তা ... পিতামাতার আশীর্বাদের মাধ্যমে আমরা জীবনকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। যদিও অনেকে বাধ্যতাকে ... হিসেবে স্বীকার করতে চায় না। এটা তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অপব্যবহার। যা সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রাধান্য পায় ... নিকোলাস বাধ্যগত ছেলে। সে তার মাকে খুব মান্য করে ও তাঁর কথা শোনে। ফলে তার মা নিকোলাসের প্রতি ... নিকোলাসের মা তাকে অনেক ভালোবাসেন ও নিকোলাসের জন্য ঈশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা করেন, যেন তার জীবনে দুঃখ না আসে।

মূলকথা : জীবনে সফলতার জন্য বাধ্যতা প্রয়োজন।

স্বনামধন্য স্কুলসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন-৮। ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাড়ি ছাড়ার পূর্বে মালামাল জাহাজে তোলার জন্য লোকদের নির্দেশ দেন। বিদায় নেওয়ার সময় ১৫ বছর বয়সের ছেলেকে কঠোর পরিশ্রমে লাভের বিষয়ে তার মা উৎসাহী ছিলেন না। বিদায়বেলায় ছেলে তার মায়ের চোখে জল দেখতে পেয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ... ত্যাগ করল। সে বলল, "সমুদ্রে গিয়ে আমার মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করতে চাই না।" (উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ)

ক. কর্তৃত্ব বল কাকে বলে?

খ. কেউ বসবে আমার বাম পাশে কেউ আমার ডান পাশে। এর অর্থ কী?

গ. জর্জ ওয়াশিংটনের মধ্যে কোন গুণটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জর্জ ওয়াশিংটনের গুণটি কি তার স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রকাশ করে? বিশ্লেষণ কর। তুমি কীভাবে এ গুণগুলো অর্জন করবে?

উত্তর:

ক. কোনো দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনা করার জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয় তাকে কর্তৃত্ব বল বলে।

খ. যীশুর বারোজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম যাকোব ও যোহন একদিন যীশুর কাছে এসে বলেন, যীশু যখন গৌরবের সিংহাসনে বসবেন তখন তারা একজন যীশুর ডান পাশে, আরেক জন যীশুর বাম পাশে বসতে চান। এ সম্পর্কে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ... বিচারের দিন যীশু যখন গৌরবের সিংহাসনে বসবেন তখন সমবেত মানবজাতিকে দুভাগে ভাগ করে নেবেন। তিনি ডানে রাখবেন মেষগুলোকে, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র। এরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে। আর তার বাম পাশে ছাগলগুলোকে, যারা অভিশাপগ্রস্ত। এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে।

মূলকথা : ধার্মিক ও ধার্মিক আলাদা করা।

গ. জর্জ ওয়াশিংটনের মধ্যে বাধ্যতা গুণটি পরিলক্ষিত হয়। এর ব্যাখ্যা হলো–

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন পিতামাতার খুব বাধ্য ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি ... সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার ভাইয়ের মতো এ্যাপলবি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। যাওয়ার দিন বিদায়ের জন্য তিনি তার মায়ের সাথে দেখা করতে গেলেন। মা তার এ ১৫ বছর বয়সের ছেলেকে কঠোর পরিশ্রমের মাঝে শিক্ষা ... ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তিনি তার ছেলের গৃহত্যাগের প্রাক্কালে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ান ... ছোট ছেলের বিক্ষুব্ধ আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তবুও তিনি ছেলের যাওয়ায় তাকে কোনো বাধা দিতে চাইলেন না। বিদায়বেলায় মা-ছেলে যখন মুখোমুখি তখনই ছেলে ওয়াশিংটন তার মায়ের চোখে ... দেখে তার শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করে বলেছিলেন, "আমি সমুদ্রে গিয়ে আমার মায়ের ... বিদীর্ণ করতে চাই না।" মা তার এ কথা শুনে এতই আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন যে, তিনি তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহভরে বলেছিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি একদিন খুব বড় মানুষ হও।" আর ঠিকই জর্জ ওয়াশিংটন ব্যক্তিগত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে এক সময় এক বিরল সম্মানজনক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং মায়ের প্রতি জর্জ ওয়াশিংটনের এ বাধ্যতা ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমেরিকার সামরিক খেতাব মরণোত্তর জেনারেল অব দি আর্মিজ অব দি ইউএসএ' ভূষিত হয়েছিলেন।

মূলকথা : আমেরিকার ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনের মতো আর দ্বিতীয় কোনো প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব ঘটেনি।

ঘ. হ্যাঁ, জর্জ ওয়াশিংটনের গুণটি তার স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রকাশ করে। এর বিশ্লেষণ হলো–

জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট, এ মহান ব্যক্তি পিতামাতার খুব বাধ্য ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার ভাইয়ের মতো এ্যাপলবি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। বাড়ি ছাড়ার পূর্বে বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি তার মায়ের সাথে দেখা করতে গেলে মা তার এ ১৫ বছর বয়সের ছেলেকে কঠোর পরিশ্রমের মাঝে শিক্ষালাভের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তিনি তার ছেলের গৃহত্যাগের প্রাক্কালে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ছেলের সামনে এসে দাড়ান; এত ছোট ছেলের বিক্ষুব্ধ আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তবুও তিনি [illegible] ওয়ার সময় তাকে কোনো বাধা দিতে চাইলেন না। বিদায়বেলায় মা-ছেলে যখন মুখোমুখি তখনই ছেলে ওয়াশিংটন তার মায়ের চোখে জল দেখে তার শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করে বলেছিলেন, "আমি সমুদ্রে গিয়ে আমার মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করতে চাই না।" মা তার এ কথা শুনে এতই আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন যে, তিনি তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত স্নেহভরে বলেছিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি একদিন খুব বড় মানুষ হও।" আর ঠিকই জর্জ ওয়াশিংটন তার ব্যক্তিগত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে এক সময় এক বিরল সম্মানজনক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মায়ের প্রতি জর্জ ওয়াশিংটনের এ বাধ্যতা ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।

এখানে জর্জ ওয়াশিংটনের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে। যীশু বলেছেন, "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমনি পিতাকে ভালোবেসেছি। ওয়াশিংটনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, তার মা যেমন সন্তানকে ভালোবেসেছেন, তেমনি সন্তানও এর প্রতিদানস্বরূপ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নাকচ করে দেন। এখানে প্রমাণিত হয় স্বাধীনতা ও বাধ্যতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

আমরা জানি, আমেরিকার ইতিহাসে জর্জ ওয়াশিংটনের মতো আর দ্বিতীয় কোনো প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব এখনও ঘটেনি এবং তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি মরণোত্তর জেনারেল অব দি আর্মিজ অব দি ইউএসএ' নামে আমেরিকার সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরপুত্র যীশুর আদর্শ জীবন ও বাধ্যতা গুণ শিক্ষালাভের মাধ্যমে আমি এ গুণগুলো অর্জন করব।

মূলকথা : যীশুর নির্দেশিত পথে চলা।

ষষ্ঠ অধ্যায় — বিশ্বস্ত বন্ধু

Part-1 : Heading [শিরোনাম]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর দান ও উপহার পেয়েছি। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হলো বন্ধু ও বন্ধুত্ব। যীশু নিজেই বলেছেন, বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার মতো বড় ভালোবাসা আর নাই। যীশুর একথা দ্বারাই আমরা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও তাৎপর্য কী তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। পুরাতন নিয়মে অব্রাহামকে ঈশ্বর বন্ধু বলেছেন। অব্রাহামও ঈশ্বরকে বন্ধু বলেছেন। যীশু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসে শিষ্যদের বাছাই করার মাধ্যমেও আমরা জীবনে বন্ধু নির্বাচনের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনে মণিমুক্তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান।।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ভালো ও খারাপ বন্ধুত্বের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ বন্ধুত্ব, ◈ প্রকৃত বন্ধু, ◈ বিশ্বস্ততা, ◈ ভালো বন্ধু, ◈ মন্দ বন্ধু, ◈ ঐশ্বর্যমণ্ডিত, ◈ ক্রুশভক্ত, ◈ সমর্থন, ◈ সহভাগিতা, ◈ সহমর্মিতা

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। বন্ধুত্বের মাধ্যমে কী দূর হয়ে যায়?
ⓚ নিঃসঙ্গতা ⓚh অভাববোধ
ⓖ অসহায়বোধ ⓖh দুশ্চিন্তা **ⓚ**

২। যীশু মানুষকে বন্ধু বলেছেন কেন?
ⓚ সুসম্পর্কের জন্য ⓚh আন্তরিকতার জন্য
ⓖ সমাজের জন্য ⓖh ভালোবাসার জন্য **ⓖh**

❒ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রেয়া ও ঐশী দুই বান্ধবী। তারা মিলেমিশে পড়াশুনা করে। কিন্তু ঐশী যখন পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করে তখন শ্রেয়া ঐশীকে সহ্য করতে পারে না। ঐশী কিন্তু শ্রেয়ার সাথে খারাপ আচরণ করেনি বরং একই রকম সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

৩। শ্রেয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে?
ⓚ সহমর্মিতার ⓚh মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার
ⓖ গ্রহণযোগ্যতার ⓖh দরদের

৪। শ্রেয়ার সাথে ঐশীর সম্পর্ক—
i. আন্তরিকতার
ii. সহযোগিতার
iii. অন্তরঙ্গতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖh i, i ও ii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। কে আত্মার আত্মীয়?
ⓚ বাবা ⓚh মা
ⓖ ভাই বোন ⓖh বন্ধু **ⓖh**

৬। কোন কথাটি শুনলেই আমরা খুব আনন্দবোধ করি?
ⓚ বন্ধু ⓚh পিতা
ⓖ মারিয়া ⓖh হেবা

৭। কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু?
ⓚ আদম ⓚh আব্রাহাম
ⓖ যীশু ⓖh হবা

৮। বিশ্বস্ত বন্ধু কোনটির চেয়েও বেশি মূল্যবান?
ⓚ সোনাদানা ⓚ মণিমুক্তা
ⓖ হীরাজহরত। ⓖ রৌপ্য ⓚ

৮। বিশ্বস্ত বন্ধু কোনটির চেয়েও বেশি মূল্যবান?
(ক) সোনাদানা (খ) মণিমুক্তা
(গ) হীরাজহরত। (ঘ) রৌপ্য (খ)

৯। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর কাকে বন্ধু বলেছেন?
(ক) আদম (খ) যীশু
(গ) স্যামুয়েল (ঘ) অব্রাহাম (ঘ)

১০। বন্ধুত্বের জন্য কোনটি দরকার?
(ক) রক্তের টান (খ) হৃদয়ের টান
(গ) দেহের টান (ঘ) বয়সের মিল (খ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মানুষের আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কই হলো বন্ধ।

১১। বন্ধুত্বের বড় শক্তি কোনটি?
(ক) দরদ (খ) ভালোবাসা
(গ) মমতা (ঘ) আকাঙ্ক্ষা (খ)

১২। বন্ধুত্বের বড় গুণ কী?
(ক) বিশ্বস্ততা (খ) সহমর্মিতা
(গ) মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা (ঘ) অনুভূতির তীব্রতা (ঘ)

১৩। বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?
(ক) বিশ্বস্ততা (খ) সহমর্মিতা
(গ) দরদ (ঘ) আন্তরিকতা (ক)

১৪। যীশুর কোন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল?
(ক) সাধু পিতর (খ) যুদাস
(গ) সাধু পল (ঘ) সুভাষ (খ)

১৫। সমগ্র মানবজাতির বিশ্বস্ত বন্ধু কে?
(ক) যীশু (খ) অব্রাহাম
(গ) যুদাস (ঘ) সাধু পিতর (ক)

১৬। কোন পুস্তকে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব দেখতে পাই?
(ক) বাইবেল (খ) বেন সিরা
(গ) মঙ্গল সমাচার (ঘ) প্রথম স্যামুয়েল (খ)

১৭। শৌলের পুত্রের নাম কী?
(ক) দাউদ (খ) পিতর
(গ) অব্রাহাম (ঘ) যোনাথন (ঘ)

১৮। রাজা শৌল হিংসার বশবর্তী হয়ে কাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?
(ক) যোনাথন (খ) দাউদ
(গ) অব্রাহাম (ঘ) যীশু (খ)

১৯। দাউদকে রক্ষা করেছিলেন কে?
(ক) যোনাথন (খ) অব্রাহাম
(গ) যীশু (ঘ) শৌল (ক)

অনুধাবনমূলক

২০। মানুষের নিঃসঙ্গতা দূর হয় কীভাবে?
(ক) বড় ভাইয়ের সাহায্যে। (খ) বন্ধুর মাধ্যমে
(গ) মায়ের মাধ্যমে (ঘ) পিতার মাধ্যমে (খ)

২১। বন্ধুত্ব কীভাবে গড়ে ওঠে?
(ক) মনের মিল হওয়ার কারণে
(খ) রক্তের মিল থাকার কারণে
(গ) শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে
(ঘ) জন্মগতভাবে (ক)

২২। প্রকৃত বন্ধু অন্যকে স্বাধীন করে তোলে কেন?
(ক) বিশ্বস্ততার কারণে (খ) আবেগের কারণে
(গ) ঘনিষ্ঠতার কারণে (ঘ) ভালোবাসার কারণে (ক)

২৩। বন্ধুত্ব শক্তিশালী হয় কীভাবে?
(ক) দরদের জন্য
(খ) পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে
(গ) ভালোবাসার কারণে
(ঘ) বিশ্বস্ততার কারণে (গ)

২৪। বন্ধুত্বের গুণগুলো প্রকাশ পায় কেন?
(ক) পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ বৃদ্ধির কারণে
(খ) সব কাজে সমর্থনদানের জন্য।
(গ) অনুভূতির তীব্রতার কারণে
(ঘ) আন্তরিকতার কারণে (ক)

২৫। প্রকৃত বন্ধু কীভাবে নির্বাচন করা যায়?
(ক) বন্ধুর সব ধরনের কাজে সমর্থন জানানো
(খ) বন্ধুর সুখের দিনের সাথি হও
(গ) বিপদের দিনে সর্বদা পাশে থাকা
(ঘ) সর্বদা নিজের মঙ্গল কামনা করা (গ)

২৬। বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা কম কেন?
(ক) তারা খুব কম কথা বলে
(খ) এরা খুব কম বাইরে বের হয়
(গ) খুব কমসংখ্যক বন্ধুই বিশ্বাসযোগ্য হয়
(ঘ) ঈশ্বর তাদের সংখ্যায় কম করে সৃষ্টি করেছেন (গ)

২৭। বিশ্বস্ত বন্ধু দর্পণস্বরূপ কেন?
(ক) সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়
(খ) আত্মজ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে
(গ) নিরাপদ আশ্রয়দান করে
(ঘ) জীবন বিকাশে সহায়তা করে (খ)

২৮। রোপেন কেয়ার সাথে কথা বলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত কেন?
(ক) কেয়া দেখতে সুন্দর ছিল
(খ) কেয়ার প্রতি রোপেন দুর্বল ছিল
(গ) কেয়া রোপেনের প্রতি দুর্বল ছিল
(ঘ) কেয়ার প্রতি রোপেনের অন্যরকম আস্থা ছিল (ঘ)

২৯। মানুষ ঈশ্বরকে ও মানুষকে ঈশ্বর বিশ্বাস করতে শেখে কীভাবে?
(ক) বন্ধুত্বের কারণে
(খ) সর্বজনীন মূল্যবোধের কারণে।
(গ) বিশ্বস্ততার কারণে
(ঘ) পারস্পরিক আস্থার কারণে (ক)

৩০। যোনাথন দাউদকে রক্ষা করেছিলেন কেন?
(ক) দাউদকে ভালোবাসতেন
(খ) বন্ধুত্বের বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য।
(গ) তার পিতার সাথে শত্রুতা ছিল
(ঘ) দাউদ সাহায্য চেয়েছিল (খ)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৩১। মিতা একটি ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে জানতে পারল যে, পুরাতন নিয়মে B-কে ঈশ্বর বন্ধু বলেছেন। B কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক) যীশু খ) আদম
গ) অব্রাহাম ঘ) দাউদ গ

৩২। রবি মনে করে, ভালো বন্ধু X এর চেয়েও মূল্যবান। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) স্বর্ণ খ) রৌপ্য
গ) হীরা ঘ) মণিমুক্তা ঘ

৩৩। মনির কাছে এলে রনির নিঃসঙ্গতা কেটে যায়। মনির সাথে সম্পর্ক কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক) বন্ধুত্ব খ) ভালোবাসা
গ) আত্মীয়তা ঘ) শত্রুতা ক

৩৪। রবিন মনে করে, A হলো বন্ধুত্বের বড় শক্তি। A কোনটিকে নির্দেশ করছে।
ক) দরদ খ) ভালোবাসা
গ) বিশ্বস্ততা ঘ) সহমর্মিতা খ

৩৫। মিতা মনে করে 'ক' হলো বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা খ) আত্মদান
গ) বিশ্বস্ততা ঘ) ভালোবাসা গ

৩৬। যেকোনো ঘটনায় অনিক তার বন্ধুর জন্য নিজের মতোই অনুভব করে। অনিকের সাথে বন্ধুত্বের যে বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে—
ক) সহভাগিতা খ) সহমর্মিতা
গ) সহযোগিতা ঘ) অনুভূতির তীব্রতা ঘ

৩৭। রবি একটি প্রতিবেদনে দেখল কেবল A পারে অন্যকে স্বাধীন করে এ তুলতে। A কোনটিকে নির্দেশ করছে?
ক) প্রকৃত বন্ধু খ) নিকটাত্মীয়
গ) প্রতিবেশী ঘ) সহপাঠী ক

৩৮। সাধু মনির ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাধু মণি চরিত্রকে নির্দেশ করছে?
ক) সাধু যোসেফ খ) সাধু পল
গ) যীশু ঘ) অব্রাহাম গ

৩৯। যোসেফ তার গ্রামের মেম্বার হলেও আশপাশের সবাই তাকে বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করত। যোসেফ যে চরিত্রকে সমর্থন করছে—
ক) যীশু খ) অব্রাহাম
গ) দাউদ ঘ) জেবেদ ক

৪০। পুরাতন নিয়মের A নামক পুস্তকে আমরা বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব দেখতে পাই। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ক) ১ম স্যামুয়েল খ) মথি
গ) বেন সিরা ঘ) যোহন গ

৪১। রনিকে তার মা বলেন, X হলো আমাদের দর্পণস্বরূপ। X এর সাথে সাদৃশ্য হলো—
ক) সহপাঠী খ) বন্ধু
গ) বড় ভাই ঘ) শিক্ষক খ

৪২। রবিন তার ভাইয়ের বিরোধিতা করেও বাঁচিয়েছিল রবিনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
ক) রাজা শৌল খ) দাউদ
গ) যোনাথন ঘ) যীশু গ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৪৩। বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনে অনেক মূল্যবান। এর কারণ হলো—
ক) সে সর্বদা সঙ্গ দেয়
খ) তার কথার ধরন আলাদা হয়
গ) সর্বদা সঠিক নির্দেশনাদান করে
ঘ) বিপদের সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে গ

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্বস্ত বন্ধুর উপর আস্থা রাখা এবং জীবনের একান্ত সুখ-দুঃখ মন খুলে সহভাগিতা

৪৪। বন্ধুত্বের বড় শক্তি হলো ভালোবাসা। এর মাধ্যমে বলা যায়—
ক) বন্ধুর প্রতি এক ধরনের দরদবোধ থাকে
খ) দেখতে যেমনই হোক না কেন তাকে গ্রহণ
গ) মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়
ঘ) দুঃখের দিনে কাছে পাওয়া যায় খ

৪৫। বিশ্বস্ত বন্ধু মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান। এর কারণ হলো—
ক) তার উপর আস্থা রাখা যায়
খ) তার সাথে বেড়াতে যাওয়া যায়
গ) তার কাছে পড়ালেখায় সহযোগিতা পাওয়া
ঘ) সে সর্বদা অন্যের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ক

৪৬। যীশু আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এর মাধ্যমে বলা যায়—
ক) তিনি আমাদের সদুপদেশ দিয়েছেন
খ) সঠিক দিকনির্দেশনাদান করেছেন
গ) বিপদে সাহায্য করেছেন
ঘ) আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন ঘ

৪৭। প্রকৃত বন্ধু পরস্পরকে স্বাধীন করে তোলে। উক্তির তাৎপর্য হলো।
ক) সব ধরনের কাজে সমর্থনদান করে
খ) সর্বদা অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়
গ) নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়
ঘ) পড়শোনায় সর্বদা সাহায্য করে। গ

৪৮। বিশ্বস্ত বন্ধু দর্পণস্বরূপ। কথাটির তাৎপর্য হলো
ক) নিজেকে চিনতে শেখায়
খ) সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়
গ) আস্থা রাখতে শেখায়
ঘ) নিরর্থক কাজ করতে শেখায় ক

৪৯। রোপেন কেয়ার সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এর যথার্থ কারণ হলো–
ক) কেয়ার প্রতি রোপেন দুর্বল
খ) কেয়া তার প্রতি বেশ মনোযোগী
গ) কেয়া দেখতে সুন্দর
ঘ) কেয়া সামাজিকতা ভালো বোঝে (খ)

৫০। মানুষ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বর মানুষকে বিশ্বাস করে। এর যথার্থ কারণ হলো–
ক) বন্ধুত্বের কারণে
খ) প্রার্থনার কারণে
গ) ভালোবাসার কারণেই
ঘ) বিশ্বাসের কারণে (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : বিশ্বাস হলো জীবনের ভিত্তি। পরস্পরের সাথে বিশ্বাস ও আস্থার মাধ্যমে মানুষ সমৃদ্ধ আনন্দময় জীবন গড়তে পারে।

Part-3: Discussion [আলোচনা]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা
এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই মূলত আলোকপাত করা হবে। অধ্যায়ের মূল আলোচনা এখানে রয়েছে। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে?
উত্তর : প্রকৃত বন্ধুর ক্ষেত্রে অন্য বন্ধুর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা থাকবে। যেকোনো ঘটনায় সে নিজের মতোই তার বন্ধুর জন্য কষ্ট বা সুখ অনুভব করে। প্রকৃত বন্ধু যেকোনো অবস্থায় অন্যের মঙ্গল কামনা করে, সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করে। তাছাড়া যে বন্ধু তার অপর বন্ধুর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে এবং অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, সে-ই আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে।

প্রশ্ন ॥২॥ বিশ্বস্ত বন্ধুর উপকারিতা উল্লেখ কর।
উত্তর : বিশ্বস্ত বন্ধু নিঃসঙ্গতা দূর করে জীবনের নতুন অর্থ দান করে, যা ব্যক্তির জীবন বিকাশে সাহায্য করে। বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তার নিজ জীবনের মূল্য, শক্তি এবং ভালোবাসার যোগ্যতা। এমন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। সুপরামর্শ ও সঠিক নির্দেশনা এবং জীবনপথের ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে চলার প্রেরণা। বিশ্বস্ত বন্ধু দর্পণস্বরূপ। সুতরাং বলা যায়, বিশ্বস্ত বন্ধুর উপকারিতা অনেক।

প্রশ্ন ॥৩॥ ভালো ও মন্দ বন্ধুর ৩টি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।
উত্তর : ভালো ও মন্দ বন্ধুর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছকে দেখানো হলো–

ভালো বন্ধু	মন্দ বন্ধু
১. বিশ্বস্ত ও আত্মনিবেদিত।	১. অবিশ্বস্ত ও প্রতারক।
২. নিঃশর্ত সহায়তাকারী।	২. শর্ত আরোপ করার প্রবণতা।
৩. স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।	৩. প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব।

প্রশ্ন ॥৪॥ মথি লিখিত মঙ্গল সমাচার ১২:২৮-৩০ পদে যীশু কী বলেছেন?
উত্তর: মথি লিখিত মঙ্গল সমাচার ১২: ২৮-৩০ পদে যীশু বলেছেন যে, "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সবাই আমার কাছে এস আমি তোমাদের আরাম দেব! তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা: কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি। দেখ, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম, কেননা জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘুভার।" এ কথার মধ্যে যীশুর বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণ রয়েছে।

প্রশ্ন ॥৫॥ তোমার বন্ধুর কয়েকটি ভালো দিক উল্লেখ কর।
উত্তর : আমার বান্ধবী মেরি একজন ভালো ছাত্রী। সে মাঝে মাঝে আমার পড়ালেখায় সাহায্য করে। আমার রেজাল্ট ভালো হলে সে - কখনো হিংসা করে না। আমি কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে সে অর্থ অথবা সৎ পরামর্শদানের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে। সে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। বিমল ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। স্কুলের পড়াশুনা সমাপ্ত করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকজনের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বিমলের সম্পদের লোভে বন্ধুরা তাকে দলনেতা বানিয়েছে। বন্ধু শিশির বুঝতে পারল যে অন্যান্য বন্ধুদের মনোভাব বেশি ভালো নয়। তাই শিশির বিমলকে বন্ধুদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে তাকে সঙ্গ দেয় ও সবসময় পড়াশুনায় সাহায্য করে।

ক. বিশ্বস্ত বন্ধুকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. বন্ধুত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. শিশির বিমলের কী ধরনের বন্ধু তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিমল ও শিশিরের বন্ধুত্বের ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:
ক. দর্পণের সাথে তুলনা করা হয়েছে
খ. একজন মানুষের সাথে অপর একজন মানুষের যে আন্তরিকতাপূর্ণ বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক, তাকেই বলা হয় বন্ধুত্ব। এ সম্পর্কে রয়েছে পরস্পরের জন্য দরদ, আন্তরিকতা, যত্ন, সহৃদয়তা, মঙ্গল কামনা, গ্রহণযোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব এবং

ত্যাগ স্বীকার ও প্রয়োজনে প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছা। মানুষের এ গভীর ও আন্তরিক সম্পর্কই হলো বন্ধুত্ব। বন্ধু হলো আত্মার আত্মী রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মনের টানে মানুষের মধ্যে যে আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয় তা-ই হলো বন্ধুত্ব।

মূলকথা : বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব সুসম্পর্কের প্রদীপ।

গ. উদ্দীপকের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, শিশির বিমলের বিশ্বস্ত বন্ধু। যীশুর দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত বন্ধু আর বন্ধুর বিশ্বস্ততা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজে মানবজাতির বিশ্বস্ত বন্ধু। তাইতো নিজের জীবন দিয়ে মানুষকে পাপমুক্ত করেছেন। বিমলের সম্পদে লোভে তার সাথে অনেকের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বন্ধুরা তাকে দলনেতা বানায়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিমলের অর্থের অপচয় ঘটা বিমল তাদের যাচাই করে দেখে না। এ ধরনের বন্ধুরা কেবল আমোদ-প্রমোদে সঙ্গী হয়। বিপদের দিনে এরা কেউ পাশে থা না। অন্যদিকে শিশির বিমলের এসব বন্ধুর প্রকৃতি বুঝতে পারে। যীশুর ১২ জন শিষ্য যেমন যীশুকে ভালোবেসে সবসময় পাশে ছিলেন তেমনি শিশির বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় বিমলের পাশে দাঁড়ায় এবং তাকে বন্ধুদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সচেত হতে পরামর্শ দেয়। তাকে সঙ্গ দেয় ও সবসময় পড়াশোনায় সাহায্য করে। এভাবে সে সুপরামর্শ দান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে বিমলের আস্থাভাজনে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, শিশির বিমলের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু।

মূলকথা : শিশিরের মাঝে বিশ্বস্ত বন্ধুর চরিত্র বা গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. বিমল ও শিশিরের মধ্যে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর এ ধরনের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বিমল ধনী পি সন্তান হওয়ায় তার কাছে অনেক সুসময়ের বন্ধুর আগমন ঘটে। যার ফলে বিমলের অনেক অর্থের অপচয় হয়, তার পড়াশো অনেক ক্ষতি হয়। শিশির বিমলের এ সব বন্ধুর মনোভাব বুঝতে পারে। তাই সে বিমলকে তার ঐসব বনধুর সাথে মেলামে ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। এছাড়া বিমলের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য তাকে সঙ্গ দেয়। এর ফলে বিমল ও শিশি মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পায়। বিমল বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ফলে শিশিরের মতো বিশ্বস্ত বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুশি হয়।

শিশিরের সাথে বিমলের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠায় বিমল তার জীবনের নতুনত্ব খুঁজে পায়। তাদের এই বন্ধুত্ব তাদের জীবন বি সাহায্য করে। বিমল উপলব্ধি করতে পারে তার নিজ জীবনের মূল্য ও শক্তি। তাছাড়া তারা উভয়েই পরস্পরের কাছ থেকে করে সুপরামর্শ ও সঠিক দিকনির্দেশনা। তারা যেমন নিজেকে চিনতে ও জানতে শেখে, তেমনি অপরকেও জানতে শে জীবনপথের ঘাত প্রতিঘাতে এগিয়ে চলার প্রেরণা লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, বিমল ও শিশিরের বন্ধুত্ব তাদের জীবনকে উ পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

মূলকথা : বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব জীবনকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতা করে।

প্রশ্ন-২। তন্ময়, সোহেল, চঞ্চল, প্রতিমা ও অভি সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষাঙ্গনে তাদের অবদান অনেক। সোহেল পড়াশুনায় দুর্বল। তাই বন্ধুমহল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একপর্যায়ে সে দুষ্ট বন্ধুদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে। বন্ধুদের পাল্লায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অভি সোহেলের ঘটনাটি লক্ষ করে। অভি স্কুলের পর সোহে বাড়িতে যায়। সোহেলের মানসিক অবস্থা সে বুঝতে পারে। সোহেলকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট সময় পড়াশুনা বুঝতে সাহায্য করে, সৎ পথে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে।

ক. মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য কী?

খ. বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

গ. অভি সোহেলের কী ধরনের বন্ধু? বর্ণনা কর।

ঘ. সোহেল ভালো ও মন্দ বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত। উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. ভালোবাসা পাওয়া ও দেওয়াই হলো মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য।

খ. বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রকৃত বন্ধুত্ব পরস্পরকে স্বাধীন করে তোলে কিংবা একে-অপরক স্বাধীনতা দান করে। স্বাধীনতায় তারা একে-অন্যকে কেবল 'আমার আমার' বলে দাবি করে না বা তাকে নিজের গণ্ডির সীমাবদ্ধ রাখে না। স্বাধীনতার কারণে তারা পরস্পরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রকৃত বন্ধুত্বের এ স্বাধী একজন মানুষ নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

মূলকথা : বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ. উদ্দীপকে বোঝা যায় যে, অভি সোহেলের ভালো বন্ধু। কারণ সোহেলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সে অনেক সাহায্য সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সোহেল পড়াশোনায় তার বন্ধুদের তুলনায় দুর্বল হওয়ার কারণে সে বন্ধুমহল থেকে দূরে সরে গিয়ে একপর্যায়ে সে দুষ্ট বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা আরম্ভ করে। তাদের পাল্লায় পড়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি নিয়মিত যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বন্ধু অভি বিষয়টি খেয়াল করে এবং সোহেলকে সঠিক পথে ফিরে আসতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সময় দেয়। তার মানসিক অবস্থা বুঝে চলার চেষ্টা করে। এভাবে সোহেলকে অসৎ সঙ্গ দূরে সরানোর জন্য অভি যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায়, অভি সোহেলের একজন ভালো বন্ধু।

মূলকথা : ভালো বন্ধু সর্বদাই অপর বন্ধুকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ঘ. উদ্দীপকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সোহেল ভালো ও মন্দ বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তনয়, সোহেল, চঞ্চল ও অভির সাথে সোহেলের বন্ধুত্ব ছিল। শিক্ষাঙ্গনে তারা অনেক অবদান রেখেছে। তারা একসাথে লেখাপড়া, খেলাধুলা ও নানা রকম কাজ করে, অনেক জায়গায় দল বেঁধে বেড়াতে যায়। তারা পড়াশোনায় একে-অন্যকে সাহায্য করে। কারও কোনো সমস্যা হলে তারা একে-অপরকে সাহায্য করে। কিন্তু পড়াশোনায় দুর্বলতার কারণে একসময় তাদের কাছ থেকে সোহেল দূরে সরে যেতে থাকে। একসময় সে খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা শুরু করে এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভালো বন্ধুদের একজন অভি বিষয়টি লক্ষ করে। অভির সাথে সোহেলের একসময় ভালো সম্পর্ক ছিল। অভি সোহেলের বাসায় যায়। তার সাথে কথা বলে তার মানসিক অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করে। এরপর সোহেলকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সে অনেক সদুপদেশ দেয়। তাকে পড়াশোনায় সাহায্য করে।

এভাবে সোহেল অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে এবং সৎ সঙ্গের মাধ্যমে সব বিপদ থেকে রক্ষা পায়। সে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে। উৎসাহ পায়।।

মূলকথা : ভালো বন্ধুর মাধ্যমে খারাপ পথ থেকে সঠিক পথে ফিরে আসে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩ মিলিতা দশম শ্রেণির ছাত্রী। দশম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে সে অন্য ধরনের। সে সুযোগ পেলেই অন্যের বই লুকিয়ে রাখে, মিথ্যা কথা বলে এবং ঝগড়া করে। এজন্য সহপাঠীরা তার সঙ্গে মিশতে চায় না। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. নিজেকে জানার প্রথম ধাপ কোনটি? ১

খ. গঠনমূলক সমালোচনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মিলিতা ও অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণ কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিলিতার কি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে? মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

খ. গঠনমূলক সমালোচনা হলো নিজের দোষ-গুণ সম্পর্কে অন্যের সমালোচনা। নিজেকে জানার জন্য নিজের সম্পর্কে অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা খুবই সহায়ক, কারণ এর মাধ্যমে আমরা নিজের ভালো-মন্দ দিকগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারি। অনেক সময় কারো সমালোচনা করা বা দোষ দেখিয়ে দেওয়াটা গ্রহণ করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়; কিন্তু এর মধ্য দিয়েও আমরা নিজের সম্পর্কে জানতে পারি। সমালোচক নিন্দুক অনেক সময় সত্য কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। নিরপেক্ষভাবে আত্মগঠনের মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করলে আমরা অনেক উপকৃত হতে পারি।

মূলকথা : নিজেকে সংশোধন করা।

গ. উদ্দীপকের মিলিতা ও অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

* ব্যক্তিস্বাত বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ভিন্নতা। সাধারণভাবে পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত হলেও প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব আলাদা বা ভিন্ন, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের দিক থেকে মানুষে মানুষে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করলেও পৃথিবীতে যত রকম মানুষ আছে, তত রকম ব্যক্তিত্বও আছে। তার নিজস্ব পরিবেশ, পটভূমি ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই তার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। স্বভাবগুণে মানুষের কিছুটা মিল থাকলেও মূলত একজন মানুষ আরেকজন মানুষ থেকে আলাদা, যেমন মিলিতা অন্য ছাত্রীদের থেকে আলাদা।
* মানুষে মানুষে পছন্দ, অপছন্দ ও রুচিবোধের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এর কারণেও মানুষ আলাদা। নানা বিষয়ে এ ভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন : পোশাকপরিচ্ছদ, খাবারদাবার, জীবনসঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচন, পরিবেশ, রং ইত্যাদি বিষয় নির্বাচনেও মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।
* মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যে অনেক বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের ধারা রয়েছে, যে অনুসারে সে আচরণ করে এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব।
* মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি মানুষ তার সত্তা নিয়ে একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে সে হয় একক। তখন থেকেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে আলাদাভাব। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ উপহার স্বাধীনতা দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ স্বাধীনতাই মানুষকে অনন্য করে তোলে। আবার কখনও কখনও উদ্দীপকের মিলিতার মতো ঘৃণিত করে। স্বাধীনতা ব্যবহার করেই মানুষ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভালো বা মন্দ কাজ করে থাকে।

মূলকথা : প্রতিটি মানুষ অন্যদের থেকে আলাদা।

ঘ. হ্যাঁ, মিলিতার অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। নিচে এর মূল্যায়ন করা হলো—

* আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের সমাজ এবং সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা একটি মৌলিক প্রয়োজন, কারণ আমরা কোনোভাবেই একাকী বাস করতে পারি না; আমাদের জীবন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমার পূর্ণতার জন্য

সমাজের মানুষের দরকার; আবার আমিও সমাজের অন্যদের জীবন পূর্ণ করি। তেমনি শ্রেণির বিভিন্ন কাজে সহযোগিতায় মিলিতার অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

* আমাদের জীবন আবর্তিত হয় সমাজকে কেন্দ্র করে, আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব সমাজের মানুষের সহভাগিতা করি। আমাদের যেকোনো দুঃখ-শোক ও বিপদ-আপদে সমাজের মানুষই আমাদের পাশে দাঁড়ায়। মিলিতার এটা প্রযোজ্য।
* সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন : হাসপাতাল, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সেবা পেয়ে থাকি। সমাজের মানুষের সুসম্পর্কের কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হয়। আমরা সু সমাজে বাস করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারি। এ রকম সহযোগিতা মিলিতারও প্রয়োজন।
* আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, গুণ, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় সমাজকে ঘিরে। আমরা আমাদের গুণ, যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জিত সবকিছু দিয়েই সমাজের সব স্তরের মানুষের সেবাদান করি এবং সেবা গ্রহণ করি। তাই শ্রেণির অন্যদের সাথে সম্পর্কও অপরিহার্য।
* সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাস করার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা প্রকাশ পায়। সত্যিকার অর্থে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও দক্ষতার সার্থকতা প্রকাশ পায় মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সা তাপূর্ণ জীবনযাপন করার মধ্যে।
* খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে সমাজ তথা খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টের উপস্থিতির প্রতীক; খ্রিষ্ট নিজে সই সমাজের মস্তক বা প্রধান সমাজের সাথে আমাদের যুক্ত থাকতেই হবে। সমাজের সাথে সম্পর্কিত থাকা মানে আমরা খ্রিষ্টেরই সাথে যুক্ত আ আমরা জীবন্ত থাকি ও ফলশালী হই।

মূলকথা : মানুষের পারস্পরিক সুখ-দুঃখ সহভাগিতা করা।

প্রশ্ন-৪। শিমূল, মিলন, এবং রাহুল তারা তিন বন্ধু। তাদের মধ্যে শিমূলদের অবস্থা বেশি ভালো। এছাড়া অন্য বন্ধুদেরও পরিচিতি অনেক। সবাই তাদের খুব ভালোবাসে। শিমূল খারাপ ছেলেদের সাথে মেলামেশার কারণে তিন বন্ধুর ম ফাটল ধরল। শিমূল ধীরে ধীরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ল। কোনো মতেই শিমূল তার ভুল বুঝতে পারল না। মিলন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. বন্ধুত্বের বড় শক্তি কোনটি?
খ. বন্ধদের ব্যাপারে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে কেন?
গ. মিলন এবং রাহুল শিমুলের কী ধরনের বন্ধ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শিমূলকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিলন এবং রাহুলের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কব।

উত্তর:

ক. বন্ধুত্বের বড় শক্তি ভালোবাসা।

খ. যেজন্য বন্ধুদের ব্যাপারে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে–
বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে, সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।' প্রবাদটি মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে খুব সত্য। সান্নিধ্যে এসে অনেক খারাপ প্রকৃতির মানুষও ভালো হয়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে বলা যায়, যা অসম্ভব তাই সম্ভব আবার খারাপ মানুষের সাহচর্যে এসে অনেক ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের জীবনে বন্ধু নির্ ভালো বা মন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। আমাদের জানতে ও বুঝতে হয় কে ভালো বন্ধু বা কে মন্দ বন্ধু। ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

মূলকথা : ভালো বন্ধর প্রভাব।

গ. মিলন ও রাতুল শিমুলের ভালো বন্ধু। এর ব্যাখ্যা হলো আমাদের জন্যই ভালোবাসা থেকে, আমাদের জন্য মানুষকে জন্য এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমরা সেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বিনিময় করে থাকি। বন্ধুত্বপূর্ণ এ ভালোবাসা বলেছিলেন, আমি তোমাদের আর দাস বলছি না বরং বন্ধু বলছি! বন্ধুত্বের বড় শক্তি হলো ভালোবাসা; ভালোবাসা থা মানুষ যেমনই হোক না কেন তাকে গ্রহণ করতে পারি। শিমূল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মিলন ও রাহুল তাকে ভালোবাসে।

* বন্ধুর জন্য বন্ধুর দরদ ও মমতা থাকে, যে কোনো ঘটনায় নিজের মতোই তার বন্ধুর জন্যও অনুভব করে। অনু বন্ধুত্বের একটি বড় গুণ এবং দরদ ও মমতায় তার প্রকাশ ঘটে, যেমনটা মিলন ও রাহুলের মাঝে রয়েছে।
* যার নিরন্তর শুভ কামনায় আমি বেঁচে আছি সে-ই আমার বন্ধু, বন্ধু আমার জন্য সর্বদা শুভ কামনা করে; আমার প্রতিটি কথা ও কাজ আমার মঙ্গল কামনায় নিবেদিত এবং প্রকৃত বন্ধু যে কোনো অবস্থায় আমার মঙ্গল কামনা করে।
* বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু, পরস্পর বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততাকে ঘিরে বন্ধুত্বের অন্য গুণগুলো প্রকাশ পায়। একজন বিশ্ব অনেক বড় পাওয়া। মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান হলো বিশ্বস্ত বন্ধু, যার উপর আস্থা রাখা যায়, নিজের জীবনের এক মন খুলে সহভাগিতা করা যায়।
* প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। যীশু আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তিনি আমাদের ভালোবেসে জীবন দি অবস্থায় এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে সমর্থন করে; তবে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর অন্যায় কাজ সমর্থন

তাকে বিপদের দিকে ঠেলে দেবে না। সমর্থন হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পথে সমর্থন; যেমনটা রাহুল ও মিলন শিমুলের জন্য করে।

* প্রকৃত বন্ধু জীবনের ভালোমন্দ, আনন্দবেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-আপদের সঙ্গী ও সহমর্মী; যেকোনো প্রয়োজনে সে তার সহভাগিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বিনাদ্বিধায় যাকে বলা যায় সব কথা ও সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া যায়। জীবনের আনন্দময় ঘটনা বা উৎসবে সে যেমন আনন্দ করে দুঃখের সময়ও সে তেমনিভাবে কাতর হয়।
* বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় গুণ হলো আমরা বন্ধু হিসেবে পরস্পরের এ ভিন্নতাকে খুব সহজেই গ্রহণ করি, বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিই, বন্ধু হিসেবে যে যেমন তাকে সেভাবে গ্রহণ করি; এতে আমরা পরস্পর খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

মূলকথা : প্রকৃত বন্ধুর স্বরূপ।

ঘ. শিমূলকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিলন ও রাহুলের ভূমিকা পাঠ্যবইয়ে শিষ্যদের প্রতি যীশুর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। নিচে এর বিশ্লেষণ করা হলো–

বন্ধুত্ব একটি অতি প্রাচীন ও সর্বজনীন মূল্যবোধ, মানব ইতিহাসে বন্ধুত্ব হলো বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা; সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বর ও মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখে। বিশ্বাস হলো জীবনের ভিত্তি, প্রথম সামুয়েলের ২০তম অধ্যায়ে আমরা দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্বের অপূর্ব সুন্দর ঘটনাটি দেখতে পাই। রাজা শৌল যখন হিংসার বশবর্তী হয়ে দাউদকে হত্যা করতে দৃঢ়সংকল্প, তখন রাজা শৌলের পুত্র যোনাথন তার বন্ধু দাউদকে কোনো না কোনোভাবে রক্ষা করেছেন। পিতার বিরোধিতা করেও তিনি তার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন। বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার এ অনন্যসুন্দর ঘটনাটি তাদের পরস্পরকে একটি সমৃদ্ধ জীবন দিয়েছে। মিলন ও রাহুল যেমন শিমূলকে ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমাণ দিয়েছে।

যীশু বলেছেন, "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সবাই আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব! তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা, কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি, দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম, কেননা জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘুভার!" এ কথার মধ্যে যীশুর বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বাসে সাড়া দিয়ে আমরা তার বন্ধু হয়ে উঠলে তিনি কোমলতা, উষ্ণ ভালোবাসা, দয়া, প্রশান্তি ও মমতায় আমাদের জীবন ভরিয়ে তুলবেন। তাই অসীম বিশ্বাসে তার বন্ধু হয়ে উঠলে আমরা হয়ে উঠব সমৃদ্ধ।

শিষ্যদের মধ্যে একজন, যাকে যীশু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, সে তখন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তাঁর পাশ ঘেঁষেই বসেছিল। যীশু তাঁর সব শিষ্যকেই ভালোবাসতেন, স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন; তাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তিনি উপভোগ করতেন। যোহনকে তিনি একটু ভিন্ন বা বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতেন এবং যোহনও তা বুঝতেন। এ বিশ্বাস ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তার লিখিত মঙ্গলসমাচারে যীশুকে অনেক গভীরভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন, এটি ছিল তার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভালোবাসার অভিজ্ঞতা; এ কারণেই তারা অনেক বেশি আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন।

যীশু শিষ্যদের বলেন, "আমার আদেশ হলো এই আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছুই নেই। তোমরা আমার বন্ধু, অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলেছি, তোমরা যদি তাই কর। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এজন্যই বন্ধু বলছি যে, আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি।"

বন্ধুকে ধরে বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসের আলোকে জীবন আলোকিত করার একটি অপূর্ব সুন্দর নির্দেশনা। বিশ্বস্ত বন্ধু মণিমুক্তার চেয়ে দামি, একটি নিরাপদ আশ্রয়; যাকে লাভ করে আমরা সত্যি সত্যি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠি। যদিও শিমুলের দুর্ভাগ্য যে সে মিলন ও রাহুলের মতো বন্ধুর ভালোবাসার মূল্যায়ন করতে পারেনি।

মূলকথা : শিমূলকে খারাপ পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা।

প্রশ্ন-৫। প্রত্যয় বন্ধুমহলের প্রিয়জন ছিল। বেশিদিন আগের কথা নয়। ছাত্র হিসেবে যথেষ্ট মেধাবী না হলেও স্বভাবসুলভ আন্তরিক ব্যবহার ও সুন্দর মনোভাবের জন্য সে ছিল অন্যতম। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দুষ্ট বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করে। তাদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট দিয়ে নেশার জগতে যাত্রা। এখন সে পুরোদমে নেশাগ্রস্ত। স্কুলে যায় না। মানসিক অবস্থাও ভালো না। তার ভালো বন্ধুরা তাকে সঠিক পথে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করে এবং তাকে সৎ পথে চলে এসে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কী? ১
খ. বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রত্যয়ের বন্ধুদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ৩
ঘ. প্রত্যয় ভালো ও মন্দ বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. বন্ধু ও বন্ধুত্ব ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।

খ. বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

প্রকৃত বন্ধুত্ব পরস্পরকে স্বাধীন করে তোলে এবং একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতাদান করে। অর্থাৎ স্বাধীনতায় তারা বেড়ে ওঠে। স্বাধীনতায় তারা একে অন্যকে কেবলমাত্র আমার আমার' বলে দাবি করে না বা তাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার কারণে তারা একে অন্যকে স্বাধীন করে তোলে। স্বাধীনতার কারণে তারা পরস্পরের কাছে আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে প্রকৃত বন্ধুত্বের এ স্বাধীনতায় একজন মানুষ নিজের মতো করে বেড়ে উঠার সুযোগ পায় এবং বিকশিত হয়।

মূলকথা : স্বাধীনতায় বেড়ে উঠা।

গ. উদ্দীপকের প্রত্যয়ের বন্ধুদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো বিশ্বস্ততা। নিচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

আমরা অনেকের সাথেই বন্ধুসুলভ, কিন্তু সবাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে-ই, যাকে আমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি। আমরা জীবনে হয়তো অনেক বন্ধু পাই, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। জীবনে দুই-একজন বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া তাও বড় ভাগ্যের ব্যাপার। যীশুর জীবনের দিকে তাকালে আমরা এ বিষয়টি খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারি। বারোজন শিষ্যের মধ্যে যুদাস যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাধু পিতরও ভয়ে তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে। পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যীশুর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থেকে নিজের জীবনও দান করেছেন। তাই বন্ধুত্বে আর বন্ধুর বিশ্বস্ততা সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যীশু নিজে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির বিশ্বস্ত বন্ধু। মানুষকে ভালোবেসে তিনি নিজের জীবন দিয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেন সিরা পুস্তকে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব রয়েছে।

মূলকথা : বিশ্বস্ত বন্ধু।

ঘ. প্রত্যয় ভালো ও মন্দ বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত। উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো–

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে, "সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।" অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা সম্ভব নয় বলে মনে হয়, কারও সাহচর্যে তা-ই সম্ভব হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে লোহার মতো ভারীবস্তু জলে কখনো ভাসতে পারে না। কিন্তু নৌকার জন্য লোহার পেরেক যখন কাঠের সাথে লাগানো হয়, তখন লোহা নৌকার সাথে ঠিকই ভাসতে থাকে। এ বিষয়টি জীবনে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে খুবই সত্য। ভালো বন্ধুর সান্নিধ্যে এসে অনেক খারাপ প্রকৃতির মানুষও ভালো হয়ে যেতে পারে। বলা যায়, যা অসম্ভব তা-ই সব হতে পারে। আবার খারাপ মানুষের সাহচর্যে এসে অনেক ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের জীবনে বন্ধু নির্বাচনের জন্য ভালো বা মন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে কে ভালো বা কে মন্দ বন্ধু। উদ্দীপকের প্রত্যয় বন্ধু নির্বাচনে ভুল করায় তার এমন ভয়াবহ পরিণতি ঘটে। মেধাবী ও বন্ধুসুলভ প্রত্যয় নেশাগ্রস্ত খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নিজের পড়ালেখা ও ভালো ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলে। তাই আমরা বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক ও সাবধানে চলাফেরা করব।

মূলকথা : বন্ধত্বের মূল্যবোধ।

প্রশ্ন-৬। মুন ও সান একই ক্লাসে পড়ে। মুন সানকে অনেক ভালোবাসে। মুন সবসময় সানের কথা মনে করে। সবকিছু তারা ভাগাভাগি করে। সানের কোনো অমঙ্গল হোক, মুন তা চায় না। তাদের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও গভীর। [শি...

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কী?

খ. বন্ধুত্ব কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সান ও মুনের মধ্যকার সম্পর্ক মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হলো বন্ধু বা বন্ধুত্ব।

খ. যে সম্পর্কের জন্য আমরা অন্যজনকে বিশ্বাস করি, যার প্রতি আস্থা অর্জন করা যায়, যে সম্পর্কের কারণে আমরা একে অপরকে ভালোবাসি, সেই সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব। অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে বন্ধুত্ব বলে।

মূলকথা : প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো আন্তরিক সম্পর্ক।

গ. যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, যাকে ভালোবাসা যায়, বিপদে-আপদে যে ভালোবাসে সে-ই বন্ধু। প্রকৃত বন্ধুর কতগুলো গুণ রয়েছে। সান ও মুন অনেক ভালো বন্ধু। মুন সানকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ভালোবাসা প্রকৃত বন্ধুর অন্যতম গুণ। সানের সাথে সব বিষয় ভাগাভাগি করে। বিপদের সময় সাহায্য করে ও পরামর্শ দেয়। মুন সানের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করে। যে কাজে কষ্ট পাবে মুন তা কখনোই করে না। মুন সবসময় সানের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করে। এগুলো প্রকৃত বন্ধুর গুণ। বন্ধুত্ব অনেক সুন্দর। মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, দূর হয়ে যায় নিঃসঙ্গতা। সান ও মুনের ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে।

মূলকথা : বিপদে-আপদে সাহায্য ও মঙ্গল কামনা করা প্রকৃত বন্ধুর গুণ।

ঘ. সান ও মুনের মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। তাদের মধ্যকার সম্পর্কের মূল্যায়মে বলা যায় একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে সুহৃদ সম্পর্ক তাকেই বলা হয় বন্ধুত্ব। পৃথিবীতে সুন্দর, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় শব্দগুলোর একটি হলো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের এ সম্পর্কে রয়েছে পরস্পরের জন্য দরদ, আন্তরিকতা, যত্ন, সহৃদয়তা, মঙ্গল কামনা, গ্রহণযোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব এবং ত্যাগ স্বীকার ও প্রয়োজনে প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছা। এ সম্পর্কের জন্য মানুষ একেঅন্যকে বিশ্বাস করে ভালোবাসে, আস্থাশীল হয়, সান্নিধ্য উপভোগ করে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। সান ও মুনের মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তারা একে অপরকে ভালোবাসে। একে-অপরের সান্নিধ্য কামনা করে। তারা প্রায় সবসময় একসাথে থাকতে চায়। সব ঘটনায় তারা একে অপরকে মনে করার চেষ্টা করে। বিপদ-আপদে একে অপরকে সাহায্য করে। বন্ধুত্বের সম্পর্কের জন্য তারা একে অপরের মজাল কামনা করে। ভালো থাকার জন্য প্রার্থনা করে।

মূলকথা : পরস্পর বিশ্বস্ত বন্ধু।

প্রশ্ন-৭। জুলিয়ান ও লিংকন একই ক্লাসে পড়ে। জুলিয়ান লিংকনকে কখনো কোনো ব্যাপারে পরামর্শ বা সাহায্য করে না। জুলিয়ান লিংকনকে বিপদ-আপদে সাহায্য করে না। জুলিয়ান লিংকনের কাজে বাধা প্রদান করে। সে তার ভালো চায় না। জুলিয়ান লিংকনকে তেমন পছন্দ করে না। [শিখনফল-৩]

ক. বন্ধুত্ব কী? ১

খ. প্রকৃত বন্ধুর গুণগুলো লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের অমিলগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. মানুষে মানুষে গভীর, আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব।

খ. বন্ধুত্বের বিশেষ কতগুলো গুণ রয়েছে। প্রকৃত বন্ধুর গুণগুলো হলো- * ভালোবাসা ও আন্তরিকতা, * দরদ ও মমতা, * মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা, * বিশ্বস্ততা, * সহমর্মিতা ও সহভাগিতা। এ গুণগুলো কোনো বন্ধুর মধ্যে থাকলে তাকে প্রকৃত বন্ধু বলা যায়।

মূলকথা : ভালোবাসা, আন্তরিকতা, দরদ, মমতা ও বিশ্বস্ততা প্রকৃত বন্ধুত্ব।

গ. পাঠ্যবইয়ে বন্ধুত্বের যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে উদ্দীপকটির কোনো সাদৃশ্য নেই। উদ্দীপকটিতে বন্ধুত্বের গুণের বিষয়বস্তুর অমিল ফুটে উঠেছে। পাঠ্যবইয়ের সাথে উদ্দীপকের অমিলগুলো হলো–

পাঠ্যবইয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। বিশ্বস্ত বন্ধু বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করে, পরামর্শ দেয়, একে অপরের একে অপরের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। বিশ্বস্ত বন্ধুর মধ্যে থাকবে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা, দরদ ও মমতা, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা, আত্মদান ও সমর্থন, সহমর্মিতা, সহভাগিতা ও সহযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। উদ্দীপকে জুলিয়ান লিংকনকে সাহায্য করে না, পরামর্শ দেয় না, তার কাজে বাধা প্রদান করে। জুলিয়ানের কাজগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বন্ধুত্বের পরিপন্থী ও সুসম্পর্কের অন্তরায়।

মূলকথা : অন্যের উপকার না করা, অন্যের ভালো না চাওয়া।

ঘ. বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনে নানাভাবে উপকারে আসে, বিপদে আপদে সাহায্য করে, পরামর্শ দেয়, সান্নিধ্য লাভে আনন্দ পায় ও প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে।

উদ্দীপকটি মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, লিংকন জুলিয়ানের বিশ্বস্ত বন্ধু নয়। তারা একই ক্লাসে পড়ে, একই সাথে থাকে, তবুও তারা বন্ধু নয়। কারণ জুলিয়ান লিংকনকে বিশ্বাস করে না। লিংকনকে বিপদে-আপদে সাহায্য করে না। জুলিয়ান লিংকনকে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দেয় না বরং তার প্রতিভা বিকাশে বাধা দেয়, যা কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর গুণ নয়। আমরা অনেকের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করি। কিন্তু সবাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে-ই, যাকে আমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি। উদ্দীপকটিতে জুলিয়ানের যে চরিত্র চিত্রায়িত হয়েছে তা বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের পরিপন্থী।

মূলকথা : সৎ পরামর্শ না দেওয়া, উপকার না করা প্রকৃত বন্ধুত্বের অন্তরায়।

সপ্তম অধ্যায় পুরুষ ও নারী

Part-1: Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয়

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই মনুষ্যত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরু করে। আমরা নারী-পুরুষ হলেও আমাদের প্রত্যেকের সমান মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। সেই কারণে সবার প্রতি প্রেম বা ভা মনোভাবপোষণ করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

➤ ঈশ্বর কর্তৃক পুরুষ ও নারী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
➤ নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ নারী-পুরুষের সমতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ ভালোবাসা সম্পর্কে প্রেরিত পলের শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
➤ নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ সমতা, ◈ বৈষম্য, ◈ নীতিভ্রষ্ট, ◈ প্রতিমূর্তি, ◈ উদ্ধত, ◈ স্বীকৃতি, ◈ সমমর্যাদা, ◈ ন্যায্যতা, ◈ আহ্বান, ◈

Part-2: Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] গত সুপ্রিয় শি

এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (M Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। ঈশ্বর আদমের পাজর দিয়ে কাকে বানালেন?
ⓚ মারীয়াকে ⓚ যীশুকে
ⓖ হবাকে ⓖ সাধু যোসেফকে **ⓖ**

২। মানুষের একা থাকা ভালো নয় কারণ তার—
i. সঙ্গীর প্রয়োজন
ii. সাহায্যের প্রয়োজন
iii. ত্যাগের প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii
ⓖ i ও ii ⓖ i, ii ও iii **ⓚ**

❒ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর
অপূর্ব বিদেশে থাকেন। প্রায়ই তিনি টেলিফোনে
সাথে কথা বলেন। তিনি তার স্ত্রীকে এতই ভা
কারণে তিনি বেশিদিন বিদেশে না থেকে স্বদেশে চলে

৩। স্ত্রীর সাথে অপূর্বের কথা বলার মধ্য দিয়ে কী
ⓚ কঠোর মনোভাব ⓚ সচেতন স
ⓖ ভাবের আদান-প্রদান ⓖ সামাজিকতা

৪। অপূর্ব ও তার স্ত্রীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নিহিত
ⓚ সরলতা ⓚ শিল্পনৈপুণ্য
ⓖ ভালো সম্পর্ক ⓖ শ্রদ্ধা ও ভ

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উ

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। ঈশ্বর কার প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
ⓚ নিজের
ⓚ সূর্য দেবতার
ⓖ আদমের
ⓖ ঈশ্বর **ⓚ**

৬। ঈশ্বর আমাদের কী দিয়ে তৈরি করেছেন?
ⓚ বিবেক ⓚ মনুষ্যত্ব
ⓖ ভালোবাসা ⓖ আত্মসংযম

৭। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি
ⓚ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব
ⓚ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া
ⓖ মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তৃপ্ত
ⓖ নারী-পুরুষের পাঁজর থেকে সৃষ্টি

২৯। অনেকের মতে, ঈশ্বর 'ক' জাতিকে পৃথিবীতে ২য় শ্রেণির হিসেবে। সৃষ্টি করেছেন। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যমান কোনটি?
ক নারী জাতি খ পুরুষ জাতি
গ বানর জাতি ঘ পাখি ক

৩০। জনাব 'ক' করিন্থীয়দের কাছে/একটি পত্রে ভালোবাসা সম্পর্কে লেখেন। জনাব ক কোনটিকে সমর্থন করেছেন?
ক সাধু রোমেল খ সাধুর্যাসেফ
গ সাধু পল ঘ সাধু মিশেল গ

৩১। জনাব মিশুকের মতে X এর কোনো মৃত্যু নেই। X এখানে কোনটিকে নির্দেশ ককেছে।
ক আত্মমর্যাদা খ বিশ্বাস
গ আশা ঘ ভালোবাসা ঘ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৩২। নারী ও পুরুষরূপে মানুষ সৃষ্টির যথার্থ কারণ হলো—
ক উভয়কে সমমর্যাদা দানের জন্য
খ পৃথিবীকে শাসন করার জন্য
গ মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য
ঘ নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য তৈরির জন্য ক

৩৩। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ গড়েছেন। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখাশোনা করার জন্য
খ ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য
গ নারী ও পুরুষের মাঝে সমতা আনার জন্য
ঘ মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক

৩৪। সুস্থ সম্পর্ক সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। এক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হলো—
ক নিজের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া
খ শুধু অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া
গ একে অন্যকে সম্মান করা
ঘ দৈহিক লালসাকে প্রাধান্য দেওয়া গ

৩৫। অসুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবীয় দিকটি বাধা পায়। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক সম্মান কম দেওয়া হয়
খ অন্যের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়
গ সম্পর্কটা সীমাবদ্ধ শুধু ভোগের ক্ষেত্রে
ঘ ভাইবোনসুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয় গ

৩৬। পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক পুরুষ ও নারী একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে
খ পুরুষ ও নারী একে অপরের পরিপূরক
গ নারী-পুরুষকে ঈশ্বর নিজ আকৃতিতে গঠন করেছেন
ঘ ঈশর নারী-পুরুষকে দৈহিক দিক থেকে সমানভাবে গঠন করেছেন। গ

৩৭। অনেকে নারী জাতিকে দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কর থাকেন। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সমাজব্যবস্থা পুরুষ শাসিত
খ নারীরা পুরুষের পাঁজর থেকে সৃষ্টি
গ নারীরা শারীরিকভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল
ঘ নারীরা মানসিক দিক থেকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল খ

৩৮। সাধু পলের মতে, ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর যথার্থ কার হলো—
ক ভালোবাসা স্বার্থপর হয়
খ ভালোবাসায়, ঈর্ষা কাজ করে
গ ভালোবাসা অমর
ঘ ভালোবাসা মানুষকে মহান করে তোলে ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুধাবনমূলক

৩৯। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে কারণে
i. পূর্ণ তৃপ্তির জন্য
ii. অন্য সব সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার জন্য
iii. শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪০। নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী যেজন্য
i. তারা দুজনেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া
ii. নারীকে পুরুষের পাজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে
iii. নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪১। আমাদের জীবনে সুস্থ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। এটি—
i. সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়
ii. একে অন্যের কাছে আসতে সাহায্য করে
iii. মনের ভাব প্রকাশে বাধা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪২। সুস্থ সম্পর্ক মানুষকে কাছে টানে এবং—
i. একে অন্যকে সম্মান করতে শেখায়
ii. দৈহিক লালসাকে প্রাধান্য দেওয়া শেখায়
iii. বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব তৈরি করে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৪৩। অসুস্থ সম্পর্কে মানবীয় দিক বাদ পড়ে। কারণ—
i. সম্পর্কটা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় ভোগের মধ্যে
ii. যৌন উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
iii. পারিবারিক ভাঙন রোধ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii ক

৪৪। নারী-পুরুষকে ঈশ্বর ভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন যে—
i. এ ভিন্নতা সৃষ্টিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে
ii. মানুষকে করে তুলেছে একে অপরের পরিপূরক
iii. নারী-পুরুষকে ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii (ক)

৪৫। অনেকে নারী জাতিকে দ্বিতীয় শ্রেণির মনে করেন যে কারণে—
i. নারীরা পুরুষের পাঁজর থেকে সৃষ্ট
ii. নারীদের তুলনায় পুরুষরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে
ii. নারীদের তুলনায় পুরুষরা গঠনগত দিক থেকে শক্তিশালী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii (খ)

৪৬। ভালোবাসা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা—
i. ভালোবাসার মৃত্যু নেই
ii. ভালোবাসা স্নেহকোমল
iii. ভালোবাসার মধ্যে কোনো ঈর্ষা নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii (গ)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৪৭। মোহনা বাইবেল থেকে জানতে পারল যে, ঈশ্বর নিজ আকৃতিতে A সৃষ্টি করেছেন। A যেটিকে নির্দেশ করছে—
i. বানর
ii. নারী
iii. মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii (গ)

৪৮। রোমেলকে দাদু বলেন, X নামক উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
i. সব সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার জন্য
ii. মানুষের আত্মতৃপ্তির জন্য
iii. ঈশ্বরের পূর্ণ তৃপ্তির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii (খ)

৪৯। মনি ও রুশির মধ্যে সুসম্পর্ক থাকায় তাদের মধ্যে X নামক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। X এর সাথে মিল রয়েছে—
i. পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়
ii. বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবপোষণ
iii. নিজের ইচ্ছার প্রাধান্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

৫০। রকি ও মিতার মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক না থাকায় B নামক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। B এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
i. অন্যের জন্য নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করা
ii. সন্দেহ বৃদ্ধি পায়
iii. পারস্পরিক অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

৫১। ফাদার যোসেফ বলেন, ঈশ্বর মানুষকে একটি আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এ আকৃতি যেটিকে সমর্থন করছে—
i. ঈশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তি
ii. ঈশ্বরের আপন সাদৃশ্য
iii. যীশুর সদৃশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

৫২। সোহাগ A নামক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী জাতিকে দ্বিতীয় শ্রেণির মনে করে। A যেটিকে নির্দেশ করছে—
i. আদমের পাঁজর থেকে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছে
ii. নারীরা শারীরিকভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল
iii. নারীরা নিজেদের স্বার্থ আদায়ে অক্ষম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৫৩। ঈশ্বর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে অধিক উপযোগী—
i. ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতিমূর্তি
ii. যীশুর সদৃশ
iii. আদমের প্রতিমূর্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

৫৪। ঈশ্বর আদমের প্রয়োজনে হবাকে সৃষ্টি করলেন। এর যথার্থ কারণ হলো—
i. হবা আদমের জীবনসঙ্গী হবে
ii. হবা আদমের ভোগের সামগ্রী হবে
iii. হবা আদমকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ([illegible])

৫৫। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হলো–
i. অন্য সব সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করা
ii. ঈশ্বরের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ
iii. আদমকে শান্তি দেওয়া নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৬। নারী-পুরুষ উভয়েই সমান মর্যাদার অধিকারী। এর যথার্থ কারণ হলো–
i. ঈশ্বর উভয়কে সমমর্যাদা দিয়েছেন
ii. উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া
iii. নারী-পুরুষ উভয়েই সমান বুদ্ধিমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৭। নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যথার্থ হলো–
i. একে অন্যের কাছে আসতে সাহায্য করে
ii. নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে
iii. সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদানে সাহায্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৫৮। সুসম্পর্কের ফলে সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এর যথার্থ কারণ হলো–
i. পরস্পরকে সম্মান করতে শেখে
ii. বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয়
iii. নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৯। অসুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় মানবীয় দিকটি বাদ পড়ে যায়। এর সম্ভাব্য কারণ হলো–
i. পারস্পরিক স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়
ii. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়
iii. সম্পর্কটা ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৬০। ভালোবাসা সর্বশ্রেষ্ঠ। এর যৌক্তিক কারণ হলো–
i. ভালোবাসা স্নেহকোমল
ii. ভালোবাসা মানুষকে মহান করে
iii. ভালোবাসা স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৬১। ভালোবাসা কখনও অপরের অপরাধ ধরে রাখে না। এর যথার্থ কারণ হলো–
i. ভালোবাসার বিশ্বাস সীমাহীন
ii. ভালোবাসায় ঈর্ষা সীমাহীন
iii. ভালোবাসার ধৈর্য সীমাহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুমি ও রোমেল পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে। এ শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সুসম্পর্ক বজায় রাখতে উভয়েরই সহযোগিতা দরকার।

৬২। উদ্দীপকে সুমি ও রোমেলের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়– (প্রয়োগ)
ক সুস্থ সম্পর্ক খ ভালোবাসা
গ বিবাহ ঘ অসুস্থ সম্পর্ক ক

৬৩। শ্রদ্ধাবোধের অভাব ঘটলে সম্পর্কের অবনতি হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানবীয় দিকটি বৃদ্ধি পায়
ii. স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়
iii. দৈহিক লালসা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও
ফাদার রিমেনের মতে, ভালোবাসা না থাকলে মানুষের কো মূল্য থাকে না। ভালোবাসা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশগুণ।

৬৪। ফাদার রিমেনের সাথে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ
ক যীশু খ অব্রাহাম
গ সাধু যোসেফ ঘ সাধু পল (

৬৫। ভালোবাসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ গুণ বলার যথার্থ কার (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভালোবাসা স্নেহকোমল
ii. ভালোবাসা মানুষকে মহান করে
iii. ভালোবাসায় স্বার্থপরতা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও
প্রিয়জ্যোতি খীসা ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশি সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসে। এমনকি শত্রুদেরও ভালোবাসে এবং প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ায়।

৬৬। প্রিয়জ্যোতি খীসার চরিত্রে যার মিল খুঁজে পাওয়া যায়- (প্র
ক ঈশ্বরে খ গুরুর
গ মাতা-পিতার ঘ যীশুখ্রিষ্টের

৬৭। উদ্দীপকের বিষয়টিতে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে- (উচ্চতর দ
ক ভালো মানুষ সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা
খ ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা
গ দয়া-মায়া সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা
ঘ নেতার গুণাবলি সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬৮। ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ⓚ চতুর্থ দিনে ⓛ পঞ্চম দিনে
ⓖ ষষ্ঠ দিনে ⓘ সপ্তম দিনে ⓖ

৬৯। যীশু কাদের ক্ষমা করেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ⓚ অহংকারীদের ⓛ ফরিসিদের
ⓖ দোষীদের ⓘ অনুতাপীদের ⓘ

৭০। কোন ঐশগুণের কোনো শর্ত থাকে না? এ (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ বিশ্বাস ⓛ আশা
ⓖ ভালোবাসা ⓘ ধৈর্য ⓖ

৭১। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার কী উদ্দেশ্য ছিল? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ⓚ সৃষ্টির উপর সেবা ও যত্ন করার
ⓛ সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য
ⓖ মানুষ যেন জীবন উপভোগ করতে পারে
ⓘ মানুষ যেন আত্মতৃপ্তি লাভ করে ⓚ

৭২। মানুষের একা থাকা ভালো নয়, কারণ তার (সকল বো...-২০১৬)
i. সঙ্গীর প্রয়োজন
ii. সাহায্যের প্রয়োজন
iii. ত্যাগের প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii ...

৭৩। সাধু পল কয়টি ঐশগুণের কথা বলেছেন? (সকল বো...-২০১৫)
ⓚ ২টি ⓛ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓘ ৫টি ...

৭৪। নারী-পুরুষকে ঈশ্বর কেন ভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ... করেছেন? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ⓚ সৃষ্টিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে
ⓛ মানুষকে করেছে পরস্পরের পরিপূরক
ⓖ নারী-পুরুষকে দিয়েছে ভিন্ন মর্যাদা
ⓘ সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করতে ...

Part-3: Discussion [আলোচনা]

সুপ্রিয় শিক্ষা...
এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই মূলত আলোকপাত করা হবে। অধ্যায়ের মূল আলোচনা এখানে রয়েছে। ... প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় বেড়াবেই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ ঈশ্বর মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কেন?

উত্তর : মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্টি করা ঈশ্বরের নিজস্ব পরিকল্পনা এবং একান্ত ইচ্ছা ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল একজন পুরুষের মাত্র একজন স্ত্রী থাকবে এবং একজন নারীর একজন স্বামীই থাকবে। তারা দুজনই সমমর্যাদার অধিকারী। নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করে তাদের দুজনকে তিনি এক করেছেন।

প্রশ্ন ॥২॥ নারী-পুরুষের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখা উচিত কেন?

উত্তর : নারী-পুরুষের সম্পর্ক ঈশ্বরের দান। সম্পর্ক হলো ভাবের আদান-প্রদান। সুসম্পর্ক একে-অপরের মাঝে সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে সহায়তা করে। নারী-পুরুষের মধ্যে সুসম্পর্ক বলতে সাধারণত একে-অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, প্রয়োজনে ভাইবোনসুলভ মনোভাবপোষণ করা, দৈহিক লালসাকে নিজ আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদিকে বোঝায়। এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসে। কিন্তু এ বিষয়গুলোর অভাব ঘটলে সেখানে আর সুস্থ সম্পর্ক থাকে না। তাই নারী-পুরুষের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখা উচিত।

প্রশ্ন ॥৩॥ নারী-পুরুষের সমতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিটি মানুষকে স্ব-স্ব মর্যাদা ও সম্মানদান করেছেন। তাই সম্মান ... মর্যাদার দিক থেকে প্রত্যেকেই সমান। তবে শারীরিক গঠন ... মানসিক ধ্যান ধারণা বা চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে যা মানুষকে পরস্পরের পরিপূরক করে তুলেছে। তাই পুরুষ ... নারী বলে কেউ বড় বা ছোট নয়। এ ধারণাই নারী-পুরুষ... সমতা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥৪॥ ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা কী?

উত্তর : ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা হলো প্রভু যীশু... এ জগতে এসেছেন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসার পরি... তুলে ধরতে ও এ বিস্তার ঘটাতে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ... গরিব, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষ... ভালোবেসেছেন ও কাছে টেনে নিয়েছেন। যারা তাঁ... ভালোবেসেছে, তিনি শুধু তাদেরই ভালোবাসেন নি, তিনি তাঁ... শত্রুদেরও ভালোবেসেছেন, তাদের ক্ষমা করেছেন ও প্রয়োজ... তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নিজে ভালোবেসে আমাদে... মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন ॥৫॥ নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কেন?

উত্তর : নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কারণ পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে তাদের সম্পর্কটা শু... ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একে অন্যকে ব্যবহার করে। ফলে মানবীয় দিকটি বাদ পড়ে যায় বা তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে দেখা দেয় সন্দেহ, স্বার্থপরতা, পারিবারিক ভাঙন ইত্যাদি। যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানবতা... করে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। অরুণ ও রুনা একে-অপরকে ভালোবাসে। দুইজনই দুইজনকে খুব উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা দেখা করে কথা বলে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। তবে অরুণ রুনাকে এতই ভালোবাসে যে সে রুনাকে খুব কাছে পেতে চায়। রুনাও অরুণকে ভীষণ ভালোবাসে। তবে তার পারিবারিক এবং ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা রুনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে অরুণকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

ক, ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন? ১

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন কেন? ২

গ. অরুণ ও রুনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. ঈশ্বর মানুষকে ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করেছেন।

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। কারণ মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সব সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্যে। তবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া হলেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মে তার কোনো হাত নেই। নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়ে মানুষকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন সৃষ্টিকে দেখাশোনা করার। তাছাড়া মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন তাদের মাঝে সমতা আনার জন্য।

মূলকথা : ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ. অরুণ ও রুনার মধ্যে ভালোবাসার সুসম্পর্কের শিক্ষা বিদ্যমান।

সম্পর্ক হলো ভাবের আদান-প্রদান। সুস্থ সম্পর্ক আমাদের সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে সহায়তা করে। নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বলতে সাধারণত একে-অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, একে-অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো, বন্ধুসুলভ মনোভাবপোষণ করা, দৈহিক কামনাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া, একে-অন্যের প্রতি দরদবোধ বা সহানুভূতি দেখানোকে বোঝায়। অরুণ ও রুনা একে অপরকে ভালোবাসে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। অরুণ রুনাকে এতই ভালোবাসে যে সে রুনাকে খুব কাছে পেতে চায়। কিন্তু পারিবারিক এবং ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা রুনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। সে অরুণের ইচ্ছায় সাড়া দেয় না। দৈহিক কামনাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেয়, অরুণকে বোঝাতে চেষ্টা করে। অরুণও রুনার প্রতি বিরক্ত না হয়ে তার কথাকে সম্মান করে। এভাবে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, অরুণ ও রুনার মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মূলকথা : সুস্থ সম্পর্কের মাধ্যমে যেকোনো সমস্যার সমাধান করা যায়।

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটত।

কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে একে অপরকে সম্মান করতে শেখে। একে অন্যের প্রয়োজনে বন্ধুসুলভ মনোভাবপোষণ করে। দৈহিক কামনাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেয়। এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসে এবং ভাবের আদান-প্রদান করে। অরুণ ও রুনা এ নীতি অবলম্বন করায় তাদের মাঝে সুস্থ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অন্যদিকে ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটত। তাদের সম্পর্কটা শুধু ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। শুধু নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একে অপরকে ব্যবহার করত। তখন মানবীয় দিকটি বাদ পড়ে যায় বা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌন উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেত। ফলে পরস্পরের মধ্যে দেখা দিত সন্দেহ, স্বার্থপরতা, পারিবারিক ভাঙন, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা বা অমর্যাদা ইত্যাদি। এতে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে; যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটত।

মূলকথা : ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষা সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়।

প্রশ্ন-২। জলি ও তুলি পাড়া প্রতিবেশী এবং বান্ধবী। তারা দুইজনে যেকোনো জায়গায় একত্রে যায়, একত্রে থাকে। তারা দুইজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে একজন আরেকজনের বিপদে আপদে স নময় পাশে থাকবে। তুলিদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে জলি তাকে প্রায়ই সাহায্য সহযোগিতা করত যেন তুলির লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সমস্যা না হয়। একদিন দুই বান্ধবী রাস্তায় চলার সময় ছিনতাইকারীরা তাদেরকে আটক করে ঘিরে ফেলে। ছিনতাইকারীরা জলির গলা থেকে মূল্যবান স্বর্ণের গহনা খুলে নিতে জোরাজুরি করছিল। এমতাবস্থায় জলির বিপদে পাশে না থেকে তুলি নিজে বিপদমুক্ত হতে ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেল।

ক. সাধু পল কয়টি ঐশগুণের কথা তুলে ধরেন? ১

খ. বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসা প্রধান কেন? ২

গ. জলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভালোবাসার কোন শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুলির আচরণ পরিবর্তন না করলে তার পরিণতি কেমন হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

উত্তর:

ক. সাধু পল তিনটি ঐশগুণের কথা তুলে ধরেন।

খ. বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসা প্রধান।

কারণ ভালোবাসার মৃত্যু নেই। ভালোবাসা হলো পবিত্র। শর্তহীন হৃদয়ের টানেই যখন পরস্পর কাছে আসে, পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে তা-ই প্রকৃত ভালোবাসা। ভালোবাসা মানুষকে মহান করে তোলে।

মূলকথা : ভালোবাসা সর্বশ্রেষ্ঠ।

গ. জলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভালোবাসার স্নেহকোমল দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ ভালোবাসা নিত্যসহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহকোমল। তার মধ্যে কোনো ঈর্ষা নেই। ভালোবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় , রুক্ষও হয় না। এটা স্বার্থপর নয়, বদমেজাজিও নয়। ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারা হলো মুখ্য বিষয়। এখানে কখনো কোনো শর্ত থাকে না। উদ্দীপকে জলি ভালোবাসার এ গুণে গুণান্বিত হয়ে তাকে প্রায়ই সাহায্য-সহযোগিতা করে। লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। বিপদ-আপদে সবসময় পাশে থাকে। তাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে।

সুতরাং বলা যায়, জুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভালোবাসার স্নেহকোমল দিকটি ফুটে উঠেছে।

মূলকথা : ভালোবাসা মানুষকে কাছে টানে।

ঘ. তুলির আচরণ পরিবর্তন না করলে তাদের বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল ধরবে।

উদ্দীপকে জলি ও তুলি বান্ধবী। তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তারা পরস্পরের বিপদ-আপদে পাশে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু ছিনতাইকারীরা যখন তাদের আটক করে এবং জলির গলা থেকে মূল্যবান স্বর্ণের গহনা খুলে নিতে জোরাজুরি করে তখন তুলি তাদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। সে জলির বিপদে পাশে না থেকে নিজে বিপদমুক্ত হয়ে ঐ স্থান ছেড়ে চলে যায়। তুলির এমন আচরণে তার স্বার্থপরতার দিকটি ফুটে ওঠে। তুলির আচরণ পরিবর্তন না করলে তার সাথে জলির সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। কারণ ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এখানে কোনো শর্ত থাকে না। শর্তহীনভাবে একে-অপরের কাছে আসে, পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে। এটি মানুষকে মহান করে তোলে। তুলি তার আচরণে পরিবর্তন না আনলে তার প্রতি জুলির বিশ্বাসবোধ ভেঙে যাবে। সে স্বার্থপর হিসেবে পরিচিত হবে। ধীরে ধীরে সে সমাজের সবার কাছে ঘৃণিত হয়ে উঠবে। সুতরাং বলা যায়, তুলির আচরণ পরিবর্তন করা উচিত।

মূলকথা : স্বার্থপরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। গণেশ ও মণিকার সংসার হলো একটি আদর্শ পরিবার। তারা নিয়মিত প্রার্থনা করে ও গির্জায় যায়। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তারা একে অপরকে খুবই ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। তারা সন্তানের জন্য ও গ্রামের লোকজনের জন্য প্রার্থনা করে। সন্তানদের অনেক কষ্টে সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে দিনরাত পরিশ্রম করেন। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. সাধুপল কয়টি ঐশগুণের কথা বলেছেন? ১

খ. ঈশ্বর মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কেন? ২

গ. গণেশ ও মণিকার মধ্যে কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণেশ ও মণিকার পরিবারে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. তিনটি।

খ. মানব সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর প্রথমে আদম নামে একজন পুরুষ সৃষ্টি করেছেন নিজ প্রতিমূর্তিতে। এরপর তিনি লক্ষ করলেন মানুষের একা থাকা ভালো নয়, একজন সঙ্গী প্রয়োজন। তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে ও সৃষ্টির দেখাশোনা ও সেবাযত্ন করবে। এরপর তিনি আদমের বাম পাঁজর থেকে হাড় নিয়ে হবা নামে একজন নারী সৃষ্টি করেন। মানব জাতির বংশ বিস্তার এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি উভয়কে সমান মর্যাদা দান করেছেন।

মূলকথা : নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক।

গ. উদ্দীপকের গণেশ ও মণিকার মধ্যে যে ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান তা হলো নারী পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের শিক্ষা। এর ব্যাখ্যা হলো– সম্পর্ক হলো ভাবের আদান প্রদান। সুস্থ সম্পর্ক হলো বৈধ বা পবিত্রভাবে পরস্পরের কাছাকাছি যাওয়া। নারী পুরুষের মাঝে সুস্থ সম্পর্ক ঈশ্বর অনুমোদিত। সুস্থ সম্পর্ক সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদানে সাহায্য করে। ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। শারীরিক ও মানসিক কিছু ভিন্নতার কারণে নারী পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হয়।

নারী পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে বোঝায় একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবপোষণ করা, দৈহিক লালসা নিয়ন্ত্রণ ও মানবীয় দিক প্রাধান্য দেওয়া, পরস্পরের প্রতি দরদবোধ ও সহানুভূতি থাকা, অহেতুক সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি না থাকা, এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছে আসা ও ভাবের আদান প্রদান করা। পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে বোঝায় বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন। গণেশ ও মণিকার মাঝে উক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান।

মূলকথা : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা উভয়ের দায়িত্ব।

ঘ. গণেশ ও মণিকার পরিবারে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করা হলো–

* মত প্রকাশের স্বাধীনতায় গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মতামত সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এককভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেওয়া।
* কোনো কারণে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে দ্রুত তা পরিহার করা। কারণ ভুল বোঝাবুঝি থেকে সম্পর্ক নষ্ট হয়।
* নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেতন থাকা। সঠিকভাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করলে সম্পর্কের স্থায়িত্ব দৃঢ়তর হয়।
* সুসম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন বা সময়ের সাধনা। কিন্তু তা ভেঙে ফেলা মুহূর্তের ব্যাপার। তাই এ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি।
* সুষ্ঠুভাবে ভাবের আদানপ্রদান করা। পরস্পরের চিন্তাচেতনায় সামঞ্জস্য রাখা।
* সম্পর্কের মর্যাদা ও পবিত্রতা বজায় রাখা। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের মহান দান আমরা।
* নিয়মিত প্রার্থনা করা যীশুখ্রিষ্ট নির্দেশিত পথে চলা এবং খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা।
* যেকোনো সমস্যা উভয়ের আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা।
* কোনো কিছু গোপন না রাখা। কারণ গোপনীয়তা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত হয়।
* ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

মূলকথা : ভুল বোঝাবুঝি থেকে মুক্ত থাকা।

প্রশ্ন-৪। সুমনের স্ত্রীর নাম মিরা। সুমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন বড় কর্মকর্তা। মিরা স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুলে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অন্যদিকে সমাজেও তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। আবার বাড়ির কাজেও তাদের কোনো অবহেলা নেই।

(সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. তিনটি ঐশগুণের মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ১

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন কেন? ২

গ. সুমন ও মিরার মধ্যে নারী-পুরুষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।-যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর। ৪

উত্তর:

ক. ভালোবাসা।

খ. ঈশ্বর যেজন্য মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন–

সব সৃষ্টির পরে মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর দেখলেন, সব সৃষ্টির দেখাশুনা করার জন্য তাঁর সহকর্মী প্রয়োজন। কারণ ওই সৃষ্টিগুলো অন্যান্য সৃষ্টিকে তার মতো করে দেখাশুনা করার যোগ্যতা অর্জন করেনি। ওইগুলো তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ছিল না। মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তৃপ্ত হলেন। পূর্ণ তৃপ্তির জন্য ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি ও নিজের সাদৃশ্য দিলেন; যাতে করে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির সেবাযত্ন করতে পারে।

মূলকথা : তাঁর সৃষ্টিকে তাঁরই মতো করে সেবাযত্ন করা।

গ. সুমন ও মীরার মধ্যে নারী পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো সম্পর্ক হলো–

ভাবের আদান প্রদান, একজন মানুষ তার মনের ভাব বা ইচ্ছা অন্য একজন মানুষের কাছে প্রকাশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সুস্থ সম্পর্ক আমাদের সুন্দরভাবে ভাবের আদান প্রদান করতে সহায়তা করে এবং ভালো বা সুস্থ সম্পর্ক একে অন্যের আরও কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে।

নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বলতে সাধারণত বোঝায়, বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ক একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, একে অন্যের প্রয়োজনে ভাইবোনসুলভ মনোভাব নিয়ে পাশে দাঁড়ানো বন্ধুসুলভ মনোভাবপোষণ করা, দৈহিক লালসা নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া; একে অন্যের প্রতি দরদবোধ বা সহানুভূতি দেখানো। এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসা ও ভাবের আদান প্রদান করা।

সমাজের সবার সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকবে সেটাই সবাই কামনা করে; কিন্তু সম্পর্কটা যখন দুই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে হয় তখন অনেকের ক্ষেত্রে একটা অহেতুক ভয় বা দ্বিধা কাজ করে। এটা রক্ষণশীল সমাজে আরও বেশি হয়। এ কারণে আমাদের এ ক্ষেত্রে সুন্দর মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকে একই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। নারী ও পুরুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এব

স্বনামধন্য স্কুলসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন-৯। কেউ যখন আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তখন আমরা সচরাচর আমাদের নাম ও বংশ পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই এর চাইতে বড় একটি পরিচয় আছে। আর তা হলো আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই মনুষ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ ও নারী করে। আমরা নারী-পুরুষ হলেও আমাদের প্রত্যেকের মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। সেই কারণে। সবার প্রতি প্রেম ভালোবাসার মনোভাবপোষণ করা আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার। [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. সম্পর্ক কী? ১

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নারী-পুরুষের সমতার বিষয়ে তুমি কী একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর:

ক. ভাবের আদান প্রদান।

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন যেজন্য—

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া এবং ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে অমর আত্মা দিয়েছেন। পবিত্র, ন্যায়বান, প্রেমময় ঈশ্বর মানুষের মধ্যেও পবিত্রতা, ন্যায্যতা ও ভালোবাসা দিয়েছেন। মানুষকে ঈশ্বর সব সৃষ্টির উপর সেবা ও যত্ন করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে পরম মমতায় সৃষ্টি করেছেন।

মূলকথা : মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে। এর ব্যাখ্যা হলো—

সম্পর্ক হলো ভাবের আদান-প্রদান, একজন মানুষ তার মনের ভাব বা ইচ্ছা অন্য একজন মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। সুস্থ সম্পর্ক আমাদের সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে সহায়তা করে। ভালো বা সুস্থ সম্পর্ক একে অন্যের আরও কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে।

নারী ও পুরুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যা আমরা। পূর্বে জেনেছি। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ এক হলেও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। একে অন্যের চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে সেই ভিন্নতা বেশি করে লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যেহেতু এ বিষয়গুলো বেশি প্রভাব বিস্তার করে, তাই সবসময় সচেতন থাকতে হয়। আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে যে আমরা। প্রত্যেকে একই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি।

নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বলতে বোঝায় একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, একে অন্যের প্রয়োজনে ভাইবোনসুলভ মনোভাব নিয়ে পাশে দাঁড়ানো, বন্ধুসুলভ মনোভাবপোষণ করা, দৈহিক লালসাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া, একে অন্যের প্রতি দরদবোধ বা সহানুভূতি দেখানো। এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসা ও ভাবের আদান প্রদান করা।

মূলকথা : নারী-পুরুষ সমমর্যাদার অধিকারী।

ঘ. হ্যাঁ, নারী-পুরুষের সমতার বিষয়ে আমি একমত। এর সপক্ষে যুক্তি হলো—

- ঈশ্বর নারী-পুরুষ সৃষ্টির পর উভয়ের সুস্থ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে নারী-পুরুষ পরস্পরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে। ঈশ্বরের ভালোবাসার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। তাই নারী-পুরুষের মাঝে সমতা ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা।
- সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ঈশ্বর তার আপন প্রতিমূর্তিতে, আপন সাদৃশ্যে এবং পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিটি মানুষকে স্ব-স্ব মর্যাদা ও সম্মানদান করেছেন। তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো ধরনের ভেদাভেদ বা পার্থক্য থাকতে পারে না। তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে প্রত্যেকে সমান।
- শারীরিক গঠন ও মানসিক ধ্যানধারণা বা চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা আমরা প্রত্যেকেই জানি ও স্বীকার করি। এ ভিন্নতা সৃষ্টিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে পরস্পরের পরিপূরক বা সহায়ক।
- মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকে একক সত্তার অধিকারী বা স্বতন্ত্র। আমাদের প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনায় অনন্য। পুরুষ বা নারী বলে কেউ ছোট বা বড় তা নয়। তেমনিভাবে কোনো এক শ্রেণির মানুষ কম বুদ্ধিমান আবার আরেক শ্রেণির মানুষ বেশি বুদ্ধিমান, এক শ্রেণি উঁচু স্তরের আবার এক শ্রেণি নিচু স্তরের তা নয়। মানুষ হিসেবে মর্যাদার মাপকাঠিতে আমরা পুরুষ ও নারী সবাই সমান।

মূলকথা : নারী-পুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া।

অষ্টম অধ্যায় — স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান

Part-1: Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা,
এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

ঈশ্বর আমাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সারা বিশ্বের জন্য তার একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা ক্ষুদ্রত: হলেও বিশ্বেরই একেকটি অংশ। এ পৃথিবীতে আমাদেরও কোনো না কোনো ভূমিকা আছে। কী সেই ভূমিকা? তা আবিষ্কার করা: এখনই আমাদের সময়। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনাহ্বান সম্পর্কে জানা, বিভিন্ন গুরুব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করা এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান-প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা নিজ নিজ জীবনান আবিষ্কার করব এবং সেই আহ্বানে সাড়া দেব। এভাবে: আমাদের জীবনে সুখ খুঁজে পাব।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

➤ জীবনাহ্বানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ আমাদের স্বাধীন হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ আহ্বান ও জীবনের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
➤ নিজ আহ্বানের প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
➤ ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত স্বাধীন মানুষ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ জীবনাহ্বান, ◈ সাড়াদান, ◈ দায়বদ্ধতা, ◈ উদ্যোগ ◈ চিরকাম্য, ◈ স্বেচ্ছায়, ◈ আমিত্ব, ◈ খ্রিষ্টমণ্ডলী, ◈ উদ্যম, ◈ প্রেরণকর্ম।

Part-2 : Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্দুরা,
এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নে প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন। তথ্যভিত্তিক (Situgtof Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। স্বাধীনতা' শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে কয়টি শব্দ থেকে আগত?
ⓚ দুটি ⓚ তিনটি
ⓖ চারটি ⓘ পাঁচটি ⓚ

২। স্বাধীনতার অনুপস্থিতি -
i. কর্মস্পৃহা নষ্ট করে
ii. জীবনের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে
ii. জীবনকে নীরস করে তোলে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓚ i, ii ও iii ⓘ

❒ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজুর জীবনের লক্ষ্য লেখাপড়া শেষ করে ডাক্তার হবে। মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। এ কারণে সে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করে যেন খুব ভাল রেজাল্ট করতে পারে।

৩। লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজুর মধ্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
ⓚ বাধ্যতা ⓚ দায়িত্ববোধ
ⓖ জীবনাহন ⓘ বিশ্বস্ততা (

৪। রাজুর এরূপ আচরণের ফলাফল হতে পারে–
i. জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভ
ii. ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ
iii. সুখী সুন্দর জীবন লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓚ i, ii ও iii (

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◇ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◇

জ্ঞানমূলক

৫। খ্রিষ্টান হিসেবে আমী প্রত্যেকের আহ্বান কী?
ⓚ সুখী জীবনের আহ্বান ⓦ স্বাধীনতা অর্জন
ⓖ দারিদ্র্য দূরীকরণ ⓓ বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন লাভ (খ)

৬। সুখী জীবন লাভের জন্য কোনটি প্রয়োজন?
ⓚ বন্ধুত্ব গড়া ⓦ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
ⓖ স্বাধীনতা অর্জন ⓓ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা (ঘ)

৭। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত ধরনের ধারণা আছে?
ⓚ ২টি ⓦ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓓ ৫টি (ক)

৮। কোনটিকে জীবন থেকে আলাদা করা যায় না?
ⓚ কুসংস্কার ⓦ স্বাধীনতা
ⓖ আহ্বান ⓓ সামাজিকতা (গ)

৯। 'স্বাধীনতা' শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে কতটি শব্দ থেকে এসেছে?
ⓚ ২টি ⓦ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓓ ৫টি (ক)

১০। কোনটি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই কাম্য?
ⓚ কর্তৃত্ব ⓦ সহমর্মিতা
ⓖ স্বাধীনতা ⓓ সহযোগিতা (গ)

১১। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আহবান কোনটি?
ⓚ ঈশ্বরের আরাধনা করা
ⓦ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা
ⓖ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ
ⓓ ঈশ্বরের বাণী প্রচার (খ)

১২। গানে সুমহান জীবনাহ্বানের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন কে?
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓦ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ⓓ কালীদাস (খ)

১৩। কোনটি মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও স্পৃহা?
ⓚ স্বাধীনতা ⓦ ক্ষমতা লাভ
ⓖ সম্প্রীতি ⓓ ঈশ্বরের আরাধনা (ক)

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : স্বাধীনতা মৌলিক চাহিদা। এটি একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

১৪। স্বাধীনতার মধ্যে কী রয়েছে।
ⓚ উৎসাহ ⓦ সংবেদনশীলতা
ⓖ অনুপ্রেরণা ⓓ পরম আনন্দ (ঘ)

১৫। কে চিরমঙ্গলময়?
ⓚ ঈশ্বর ⓦ অব্রাহাম
ⓖ আদম ⓓ দাউদ (ক)

১৬। কোনটি সৃজনশীলতার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটায়?
ⓚ কর্তৃত্ব ⓦ সত্যিকার স্বাধীনতা
ⓖ বন্ধুত্ব ⓓ নিঃসঙ্গতা (খ)

১৭। মানুষের জীবন কখন আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত হয়?
ⓚ স্বাধীনতার অভাবে ⓦ পরাধীনতার অভাবে
ⓖ ভালোবাসাহীনতায় ⓓ দায়িত্বশীলতার অভাবে [illegible]

১৮। কোনটি ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন?
ⓚ দাসত্ব ⓦ দায়িত্ব
ⓖ কর্তৃত্ব ⓓ উজ্জ্বলতা [illegible]

অনুধাবনমূলক

১৯। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে হবে কেন?
ⓚ স্বাধীন হওয়ার জন্য ⓦ দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য
ⓖ সুখী জীবন লাভের জন্য ⓓ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য (গ)

২০। মানবজন্ম অর্থহীন হয়ে ওঠে কেন?
ⓚ দায়িত্ববোধের অভাবে
ⓦ স্বাধীনতার অভাবে
ⓖ অর্থসম্পদের মালিক না হওয়ার কারণে
ⓓ ঐশ আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে

২১। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কেন?
ⓚ ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন
ⓦ মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয়
ⓖ স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার
ⓓ স্বাধীনতা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র

২২। পরাধীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না কেন?
ⓚ স্বাধীনতার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে
ⓦ স্বাধীনতা মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা
ⓖ স্বাধীনতা মানবজীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে
ⓓ স্বাধীনতার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের আনন্দ

২৩। স্বাধীনতার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটে কীভাবে?
ⓚ মানুষের গঠন ও বিকাশে উৎসাহিত করে
ⓦ জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে শেখানোর মাধ্যমে
ⓖ সুন্দর কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করে
ⓓ অন্যের কল্যাণে ব্রতী হতে শেখানোর মাধ্যমে

২৪। যীশু এ জগতে এসেছেন কেন?
ⓚ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য
ⓦ ইহুদিদের উচ্ছেদ করার জন্য
ⓖ সব পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য
ⓓ মানুষের দুঃখকষ্ট কাছ থেকে দেখার জন্য

প্রয়োগকেন্দ্রিক

২৫। রিশি অনুভব করে সুখী জীবন লাভের জন্য অ প্রয়োজ… এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ সুন্দরভাবে কথা বলে
ⓦ সর্বদা ঈশ্বরের আরাধনা করা
ⓖ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা
ⓓ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া

২৬। [illegible], A হলো [illegible] A কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) স্বাধীনতা
(গ) [illegible] (ঘ) দাসত্ব (খ)

২৭। [illegible] জীবনের শ্রেষ্ঠ আহ্বান হিসেবে B কে নির্দেশ করছে। B কোনটিকে সমর্থন করছে?
(ক) সুন্দর জীবন লাভ (খ) সুখী জীবন লাভ
(গ) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
(ঘ) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা। (ঘ)

২৮। [illegible] এমন একটি বিষয় লাভ করতে পেরেছে, যা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র। উক্ত বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির সাথে?
(ক) আহবান (খ) স্বাধীনতা
(গ) বন্ধুত্ব (ঘ) কর্তৃত্ব (খ)

২৯। X লাভের পর জনির জীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি ও বিকশিত হয়। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) স্বাধীনতা (খ) ক্ষমা
(গ) ক্ষমতা (ঘ) বন্দুত্ব (ক)

৩০। জন অব্রাহাম নিজে স্বাধীনতার পবিত্রতা রক্ষা করেন। জন অব্রাহাম চরিত্রটি কোনটিকে নির্দেশ করছে।
(ক) যীশু (খ) ঈশ্বর
(গ) আদম (ঘ) দাউদ (খ)

৩১। খ্রিষ্টগ্রন্থে রয়েছে x চিরমঙ্গলময়। x কোনটিকে নির্দেশ
(ক) ঈশ্বর (খ) মানুষ
(গ) যীশু (ঘ) অব্রাহাম (ক)

৩২। স্বাধীনতার অভাবে ঈশ্বরের D নামক সৃষ্টি আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়। D কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) হাতি (খ) পাখি
(গ) মানুষ (ঘ) জিন (গ)

৩৩। যোসেফ মনে করে, একটি বিশেষ দিক ছাড়া স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। উক্ত বিশেষ দিক কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) ভালোবাসা (খ) বন্ধুত্ব
(গ) শৃঙ্খলা (ঘ) দায়িত্বশীলতা (ঘ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন।

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৩৪। প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। এর যথার্থ কারণ হলো—
(ক) এটি ঈশ্বরের নির্দেশ
(খ) মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে
(গ) এটি মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে
(ঘ) যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করা হয় (গ)

৩৫। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা ছেলের বউয়ের অধীনতা মেনে নিতে পারে না। এর কারণ হলো—
(ক) স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক চাহিদা
(খ) স্বাধীনতার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা রক্ষা পায়
(গ) বৃদ্ধ বয়সে আত্মমর্যাদা একটু বেশিই বৃদ্ধি পায়
(ঘ) অন্যের অধীনতা তাদের জরাগ্রস্ত করে তোলে (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : স্বাধীনতার কোনো [illegible]

৩৬। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি লাভ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান। এর কারণ হলো—
(ক) স্বর্গলাভের বিষয়টি নিশ্চিত হয়
(খ) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
(গ) আত্মপ্রশান্তি লাভ করা যায়
(ঘ) ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে নিজের রূপে সৃষ্টি করেছেন

৩৭। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছে। এর সুনির্দিষ্ট কারণ হলো—
(ক) স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক চাহিদা
(খ) স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে পরম আনন্দ
(গ) ঈশ্বর নিজে স্বাধীন থাকতে পছন্দ করেন
(ঘ) স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতার বিকাশ ঘটায়

৩৮। স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ। যথার্থতা নিরূপণে বলা যায়—
(ক) মানব ব্যক্তিকে মহত্ত্ব ও গৌরবদান করে
(খ) মানুষের গঠন ও বিকাশে উৎসাহিত করে
(গ) প্রাণভরে আনন্দ উপলব্ধি করতে শেখায়
(ঘ) কর্মস্পৃহা ও উদ্যমকে উচ্ছ্বসিত করে

৩৯। স্বাধীনতা সর্বদা পবিত্র। এর যথার্থ কারণ হলো—
(ক) ঈশ্বর নিজে এ পবিত্রতা রক্ষা করেছেন
(খ) মানুষ সর্বদা এর পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত
(গ) স্বাধীনতা সর্বদা অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত
(ঘ) স্বাধীনতার মাধ্যমে মানুষের মন পবিত্র হয়ে ওঠে

৪০। স্বাধীনতার মাঝে রয়েছে পরম আনন্দ। কথাটির তাৎপর্য হলো—
(ক) মানুষের জীবনকে উচ্ছ্বসিত করে
(খ) মানবজীবনকে দায়িত্বশীল করে তোলে
(গ) মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে
(ঘ) অন্যের মঙ্গল সাধন করতে শেখায়

৪১। স্বাধীনতা মানবজীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে। কথাটি যথার্থতা নিরূপণে বলা যায়—
(ক) ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে ভাবতে শেখে
(খ) ব্যক্তি প্রতিটি কর্মের প্রতি চিন্তাশীল হয়
(গ) ব্যক্তিজীবনকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে
(ঘ) ব্যক্তি পরের মঙ্গল সাধনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে

৪২। স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কথাটির তাৎপর্য হলো—
(ক) স্বাধীনতা কতগুলো নিয়মকানুনের সমষ্টি
(খ) স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর
(গ) দায়িত্ববোধ থেকে স্বাধীনতা আসে
(ঘ) দায়িত্বহীন স্বাধীনতা বেশি পবিত্র মাটি (ঘ)

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৪৩। স্বাধীনতা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র কারণ- (সকল বোর্ড-২০১৭)
i. ঈশ্বর নিজের পবিত্রতা রক্ষা করেছেন
ii. সর্বদা পরের মঙ্গলসাধন এর উদ্দেশ্য
iii. এর মাধ্যমে অন্যকে নিজ অধীন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৪। মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক ঈশ্বরের আরাধনা করা
খ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা
গ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা
ঘ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা খ

৪৫। "যীশু তার ত্রিবিধ প্রেরণকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠার বাণী প্রচার করে গেছেন। এই ত্রিবিধ প্রেরণকর্ম হলো– (সকল বোর্ড-২০১৭)
i. প্রচার ও শিক্ষাদান
ii. নির্মল ও পবিত্রকরণ
iii. নিরাময়করণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৪৬। স্বাধীনতার মূলশিক্ষা কী? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক নিজের ও অন্যের কল্যাণ করা
খ অন্যের কল্যাণ করা
গ সমাজের কল্যাণ করা
ঘ দেশের কল্যাণ করা

৪৭। স্বাধীনতার সাথে কিসের সম্পর্ক নিবিড়? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক ভালোবাসার খ মুক্তির
গ স্বপ্নের ঘ বাস্তবের ক

৪৮। স্বাধীনতার অনুপস্থিতি – (সকল বোর্ড-২০১৬)
i. কর্মস্পৃহা নষ্ট করে
ii. জীবনের গতি বাধাগ্রস্ত করে।
iii. জীবনকে নীরস করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৯। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে– (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক খেয়ালখুশিমতো চলা খ যা ইচ্ছা তা করা
গ নিয়মকানুনের অধীন থাকা ঘ দায়িত্বশীলতা

৫০। মানুষের মৌলিক মানবিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক নিজ ধর্ম পালন করা খ সমাজে বসবাস করা
গ স্বাধীনতা লাভ করা ঘ পরাধীন হয়ে থাকা গ

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মেরি এসএসসি পরীক্ষায় কঠোর পরিশ্রম করে ভালো রেজাল্ট করল। তার ইচ্ছা সে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। (সকল বোর্ড-২০১৫)

৫১। পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মেরির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক দায়িত্ববোধ খ সচেতনতা
গ বিশ্বস্ততা ঘ জীবনান ঘ

৫২। মেরির এরূপ আচরণের ফল হতে পারে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্বপ্ন পূরণ
ii. জীবনে প্রতিষ্ঠার
iii. অর্থ উপার্জন নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Part-3: Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষ

এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত? এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ জীবনান বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জীবনাহহান বলতে স্বাধীনতার আহ্বানকে বোঝায়। জীবনান আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সুন্দর করতে পারে। আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন আহ্বান পেয়েছি। আমাদের সেই আহ্বান আবিষ্কার করতে হয় এবং সেভাবে সাড়া দিতে হয়। এ আহবান হলো স্বাধীন মানুষ হওয়ার আহবান।

প্রশ্ন ॥২॥ জীবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নাহহান আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে যে ব্যক্তি যত বেশি নিজের জীবনাহন সম্বন্ধে সচেতন, সে ব্যক্তি তত বেশি স্বাধীন। খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হলে সৃন তার আহবান। সুখী জীবন লাভের জন্য জীবনের আহ্বানে সাড়া নেওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুন্দর আশা ও স্বপ্ন থাকলে, সে অনুসারে চলতে বা সে লক্ষ্যে পৌঁছতে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। তাই বলা যায় যে, জীবনানের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥৩॥ আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতা মানুষের এক অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা। একটি ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই স্বাধীনভাবে থাকতে চায়।

স্বাধীনতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য, জীবনকে উচ্ছ্বসিত ও উৎসাহিত করে সুন্দর কিছু সৃষ্টির জন্য। জীবনের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ॥৪॥ আহান ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন আহ্বান পেয়েছি। আমাদের সেই আহ্বান আবিষ্কার করতে হয় এবং সেভাবে সাড়া দিতে হয়। খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হলো স্বাধীনতার আহান। অন্যদিকে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব অনুসারে জীবনযাপন করতে হয়। তবেই প্রত্যেকের জীবন সুখের ও সুন্দর হতে পারে। আহ্বান আবিষ্কার করা ও বেছে নেওয়াই জীবনের চূড়ান্ত বিষয় নয়। তবে আমাদের পারিপার্শ্বিকতা ও জীবন অবস্থার সাথে আহবান ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। তাই আমরা আহ্বানকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখতে পারি না।

প্রশ্ন ॥৫॥ কীভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত স্বাধীন মা হওয়া যায়?

উত্তর : ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছে কেননা ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন, তিনি কারও অধীন নন। প্রত্যে মানুষকে তিনি তার নিজ রূপ ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। পবি বাইবেলে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ২৬ পদে ঈশ্বর বলে "এসো আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃ করি।" ঈশ্বরই আমাদের শক্তি ও মুক্তি। যীশুর মধ্য দিয়ে তি নিজেই এসেছেন আমাদের পাপ ও সব মন্দতা থেকে মুক্ত কর এবং আমাদের স্বাধীন করে তুলতে। এক্ষেত্রে যীশুর মতো ন করে আমরা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিই। যার মাধ্যমে ম স্বাধীন মানুষ হওয়া যায়।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। শিক্ষক মিলন ও রুবেলকে শ্রেণিক্যাপ্টেন নিযুক্ত করে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষক ডেকে আনা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজের খাতা জমা নেওয়া, ফেরত দেওয়া কাজগুলো করতে বললেন। মিলন শিক্ষকের অর্পি কাজগুলো যত্নসহকারে সময়মত সম্পন্ন করে। কিন্তু রুবেল মেধাবী ছাত্র হয়েও সঠিকভাবে ও সময়মতো কাজগুলো সম্পাদন কর পারে না।

ক. মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা কী?

খ. স্বাধীনতা কীভাবে কলুষিত হয়?

গ. শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্য দিয়ে মিলনের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের কোন বিষয়টি প্রকাশ পায়? তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রুবেল তার কাজের মাধ্যমে জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও।

উত্তর:

ক. স্বাধীনতা মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা।

খ. অন্যের অমঙ্গল হয় এমন কিছু করা, বলা বা লেখা তার স্বাধীনতাকে কলুষিত করে। কারণ স্বাধীনতার মূল শিক্ষাই হলো নিজের অন্যের কল্যাণ। স্বাধীনতা সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন থেকে এর পবিত্রতা রক্ষা করেছেন। তাই কারও কোনো অনিষ্ট করা স্বাধীনতার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়।

মূলকথা : অসুন্দর ও অনিষ্টকর কিছু করা স্বাধীনতা হতে পারে না।

গ. ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্য দিয়ে মিলনের মধ্যে স্বাধীন অর্জনের দায়িত্বশীলতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

কারণ স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছা তা-ই করব। স্বাধীনতা কতগুলো নিয়মকানুনের অধী যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। আমাদের পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে অনেক নিয়ম আছে। যেমন : এটা করবে' 'ওটা কর ইত্যাদি। আমাদের তা মানতে হচ্ছে শৃঙ্খলার জন্য ও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে। দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন। উদ্দীপ শিক্ষক মিলন ও রুবেলকে শ্রেণিক্যাপ্টেন নিযুক্ত করে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্ক পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষককে ডেকে আনা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজের খাতা জমা নেওয়া ও ফেরত দেওয়ার কাজগুলো কর বললেন। মিলন শিক্ষকের অর্পিত কাজগুলো যত্নসহকারে সময়মতো সম্পন্ন করে। এর মধ্য দিয়ে মিলন তার দায়িত্বশীল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্য দিয়ে মিলনের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষে দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

মূলকথা : স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা হলো স্বাধীনতা লাভের অন্যতম উপায়।

ঘ. হ্যাঁ, রুবেল তার কাজের মাধ্যমে জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কারণ একজন সত্যিকার স্বাধীন ব্যক্তি সর্বদা পরের কল্যাণে ব্রতী। স্বাধীনতা সর্বদা অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনতা স সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর চিরমঙ্গলময়; তিনি সর্বদা পরের মঙ্গলসাধন করেন। তাই স্বাধীনতার মূল শিক্ষাই হলো নিজের ও অন্যে

কল্যাণসাধন। অসুন্দর ও অনিষ্টকর কিছু করা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না। সেই অধিকার কাউকে দেওয়াও হয়নি। স্বাধীনতা মানবজীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে ও বিকাশ ঘটায়। স্বাধীনতা কতগুলো নিয়মকানুনের অধীন, যা আমাকে মেনে চলতে হয়। স্বাধীন ব্যক্তি তার প্রতিটি কর্ম, কথা ও লেখার জন্য দায়ী থাকে বলে চিন্তাশীল হয়। তাকে ভাবতে হয় তার প্রতিটি কাজ, কথা ও লেখা নিজের ও অন্যের জন্য কতটুকু কল্যাণকর বা অকল্যাণকর, তা নিজের বা অন্যের কতটুকু উপকার বা অপকার করছে। তাই দায়িত্বহীন স্বাধীনতা জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও গতি বাধাগ্রস্ত করে, জীবন আনন্দবিহীন ও নীরস করে তোলে। উদ্দীপকে রুবেলের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো সে সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হয়। এর মধ্য দিয়ে রুবেলের দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায়, যা উচ্ছৃলতার নামান্তর। সুতরাং বলা যায়, রুবেল তার কাজের মাধ্যমে জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মূলকথা : দায়িত্বহীনতা জীবনের সৌন্দর্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন-২। মিতার বাবা মা দুজনই কর্মজীবী। দুই ভাইবোনের মধ্যে মিতা বড়। ছোট ভাইকে সে খুব ভালোবাসে। ভাইয়ের প্রতি সে সর্বদা সচেতন। সে ভাইকে সময়মতো খাবার খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, লেখাপড়ায় সাহায্য সহযোগিতা করে। দুই ভাইবোনের মধ্যে খুব সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. স্বাধীনতার সাথে কার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে? ১

খ. দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উজ্জ্বলতারই নামান্তর বলতে কী বোঝ?

গ. মিতার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্বাধীনতা লাভ করতে মিতার গুণগুলো যথেষ্ট কিনা? তোমার মতামত দাও।

উত্তর:

ক. স্বাধীনতার সাথে ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

খ. দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃলতারই নামান্তর। কারণ দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন। স্বাধীনতা অর্থ নিজের খুশিমতো যা ই করা নয়। স্বাধীনতা কতগুলো নিয়মকানুনের অধীন, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। যেকোনো দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ও শৃ আনার জন্যই মূলত দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই বলা যায়, দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উজ্জ্বলতারই নামান্তর।

মূলকথা : দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা জীবনকে আনন্দহীন ও নীরস করে তোলে।

গ. স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে এক পরম আনন্দ। মিতার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভালোবাসার দিকটি ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার সাথে ভালোবাসার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একজন ব্যক্তি কার সাথে মেলামেশা করবে বা কাকে ভালোবাসবে, সে বিষয়ে তার স্বাধীনতা রয়েছে। কারও কারও প্রতি আমরা হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আবার কারও কারও প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না বলে তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যাকে ভালোবাসা হয়। এবং যে ভালোবাসে, তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ অনুভূত হয়। এ ভালোবাসা পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব সবার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

উদ্দীপকে মিতা তার ছোট ভাইকে খুব ভালোবাসে। ভাইয়ের প্রতি সে সর্বদা সচেতন। সে ভাইকে সময়মতো খাবার খাওয়ায়, ঘু পাড়ায়, লেখাপড়ায় সাহায্য-সহযোগিতা করে। ভাইকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে মিতার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা মানু জীবনে। এনে দেয় মহিমা ও গৌরব।

সবশেষে বলা যায়, মিতার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভালোবাসার দিকটি ফুটে উঠেছে।

মূলকথা : ভালোবাসা হলো স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম উপায়।

ঘ. মিতার মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও ভালোবাসার গুণ প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেবল এ দুটি গুণই যথেষ্ট নয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও কিছু গুণের সমাবেশ ঘটাতে হবে।

স্বাধীনতা মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। স্বাধীনতা মানুষের এক অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে সত্যিকারের আনন্দ এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। স্বাধীনতা মানুষের গঠন ও বিকাশে উৎসাহিত করে। এ মানবব্যক্তিত্বকে মহত্ত্ব ও গৌরব দান করে। তবে এ স্বাধীনতা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। উদ্দীপকে মিতা তার ভাইকে ভালোবেসে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আবার ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এ পাশাপাশি তাকে সর্বপ্রকার মন্দের হাত হতে দূরে থাকতে হবে। যীশুর কর্মের মধ্য দিয়ে মন্দ থেকে রক্ষার উপায় খুঁজে নি হবে। সুতরাং বলা যায়, মিতা যদি তার আমিত্বকে রক্ষা করে, সব প্রকার মন্দ পাপ থেকে বিরত থাকে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করে তবেই সে স্বাধীন হতে পারবে।

মূলকথা : ভালোবাসা ও দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে।

🕮 মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন-৩। জর্জ যীশুকে ভালোবাসে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাই সে যীশুর একজন প্রকৃত শিষ্য। সে নিয়মিত গির্জায় যায় ও প্রার্থনা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে। জর্জের কয়েকজন বন্ধু আছে যারা তার সঙ্গে থেকে প্রভুর নামে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে ও তাদের সাধ্যমতো বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। ফলে লোকেরা তাদের বিশ্বাস করে বিভিন্ন সময় তাদের কাছে ছুটে যান। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. মানুষের বিবেক কয়টি উপায়ে গঠিত? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জর্জ ও তার বন্ধুরা পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতো- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জর্জ ও তার বন্ধুগণের কার্যক্রমের মধ্যে কীভাবে প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. দুটি উপায়ে।

খ. মূল্যবোধ বলতে বোঝায়, যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে, যা অন্যদের কাছে আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। যা পাওয়ার জন্য আমাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং জীবনের সুন্দর লক্ষ্য অর্জনে মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। যে ব্যক্তির মূল্যবোধজ্ঞান আছে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে সে সবার শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনে মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজনীয়।

মূলকথা : মূল্যবোধজ্ঞান।

গ. জর্জ ও তার বন্ধুরা পাঠ্যপুস্তকের জীবন শিক্ষার আলোকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করত। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো—

ঈশ্বর পরিকল্পিতভাবে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর মানুষকে নানা সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে তা পালনের জন্য আহ্বান করেন। এটিকে বলা হয় জীবনান। এটি আমাদের জীবনে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনান আবিষ্কার করতে হয় এবং সাড়া দিতে হয়।

উদ্দীপকের জর্জ ও তার বন্ধুদেরও ঈশ্বর আহ্বান করেছেন তার বাণী প্রচার কাজের জন্য এবং এ শিক্ষার আলোকেই ঈশ্বরপুত্র যীশুকে ভালোবেসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জর্জ যীশুর প্রকৃত শিষ্য হয়েছে এবং সে নিয়মিত গির্জায় যায় ও প্রার্থনা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে এবং তার কয়েকজন বন্ধুও তার সাথে থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেবামূলক কাজ করছেন। যীশু যেমন পিতরকে তার মেষদের দেখাশোনার জন্য আহ্বান করেছেন; প্রেরণকাজের জন্য শিষ্যদের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছেন।

জীবনাহ্বান হলো স্বাধীনতার আহ্বান। পরম পিতা ঈশ্বর কারও উপর আহ্বান চাপিয়ে দেন না, তিনি মানুষকে আহ্বান করেন যেন মানুষ স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় তার ঐশআহ্বানে সাড়া দেয়। এ সাড়াদানের মাঝেই মানবজীবনের সফলতা ও পূর্ণতা নিহিত রয়েছে।

মূলকথা : জীবনাহবানের গুরুত্ব।

ঘ. জর্জ ও তার বন্ধুগণের কার্যক্রমের মধ্যে যেভাবে প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের জর্জ ও তার বন্ধুরা সেবামূলক বিভিন্ন কাজ করেন ও সাধ্যমতো নানা সমস্যার সমাধান করেন। বিশেষ করে জর্জ যীশুর একজন প্রকৃত শিষ্য। তিনি নিয়মিত গির্জায় যান ও প্রার্থনা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন। যীশুর প্রতি জর্জের এ ভালোবাসা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মিল রয়েছে যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের।

যীশু এ জগতে এসেছেন আমাদের মুক্ত স্বাধীন মানুষ হওয়ার পথ দেখাতে। তার দেখানো পথই প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ। যীশু তার ১২জন শিষ্যকেও তার উপযুক্ত উত্তরসূরী হিসেবে তৈরি করে গেছেন। শিষ্যরা যে যেখানে ছিলেন যীশুর আহ্বান শোনার সাথে সাথে সবকিছু ফেলে ছুটে আসেন। জর্জের মতো তারাও যীশুকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তারাও প্রভুর নামে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছেন, অসুস্থকে সুস্থ করে তুলেছেন। যীশুর মৃত্যুর পর শিষ্যরাও রোগী সুস্থ করেছেন, বাণী প্রচার করেছেন এবং মণ্ডলীর ঐক্য বজায় রেখেছেন। বিশেষ করে সাধু পিতর যীশুর দেওয়া 'মেষদের দেখাশোনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যীশুকে ভালোবেসে সাধু পিতর কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেন। শিষ্যরা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কাজও করেন। খ্রিষ্টভক্তরা সমস্যা সমাধানে শিষ্যদের কাছেই আসতেন।

পরিশেষে বলা যায়, জর্জ ও তার বন্ধুদের কার্যক্রমের মধ্যে প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে।

মূলকথা : প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের প্রতিফলন।

প্রশ্ন-৪। লিজার বাবা মা দুজনই কাজে ব্যস্ত থাকেন। সমাজের অনেক সংগঠনের সাথে তারা জড়িত। লিজার এক বোন ও এক ভাই। ভাই বোনের মধ্যে লিজা বড়। বাবা মায়ের অনুপস্থিতিতে লিজা তার ভাই-বোনদের যত্ন করে। তারাও দিদিকে খুব ভালোবাসে এবং মেনে চলে। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. ঈশ্বর কেমন করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? ১
খ. স্বাধীনতা কীভাবে কলুষিত হয়? ২
গ. লিজার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা লিজার জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. নিজের রূপে ও সাদৃশ্যে।

খ. স্বাধীনতা যেভাবে কলুষিত হয়–

অন্যের অমঙ্গল হয় এমন কিছু করা, বলা বা লেখা তার স্বাধীনতাকে কলুষিত করে। কারণ স্বাধীনতার মূল শিক্ষাই হলো নিজের ও অন্যের কল্যাণ। স্বাধীনতা সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন থেকে এর পবিত্রতা রক্ষা করেছেন। তাই কারও কোনোরূপ অনিষ্ট করলে তা স্বাধীনতার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়।

মূলকথা : অসুন্দর ও অনিষ্টকর কিছু করা স্বাধীনতা হতে পারে না।

গ. স্বাধীনতার মধ্যে এক পরম আনন্দ রয়েছে। লিজার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। এর ব্যাখ্যা হলো– স্বাধীনতার সাথে ভালোবাসার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একজন ব্যক্তি কার সাথে মেলামেশা করবে বা কাকে ভালোবাসবে, সে বিষয়ে তার স্বাধীনতা রয়েছে। কারও কারও প্রতি আমরা হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আবার কারও কারও প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না বলে তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যাকে ভালোবাসা হয় এবং যে ভালোবাসে, তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ অনুভূত হয়। এ ভালোবাসা পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধুত্ব প্রমুখের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

উদ্দীপকে লিজা তার ছোট ভাইবোনকে খুব ভালোবাসে। তাদের প্রতি সে সর্বদা সচেতন। সে তাদের সময়মতো খাবার খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, লেখাপড়ায় সাহায্য-সহযোগিতা করে। ভাইবোনদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে লিজার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা মানুষের জীবনে এনে দেয় মহিমা ও গৌরব।

পরিশেষে বলা যায়, লিজার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'ভালোবাসা' ফুটে উঠেছে।

মূলকথা : ভালোবাসা হলো স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম উপায়।

ঘ. স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা লিজার জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো

* আমাদের অন্তরের গভীর থেকেই মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হওয়ার প্রেরণা জেগে ওঠে। আমি আমার মতো করে গড়ে উঠতে চাই; নিজ নামে, নিজ পরিচয়ে বেড়ে উঠতে চাই। আমি আমার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, রুচিবোধ, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে চাই, নিজের পরিচয়ে, নিজের স্বকীয়তায়, নিজের মান-মর্যাদায় বড় হতে চাই। অন্যরা আমাকে যা হতে বলে শুধু সেই রকম হওয়ার মাধ্যমেই নয়, আমি যে রকম সেভাবেই গ্রহণীয় হয়ে উঠতে চাই।
* স্বাধীনতার সাথে ভালোবাসার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আমি কার সাথে মেলামেশা করব বা কাকে ভালোবাসব সে বিষয়ে আমার স্বাধীনতা রয়েছে। কারো কারো প্রতি আমি হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করি এবং তাদের সাথে আমি বন্ধুত্ব গড়ে তুলি; আবার কারো কারো প্রতি আমি তেমন, কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না বলে তাদের সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্কও তেমনভাবে গড়ে ওঠে না। অন্যদিকে আমি যাদের ভালোবাসি এবং যারা আমাকে ভালোবাসে, তাদের সান্নিধ্য আমাকে আনন্দ দেয়; আমার সম্বন্ধে তাদের মতামতকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি।
* স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছা তাই করব। স্বাধীনতা কতগুলো নিয়মকানুনের অধীন, যা আমাকে মেনে চলতে হয়। আমাদের পরিবারে, সমাজ ও মণ্ডলীতে অনেক নিয়ম রয়েছে; আমাকে তা মানতে হচ্ছে শৃঙ্খলার জন্য ও দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য। তাই দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর; দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন।
* আমার নিজের মধ্যেও কত মন্দতা বিদ্যমান, কখনও বাজে কথা বলি, অন্যকে কড়া কথা বলে আঘাত করি, রাগ করি, চুরি করি, মিথ্যা কথা বলি, পিতামাতা ও গুরুজনদের অবাধ্য হই, এছাড়া আরও কত রকমের মন্দ কাজ করি। আমি কীভাবে নিজেকে সর্বপ্রকার মন্দের হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারি এবং একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি তা ভাবা উচিত।
* আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে সর্বপ্রকার মন্দতা থেকে রক্ষা করতে পারেন, আমি বরং তাঁরই উপর নির্ভর করব; কেননা তিনিই আমার শক্তি ও মুক্তি। যীশুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই এসেছেন আমাকে ও সব মানুষকে পাপ ও সব মন্দ থেকে মুক্ত করতে এবং আমাদের স্বাধীন করে তুলতে।
* যীশু এ জগতে এসেছেন আমাদের মুক্ত স্বাধীন মানুষ হওয়ার পথ দেখাতে, যে পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে যে বাস করে, সে-ই হয়ে ওঠে এক মুক্ত-স্বাধীন মানুষ। তাই যীশু বলেন, "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য; তাহলেই সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করবে।"

একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমি যীশুর সত্যের মধ্যে বাস করতে চাই, তার মতো মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হতে চাই এবং তার দেখানো সত্য পথই হলো প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো লিজার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। কারণ সে পিতামাতার অনুপস্থিতিতে পরিবারে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে ও ভালোবাসায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

মূলকথা : স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ।

প্রশ্ন-৫। শমুয়েল সিপুরা দুর্গম বান্দরবানের বাসিন্দা। শমুয়েল লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে চায়। তাইতো সে প্রতিদিন প্রায় ১৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বান্দরবান শহরের স্কুলে যায়। অনেক সময় শরীর না চাইলেও মনের শক্তিতে প্রতিদিন পরিশ্রম করে। তার একান্ত ইচ্ছায় লেখাপড়া করে পাহাড়ি দুর্গম এলাকার ডাক্তার হয়ে মানুষের চিকিৎসাসেবা করে। শমুয়েল বলে, "মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। আর এ সেবা করেই আমি পরম আনন্দ পাই।" (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. স্বাধীনতা মানুষের কী ধরনের অধিকার?

খ. সুখী জীবন লাভের জন্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. শমুয়েল কোন ধরনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'নিজের ও অন্যের কল্যাণ' স্বাধীনতার এ মূল শিক্ষা যেন শমুয়েলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ

ক. স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।

খ. সুখী জীবন লাভের জন্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যে কারণে প্রয়োজন তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

আমাদের সুখী জীবন লাভের জন্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুন্দর আশা ও স্বপ্ন থাকলে সে অনুসারে লক্ষ্যে পৌঁছতে সবাই দায়িত্বশীল হবে। নিজের ভবিষ্যত গড়ার জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব অনুসারে জীবনযাপন করতে হয়। তবেই প্রত্যেকের জীবন সুখের ও সুন্দর হতে পারে।

মূলকথা : ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা।

গ. শমুয়েল জীবন-আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো—

মানুষের একটি আহ্বান হলো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মতো হওয়া। কেননা ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে নিজের রূপে ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বানই হলো স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা ছবি হয়ে ওঠা এবং তারই রূপ ধারণ করা। সৃষ্টিকর্তা যেমন সুন্দর, নির্মল, পবিত্র, প্রেমময় ও শান্তিময়; প্রতিটি মানুষের আহ্বান হলো ঠিক তেমনি হয়ে ওঠা, সেই রূপে বৃদ্ধি পাওয়া, জীবনযাপন করা এবং অন্যের সামনে ঈশ্বরের দেওয়া সেই রূপ সুন্দর করে তুলে ধরা।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে মথি লিখিত সুসমাচারে যীশু সব মানুষকেই সেই আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন "তোমরা। পবিত্র বা খাঁটি হও, ঠিক যেমন তোমাদের স্বর্গীয় পিতা পবিত্র বা খাঁটি।" ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠাই যে মানুষের সবচেয়ে বড় জীবন আহ্বান, যীশু সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। যীশু তার ত্রিবিধ প্রেরণকর্ম, তথা প্রচার, শিক্ষাদান এবং নিরাময়করণ এর মধ্য দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠার বা ঐশরূপ ধারণের বাণী প্রচার করে গেছেন।

মূলকথা : জীবন-আহ্বান।

ঘ. 'নিজের ও অন্যের কল্যাণ' স্বাধীনতার এ মূলশিক্ষা যেন শমুয়েলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ উক্তিটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

স্বাধীনতা মানবজীবনে দায়িত্বশীলতার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটায়। স্বাধীন ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ, লেখা ও কথার জন্য দায়ী থাকে বলে সে আরও চিন্তাশীল হয়। তাকে ভাবতে হয় তার প্রতিটি কাজ, কথা ও লেখা নিজের ও অন্যের জন্য কতটুকু কল্যাণকর বা অকল্যাণকর; তা নিজের বা অন্যের কতটুকু উপকার বা অপকার করছে। তাই স্বাধীনতা সর্বদা অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন সত্যিকার স্বাধীন ব্যক্তি সর্বদা পরের কল্যাব্রতী। অন্যের অমঙ্গল হয় এমন কিছু করা, বলা বা লেখা থেকে তার চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডকে দূরে রাখে।

স্বাধীনতা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন থেকে এর পবিত্রতাকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বর চিরমঙ্গলময়, তিনি সর্ব বিশ্বাসীদের মঙ্গলসাধন করেন এবং কারও কোনোরূপ অনিষ্ট করা স্বাধীনতার সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। কেননা স্বাধীনতার মূল শিক্ষাই হলো নিজের ও অন্যের কল্যাণ। অসুন্দর ও অনিষ্টকর কিছু করা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না। সে অধিকার কারও নেই।

মূলকথা : স্বাধীনতার মূল শিক্ষা।

প্রশ্ন-৬। জেমস অনেক ভালো ছেলে। সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়, এজন্য সে নিয়মিত লেখাপড়া করে। তাকে স্কুলের শিক্ষক যখন যে দায়িত্ব দেন সে তা যথাযথভাবে পালন করে। সে চায় তার ভবিষ্যৎ জীবন যেন সুন্দর ও সুখের হয়। [শিখনফল-১]

ক. স্বাধীনতার বুৎপত্তিগত শব্দ কী?

খ. আমরা কীভাবে জীবনান আবিষ্কার করব?

গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. স্বাধীনতার বুৎপত্তিগত শব্দ হলো স্ব + অধীনতা।

খ. বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনের আহ্বান সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান প্রার্থনা করার মাধ্যমে জীবনের আহ্বান আবিষ্কার করা যায়।
মূলকথা : গুরুজনদের সাথে আলোচনা ও ধ্যানের মাধ্যমে জীবনাহবান আবিষ্কার করা।

গ. উদ্দীপকে জেমস তার জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সে তার জীবনের আহ্বান আবিষ্কারের জন্য ধ্যান করে, প্রার্থনা করে, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে। সে জানে, ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও সুখকর করতে হলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে ও দায়িত্বশীল হতে হবে।
জেমস নিয়মিত লেখাপড়া করে। সে তার দৈনন্দিন কাজগুলো সময়মত শেষ করে। শিক্ষকরা তাকে যে দায়িত্ব দেয় তা সে যথাযথভাবে পালন করে। দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে চায়। জীবনাহবান আবিষ্কার করে এবং তা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে সুন্দর জীবন গঠন করাই উদ্দীপকের মূলকথা।
মূলকথা : দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জীবন সুন্দর ও সার্থক করা যায়।

ঘ. দায়িত্বশীলভাবে কাজ করলে জীবন সার্থক করে তোলা যায়। এ শিক্ষা আমরা উদ্দীপক থেকে পাই। সবাই ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও সার্থক করতে চায়। জীবন শুধু সুন্দর ও সার্থক করতে চাইলেই হবে না, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে ও দায়িত্বশীল হতে হবে। যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা করা যাবে না। দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের জেমস জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করতে চায়। তাই সে নিয়মিত লেখাপড়া করে, শিক্ষকদের কথা শোনে। নিজের দায়িত্ব পালন করে। আমরা উদ্দীপক থেকে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সুন্দর জীবনের শিক্ষা পাই।
মূলকথা : যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রশ্ন-৭। জনদের গ্রামটি দুর্গম অঞ্চলে। জনের অনেক বড় হওয়ার ইচ্ছা। সে লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে চায়। এজন্য সে প্রতিদিন ৫ কি.মি. হেঁটে স্কুলে যায়। সে প্রতিদিন অনেক পরিশ্রম করে। এভাবে পরিশ্রম করে জন বড় হয়ে একজন ডাক্তার হয়। শিখনফল-৩]

ক. স্বাধীনতা অর্থ লেখ।

খ. স্বাধীনতা কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? চিহ্নিত কর।

ঘ. উদ্দীপকটির মূল বিষয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

উত্তর:

ক. স্বাধীনতা অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি নিজেকে নিজের অধীনে রাখতে সক্ষম।

খ. স্বাধীনতা অবাধ। স্বাধীনতা মানুষের ইতিহাস, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা, চলমান বাস্তবতা, সামাজিক ও পারিবারিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অভ্যাস, বৃদ্ধি ও সমসাময়িক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতার কোনো চূড়ান্ত সীমা নেই।
মূলকথা : স্বাধীনতা সমসাময়িক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাঠ্যবইয়ে বলা হয়েছে, পারিপার্শ্বিকতা উপেক্ষা করে জীবনের আহ্বানে এগিয়ে যেতে হবে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনদের গ্রামটি দুর্গমালে। সেখানে কোনো স্কুল-কলেজ নেই, তাকে লেখাপড়া শিখতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তাদের এলাকায় লেখাপড়ার কোনো পরিবেশ নেই। তাদের পারিপার্শ্বিকতা লেখাপড়ার উপযুক্ত নয় তারপরও জন। দৈনিক ৫ কি. মি. হেঁটে স্কুলে যায়। সে নিয়মিত পড়াশোনা করে। ফলে সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে ডাক্তার হয়।
মূলকথা : পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করে বড় হতে হয়।

ঘ. উদ্দীপকের মূল বিষয় হলো জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে আমার মতামত হলো—
চলার পথে আমরা নানা রকম সমস্যার মধ্যে পড়ি। এসব সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে জীবন এগিয়ে নিতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জীবন থেকে উপেক্ষা করা যায় না। বড় হতে হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংযুক্ত থেকে বড় হতে হবে। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলে তা নিজের কাজে লাগাতে হবে। আর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বড় হতে হবে কারণ জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
উদ্দীপকে জনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার অনুকূলে ছিল না। এটি ছিল তার প্রতিকূলে। তারপরও জন তার এ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যুদ্ধ করেছে। ফলে সে জীবনে সফলতা লাভ করেছে। একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জন সার্থকতা লাভ করেছে।
মূলকথা : পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে জীবনপথে এগিয়ে যেতে হবে।

নবম অধ্যায় পিতার সম্মুখে

Part-1 : Heading [শিরোনাম]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীর
এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করতাম এ জীবনের উৎস কোথায়, কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা কোথায় যাব, কীভাবে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়া যায় ইত্যাদি, তবে আমাদের মন আলোকিত হতো। প্রার্থনার মধ্যেই এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় এবং তার সাথে আমাদের এক করে তোলে।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- প্রার্থনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- ঈশ্বরের কথা শুনতে পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রার্থনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
- নিয়মিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ প্রার্থনা, ◈ কৃতজ্ঞতা, ◈ খাদ্যরূপে, ◈ জীবনজল ◈ অনুনয়মূলক, ◈ সামসংগীত ◈ মধুর সম্পর্ক, ◈ জীবনদায়ী, ◈ মুক্তিদাতা, ◈ ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

Part-2 : Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুর
এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নে প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন। তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। কোন সাম সংগীতে অনুতাপের কথা বলা হয়েছে?
ক) সাম ৫১ খ) সাম ১৩৮
গ) সাম ১৪৮ ঘ) সাম ১৫০ — ক

২। প্রার্থনাকে আত্মার খাদ্য বলা হয়েছে, কারণ
i. প্রাণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা
ii. প্রাণে আনে পরম শান্তি
iii. হৃদয়ে জাগায় আনন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একজন ভিক্ষুক প্রতিদিন অমলের কাছে টাকার জন্য হাত পাতে। অমল তাকে বলে, "ভিক্ষা না করে ঈশ্বরকে ডাক ও কাজ কর, দেখবে মন ভালো থাকবে ও সুখী জীবনযাপন করতে পারবে।' ভিক্ষুক প্রতিদিন ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কাজ করে এবং তার জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

৩। ভিক্ষুক তার জীবনে কিসের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে?
ক) সুখের খ) ধনের
গ) সম্মানের ঘ) প্রার্থনার — ঘ

৪। ভিক্ষুক তার কাজের ফলে লাভ করবে
i. স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন
ii. পবিত্র জীবন
iii. ধনাঢ্য জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। প্রার্থনা কী?
ক) কিছু চাওয়া খ) প্রকাশ করা
গ) ভিক্ষা করা ঘ) প্রেম করা — ক

৬। আমরা কার কাছে আবেদন করি?
ক) ভিক্ষুক খ) ধনী
গ) ঈশ্বর ঘ) মহাজন — গ

৭। ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা কী?
ক) পাওয়া খ) প্রেম ও
গ) পুণ্য ঘ) প্রার্থনা — ঘ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : প্রার্থনায় মানুষ ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং প্রয়োজন জ্ঞাপন করে।

৮। আমরা ঈশ্বরের কী?
ক) পিতা খ) দেবতা
গ) সন্তান ঘ) প্রভু গ

৯। ভিক্ষা পেলে কে খুশি হন?
ক) ভিক্ষুক খ) যীশু
গ) প্রভু ঘ) দেবতা ক

১০। দেহ বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী প্রয়োজন?
ক) মন খ) আহার
গ) আত্মা ঘ) খাবার ঘ

১১। কে আমাদের প্রকৃত খাদ্য?
ক) ঈশ্বর খ) আহার
গ) খাবার ঘ) দেবতা ক

১২। কে বলেছেন, কেবল মানুষ রুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না?
ক) তেরেজা খ) পিতর
গ) যীশু ঘ) নরেটো গ

১৩। জীবনের চালিকাশক্তি কী?
ক) আহার খ) প্রার্থনা
গ) খাবার ঘ) পানি খ

১৪। প্রার্থনাবিহীন জীবন কী?
ক) মৃত খ) হতাশা
গ) সুন্দর ঘ) দুশ্চিন্তা ক

১৫। কত খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা দার্জিলিং যান?
ক) ১৯৪০ সালে খ) ১৯৪৮ সালে
গ) ১৯৩৯ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে খ

১৬। মাদার তেরেজা কোন বাহনে দার্জিলিং যান?
ক) বাস খ) বিমান
গ) ট্রেন ঘ) ভ্যান গ

১৭। ১৯৪৮ সালে কে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন?
ক) মাদার তেরেজা খ) অব্রাহাম
গ) ইহুদিরা ঘ) পিতর ক

১৮। মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে কোন সংঘ করেন?
ক) সর্বদা খ) আশা
গ) লরেটো ঘ) রামকৃষ্ণ গ

১৯। কে ছাদে প্রার্থনা করেছিলেন?
ক) অব্রাহাম খ) পিতর
গ) মাদার তেরেজা ঘ) অরদেব খ

২০। কার নিকট প্রাণীরা অশুচি ছিল?
ক) প্রভু খ) ইহুদি
গ) মুসা ঘ) পুরোহিত খ

২১। কে সব মানুষের মুক্তিদাতা?
ক) যীশু খ) ইহুদিরা
গ) পিতর ঘ) দেবতারা ক

২২। কার উপস্থিতি নিয়ে আমরা ধ্যান করি?
ক) ঈশ্বরের খ) অন্যদের
গ) তেরেজার ঘ) পিতরের

২৩। ঈশ্বরের বাক্য কী?
ক) সাধনা খ) প্রার্থনা
গ) বিবেক ঘ) ধ্যান

২৪। কে অবিরত আমাদের জন্য ক্ষমা বলেন?
ক) শয়তান খ) অন্যরা
গ) মানব ঘ) ঈশ্বর

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ঈশ্বরের বাক্যের সুন্দর বিবরণের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কথা শুনতে পায়।

২৫। আমরা কী ছাড়া বাঁচতে পারি না?
ক) অক্সিজেন খ) খাবার
গ) হাইড্রোজেন ঘ) অন্নের

২৬। আমরা কোন জীবনের মধ্যে ডুবে আছি?
ক) ধর্মীয় খ) সামাজিক
গ) প্রেম ঘ) প্রকৃত

২৭। কার মধ্যে আমাদের জীবন?
ক) ঈশ্বরের খ) শিষ্যদের
গ) লোকদের ঘ) রাজাদের

২৮। প্রার্থনা কত প্রকার?
ক) ২ প্রকার খ) ৪ প্রকার
গ) ৩ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

২৯। প্রভুর প্রার্থনার কোন অংশে যীশু নিজে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন?
ক) প্রথম খ) মধ্যম
গ) দ্বিতীয় ঘ) শেষ

৩০। পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করে কোন প্রার্থনা করা হয়?
ক) প্রশংসামূলক প্রার্থনা খ) অনুতাপমূলক প্রার্থনা
গ) কৃতজ্ঞতামূলক প্রার্থনা ঘ) আবেদনমূলক প্রার্থনা

৩১। সামসংগীত কত নম্বরে ধন্যবাদমূলক প্রার্থনার কথা উল্লেখ রয়েছে?
ক) ১০০ খ) ১৩৮
গ) ১১৩ ঘ) ১৪৫

৩২। প্রভুর প্রার্থনার কোন অংশে যীশু আমাদের সব আবেদন ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেছেন?
ক) প্রথম খ) তৃতীয়
গ) দ্বিতীয় ঘ) শেষ

৩৩। অনুতাপের একটি সুন্দর প্রার্থনা কোন সাম সংগীতে রয়েছে?
ক) ১০০ খ) ৫১
গ) ১১১ ঘ) ১৩৬

৩৪। কী আমাদের তৃষ্ণা মেটায়?
ক) পানি খ) মধু
গ) খাদ্য ঘ) পানীয়

৩৫। আত্মার খাদ্য ও পানীয় কোনটি?
ক) খাবার খ) পূজা
গ) প্রার্থনা ঘ) সাধনা

অনুধাবনমূলক

৩৬। কোন সময় আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছু চাই?
(ক) আনন্দের সময় (খ) যাচনার সময়
(গ) প্রার্থনার সময় (ঘ) ভিক্ষার সময় (গ)

৩৭। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কোনরূপটি লাভ করি?
(ক) আধ্যাত্মিক (খ) বাস্তব
(গ) ঐশ্বরিক (ঘ) পূর্ণতা (খ)

৩৮। কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়?
(ক) প্রার্থনার মাধ্যমে (খ) ভিক্ষার মাধ্যমে
(গ) প্রেমের মাধ্যমে। (ঘ) যাচনার মাধ্যমে (ক)

৩৯। মানুষ খায় কেন?
(ক) আত্মার জন্য (খ) ভালো থাকার জন্য
(গ) মনের জন্য (ঘ) বাঁচার জন্য (ঘ)

৪০। খাবারের রূপ কেমন?
(ক) একই রকম (খ) দুই রকম
(গ) বিভিন্ন রকম (ঘ) পাঁচ রকম (গ)

৪১। কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে সুস্বাদু খাদ্যরূপে গ্রহণ করি?
(ক) ধ্যানের মাধ্যমে (খ) প্রার্থনার মাধ্যমে
(গ) যাতনার মাধ্যমে (ঘ) সাধনার মাধ্যমে (খ)

৪২। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন জীবন কেমন?
(ক) অসুখী (খ) পবিত্র
(গ) মৃত (ঘ) কলুষিত (গ)

৪৩। কোন সময় পিতর অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন?
(ক) খাওয়ার সময় (খ) ঘুমের সময়
(গ) প্রার্থনার সময় (ঘ) ঘুমের মধ্যে (গ)

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : পিতরের অদ্ভুত দৃশ্য দেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে যে, যীশু সব জাতির এবং সব মানুষের মুক্তিদাতা শুধু ইহুদিদের নন।

৪৪। কীভাবে ধ্যান করতে হয়?
(ক) গান করে (খ) নীরবে
(গ) প্রার্থনা করে (ঘ) নেচে (খ)

৪৫। কেন মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে?
(ক) সুখী হওয়ার জন্য
(খ) শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য
(গ) লাফালাফি করার জন্য
(ঘ) বাঁচার জন্য (ঘ)

৪৬। কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি?
(ক) চলাফেরার মধ্যে (খ) ঘুমের মধ্যে
(গ) প্রার্থনার মধ্যে (ঘ) বাতাসের মধ্যে (গ)

৪৭। প্রার্থনার রূপ কেমন?
(ক) নীরব (খ) অদৃশ্য
(গ) সরবত (ঘ) অভিন্ন (ঘ)

৪৮। কেন মানুষ প্রশংসামূলক প্রার্থনা করে?
(ক) মহত্ত্ব ধ্যান করার জন্য
(খ) অসীম ভালোবাসার জন্য
(গ) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য
(ঘ) উর্ধলোকে যাওয়ার জন্য (ক)

৪৯। কেন মানুষ ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করে?
(ক) মহত্ত্ব ধ্যান করার জন্য
(খ) হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য
(গ) পাপমোচন করার জন্য
(ঘ) ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য (খ)

৫০। কেন মানুষ অনুতাপমূলক প্রার্থনা করে?
(ক) কৃতজ্ঞতার জন্য
(খ) সুস্থ হওয়ার জন্য
(গ) ভুল ক্ষমা চাওয়ার জন্য
(ঘ) পবিত্র হওয়ার জন্য (গ)

৫১। প্রার্থনা মানুষের হৃদয়ে কোনটি আনে?
(ক) প্রশান্তি (খ) সাম সংগীত
(গ) আনন্দ (ঘ) নির্মলতা (ক)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৫২। অহনা নীরবে বসে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করে, ভিক্ষা চায় কোনো কিছুর জন্য আকুতিমিনতি করে অহনার এ চাওয়াকে বলে–
(ক) যাতনা (খ) প্রার্থনা
(গ) মিনতি (ঘ) ভিক্ষা (খ

৫৩। গৌরাঙ্গা প্রতিদিন প্রার্থনা করে। গৌরাঙ্গের এ প্রার্থনার সাথে ঈশ্বরের কীরূপ সম্পর্ক রয়েছে?
(ক) সুসম্পর্ক। (খ) পাওয়ার সম্পর্ক
(গ) প্রেমিক সম্পর্ক (ঘ) ধ্যানের সম্পর্ক (ক

৫৪। অমিত বড়ুয়া চুরি-ডাকাতি করে ও ঘুষ খায়। অমিত ব... য়ার কাজের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে
(ক) মনঃকষ্ট (খ) পাপ
(গ) দুশ্চিন্তা (ঘ) বিশ্বাস (

৫৫। সুস্থ দেহ, মন, আত্মার সাথে কার সম্পর্ক?
(ক) ঈশ্বরের (খ) ডাক্তারের
(গ) মানুষের (ঘ) শরীরের (

৫৬। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পাদ্রি দার্জিলিং যান। সেখানে পাদ্রি শোন... কে যেন বলছে, "সব কিছু ছেড়ে আস।" পাদ্রির সাথে ব... মিল রয়েছে?
(ক) অব্রাহাম (খ) মাদার তেরেজা
(গ) সিজার (ঘ) পিতর

৫৭। অসীম লরেটো ধর্মসংঘের সদস্য। অসীমের কাজের স... কোন মনীষীর উপলব্ধির মিল রয়েছে?
(ক) লরেটো (খ) ইহুদি
(গ) মাদার তেরেজা (ঘ) অব্রাহাম

৫৮। বিক্রম বড়াই একদিন ছাদে প্রার্থনার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পান। বিক্রমের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে–
ক অব্রাহাম খ পিতর
গ সিজার ঘ তেরেজা খ

৫৯। তিনি সব জাতির এবং সব মানুষের মুক্তিদাতা। তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক ঈশ্বরকে খ পিতরকে
গ যীশুকে ঘ সিজারকে গ

৬০। গুরুজন ও সৎ বন্ধুদের মধ্য দিয়ে আমরা কার কথা শুনি?
ক ঈশ্বর খ বাইবেল
গ পিতর ঘ সামসংগীতে ক

৬১। মৃদুল প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য অন্তরে তাড়না অনুভব করে এবং সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এর কারণ-
ক প্রতিবেশীর প্রার্থনা খ প্রতিবেশীর ব্যবহার
গ ঈশ্বরের মহিমা ঘ ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর গ

৬২। পাণ্ডব সবসময় ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এর জন্য পাণ্ডব যা করে–
ক ধ্যান করে খ গান করে
গ প্রার্থনা করে ঘ সভা করে গ

৬৩। অমিতাভ প্রতিনিয়ত বাতাসের সাথে ধূলিকণা গ্রহণ করে। ধূলিকণা ছাড়াও গ্রহণ করে–
ক বাতাস খ অক্সিজেন
গ কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘ ঈশ্বরের মহিমা খ

৬৪। জলের বাইরে মাছ বাঁচতে পারে না। তেমনি আমাদের বাঁচার জন্য প্রয়োজন–,
ক ঈশ্বরের মহিমা খ ধনসম্পদ
গ বসতবাড়ি ঘ অক্সিজেন ক

৬৫। মহিমা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। মহিমার এ প্রার্থনার সাথে কোন প্রার্থনার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক প্রশংসামূলক প্রার্থনা
খ ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা
গ কৃতজ্ঞতামূলক প্রার্থনা
ঘ অনুতাপমূলক প্রার্থনা ক

৬৬। ওগো ঈশ্বর, মনপ্রাণ দিয়ে গাইব তোমার স্তুতি :
আমার মিনতি ফিরিয়ে দাওনি তুমি।

আলোচ্য সাম সংগীতটির সাথে কত নং সাম সংগীতের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক ১১৩ সামসংগীত খ ১৩৮ সামসংগীত
গ ১৪৫ সামসংগীত ঘ ১৫০ সামসংগীত খ

৬৭। প্রার্থনার মাধ্যমে কিষাণ ঈশ্বরের উপলব্ধি পায়। কিষাণের মধ্যে জেগে ওঠে–
ক পরম প্রশান্তি খ আত্মার খাদ্য
গ ঈশ্বরের মহিমা ঘ ঈশ্বরের স্বভাব ক

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৬৮। প্রার্থনার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার যৌক্তিক বিষয় কী??
ক ঈশ্বরের উপস্থিতি খ ঈশ্বরের মিনতি
গ ঈশ্বরের কৃপা ঘ ঈশ্বরের যাতনা ক

৬৯। ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের একনিষ্ঠ উপায় কোনটি?
ক যাতনা খ প্রার্থনা
গ মিনতি ঘ যাচনা খ

৭০। প্রার্থনার তাৎপর্য হিসেবে যুক্তিযুক্ত হলে কোনটি?
ক প্রার্থনায় বিশ্বাস করা
খ ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা
গ কোনো কিছু চাওয়া
ঘ ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা চাওয়া খ

৭১। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি। এ কথাটির মর্মার্থ কী?
ক ঈশ্বরের খাদ্য খ মানুষের প্রাণ
গ মানুষের খাদ্য ঘ ঈশ্বরের প্রাণ খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : প্রার্থনা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, জীবনকে পবিত্র করে।

৭২। প্রার্থনাশীল মানুষ জীবনকে পরিচিত করার যথার্থতা কী?
ক সিস্টারে খ পুরোহিতে
গ সাধু-সাধ্বীতে ঘ ফাদারে গ

৭৩। "সবকিছু ছেড়ে আস"- এ উক্তিটি প্রমাণ করে কী?
ক ঈশ্বরের আরাধনা খ ঈশ্বরের আবেদন
গ ঈশ্বরের আদেশ। ঘ জীবনের আরাধনা গ

৭৪। মাদার তেরেজার সংঘ লরেটোর উদ্দেশ্য কোনটি?
ক ধর্মীয় সাধনা করা খ ধর্মসংস্কার
গ ঈশ্বরকে সেবা করা ঘ ধর্মীয় ব্যবসায় গ

৭৫। ঈশ্বর অসীম এক জীবনসমুদ্র। এ কথাটির যথার্থ কারণ কী
ক ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের জীবন
খ জীবনসমুদ্রই ঈশ্বর
গ জীবনসমুদ্রের অসীম ঈশ্বর
ঘ মানুষের জীবনই ঈশ্বর

৭৬। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা' এ শব্দ দুটির ম পার্থক্য হিসেবে কোনটি যৌক্তিক?
ক নির্ভরশীল খ বিপরীত
গ সম্পূরক ঘ সমরূপ

৭৭। প্রার্থনা আমাদের আত্মার খাদ্য ও পানীয়। এ কথা যথার্থতা কী?
ক ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক
খ ঈশ্বরকে পাওয়ার মাধ্যম
গ ঈশ্বরকে মিনতি করা
ঘ ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৮। 'সব কিছু ছেড়ে আস'- এই কণ্ঠস্বরটি কে শুনতে পেয়েছিলেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক আব্রাহাম খ পিতর
গ সাধ্বী লরেটো ঘ মাদার তেরেজা ঘ

৭৯। কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে সুস্বাদু খাদ্যরূপে গ্রহণ করি? (সকল বোর্ড-২০১৭)
ক সাধনার মাধ্যমে। খ ধ্যানের মাধ্যমে
গ প্রার্থনার মাধ্যমে ঘ যাতনার মাধ্যমে গ

৮০। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম অংশ কোনটি নির্দেশ করে? (সকল বোর্ড-২০১৬)
ক অনুতাপ খ প্রশংসা
গ অনুনয় ঘ ধন্যবাদ খ

৮১। কোনটি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক প্রার্থনা খ উপবাস
গ সৎ বিবেক ঘ শান্তি গ

৮২। জীবনের চালিকাশক্তি কোনটি? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক ত্যাগ স্বীকার খ পরোপকার
গ বাণী পাঠ ঘ প্রার্থনা ঘ

৮৩। মাদার তেরেজা কোথায় যাওয়ার পথে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন? (সকল বোর্ড-২০১৫)
ক কলকাতা খ ইউরোপ
গ দার্জিলিং ঘ রোম গ

Part-3: Discussion [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা
এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকুত কুরা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না। কেন, তোমজ্ঞসেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ কীভাবে মানুষ প্রার্থনায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনে?

উত্তর : প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা একদিন শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর 'সবকিছু ছেড়ে আস।' কয়েকবার স্পষ্ট শুনতে পেলেন এ কণ্ঠস্বর। শুধু মাদার তেরেজা নন, ইতিহাসে আরও অনেক মানুষ খুঁজে পাব যারা নানাভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছেন এবং সেই মতো সাড়া দিয়েছেন।

প্রশ্ন ॥২॥ প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসবাস–বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসবাস করা, তাঁর উপস্থিতিতে অবস্থান করা বা তাঁর উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা। তাই প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের এক প্রেমময় সম্পর্কের ব্যাপার, যা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরের প্রি সন্তান। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করি, তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করি এবং বাস্তবে তার প্রকাশ তুলে ধরি।

প্রশ্ন ॥৩॥ প্রশংসামূলক প্রার্থনা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি ধ্যান করে, তার নিজের মহত্ত্ব ধ্যান করে আমরা যে প্রার্থনা করি, তাকে প্রশংসামূলক প্রার্থনা বলে। 'প্রভুর প্রার্থনার প্রথম অংশে যীশু নিজে পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন, তার মাহাত্ম ঘোষণা করেছেন। পবিত্র বাইবেলের সাম সংগীতের অনেকগুলো প্রার্থনাই ঈশ্বরের প্রশংসামূলক কথা দ্বারা রচিত।

প্রশ্ন ॥৪॥ মানুষের জীবনে প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত খাদ্য, যিনি আমাদের দেহ, মন, আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি। তাই যীশু বলেন, "মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে না; বরং ঈশ্বরের বাণীকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেই সে বেঁচে থাকতে পারে।" প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরকে সুস্বাদু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং তার জীবন উপলব্ধি করে। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি।

প্রশ্ন ॥৫॥ ঈশ্বর কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন?

উত্তর : ঈশ্বর বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন মানুষ নীরবে প্রার্থনা ধ্যানে বসে এবং তার উপস্থিতি নিয়ে ধ্যান করে তাঁর কথা শুনতে পান। যীশুর বাণী পাঠ ও ধ্যান করে তার কথা শুনতে পান। গুরুজন ও সৎ বন্ধুদের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেন। যখন মানুষ গুরুজনদের সুপরামর্শ শোনেন, তখন মানুষ ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পান। ঈশ্বর অবিরত আমাদের জন্য কথা বলেন।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। দৃশ্যকল্প-১: আন্না এসএসসি পরীক্ষায় A^+ পেয়েছে। আন্নার পরিবারের সবাই খুশি হয়ে প্রার্থনা সভার আয়োজন করে। তারা এত বেশি আনন্দ পেল যে এলাকার গরিব লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করল। পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে সবাই সৃষ্টিকর্তার গৌরবমহিমা কীর্তন করতে লাগল।

দৃশ্যকল্প-২: মৌসুমী সহপাঠীকে না বলে ব্যাগ থেকে সুন্দর একটি কলম নিয়ে যায়। বিষয়টি শ্রেণির শিক্ষককে জানানো হয়। শিক্ষক আসল দোষীকে ধরতে না পেরে সকল ছাত্রীকে শাস্তি দেন। মৌসুমী নীরব। সে মনে মনে দুঃখ পেল কিন্তু সত্য স্বীকার করতে পারেনি। তাই সে অন্তরে গভীর অনুশোচনা অনুভব করে এবং তার দোষ মুছে ফেলার জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল আবেদন জানায়।

ক. মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে কোন ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন?
খ. মানুষ কেন প্রার্থনা করে?
গ. মৌসুমীর প্রার্থনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রার্থনাটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আন্না ও মৌসুমীর প্রার্থনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর:

ক. মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে লরেটো ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন।

খ. ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, তার উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা এবং তার সাথে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই মানুষ প্রার্থনা করে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করি এবং তাকে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দিই। তাই আমরা প্রার্থনা করি। প্রার্থনা ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।
মূলকথা : প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

গ. উদ্দীপকের মৌসুমীর প্রার্থনাটি অনুতাপমূলক প্রার্থনা। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই দুর্বল। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমাদের নানা ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। ঈশ্বরের সাথে এবং অন্য মানুষের সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক সব সময় রক্ষা করতে ব্যর্থ হই। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ভুলের জন্য অনুতপ্ত হই ও অনুশোচনাবোধ করি।
মৌসুমী কলম চুরি করে, যার কারণে শ্রেণিশিক্ষক সবাইকে শাস্তি দেন। মৌসুমী এ কারণে দুঃখ পায়। তাই সে অন্তরে গভীর অনুশোচনা অনুভব করে এবং দোষ মুছে ফেলার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে; সে ঈশ্বরের কাছে বলে, "হে প্রভু! আমরা যেন ভুল তুটির হাত থেকে মুক্ত হই, পাপ-অপরাধ মুছে আমি যেন পবিত্র হই।" সাম সংগীত ৫১ অনুতাপের একটি সুন্দর আদর্শ প্রার্থনা। সুতরাং মৌসুমীর প্রার্থনাটি পাঠ্যবইয়ের অনুতাপমূলক প্রার্থনা প্রকাশ করে।
মূলকথা : মৌসুমীর প্রার্থনাটি পাঠ্যবইয়ের অনুতাপমূলক প্রার্থনা।

ঘ. উদ্দীপকের আন্না কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করে এবং মৌসুমী অনুতাপমূলক প্রার্থনা করে। দুজনের প্রার্থনার উদ্দেশ্য দুই রকম।
আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রার্থনা করি তা-ই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা। আমরা রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করে, ভালো চাকরি পেয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করি। আন্না পরীক্ষায় ভালো ফল করে ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করে। "সব ধন্যবাদ, মহিমা, গৌরব তোমার, জয় হোক, জয় হোক যীশু, জয় হোক তোমার।"
মৌসুমীর কারণে শ্রেণিকক্ষে সবাই শাস্তি ভোগ করে। মৌসুমী লজ্জায় দোষ স্বীকার করতে পারেনি। এ ভুলের জন্য মৌসুমী অনুতাপমূলক প্রার্থনা করে। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই দুর্বল। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে ভুল-ত্রুটি করে থাকি। আমাদের নানা ভুল-ত্রুটির জন্য অনুশোচনা হয়ে যে প্রার্থনা করি তা-ই অনুতাপমূলক প্রার্থনা। আর ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মৌসুমী ভুলের হাত থেকে রক্ষা পায় ও পবিত্র হয়।
তাই বলা যায়, আন্না ও মৌসুমীর প্রার্থনার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে।
মূলকথা : আন্না ও মৌসুমীর প্রার্থনার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

প্রশ্ন-২। ১ম বন্ধু : তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে?
২য় বন্ধু : মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি আগামী পরীক্ষায় আরও ভালো করতে পারব।
১ম বন্ধু : আচ্ছা বন্ধু ! তুমি কীভাবে পড়া মনে রাখ? আমিতো শেখার সাথে সাথে ভুলে যাই।
২য় বন্ধু : আমি প্রতিদিন সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে বাইবেল থেকে একটি করে অধ্যায় পড়ি। তারপর আমার ক্লাসের পড়া আরম্ভ করি।
১ম বন্ধ : তাই! আমিতো কোনোদিন সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করি না। টেবিলে গিয়েই পড়তে আরম্ভ করি।

২য় বন্ধু : বন্ধ, তুমি প্রতিদিন আমার মতো প্রার্থনা করে পড়তে বসবে, দেখবে পড়া তাড়াতাড়ি শেখা হবে। পরীক্ষার স সহজেই পড়া মনে পড়বে।

ক. একদিন ছাদে প্রার্থনার সময় কে অত দৃশ্য দেখেছিল?

খ. বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার ফল কী? তা বর্ণনা দাও।

গ. ২য় বন্ধু কোন শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তুমি মনে কর? তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ১ম ও ২য় বন্ধুর মনোভাবের পার্থক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. একদিন ছাদে প্রার্থনার সময় পিতর অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল।

খ. প্রার্থনা ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদে ঈশ্বরের জীবনের সাথে যুক্ত করে। প্রার্থনা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে। প্রার্থনাশীল জীবন আমাদের ঈশ্বরের কা নিয়ে যায় এবং সাধু-সাধ্বীতে পরিণত করে।

মূলকথা : বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে যুক্ত করে।

গ. ২য় বন্ধ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী ছিল। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। প্রার্থনা হলো কিছু চাওয়া, মিন করা, ভিক্ষা করা, কোনো কিছুর জন্য আকুতি-মিনতি করা। আর আমরা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছুই চেয়ে থাকি। উদ্দীপকের ২য় বনধু ধার্মিক। সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বক্ষমত অধিকারী। এজন্য সে প্রতিদিন পড়াশোনা করার আগে বাইবেল পাঠ করে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বরই আমাদে প্রকৃত খাদ্য, যিনি আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। প্রার্থনার ম দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করি, তার সাথে এক হই এবং তার জীবনকে উপলব্ধি করি।

সুতরাং উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে, উদ্দীপকের ২য় বন্ধু এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী; যিনি যীশুরূপে মানুষ মানবতার সেবা করেছেন।

মূলকথা : ২য় বন্ধু ঈশ্বর শক্তির উপর বিশ্বাসী।

ঘ. ১ম বন্ধু প্রার্থনাবিহীন জীবনের সাথে যুক্ত। ২য় বন্ধু ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। প্রার্থনা হলো ঈশ্বে সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করা এবং বাস্তবজীবনে তার প্রকাশ তুলে ধরা। ১ম বন্ধু প্রার্থনার গুণাগ সম্পর্কে অবগত নয়। ২য় বন্ধু জানে, প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করা বা তার উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা। প্রার্থনা জীবন ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা ২য় বন্ধুকে ঈশ্বরের জীবনের সাথে যু করে। ১ম বন্ধুর জীবন প্রার্থনাবিহীন জীবন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন জীবন মৃত ও নিষ্প্রাণ। ১ম বন্ধু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ন তাঁকে ডাকে না তার কাছে প্রার্থনা করে না। তাই ১ম বন্ধু হতাশা-নিরাশায় ভোগে। ২য় বন্ধুর জীবন সুন্দর ও পবিত্র।

সুতরাং বলা যায়, ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত খাদ্য, যিনি আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

মূলকথা : প্রার্থনাবিহীন জীবন হতাশাপূর্ণ।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। রিয়াদের বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনা হয়। তাদের পরিবারে প্রার্থনা সম্পর্কে সবাই সচেতন। একদিন রিয়াদের বা প্রার্থনার সময় বাইবেলের এ অংশটি বেছে নিলেন, "মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে না, বরং ঈশ্বরের বাণী খাদ্যরূ গ্রহণ করেই সে বেঁচে থাকতে পারে।" (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. প্রার্থনাকে জীবনের কী বলা হয়?

খ. অনুতাপমূলক প্রার্থনা বলতে কী বোঝায়?

গ. রিয়াদের পরিবারে প্রার্থনা কোন ধরনের প্রার্থনার ইঙ্গিতবহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রিয়াদের পরিবারে প্রার্থনা সচেতনতা যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ।"- মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর:

ক. চালিকাশক্তি।

খ. অনুতাপমূলক প্রার্থনা বলতে বোঝায়–

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই দুর্বল, ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমাদের নানা ভুল হয়ে থাকে। ঈশ্বরের সাথে ও অ মানুষের সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষা করতে অনেক সময় আমরা ব্যর্থ হই। পরবর্তীতে আমাদের নানা ভুলের জ আমরা অনুতপ্ত হই ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুশোচনাবোধ করি। সামসংগীত ৫১ একটি অনুতাপমূলক আদর্শ প্রার্থনা।

মূলকথা : ভুলের ক্ষমা প্রার্থনা।

গ. রিয়াদের পরিবারের প্রার্থনা হলো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনার ইঙ্গিত। এর ব্যাখ্যা হলো–

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করা এবং বাস্তব জীবনে তার প্রকাশ তুলে ধরা। অন্যকথায় বলা যেতে পারে, প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করা বা তার উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা, অর্থাৎ প্রার্থনা ঈশ্বরের সাথে এক প্রেমময় সম্পর্কের ব্যাপার, যা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রিয় সন্তান, প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে আমাদের প্রেমের সম্পক গভীর করি; আর তার সাথে আমাদের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রার্থনায় আমরা তাঁর প্রতি প্রশংসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা জ্ঞাপন করি।

রিয়াদের পরিবার ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করে। আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে থাকি। যেমন : রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাস করে, ভালো চাকরি পেয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকি ও আনন্দে গান করি।

প্রার্থনার জীবন ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না, প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি; বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। প্রার্থনা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে। প্রার্থনাশীল জীবন মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় এবং একেকজনকে সাধু-সাধ্বীর ন্যায় হতে সাহায্য করে।

মূলকথা : ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

ঘ. "রিয়াদের পরিবারে প্রার্থনা সচেতনতা যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ।" উক্তিটি সম্পর্কে মতামতের পক্ষে যুক্ত হলো–

* প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হই ও তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হই। ঈশ্বর সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু আমরা তা সবসময় উপলব্ধি করি না; এটি যেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। যেমন আমরা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, তাই প্রতিনিয়ত আমরা বাতাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে চলছি। আমরা সবসময় এ বিষয়ে সচেতন থাকি না। বরং আমরা অবচেতন মনেই এ অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু গ্রহণ করছি। যখন একটু সচেতন হই, মাত্র তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ অক্সিজেন শ্বাসের সাথে গ্রহণ না করলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে নির্ঘাত মারা যাবো।
* আমরাও ঐশ জীবনের মধ্যে ডুবে আছি, তাঁর জীবনজল পান করে বেঁচে আছি। কিন্তু আমরা তা সবসময় উপলব্ধি করি না। যখন আমরা শান্ত মন নিয়ে নিরবে বসি এবং প্রার্থনায় প্রবেশ করি, তখন আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, আমরা তাঁর প্রেমময় উপস্থিতির মধ্যে রয়েছি। ঈশ্বর যেন অসীম এক জীবনসমুদ্র, আর আমরা ধনী-গরিব, পাপী-ধার্মিক সবাই তার জীবনজল পান করে চলেছি, আর বেঁচে রয়েছি; এ জীবনসমুদ্রেই আমাদের জীবন, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই আমাদের জীবন।
* জলের বাইরে যেমন মাছ বাঁচতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বর ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করি, তার সাক্ষাতে উপস্থিত হই, তাঁর প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতা উপলব্ধি করি, যে ব্যক্তি প্রার্থনায় ও ধ্যানে যত বেশি তার উপস্থিতি উপলব্ধি করে, সে তত বেশি তার পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করে।
* প্রার্থনা আমাদের আত্মার খাদ্য ও পানীয়, তা আমাদের প্রাণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটায় এবং প্রার্থনা আমাদের প্রাণে আনে পরম প্রশান্তি ও হৃদয়ে জাগায় আনন্দ। আর এ শান্তি ও আনন্দ আসে স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাছ থেকে। প্রার্থনাই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়; প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে দেখি ও তার বাণী শুনি।

মূলকথা : প্রার্থনা সচেতনতা ঈশ্বরের উপস্থিতির বহিঃপ্রকাশ।

দশম অধ্যায় — অসুস্থ বিশ্বের নিরাময়

Part-1 : Heading (শিরোনাম) সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

অসুস্থতা কোনো মানুষের জন্য কাম্য নয়, তবু তা মানুষের জীবনে এসে থাকে। আমাদের জীবনে অসুস্থতা কখনো সামান্য, কখনো বড় আকারের, আবার কখনো কারও জীবনে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এমনকি তা কারও জীবনে মৃত্যুও ডেকে আনে। অসুস্থতা আমাদের জীবনের আনন্দ, শান্তি ও মনের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়; এর ফলে নিরানন্দ ভাব, বিরক্তি, অধৈর্য, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ ও গুরুতর অসুস্থতা জীবনে চরম হতাশা ও নিরাশার জন্ম দেয়। অসুস্থতা মানবজীবনের একাগ্রতা নষ্ট করে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। তাই সব মানুষই চায় তার অসুস্থতা থেকে নিরাময় বা পূর্ণ সুস্থতা, অসুস্থতার দ্বারা সৃষ্ট নিরানন্দ ও বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে মুক্তি। কেননা সুস্থ জীবনই হলো সুখী-সুন্দর, আনন্দময় ও শান্তিময় জীবন।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা?

⇒ পাপের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
⇒ পাপের ফলে বিশ্বের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
⇒ খ্রিষ্টের নিরাময়কারী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবে।
⇒ পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
⇒ পাপ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ হবে।
⇒ পুনর্মিলন সাক্রামেন্তে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ মন্দতা, ◈ দশ আজ্ঞা, ◈ ঐশতত্ত্ববিদ, ◈ নোয়া, ◈ অপরাধবোধ, ◈ বিভীষিকা, ◈ পুণ্যের কাজ, ◈ যুদ্ধবিধ্বস্ত, ◈ আণবিক বোমা, ◈ সাক্রামে।

Part-2 : Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা

এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন। তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। অসুস্যতা মানবজীবনের কী নষ্ট করে?
ⓚ নিঃসঙ্গতা ⓛ একাগ্রতা
ⓜ সহভাগিতা ⓝ আন্তরিকতা — ⓚ

২। মানুষ সব সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে
i. পাপের কারণে
ii. দুর্বলতার কারণে
iii. সহিংসতার কারণে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii — ⓛ

❖ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিম ও জেরী একসঙ্গে খেলা করার সময় একটি ঘড়ি দেখতে পেল। জিম। ঘড়িটি দেখে তাড়াতাড়ি তার পকেটে ঢুকালো। জেরী বলল, অন্যের জিনিস নেওয়া ঠিক নয়। ওটা তুমি রেখে দাও।'

৩। জেরী কী ধরনের পাপ থেকে জিমকে বিরত থাকতে বলেছে?
ⓚ চুরি করা ⓛ লোভ করা
ⓜ হিংসা করা ⓝ মিথ্যা কথা বলা — ⓚ

৪। জিমের পাপের ফলে যে অবক্ষয় হচ্ছে তা হলো?
ⓚ দৈহিক ⓛ সামাজিক
ⓜ নৈতিক ⓝ অর্থনৈতিক — ⓜ

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সাধারণ নির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

জ্ঞানমূলক

৫। সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য সর্বপ্রথম কী প্রয়োজন?
ক অর্থ খ মর্যাদা
গ সুস্থতা ঘ সম্মান গ

৬। পাপের অপর নাম কী?
ক অবক্ষয় খ ধ্বংস
গ ভাবনাথ ঘ অসুস্থতা ঘ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য ; অসুস্থতা মানুষের জীবনের আনন্দ, শান্তি ও মনের একাগ্রতা নষ্ট করে।

৭। পাপের ফলে মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন দেখা দিল?
ক সবকিছু কলঙ্কিত হলো খ সবকিছু সুন্দর হলো
গ সবকিছু পরিপূর্ণ হলো ঘ সবকিছু বদলে গেল ক

৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে সাহায্য করেছিল কী ধরনের সংস্থা?
ক বিদেশি সংস্থা খ দেশীয় মুক্তিযোদ্ধা
গ বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঘ দেশীয় সংস্থা গ

৯। মুক্তিযুদ্ধের ফলে এদেশে চরম আকারে কী দেখা দিল?
ক সুখ-শান্তি খ চরম দারিদ্র্য
গ অগ্রগতি ঘ উন্নয়ন খ

১০। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কী ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করে?
ক দুঃখ-কষ্ট খ ভীতি ১ম
গ উদ্যমতা ঘ সাহসিকতা ক

১১। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিটামাটিছাড়া শরণার্থীর সংখ্যা কত ছিল?
ক দুই কোটি খ দেড় কোটি
গ এক কোটি ঘ পনেরো হাজার খ

১২। ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্ন পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য কী?
ক জনসংখ্যা কম। খ কারাবন্দী মানুষ
গ শ্রেণিবৈষম্য নেই। ঘ বিষন্ন মানুষ খ

১৩। বিশ্বের শতকরা কতজন মানুষ দরিদ্র?
ক ৭০ জন খ ৬৫ জন
গ ৮০ জন ঘ ৯০ জন গ

১৪। ক্ষতবিক্ষত বিশ্বে আমরা ধনী দেশগুলোর কী ধরনের ব্যবসায়। দেখতে পাই?
ক তৈল অবরোধ খ অস্ত্র ব্যবসায়
গ পোশাক শিল্প ঘ নারী পাচার খ

১৫। ক্ষতবিক্ষত বিশ্বের মন্দ প্রভাব থেকে কী মুক্ত নয়?
ক জীব খ সমাজ
গ প্রকৃতি ঘ জড় ও জগৎ খ

১৬। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণে কয়টি ধর্মীয় কি বিধান রয়েছে?
ক ৬১১টি খ ৬১২টি
গ ৬১৩টি ঘ ৬১৪টি গ

১৭। দশ আজ্ঞা অনুসারে মন্দ বা খারাপ কিছু করাকে কী বলে?
ক ধ্বংস খ পাপ
গ অসুস্থতা ঘ ব্যাধি খ

১৮। "অন্যকে, বিশেষভাবে তুচ্ছ-অবহেলিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা রই প্রকাশ করা হলো পুণ্যের কাজ।" কথাটি কে বলেছেন?
ক লুক খ মথি
গ হেয়রিং ঘ পিতর খ

১৯। "ভালোবাসার সম্পর্ককে দুর্বল করে দেওয়া বা নষ্ট করে দেওয়াই। তা হলো পাপ।" কথাটি কে বলেছেন?
ক মথি খ লুক
গ বি. হেয়রিং ঘ ডি. এস. আমালোরোভাদাস ঘ

২০। "পাপ হলো নিজের কাছ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, নিজের এ মান-মর্যাদা নষ্ট করা।"- কথাটি কে বলেছেন?
ক হেয়ারিং খ লুক
গ মার্ক ঘ মথি ক

২১। 'আমিত্ব ভাব' কী?
ক বিচ্ছিন্নতা খ পাপ
গ মন্দতা ঘ হতাশা খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : স্বার্থপরতা, অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে অস্বীকার করা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পাপ।

২২। ঈশ্বরের আদেশ কে অমান্য করেন?
ক হেয়ারিং খ ইস্রায়েল
গ আদম ঘ পিতর গ

২৩। কখন ঈশ্বর মহা জলপ্লাবন দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করেন?
ক যুদ্ধের সময় খ পূজার সময়
গ বন্যার সময় ঘ নোয়ার সময় ঘ

২৪। কে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে?
ক মুসা খ হবা
গ আদম ঘ ইস্রায়েল ঘ

২৫। কী মানেই পাপ?।
ক যুদ্ধ খ ক্ষমতা
গ ঝগড়া ঘ বিবেক ক

২৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কতজন লোক মারা যায়?
ক এক কোটি লোক খ দুই কোটি লোক
গ দেড় কোটি লোক ঘ আড়াই কোটি লোক গ

২৭। কোন শহরে আণবিক বোমা আঘাতহানে?
ক আমেরিকায় খ হিরোশিমা-নাগাসাকিতে
গ ভেনিজুয়েলায় ঘ ইরাকে খ

২৮। সারা পৃথিবীতে ধনী লোকের সংখ্যা শতকরা কত?
ক শতকরা ৫ জন খ শতকরা ৮ জন
গ শতকরা ৬ জন। ঘ শতকরা ১০ জন ঘ

২৯। কখন অপরাধবোধ জাগ্রত হয়?
ক যখন মানুষ পাপ করে
খ যখন মানুষ পড়াশোনা করে
গ যখন ঈশ্বরের সেবা করে
ঘ যখন আদম-হবা স্বর্গ ত্যাগ করে ক

৩০। মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?
ক) সমাজসেবা করা খ) ঈশ্বরের ভালোবাসা
গ) ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘ) বিবেককে হত্যা করা গ

৩১। ত্রাণকর্তা কে?
ক) ঈশ্বর খ) যীশু
গ) আদম ঘ) পিতর খ

৩২। মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পৃথিবীতে যীশু আগমন করেন। কথাটি কে বলেছেন?
ক) পিতর খ) যোহন
গ) আদম ঘ) হিয়ারিং খ

৩৩। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী কে?
ক) আদম খ) ইস্রায়েল
গ) আব্রাহাম ঘ) যীশু ঘ

৩৪। যীশুর কর্মধারা কয়টি?
ক) ৩টি খ) ২টি
গ) ৪টি ঘ) ১টি ক

৩৫। কোনটি মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়?
ক) পাপ খ) বিপর্যয়
গ) অসুস্থতা ঘ) হতাশা গ

৩৬। 'সংস্কার' কথাটির অর্থ কী?
ক) এড়িয়ে চলা। খ) মেরামত করা
গ) বিশ্বস্ত হওয়া ঘ) পুনঃস্থাপন করা খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি।

৩৭। খ্রিষ্টযাগ কী?
ক) এড়িয়ে চলা খ) পুনর্মিলন
গ) সংস্কার করা ঘ) প্রভুর ভোজ খ

অনুধাবনমূলক

৩৮। পাপ বলতে কী বোঝায়?
ক) মূল্যবোধের অবক্ষয়। খ) বাহ্যিক অসুস্থতা
গ) নৈতিকতা সাধন। ঘ) চরম হতাশা ক

৩৯। পৃথিবীর সবকিছু কলঙ্কিত হওয়ার কারণ কোনটি?
ক) হতাশা খ) পাপ
গ) দরিদ্রতা ঘ) রাজনীতি খ

৪০। ১৯৭১ সালে একজন বিদেশি কেন বাংলাদেশে আসেন?
ক) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার জন্য
খ) প্রকৃতি দেখার জন্য
গ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য
ঘ) চিকিৎসাসেবা তৈরির জন্য ক

৪১। কেন গ্রামে নলকূপ স্থাপন করলেন?
ক) বাড়ি তৈরির জন্য। খ) সেবার জন্য
গ) পানীয় জলের জন্য ঘ) সুস্থতার জন্য গ

৪২। দরিদ্রতার কারণ কোনটি?
ক) শ্রেণিবৈষম্য। খ) ক্ষমতালিপ্সা
গ) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘ) অন্যায়-অবিচার গ

৪৩। কীভাবে ঈশ্ব ভালোবাসতে হয়?
ক) মন দিয়ে খ) শক্তি দিয়ে
গ) সাধনা দিয়ে ঘ) কাজ দিয়ে

৪৪। ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন?
ক) বহুরূপ খ) বিচিত্র
গ) নিরাকার ঘ) অভিন্ন

৪৫। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কোন গুণটি দিয়েছেন?
ক) সুস্থ বিবে খ) ঈশ্বরের আদেশ
গ) অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ঘ) ভালোবাসা

৪৬। আদম ও হবা কেন স্বর্গীয় সুখের উদ্যান থেকে বিতা হয়েছিলেন?
ক) ঈশ্বরের আদেশে খ) পাপের কারণে
গ) পিতামাতার আদেশে ঘ) নিজেদের ইচ্ছায়

৪৭। নোয়ার সময় ঈশ্বর পাপী মানুষকে কীভাবে ধ্বংস করলে
ক) জলবন দিয়ে। খ) খরার মাধ্যমে
গ) খাদ্যাভাবের মাধ্যমে ঘ) যুদ্ধের মাধ্যমে

৪৮। ইস্রায়েল জাতি শত্রুদের হাতে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তা দাসত্ব করার কারণ কী?
ক) ঈশ্বরের আরাধনা খ) ঈশ্বরের ভক্তি
গ) ঈশ্বরকে পরিত্যাগ ঘ) মানুষের ভালোবাসা

৪৯। যুদ্ধে সংঘটিত হওয়ার পেছনে কোনটি কাজ করে?
ক) পাপ খ) পুণ্য
গ) ইচ্ছা ঘ) লোভ

৫০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি শ মানুষের করুণ পরিণতির কারণ কোনটি?
ক) আণবিক বোমা খ) মারণাস্ত্রের প্রভাব
গ) সেনাবাহিনীর আক্রমণ ঘ) দুর্ভিক্ষের ফল

৫১। আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেন মারাত্মক আকার করেছে?
ক) পাপময় অবস্থায় খ) মানুষের অসচেতনত
গ) মানুষের সচেতনতায়। ঘ) ঈশ্বরের আদেশে

৫২। মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কেমন হওয়া উচিত?
ক) স্বর্গীয় উদ্যান। খ) ঈশ্বরে আরাধনা
গ) ঈশ্বরে মিলন। ঘ) ঈশ্বরে ভক্তি

৫৩। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে কেন পৃথিবীতে পাঠালেন?
ক) নিজস্ব প্রয়োজনে খ) মানুষের ত্রাণকর্তারূ
গ) মন্দতা দূরীকরণে ঘ) শাশ্বত জীবনযাপনে

৫৪। যীশু এ জগতে কেন এসেছেন?
ক) মানুষ ও ঈশ্বরের পুনর্মিলনের জন্য
খ) মানুষকে পাপময় জীবনে উৎসাহিত করতে
গ) মানুষকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ করাতে
ঘ) পাপ ও পুণ্যের ব্যবধান বোঝাতে

৫৫। যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর শক্তি মানুষের জীবনে কীরূপ ফেলেছিল?
ক) পাপের শক্তিকে পরাজিত করেছেন
খ) জীবন পূর্ণ করেছেন
গ) ইহুদিদের পরাজিত করেছেন
ঘ) জীবনের আনন্দ কমিয়েছেন

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মানুষের পাপের অন্ধকারে যীশু আসেন মানুষের জীবন আলোকিত করতে

৫৬। কীরূপ সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি?
ⓚ পবিত্র খ্রিষ্টযাগ ⓖ রোগীলেপন
ⓖ অনুতাপ ও পুনর্মিলন ⓘ শান্তিময় ⓖ

৫৭। আমরা অসুস্থতা থেকে নিরাময় লাভ করি কোন ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে।
ⓚ অনুতাপ ও পুনর্মিলন ⓖ রোগীলেপন
ⓖ পবিত্র খ্রিষ্টযাগ ⓘ আধ্যাত্মিকতা ⓖ

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৫৮। তিশার মতে, মানুষ ও পৃথিবীর যেকোনো ধরনের ধ্বংসসাধনই হলো পাপ। প্রকৃতপক্ষে পাপের কারণ কী?
ⓚ নৈতিক অবক্ষয়। ⓖ মূল্যবোধের অবস্থা
ⓖ সামাজিক অবস্থা ⓘ সমাজের অবনতি ⓚ

৫৯। যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধা রফিকের দারিদ্র্য ও দুঃখ বেড়ে যাওয়া কোন অবস্থা প্রকাশ করে?
ⓚ যুদ্ধের বিভীষিকার ফল ⓖ যুদ্ধের উৎসাহ-উদ্দীপনা
ⓖ যুদ্ধপরবর্তী মুক্তি ⓘ যুদ্ধকালীন অবস্থা ⓚ

৬০। ক্ষতবিক্ষত বিশ্বের বর্তমান কোনরূপটি আমরা দেখতে পাই?
ⓚ জনসংখ্যার ক্ষয়ক্ষতি ⓖ শ্রেণিবৈষম্য নয়
ⓖ দারিদ্র্য কম ⓘ জনরোষ ⓚ

৬১। মারিয়া মনে করে, পবিত্র বাইবেলের ধর্মীয় বিধান ভঙ্গ করলেই পাপ হয়। মারিয়ার মতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কীরূপ?
ⓚ যীশুর আজ্ঞার ⓖ মানুষের মতামত
ⓖ ইহুদিদের মতামত ⓘ আদম ও হবার মতামত ⓖ

৬২। সপ্তর্ষির মতে, ইস্রায়েল জাতির দাসত্বরণে তাদের কর্মই দায়ী। সপ্তর্ষির মতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন গ্রন্থের?
ⓚ পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তক
ⓖ পবিত্র বাইবেলের দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থ
ⓖ মঙ্গলসমাচার গ্রন্থ
ⓘ বিবেকের বাণী গ্রন্থ ⓖ

৬৩। রেহান মনে করে, যুদ্ধ মানেই পাপ। যুদ্ধের ফলে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে?
ⓚ মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু ⓖ ধনসম্পদের লোভ হয়
ⓖ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ কমে ⓘ শান্তি ফিরে আসে ⓚ

৬৪। যুবাইরার মতে, ঈশ্বর কখনো পাপী মানুষকে সাহায্য করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সর্বদাই কী?
ⓚ প্রেমময় ⓖ কঠোর
ⓖ ক্ষমাহীন ⓘ অনন্ত ⓚ

৬৫। তাহেরা মনে করেন, যীশু হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর মানুষকে সাহায্য করেন কোন মাধ্যমে?
ⓚ ঈশ্বরে আরাধনা ⓖ ঈশ্বরে ভক্তি
ⓖ ঈশ্বরে পুনর্মিলন ⓘ ঈশ্বরে সেবা ⓖ

৬৬। শান্তা বলেন, যীশু তাঁর পুনর্মিলন ক্ষমতা শিষ্যদের সাথে সহভাগিতা করেছেন। শান্তার মতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ লুকের অভিমত ⓖ যীশুর অভিমত
ⓖ মথির অভিমত ⓘ জর্জের অভিমত ⓖ

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৬৭। "ঈশ্বর পরম সুর।"- এ উক্তি দ্বারা কী? নিরূপণ করা হয়েছে।
ⓚ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সৌন্দর্য
ⓖ ঈশ্বরের সৃষ্টির সৌন্দর্য
ⓖ ঈশ্বরের আকারের সৌন্দর্য
ⓘ ঈশ্বরের রূপের অবস্থা ⓖ

৬৮। "যুদ্ধ মানুষকে যা দেয় তার চেয়ে বেশি কেড়ে নেয়।" উক্তিটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কোনটি?
ⓚ যুদ্ধের ভয়াবহতা ⓖ যুদ্ধের বিভীষিকার ফল
ⓖ যুদ্ধের উৎসাহ-উদ্দীপনা ⓘ যুদ্ধের অবস্থা ⓚ

৬৯। "ক্ষতবিক্ষত বিশ্বে অন্যায়-অত্যাচার যেন ঘিরে রয়েছে।" উক্তিটির তাৎপর্য কী?
ⓚ যুদ্ধের ভয়াবহতা ⓖ যুদ্ধের বিভীষিকার ফল
ⓖ যুদ্ধের উৎসাহ-উদ্দীপনা ⓘ পাপের অভিশাপ ⓘ

৭০। "ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় আদম ও হবা স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।" উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পায় কী?
ⓚ ঈশ্বরের শক্তি ⓖ ভালোবাসার শক্তি
ⓖ পাপের ফল ⓘ ঈশ্বরের ইচ্ছা ⓖ

৭১। "যুদ্ধ মানেই পাপ।" উক্তিটির যৌক্তিক কারণ হলো কোনটি?
ⓚ যুদ্ধ জীবনে শান্তিদান করে
ⓖ যুদ্ধ জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে
ⓖ যুদ্ধ জীবনে মুক্তিদান করে
ⓘ যুদ্ধ জীবনে আনন্দদান করে ⓖ

৭২। "প্রেমময় ঈশ্বর সর্বদাই মানুষের পাশে রয়েছেন।" উক্তিটির তাৎপর্য।
ⓚ ঈশ্বর পাপীদের উদ্ধার করেন
ⓖ ঈশ্বর পাপীদের শাস্তি দেন
ⓖ ঈশ্বর পাপীদের সাহায্য করেন
ⓘ ঈশ্বর পাপীদের পক্ষে ⓖ

৭৩। "যীশু হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কোনটি?
ⓚ যীশু মানুষকে ঈশ্বরে পুনর্মিলনে সাহায্য করেন
ⓖ মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন না
ⓖ মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনদানে সাহায্য করেন না
ⓘ মানুষকে যীশু পরামর্শ দেন

৭৪। "পাপ স্বীকারের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপের ক্ষমা লাভ করে।" উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে কোনটি?
ⓚ অনন্যপি পুনর্মিলন সংস্কার
ⓖ রোগীলেপন সংস্কার
ⓖ পবিত্রখ্রিষ্টযাগ ⓘ পবিত্র হয়

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ঈশ্বর ও মানুষের মিলন হলো মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

Part-3: Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা

এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না। কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ।১। পাপ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : পাপ বা মন্দতা হলো ঈশ্বর এবং অপরের সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা, নষ্ট করা বা ভেঙে ফেলা। পুরাতন নিয়মের বিধান অনুসারে মন্দ কাজ করা, যীশুর বিধান অনুসারে ভালো না করা, কারও সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই পাপ। অর্থাৎ ভালো কাজ না করাই হলো পাপ।

প্রশ্ন ।২। পাপের ফলে বিশ্ব কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : পাপ হলো নিজ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, নিজের মানমর্যাদা নষ্ট করা, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে হতাশা প্রকাশ করা। বর্তমান বিশ্বের পাপময় চিত্র ভয়াবহ। কারও কারও পাপের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের কারণে বিশ্বমন্দা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বের মুষ্টিমেয় ধনী লোকের লাগামহীন লিপ্সার কারণে কোটি কোটি লোক সর্বহারা হচ্ছে, গরিব মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে।

প্রশ্ন ।৩। পাপের পরিণতি কী হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : পাপের পরিণতি শাস্তি। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করার ফলে আদম ও হবা শাস্তি পেয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় সুখের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আবার নোয়ার সময় মানুষ যখন পাপ কাজে নিয়োজিত হলো, তখন ঈশ্বর মহাপ্লাবন দিয়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করলেন। উক্ত উদাহরণগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাপের ধ্বংস অনিবার্য।

প্রশ্ন ।৪। পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে কীভাবে?

উত্তর : দশ আজ্ঞার যেকোনো একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করাই পাপ। পাপ থেকে বিরত থাকা যায় নরহত্যা না করে, চুরি না করে, মিথ্যা কথা না বলে। অর্থাৎ নেতিবাচক মনোভাবকে ইতিবাচক মনে করলেই পাপ থেকে বিরত থাকা যায়।

প্রশ্ন ।৫। আমাদের দুর্বলতায় ঈশ্বর কীভাবে আমাদের শক্তি দেন?

উত্তর : ঈশ্বরের সাথে মিলন হলো মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পাপ করার ফলে মানুষ সেই অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। ঈশ্বর তার মহান ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পাপ থেকে সরিয়ে আনেন। পাপীদের ঈশ্বর নিজেই খুঁজে বেড়ান এবং তাদের জীবন ও বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে পৃথিবীতে পাঠান। ত্রাণকর্তারূপে ঈশ্বর তার পুত্র যীশুকে পাঠালেন। যীশু পাপের শক্তিকে নির্মূল করেন। মানুষের পাপের অন্ধকারে যীশু আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে আসেন।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। সাইমন খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পিতার রেখে যাওয়া পৈত্রিক ভিটা ছাড়া তার আর কিছুই নেই। পাশের বাড়ির জমিদার রঞ্জন বাবুর কাছ থেকে জমি চাষ করার জন্য টাকা ধার নেয় সে। কিন্তু তার অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে রঞ্জন বাবু টিপসই নিয়ে সে পৈত্রিক ভিটাটুকুও নিয়ে যান। সাইমন তা বুঝতে পারে না। একদিন জমিদার এসে তাকে বলেন, "তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। এটা আমার বাড়ি। সাইমন বলে, আমার বাড়ি ছাড়ব কেন? জমিদার উত্তর দেন, "এই যে কাগজে লেখা ও তোমার টিপসই। তুমিই এটা লিখে দিয়েছ।' সাইমনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল টাকা ধার নেওয়ার কথা।

ক. পাপ কী? ১

খ. নিরাময়কারী যীশু এ জগতে এসেছেন কেন? ২

গ. রঞ্জন বাবুর কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পায়? ৩

ঘ. রঞ্জন বাবুর কাজের পরিণতি কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. ঈশ্বর ও অপরের সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা, নষ্ট করা বা ভেঙে ফেলাই হলো পাপ।

খ. যীশু হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ। তিনি এ জগতে ঈশ্বরের সাথে মানুষকে পুনর্মিলিত করতে এসেছেন। মানুষকে তার ভগ্ন দৈন্যদশা থেকে সুস্থ করে তুলে সমগ্র মানবজাতি ও সৃষ্টির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে। তিনি নিরাময়করণের মধ্যে দুর্বল ও পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথা প্রচার করেন।
মূলকথা : ঈশ্বরের সাথে জগতের পুনর্মিলন ঘটানো।

গ. মানুষ ও পৃথিবীর আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় বা ধ্বংসই হলো পাপ। পাপের ফলে মানুষ ও বিশ্বের সবকিছু কলঙ্কিত হয়।
উদ্দীপকে রঞ্জন বাবুর কাজের মাধ্যমে পাপের চিত্র ভেসে ওঠে। তিনি কতিপয় ধনী লোকের একজন। তার লাগামহীন সম্পত্তির লিপ্সার কারণে সাইমন সর্বহারা হচ্ছে। রঞ্জন বাবুর এমন আচরণের মধ্যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধনী লোকের প্রতিচ্ছবি

পরিলক্ষিত হয়। তাদের অর্থলিপ্সার কারণে কোটি কোটি লোক সর্বহারা হচ্ছে ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অগণিত মানুষ শহরের বস্তিতে, রাস্তার ফুটপাতে অমানবিক জীবনযাপন করছে। গরিব মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলছে। দারিদ্রের ছোবলে আক্রান্ত হচ্ছে। লাখ লাখ পরিবার। শক্তিশালী ও ধনীদের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে অগণিত মানুষ।

তাই রঞ্জন বাবুর কাজটি অনৈতিক। আর অনৈতিক কাজ মানেই পাপ।

মূলকথা : রঞ্জন বাবুর কাজের মাধ্যমে পাপ প্রকাশ পায়।

ঘ. উদ্দীপকে রঞ্জন বাবু অনৈতিকভাবে মানুষের সম্পত্তি নিজের করে নিচ্ছেন। তার এমন আচরণ মূল্যবোধের অবক্ষয়। আর মূল্যবোধের অবক্ষয় বা ধ্বংসসাধনই হলো পাপ। যার অপর নাম মন্দতা।

রঞ্জন বাবুর পাপের পরিণতি কী হতে পারে, তা পবিত্র বাইবেলের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

বাইবেলের আদিপুস্তক তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা আছে যে, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করার ফলে আদম ও হবা শাস্তি পেয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় সুখের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। নোয়ার সময় মানুষ যখন মন্দ কাজে নিয়োজিত হলো, তখন ঈশ্বর মহা জলপ্লাবন দিয়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করলেন। পবিত্র বাইবেলের দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতি যখন একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অন্য জাতির দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করল, তখন তারা শত্রুদের থেকে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাদের দাসত্ব করল।

এখানে আমরা পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলোকন করে বুঝতে পারি মানুষ তাদের পাপের শাস্তি পায়। রঞ্জন বাবুর কাজের পরিণতিও এর চেয়ে ব্যতিক্রম নয়।

মূলকথা : রঞ্জন বাবুর কাজের পরিণতি ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি।

প্রশ্ন-২। দীনা মেধাবী তবে চল প্রকৃতির। তার চলতায় ছলনা রয়েছে। দুষ্টামির ছলে মিথ্যা কথা বলে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে। এমনকি ফাদারের নামে মিথ্যা কথা বলে। সহপাঠীরা ফাদারের কাছে সব কথা বলে এবং মণ্ডলীর সদস্যপদ বাতিল করার আবেদন করে। ফাদার দীনাকে কাছে নিয়ে মাথায় হাত রেখে অনেক বোঝান, ঈশ্বরের বাণী শোনান, ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথা বলেন। পরামর্শ দেন, প্রার্থনা কর যেন যীশু তোমাকে বোঝার শক্তি দেন। ফাদার তাকে ক্ষমা করে নতুন জীবনের সন্ধান দেখান।

ক. বাংলায় সংস্কার' কথাটির অর্থ কী? ১

খ. খ্রিষ্টযাগ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. কার অনুপ্রেরণায় ফাদার দীনাকে কাছে টেনে নিয়েছেন? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. ফাদারের অনুপ্রেরণায় দীনা শাশ্বত জীবন পেয়েছে বলে কি তুমি মনে কর? মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. বাংলায় সংস্কার' কথাটির অর্থ হলো মেরামত করা বা সংশোধন করা।

খ. পবিত্র খ্রিষ্টযাগ বলতে বোঝায় প্রভর ভোজ। খ্রিষ্টযাগের মধ্য দিয়ে যীশু নিজেকে আমাদের জীবনের পরম খাদ্যরূপে দান করেছেন। আমরা যেন দেহ, মন, আত্মায় পূর্ণ সুস্থ-সবল ও সতেজ থাকি। খ্রিষ্টযাগ ও তার স্থাপিত মণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি তার বাক্য, দেহ ও রক্ত দিয়ে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটান এবং তাদের নতুন জীবন দান করেন।

মূলকথা : খ্রিষ্টযাগ বলতে বোঝায় প্রভুর ভোজ।

গ. মহান ঈশ্বর কখনো পাপী ব্যক্তিদের দূরে ঠেলে দেন না। পবিত্র বাইবেল আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, পাপী ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন।

ঈশ্বরের মহিমা ফাদারের মধ্যে কাজ করে। ফাদার পাপীদের জীবন ও বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি পাপ কাজ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের বাণী শোনান, ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথা বলেন। যীশুখ্রিষ্ট নিজে সব মন্দতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং তার ক্রুশীয় মৃত্যুর শক্তিতে পাপের শক্তিকে পরাজিত করেছেন। অসুস্থদের সুস্থ করে যীশু প্রকাশ করেছেন যে, তিনি দেহ-মন-আত্মার মানুষকে সুস্থ করতে চান। তাই যীশু বলেন, "আমি এসেছি, যাতে মানুষ জীবন লাভ করে এবং পরিপূর্ণভাবেই তা লাভ করে।"

তাই যীশুখ্রিষ্টের অনুপ্রেরণায় ফাদার দীনাকে কাছে টেনে নেন।

মূলকথা : যীশুখ্রিষ্টের অনুপ্রেরণায় ফাদার দীনাকে কাছে টেনে নিয়েছেন।

ঘ. আমাদের দেহ-মন-আত্মার মলতার অবস্থা সারিয়ে তোলার জন্য প্রতিটি খ্রিষ্টমণ্ডলীতে সংস্কারীয় ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যখন পাপ করি, তখন আমাদের মধ্যে একটি অপরাধবোধ জাগ্রত হয়।

দীনা মিথ্যার আশ্রয়ে পাপ করে। সহপাঠীরা ফাদারের কাছে তার মিথ্যার কথা বলে এবং মণ্ডলীর সদস্যপদ বাতিল করার আবেদন করে। ফাদার দীনার সদস্যপদ বাতিল না করে তাকে সুস্থ জীবন লাভ করার পথ দেখান। তাকে ঈশ্বরের বাণী শোনান, ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথা বলেন। দীনা ফাদারের পরামর্শে সত্য পথে ফিরে আসে। অনুতাপ ও পাপ স্বীকারের মধ্য দিয়ে দীনা পাপের ক্ষমা লাভ করে।

মহান ঈশ্বর পাপী ও দুর্বলদের কখনও দূরে ঠেলে দেন না। উদ্দীপকে দীনার পরিবর্তন আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, পাপী মানুষকে উদ্ধার করতে করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন। যীশু পবিত্র খ্রিষ্টযাগের মধ্য দিয়ে এবং তার স্থাপিত মণ্ডলী মাধ্যমে তাঁর বাক্য, দেহ ও রক্ত দিয়ে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটান এবং পাপী, দুর্বলদের নতুন জীবনদা করেন। তাই আমি মনে করি, ফাদারের অনুপ্রেরণায় দীনা শাশ্বত জীবন পেয়েছে।

মূলকথা : ফাদারের অনুপ্রেরণায় দীনা নতুন জীবনের সন্ধান পায়।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। যোনাথন পাশের বাড়ির সাইমনের কাছ থেকে জমি চাষ করার জন্য টাকা ধার নেয়। সাইমন খুবই চালাক ও লোভী ব্যক্তি একসময় সাইমন টিপসহি নিয়ে যোনাথনের বড়ির ভিটাটুকুও নিয়ে নেয়। একদিন সাইমন যোনাথনকে ভিটাবাড়ি ছাড়তে বলে যোনাথন। প্রতিবাদ করে। সাইমন তাকে কাগজের টিপসহি দেখায়। তখন যোনাথনের মনে পড়ে গেল টাকা ধার নেওয়ার কথা। সিক বোর্ড-২০১৭]

ক. ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে আদম হবা কী শাস্তি পেয়েছিলেন?

খ. পাপের পরিণতি কী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাইমনের কাজের মধ্যে যীশুর কোন শিক্ষা বিদ্যমান। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাইমনের কাজের পরিণতি কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসেন।

খ. পৃথিবীতে নানা কারণে মানুষ পাপ করে এবং নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষকে পাপ পথে নিয়ে যায়। মানুষের পাপের ফলে পৃথিবী কলুষিত হয়। পাপের পরিণতি হয় ভয়াবহ। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করায় আদম হবা শাস্তি পেয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় সুখের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসেন নোয়ার সময় মানুষ ব্যাপক পাপ করায় ঈশ্বর মহাজলপ্লাবন দিয়ে তাদের ধ্বংস করে শাস্তি দেন।

মূলকথা : পাপের শাস্তি।

গ. উদ্দীপকের সাইমনের কাজের মধ্যে যীশুর পাপ কাজের শিক্ষা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো–

পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক; সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় বা ধ্বংসসাধনই হলো। পাপ। এ পাপের ফলে মানুষ ও পৃথিবীর সবকিছু কলঙ্কিত হলো। এ সুন্দর পৃথিবী ভগ্ন পৃথিবীতে পরিণত হলো। দশ আজ্ঞা অনুসারে মন্দ বা খারাপ যেকোনো কিছুই পাপ।

যীশুর বিধান অনুসারে পাপ বা মন্দতা হলো ঈশ্বর এবং অপরের সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা, নষ্ট করা বা ভেঙে ফেলা। অর্থাৎ ভালো কাজ না করা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই পাপ। যীশু পুরাতন নিয়মের উর্ধ্বে গিয়ে পাপ বা মন্দতা সম্পর্কে নতুন ধারণা ও শিক্ষা দিয়েছেন।

উদ্দীপকের সাইমনও পাপ কাজে জড়িত। কারণ সে প্রতিবেশী যোনাথনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার সূত্র ধরে যোনাথনের বাড়ির ভিটাসহ সব সম্পত্তি আত্মসাত করে নেয়। খুব চালাক ও লোভী ব্যক্তি সাইমন দরিদ্র যোনাথনকে ধোকা দিয়ে তার সব সম্পদ গ্রাস করে পাপ করে। নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না থাকাও পাপ।

মূলকথা : পাপের পথে সাইমন।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সাইমনের কাজের পরিণতি যা হতে পারে বলে আমি মনে করি–

* অন্যায়ভাবে যোনাথনের সম্পত্তি নিজের করে নিয়ে সাইমন পাপ করেছে। পাপের শাস্তি ভয়াবহ। স্বয়ং ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবেন।
* যেকোনো রকম পাপের জন্য আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সে অনুসারে সাইমন আইনের কাছেও অপরাধী এবং সে শাস্তি পাবে।
* পাপের পরিণতিস্বরূপ তার জীবনে অশান্তি দেখা দেবে। তার মধ্যে সর্বদা অপরাধবোধ কাজ করবে।
* পাপের কারণে ঈশ্বরের সাথে সাইমনের সম্পর্ক নষ্ট হবে এবং মানুষের সাথেও তার সম্পর্ক খারাপ হবে।
* যোনাথন সাইমনের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া মানে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া। তাই সাইমনের সমাজজীবনেও শান্তি নষ্ট হবে।
* সাইমন পাপের পরিণতিস্বরূপ ঈশ্বরের কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।
* আদি পিতামাতা যেমন পাপের পরিণতিতে স্বর্গসুখ বঞ্চিত হয় তেমনি সাইমনও পারমার্থিক ও জাগতিক সুখ লাভ থেকে বঞ্চিত
* পাপের কারণে সে নরকেও যেতে পারে। ঈশ্বর সহায় না হলে এটাই তার জন্য শাস্তি হতে পারে।

মূলকথা : পাপের পরিণতি।

প্রশ্ন-৪। অনন্ত শহরে পড়াশোনা করে। সে টেলিভিশনে সংবাদ দেখে আঁতকে ওঠে। গ্রামের বাড়ি থেকে ঘূর্ণিঝড়ের ফোন আসে। সে দ্রুত চলে আসে গ্রামে। গ্রামের যুবক-যুবতীদের নিয়ে কাজ শুরু করে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য তুলে তা বিতরণ করে এবং ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ি মেরামত করে দেয়। তারা আহতদের চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করে, নিহতদের সত্কার করে ব্যস্তভাবে সময় কাটায়। তাদের কাজ ও সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যে গ্রামটিতে একটা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দেয়। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ কে? ১
খ. খ্রিষ্টযাগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনন্ত ও তার বন্ধুদের কার্যাবলি এবং পাঠ্যপুস্তকের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. অনন্ত ও তার বন্ধুদের কাজের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. যীশু হচ্ছেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ।

খ. যীশুখ্রিষ্ট মানবজাতি ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করতে পৃথিবীতে এসেছেন। পবিত্র খ্রিষ্টযাগ অর্থ প্রভুর ভোজ। এর মধ্য দিয়ে যীশু নিজেকে আমাদের জীবনের পরম খাদ্যরূপে দান করেছেন; যেন আমরা দেহ-মন-আত্মায় পূর্ণ সুস্থ-সবল ও সজীব থাকি। পবিত্র খ্রিষ্টযাগ ও মণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর বাক্য, দেহ ও রক্ত দিয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটান এবং তাদের নতুন জীবন দান করেন।

মূলকথা : প্রভুর শেষ ভোজ।

গ. অনন্ত ও তার বন্ধুদের কার্যাবলি এবং পাঠ্যপুস্তকের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাদৃশ্য নিচে নির্ণয় করা হলো—

অনন্ত যেমন ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত তার গ্রামের বাড়িতে যুবক-যুবতীদের নিয়ে সহায়তা করতে যায়, তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর একজন বিদেশি কলেজশিক্ষক তার কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। তারা দল বেঁধে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তারা দেখতে পেলেন যুদ্ধে চরম ক্ষতিগ্রস্ত দালানকোঠা, হাসপাতাল, ভাঙা রাস্তাঘাট, আগুনে পোড়ানো গ্রামের ঘরবাড়ি, প্রায় জনশূন্য গ্রাম, মাঠ ও প্রান্তর। তারা আরও দেখতে পেলেন যুদ্ধে আহত অনেক মানুষ, অবিবাহিত মা, এতিম শিশু, সন্তানহারা মাতাপিতা ও স্বামীহারা মহিলা। দেশের সর্বত্রই যেন এক জঘন্য ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ, চারদিকে ব্যথা-বেদনা, বন্যা, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের করুণ চিত্র, যা একদল মানুষের লোভলালসা, চরম ঘৃণা ও যুদ্ধের বিভীষিকার ফল।

অনন্তদের মতো বিদেশি স্বেচ্ছাসেবীও তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারা লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট সরেজমিনে দেখতে লাগলেন; যুদ্ধে পোড়ানো বাড়িঘরগুলো নতুন করে তৈরি করতে লাগলেন, গ্রামের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র গড়ে তুললেন, পানীয় জলের জন্য গ্রামে নলকূপ স্থাপন করলেন। তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন এবং গ্রামের কৃষকদের কৃষিকাজে সাহায্য করতে শুরু করলেন।

মূলকথা : অসহায় মানুষকে সাহায্য করা।

ঘ. অনন্ত ও তার বন্ধুদের কাজের ফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের অনন্ত শহরে পড়ালেখা করে। একদিন গ্রামের বাড়ি থেকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ফোন আসে। সে দ্রুত চলে আসে গ্রামে। গ্রামের যুবক-যুবতীদের নিয়ে কাজ শুরু করে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য তুলে তা বিতরণ করে এবং ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ি মেরামত করে দেয়। তারা আহতদের চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করে এবং নিহতদের সত্কার করে এবং রাস্তাঘাট মেরামত করে। তাদের কাজ ও সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যে গ্রামটিতে একটি পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দেয়।

হতাশা ও বেদনাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আশা জেগে উঠল। জীবনযাত্রা পরিবর্তনের দৃশ্যগুলো স্পষ্টই দৃশ্যমান হলো। তাদের স্বাস্থ্যে উন্নতি হলো, পোশাক পরিধানে আরও মার্জিত হলো ও শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। ফলে দেখা গেল, অনেক ছেলেমেয়ে সুন্দর পোশাক আর স্কুলব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করল। গ্রামের সবার মুখে হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল। তাদের মন এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে উঠল।

মূলকথা : বিধ্বস্ত গ্রামের উন্নয়ন।

একাদশ অধ্যায় : বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর

Part-1: Heading [শিরোনাম]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দেহ-মন-আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে প্রত্যেক মানুষকে তিনি একটি সত্যময় বিবেক দিয়েছেন, যা হলো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর। যে ব্যক্তি তার বিবেকের লালনপালন ও সুষ্ঠু গঠনে যত বেশি যত্নবান, তার বিবেক তত বেশি সুস্থ ও পবিত্র, সে অত বেশি স্পষ্টভাবে তার অন্তরে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বিবেক হলো মানুষের অন্তরের গোপন অন্তঃস্থল এবং ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। সেখানে সে ঈশ্বরের সাথে একান্ত নীরবে-নিভৃতে বাস করে, সেখানে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। সেখানে বিবেক অতি সুন্দর করে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো প্রকাশ করে, যা ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমে পরিপূর্ণ। আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন এবং তার বাণী আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- মূল্যবোধের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নৈতিক মূল্যবোধের উৎস ও আবিষ্কারের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
- বিবেক গঠনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- পরিপক্বতায় বিকাশ লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- এইডস, ধূমপান, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এগুলো থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- মালসমাচারের মূল্যবোধসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে তা মেনে চলবে।
- মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহ অনুসারে জীবনযাপন করবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

* মূল্যবোধ, * বিবেক, * মাদকাসক্তি, * এইডস, * মঙ্গলসমাচার, * উত্তমতা, * সান্নিধ্য, * মনতুষ্টি, * পরিবর্তনশীল, * আসক্ত, * অনুধ্যান।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। আমাদের বিবেককে কী বলা যায়?
ক) আমাদের গোপন অন্তঃস্থল
খ) আমাদের অধ্যবসায়
গ) আমাদের সুপ্ত প্রতিভা
ঘ) আমাদের ধার্মিকতা — ক

২। অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মানুষ কেমন হয়?
ক) ত্যাগস্বীকার করে না
খ) অল্পতেই ভেঙে পড়ে
গ) অনন্যর মতামত গ্রাহ্য করে না
ঘ) অন্যের সমালোচনা করে — গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রমেশ খুব ধার্মিক কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তিনি বেকার। কোনো চাকরি তিনি পাচ্ছেন না। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী-সন্তানদের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন না। তার চাকরি হচ্ছে না, হচ্ছেই না। আর্থিক অনটনের কারণে তার মন খারাপ, তাই তিনি অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। স্ত্রী-সন্তানের মন পান না। অবশেষে তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে তার আচরণ পরিবর্তন করেন। তার একটি ভালো চাকরি হলো।

৩। কিসের তাড়নায় রমেশ তার আচরণ পরিবর্তন করেন?
ক) অভাবের খ) বিবেকের
গ) অনুভূতির ঘ) আবেগের — খ

৪। নিজের ভুল বুঝে ভালো পথে ফিরে না আসলে রমেশের—
i. মূল্যবোধের অবক্ষয় হতো
ii. ধার্মিকতা হ্রাস পেত
iii. সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। ঈশ্বর মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?
ক) সত্যময় বিবেক　খ) ঈশ্বরপ্রেম　গ) মানবপ্রেম　ঘ) গোপন অন্তঃস্থল　ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সত্যময় বিবেক হলো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর।

৬। বিবেক কী?
ক) ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রকাশ　খ) ঈশ্বরের নীরব কণ্ঠস্বর　গ) ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি　ঘ) ঈশ্বরের মানবপ্রেম　খ

৭। কোন জীবন মূল্যহীন?
ক) অর্থহীন　খ) মূল্যবোধহীন　গ) বিবেকহীন　ঘ) অজ্ঞ জীবন　খ

৮। কার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
ক) মূল্যবোধের　খ) প্রশংসার　গ) বিবেকের　ঘ) সমর্থনের　ক

৯। মূল্যবোধের সাথে কিসের সম্পর্ক রয়েছে?
ক) পবিত্রতার　খ) বিবেকের　গ) সততার　ঘ) সুস্থতার　খ

১০। কে মূল্যবোধের অধিকারী?
ক) বিবেকবান মানুষ　খ) বিবেকহীন মানুষ　গ) সুস্থ মানুষ　ঘ) এলিট শ্রেণি　ক

১১। সুজনের স্ত্রীর নাম কী?
ক) তেরেজা　খ) অদিতি　গ) আদ্রিতা　ঘ) হবা　ক

১২। মূল্যবোধের উৎস কয়টি?
ক) ১টি　খ) ৩টি　গ) ২টি　ঘ) ৪টি　গ

১৩। "এসো আমরা নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি।" এ কথাটি কোথায় বলা আছে।
ক) আদিপুস্তকে　খ) গির্জায়　গ) রাজাবলিতে　ঘ) মন্দিরে　ক

১৪। ঈশ্বরের রোপিত কোনটি?
ক) গভীর　খ) উত্তমতা　গ) সুন্দর　ঘ) মলিন　খ

১৫। কার ভালোবাসায় আমরা সৃষ্টি হয়েছি?
ক) বাবা-মায়ের　খ) যীশুর　গ) প্রকৃতির　ঘ) ঈশ্বরের　ঘ

১৬। কোন কারণে আমাদের মন মলিন হয়?
ক) পাপের　খ) সমাজের　গ) লোভের　ঘ) আচরণের　ক

১৭। কতভাবে মানুষের মধ্যে বহিরাগত মূল্যবোধ কাজ করে?
ক) ১ ভাবে　খ) ৩ ভাবে　গ) ২ ভাবে　ঘ) ৪ ভাবে　গ

১৮। বহিরাগত মূল্যবোধ কোনটি?
ক) পারিপার্শ্বিক সমাজ　খ) ঈশ্বরের সত্তা　গ) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি　ঘ) প্রত্যাদেশ　ক

১৯। বিবেক গঠিত হয় কতভাবে?
ক) দুভাবে　খ) তিনভাবে　গ) একভাবে　ঘ) চারভাবে　ক

২০। কে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে?
ক) সমাজ　খ) মানুষ　গ) ফাদার　ঘ) ঈশ্বর　খ

২১। সুন্দর বিবেক গঠনে সাহায্য করে।
ক) সমাজ　খ) ঈশ্বর　গ) খেলার সাথি　ঘ) পরিবার　ঘ

২২। কারা স্বাধীনভাবে কাজ করে?
ক) পরিপক্ক মানুষ　খ) সিস্টাররা　গ) ধনীরা　ঘ) ফাদাররা　ক

২৩। কোন যুদ্ধে ইহুদি নারী-পুরুষকে মারা হয়?
ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে　খ) পাক-ভারত যুদ্ধে　গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে　ঘ) সোভিয়েত যুদ্ধে　গ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ ইদি নারী। পুরুষের হত্যার জন্য আইচম্যান নায়ক ব্যক্তি দায়ী।

২৪। ইদি হত্যার সময় কুখ্যাত খুনি কে ছিল?।
ক) আদম　খ) আইচম্যান　গ) হবা　ঘ) ক্রুশ　খ

২৫। কখন মুক্তিযুদ্ধ হয়?
ক) ১৯৪৭ সালে　খ) ১৯৫৬ সালে　গ) ১৯৫২ সালে　ঘ) ১৯৭১ সালে　ঘ

২৬। পরিপক্ব বিবেক গঠন করার জন্য কয়টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ?
ক) একটি　খ) তিনটি　গ) দুটি　ঘ) চারটি　গ

২৭। মানুষ কী ছাড়া বাঁচতে পারে না?
ক) খেলার সাথি　খ) সমাজ　গ) ধনসম্পদ　ঘ) প্রার্থনা

২৮। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক কোনটি?
ক) মূল্যবোধ　খ) বিবেক　গ) ব্যক্তিত্ব　ঘ) সমাজ

২৯। মূল্যবোধগুলো কোনটির মতো?
ক) বিবেকের মতো　খ) পরিবারের মতো　গ) রেললাইনের মতো　ঘ) ট্রেনের মতো

৩০। এইডস কী?
ক) সুস্বাদু খাবার　খ) মরণব্যাধি রোগ　গ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা　ঘ) মরণব্যাধি নেশা

৩১। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এইডসকে বলা হয়—
ক) ঘৃণার পাত্র　খ) আক্রান্ত ব্যক্তি　গ) যৌন সম্পর্ক　ঘ) নৈতিক অবক্ষয়

৩২। অনংঃধরহ অর্থ কী?
ক বিরত থাকা খ বিবাহবন্ধন
গ পবিত্রতা ঘ যৌন সম্পর্ক ক

৩৩। Be faithful শব্দটি চিকিৎসাবিদরা কোন অর্থে ব্যবহার করেন?
ক বিরত থাকা। খ বিশ্বস্ত থাকা
গ এড়িয়ে চলা ঘ জীবনের পবিত্রতা খ

৩৪। জীবনের মন্দ অভ্যাসের পরিবর্তন কী?
ক মুক্তির পথ খ জীবনের পাপ
গ বিরত থাকা ঘ জীবনের শুচিতা ঘ

৩৫। নেশার শুরু হয় কোথা থেকে?
ক বন্ধুদের থেকে খ সমাজ থেকে
গ পরিবার থেকে ঘ মন থেকে ক

৩৬। নেশার পরিণতি কী?
ক বেকারত্ব খ অধঃপতন
গ মৃত ঘ অশোভন গ

৩৭। "মূল্যবোধসমূহই হলো প্রত্যেক খ্রিষ্টভরে মূল্যবোধের উস।"। কোথায় এ কথাটি উল্লেখ আছে।
ক বাইবেলে খ মঙ্গল সমাচারে
গ রাজাবলিতে ঘ আদি গ্রন্থে খ

৩৮। "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন।"- এ কথাটি কে বলেছেন?
ক ঈশ্বর খ যোবের
গ পিতর ঘ যীশু ঘ

অনুধাবনমূলক

৩৯। মানুষের অন্তরের গৌণ অতঃস্থল কোনটি?
ক বুদ্ধি খ শিক্ষা
গ জ্ঞান ঘ বিবেক ঘ

৪০। মূল্যবোধহীন মানুষ কীরূপ প্রাণীতে পরিণত হয়?
ক ভদ্র খ অভদ্র
গ ইতর ঘ হিংস্র গ

৪১। যে ব্যক্তির বিবেক সঠিক নয় তার মূল্যবোধসমূহ কীরূপ হয়?
ক সঠিক খ মহৎ
গ অমার্জিত ঘ মার্জিত গ

৪২। মানুষের হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ধাবিত হয় কেন?
ক সুস্থ বিবেক খ অন্তর্নিহিত উত্তম
গ বহিঃপ্রভাবিক মূল্যবোধ ঘ ব্যক্তিগত বিবেক খ

৪৩। মানুষের মধ্যে বহিপ্রভাবিত মূল্যবোধসমূহ কাজ করে কীভাবে?
ক নৈতিকতাবোধ খ বিবেকবোধ
গ পারিপার্শ্বিক সমাজ ঘ উপলব্ধি গ

৪৪। মানুষের বিবেক গঠিত হয় কীভাবে?
ক অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ খ পারিপার্শ্বিক সমাজ
গ ঐশ প্রত্যাদেশ ঘ ধর্মীয় শিক্ষা ক

৪৫। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন কেন?
ক ঈশ্বরে ভক্তি
খ নৈতিক মূল্যবোধ চেনার জন্য।
গ ঈশ্বরে আরাধনা
ঘ ধর্মপরায়ণতা খ

৪৬। সুন্দর বিবেক গঠনে সাহায্য করে।
ক পারিবারিক ধর্মীয় চর্চা খ নিজের চেষ্টা
গ ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশ ঘ পারস্পরিক সহযোগিতা ক

৪৭। যে ব্যক্তি অন্যের আদেশ শুনে বা নিয়মের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তার বিবেক কীরূপ হয়ে থাকে?
ক অপরিপক্ক খ পরিপক্ব
গ অসুন্দর ঘ অসুস্থ ক

৪৮। পরিপক্ব বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সাধনা কীভাবে চলে?
ক আজীবন খ নির্দিষ্ট সময়
গ অসচেতনভাবে ঘ সচেতনভাবে ক

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : মানুষের জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সাধনা চলতে থাকে।

৪৯। বর্তমান সমাজে ভালো-মন্দের সংবাদ কীভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করে?
ক পত্রিকার মাধ্যমে খ মানুষের মুখে মুখে
গ বিবেকের মাধ্যমে ঘ বিচারের মাধ্যমে ক

৫০। মানুষ অনায়াসে মন্দ দিকে আসক্ত হতে পারে কেন?
ক শিক্ষার অভাবে খ জ্ঞানের অভাবে
গ মূল্যবোধের অভাবে ঘ রোগের প্রভাবে গ

৫১। এইডসকে মরণব্যাধি বলার কারণ কোনটি?
ক আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই মারা যায়
খ রোগী সুস্থ হয়ে যায়
গ আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়
ঘ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়

৫২। এইডস আক্রান্ত রোগীকে মানুষ ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখ কারণ হলো এইডস—
ক হত্যার ফল খ পাপের ফল
গ শিক্ষার অভাব ঘ মরণব্যাধি

৫৩। এইডসের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায় কীভাবে?
ক ধর্মীয় বিধান মেনে খ চিকিৎসার মাধ্যমে
গ গণপ্রচারের মাধ্যমে ঘ সচেতনতার মাধ্যমে

৫৪। আমরা আমাদের সমাজে কীভাবে নেশার শুরু হতে দেখি
ক হেরোইনের মাধ্যমে খ মদের মাধ্যমে
গ ধূমপানের মাধ্যমে ঘ চুরির মাধ্যমে

৫৫। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি মানুষের প্রার্থনা প্রয়োজন কেন?
ক জীবনে অগ্রগতির জন্য
খ জীবনে সফলতার জন্য
গ জীবনে শান্তির জন্য
ঘ সঠিক বিবেক লাভের জন্য

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৫৬। ভানি প্রায়ই মানুষের বাড়িতে ডাকাতি করে। ভানির আচরণ কোনটিকে সমর্থন করে?
(ক) নৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি
(খ) সামাজিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি
(গ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি
(ঘ) কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অনুপস্থিতি (ক)

৫৭। অনিমা মনে করে, মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন মূল্যহীন ও অর্থহীন। অনিমার মতের পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে?
(ক) মূল্যবোধহীন মানুষকে সবাই সম্মান করে
(খ) মূল্যবোধহীন মানুষকে সবাই অসম্মান করে
(গ) মূল্যবোধহীন মানুষকে সবাই ভালোবাসে
(ঘ) মূল্যবোধহীন মানুষকে সবাই শ্রদ্ধা করে (খ)

৫৮। জিম একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় সে নিয়মিত ঘুষ গ্রহণ করে। জিমের আচরণের মধ্যে কোন বিষয়টির অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়?
(ক) মূল্যবোধ (খ) পবিত্রতা
(গ) শিক্ষা (ঘ) অভাব (ক)

৫৯। জেরি মনে করে, ঈশ্বরের ভালোবাসাই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। জেরির মতামতের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে—
(ক) ব্যক্তিগত বিবেক (খ) অন্তর্নিহিত বিবেক
(গ) বহিঃপ্রভাবিত বিবেক (ঘ) অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ (খ)

৬০। জেনি সবসময় গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে। জেনির আচরণ কোনটিকে সমর্থন করে?
(ক) অন্তর্নিহিত বিবেক (খ) বহিঃপ্রভাবিত বিবেক
(গ) বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ (ঘ) অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ (গ)

৬১। রানি সবসময় ধর্মের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করে। রানির বিবেকবোধের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে
(ক) ব্যক্তিগত বিবেক (খ) অন্তর্নিহিত বিবেক
(গ) বহিঃপ্রভাবিত বিবেক (ঘ) বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ (খ)

৬২। জাহিদ চীনের 'এক সন্তান নীতিকে সমর্থন করে। জাহিদের মতের সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) ব্যক্তিগত বিবেক (খ) অন্তর্নিহিত বিবেক
(গ) বহিঃপ্রভাবিত বিবেক (ঘ) অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ (গ)

৬৩। শাওন যেহেতু ভেবেচিন্তে কাজ করে, সুতরাং সে যা করে তা-ই সঠিক। শাওনের মতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) অন্তর্নিহিত বিবেক (খ) বহিঃপ্রভাবিত বিবেক
(গ) ব্যক্তিগত বিবেক (ঘ) অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ (গ)

৬৪। শাহেদ মনে করে, জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই। শাহেদের মতের পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে?
(ক) জ্ঞানের প্রতি একাগ্রতা (খ) জ্ঞানের প্রতি অনীহা
(গ) সাধনার প্রতি অনীহা। (ঘ) সাধনার প্রতি একাগ্রতা (ক)

৬৫। জনার মনে করে, এ সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব অনেক। জনারের মত কোনটিকে সমর্থন করে?
(ক) বিবেকের স্বীকৃতি (খ) ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি
(গ) পুণ্যের স্বীকৃতি (ঘ) পাপের স্বীকৃতি (ক)

৬৬। মজিদের এইডস রোগ হওয়া সত্ত্বেও সে তা স্বীকার কর রাজি নয়। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে?
(ক) মৃত্যুর ভয় (খ) একঘরে হওয়ার ভয়
(গ) কষ্টের ভয় (ঘ) ধর্মের ভয়

৬৭। জেমস রাতে ঘুমের ওষুধ না খেলে অস্থির হয়ে পড়ে। জেমসের এ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।
(ক) অসুস্থতা (খ) নেশা
(গ) অপরাধপ্রবণতা (ঘ) চুরি

৬৮। মেহেদি বলে, "নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতি করে না, পরিবারকেও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর মাধ্যমে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
(ক) নেশার সংজ্ঞা (খ) নেশাময় জীবন
(গ) নেশার পরিণতি। (ঘ) পাপের পরিণতি

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৬৯। "মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন মূল্যহীন।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো—
(ক) মূল্যবোধহীন ব্যক্তি অসম্মানের পাত্র
(খ) মূল্যবোধহীন ব্যক্তি সম্মানের পাত্র
(গ) মূল্যবোধহীন ব্যক্তি ইতর প্রাণী
(ঘ) মূল্যবোধহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র

৭০। "জগতের সব মহৎ ব্যক্তি উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন।" উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে—
(ক) মূল্যবোধের প্রাপ্তি (খ) মূল্যবোধের গুরুত্ব
(গ) মূল্যবোধের অসুস্থতা (ঘ) মূল্যবোধের পবিত্রতা

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সঠিক মূল্যবোধ মানুষকে স লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।

৭১। "ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের মতো করে তৈরি করেছে" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
(ক) ঈশ্বরের ভালোবাসা (খ) ঈশ্বর রোপিত উত্তম
(গ) ঈশ্বরের করুণা (ঘ) ঈশ্বরের সৌন্দর্য

৭২। "ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে।" উক্তিটিতে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো—
(ক) বিধানসমূহ সামাজিক মূল্যবোধ গঠন করে
(খ) বিধানসমূহ মানবিক মূল্যবোধ গঠন করে
(গ) বিধানসমূহ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গঠন করে
(ঘ) বিধানসমূহ কৃষ্টিগত মূল্যবোধ গঠন করে

৭৩। "ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেচনাশক্তিই মানুষকে জীবনে এগিয়ে যে সাহায্য করে।" উক্তিটি প্রমাণ করে যে—
(ক) ভীরু ব্যক্তির বিবেকের সৌন্দর্য
(খ) সাহসী ব্যক্তির বিবেকের সৌন্দর্য
(গ) পাপী ব্যক্তির বিবেকের পবিত্রতা
(ঘ) ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির বিবেকের পবিত্রতা (ঘ)

৭৪। পতিতাবৃত্তিকে কোনো কোনো রাষ্ট্র বৈধতা দিলেও বিবেক কখনও তাকে বৈধতা দেয় না। কারণ–
ক) পাপ কাজ কখনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে পারে না
খ) পাপ কাজ কখনো আইনসিদ্ধ হতে পারে না
গ) পাপ কাজ কখনো সমাজস্বীকৃত হতে পারে না
ঘ) পাপ কাজ কখনো বিবেকের স্বীকৃতি পেতে পারে না ঘ

৭৫। "প্রত্যেক মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো–
ক) মানুষ কর্তৃপক্ষের আদেশে কাজ করে
খ) মানুষ গুরুজনদের আদেশে কাজ করে
গ) মানুষ শিক্ষকদের আদেশে কাজ করে
ঘ) মানুষ ভেবেচিন্তে কাজ করে ঘ

৭৬। "পরিপক্ব বিবেক মানুষের সারা জীবনের সাধনা।" উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে–
ক) মানুষের জীবনের লক্ষ্য
খ) মানুষের জীবনের মর্যাদা
গ) মানুষের জীবনের উপলব্ধি
ঘ) মানুষের জীবনের শিক্ষা ক

৭৭। "এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানুষ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়।
ক) এইডসের ভয়াবহতা খ) মানুষের অজ্ঞতা
গ) পাপের পরিণতি। ঘ) নৈতিক অবক্ষয় খ

"নেশার শুরু হয় ধূমপান দিয়ে।" উক্তিটির যৌক্তিক কারণ হলো–
ক) মিথ্যা বলা খ) অসৎ সঙ্গ
গ) নৈতিক অধঃপতন ঘ) চুরি করা খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুধাবনমূলক

৭৯। মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন হয়ে থাকে–
i. মূল্যহীন
ii. অমার্জিত
iii. অর্থহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii খ

৮০। মূল্যবোধ ও বিবেকের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে থাকে–
i. গভীর।
ii. সমমুখী
iii. বিপরীতমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৮১। যে ব্যক্তি বিবেক সঠিক নয়, তার মূল্যবোধগুলো হয়–
i. ভ্রান্ত।
ii. অমার্জিত
iii. অসত্য নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৮২। মানুষ ঈশ্বর সৃষ্ট। প্রত্যেক মানুষের নিজ সত্তার গভীরে রয়েছে–
i. ঈশ্বরের রোপিত উত্তমতা
ii. ঈশ্বরের রোপিত সৌন্দর্য
iii. অসংখ্য সুপ্ত প্রতিভা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৮৩। ব্যক্তি ও তার পরিবার মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত–
i. নৈতিক মূল্যবোধ
ii. সামাজিক মূল্যবোধ
iii. কৃষ্টিগত মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii গ

৮৪। যে ব্যক্তির বিবেক যত সুন্দর, সে ব্যক্তি তত বেশি–
i. ঈশ্বরভীরু
ii. ধর্মপরায়ণ
iii. পবিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৮৫। বিবেকবান মানুষ সমাজের শক্তি। সুন্দর বিবেক গঠনে সাহায্য করে–
i. ধর্মীয় চর্চা
ii. ঈশ্বরপ্রেম
iii. মানবপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৮৬। শিশুরা নানা ধরনের কাজ করে থাকে–
i. পিতা-মাতার আদেশে
ii. গুরুজনদের আদেশে
iii. শাস্তির ভয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৮৭। বর্তমান সমাজে ভালো-মন্দ বিচিত্র ধরনের সংবাদমাধ্যম কিসের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার লাভ করে?
i. পত্রিকা
ii. আকাশসংস্কৃতি
iii. অভিজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii ⓚ

৮৮। সঠিক নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে আবশ্যক–
i. ব্যক্তিত্বের বিকাশ
ii. উন্নত জীবন
iii. সংস্কৃতির বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii ⓚ

৮৯। এইডস আক্রান্ত মানুষকে যেমন পাপী হিসেবে বিবেচনা করা হয়–
i. মারাত্মক পাপ
ii. নৈতিক অবক্ষয়
iii. যৌন সম্পর্কের ফল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii ⓝ

৯০। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতন হয়। নেশার পরিণতি হয়–
i. মিথ্যা বলা
ii. চুরি করা
iii. প্রার্থনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii ⓚ

Part-3: Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীর

এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?
উত্তর : মূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের চালিকাশক্তি। মূল্যবোধ বলতে এমন কিছু বোঝায়, যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে, যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। একে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥২॥ মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত উৎস বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : মূল্যবোধের দুটি উৎস; যথা- অন্তর্নিহিত উৎস এবং বহিরাগত উৎস! আমাদের প্রত্যেকের নিজ সত্তার গভীরে রয়েছে ঈশ্বরের রোপিত উত্তমতা ও সৌন্দর্য। এটিই অন্তর্নিহিত উৎস। আর বহিরাগত উৎস হচ্ছে, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও ঐশ প্রত্যাদেশ।

প্রশ্ন ॥৩॥ বিবেকের গঠন কীভাবে করা সম্ভ?
উত্তর : বিবেক ও মূল্যবোধ একে অপরকে প্রভাবিত করে। উভয়ই মানুষের নৈতিকতাবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে। বিবেক গঠিত হয় প্রধানত দুটি উপায়ে- অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্যবোধ এবং বহিরাগত মূল্যবোধ দ্বারা।

প্রশ্ন ॥৪॥ এইডস কী?
উত্তর : বর্তমান বিশ্বে এইডস একটি মরণব্যাধি হিসেবে বিবেচিত। AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired immune Deficiency Syndrome। এটি এমন একটি রোগ, যে রোগে আক্রান্ত হলে মানবদেহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

প্রশ্ন ॥৫॥ নেশাকে 'না' বলতে হয় কেন?
উত্তর : নেশা যুবসমাজকে ধ্বংস করে। নেশাগ্রস্ত সন্তানদের কারণে পরিবার সমাজে কলুষিত হয়। তাই নেশাগ্রস্তদের উচিত নেশা পরিহার করা। সুন্দর জীবন গড়ার মন্ত্রে সব যুবসমাজকে বলা উচিত 'আমি কখনও কোনো নেশা করব না।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। দৃশ্যকল্প-১: অব্রাহাম ও তেরেজার সংসার। তাদের পরিবারটি হলো একটি খ্রিষ্টীয় পরিবার। গ্রামের লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। তারা প্রতি রবিবার গির্জায় যান এবং সন্ধ্যায় বাড়িতে সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করছেন। গ্রামের হতদরিদ্র লোকদের বিপদে আপদে তারা পাশে দাঁড়ান।

দৃশ্যকল্প-২: বিধান ও প্রমিলা ভালোবেসে সংসার সাজালেও কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ঝগড়া, মনোমালিন্য ও অবিশ্বাস শুরু হয়। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে ঝগড়া বাদিদের কারণে বিধান তার স্ত্রী প্রমিলাকে ভীষণ মারধর করেন।

ক. মূল্যবোধের সাথে কিসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে?

খ. মানুষের জীবনে মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন কেন?

গ. কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অব্রাহাম ও তেরেজা সুখী সংসার গঠন করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিধান ও তার স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর বিবেকের কি সমন্বয় ঘটেছে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত তুলে ধর।

উত্তর:

ক. মূল্যবোধের সাথে বিবেকের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

খ. মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন মূল্যহীন ও অর্থহীন। মূল্যহীন মানুষকে কেউ সম্মান করে না। সে নিজেকে ইতর প্রাণীতে পা করে। যে মানুষের সুন্দর মূল বোধের জ্ঞান আছে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে সে সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র এজন্য প্রত্যেক মানুষের জীবনে মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন।

মূলকথা : মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

গ. অব্রাহাম ও তেরেজা মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী। বিবেক হলো মানুষের অন্তরের গোপন অন্তস্থল এবং ঈ পবিত্র মন্দির। যে ব্যক্তি তার বিবেক ও মূল্যবোধের লালনপালন ও সুষ্ঠু গঠনে যত বেশি যত্নবান, তার বিবেক ও মূল্যবোধ বেশি সুস্থ ও পবিত্র। মূল্যবোধ বলতে এমন কিছু বোঝায় যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে, যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনী সমর্থনযোগ্য। যাকে পাওয়ার জন্য অব্রাহাম ও তেরেজার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং জীবনের সুন্দর লক্ষ্য অর্জনে মা হিসেবে। কাজ করে। অব্রাহাম ও তেরেজার পবিত্রতা, সততা ও সৌজন্যবোধকে নিজের জীবনের মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ মর্যাদা দেয়, তাই তারা সঠিক বিবেকের অধিকারী। তারা খ্রিষ্টান পরিবারের সন্তান। ভালো খ্রিষ্টান হিসেবে গ্রামে সুপরিচিতি র এবং মণ্ডলীতে তাদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। গ্রামের সবার সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো। তারা মঙ্গল সমাচার প্রচার করেন সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেন। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে সুন্দর বিবেক ও মূল্যবোধ।

মূলকথা : বিবেক ও মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞান অব্রাহাম ও তেরেজার পরিবারে প্রভাব ফেলে।

ঘ. বিধান ও তার স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু বিবেক অনুপস্থিত। বিবেক হলো ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। যার বিবেক যত বেশি সুস্থ ও পবিত্র তত বেশি স্পষ্টভাবে তার অন্তরে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। যে ব্যক্তি তার বিবেকের লালনপালন ও সুষ্ঠু গঠনে যত্নবান হ ব্যক্তির বিবেক বেশি সুস্থ ও পবিত্র। যার বিবেক সঠিক ও পবিত্র, তার মূল্যবোধগুলো সঠিক ও উচ্চমানের হয়। উক্ত আচরণ বিধান ও তার স্ত্রী মেনে চলে না। তাদের মূল্যবোধ সঠিক ও উন্নত নয়, তাদের বিবেক সঠিক নয়, তাদের মূল্যবোধসমূহ ভ্র অমার্জিত। তাদের বসবাস কলুষিত পরিবেশে এবং তারা ঐ পরিবেশে ঝগড়াবিবাদ, গালাগালি, বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে করছে। তাই বিধানের কাছ থেকে সৌজন্যবোধ, নম্রতা, সুন্দর আচরণ খুব বেশি আশা করা যায় না।

মূলকথা : বিধানের মধ্যে সঠিক বিবেক অনুপস্থিত।

প্রশ্ন-২। পায়েলের শৈশবকাল খুবই সুন্দর ছিল। বরাবরই সে শ্রেণিতে ভালো ফল করত। মা-বাবা তাকে নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন ভবিষ্যতে সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে বলে তাদের ধারণা ছিল। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নাবস্থায় তার পিতামাতা লক্ষ করছেন যে প বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে, পরীক্ষায় খারাপ ফল করছে। সন্ধ্যার পূর্বেলগ্নে বাড়ি ফিরেই না বরং মাঝে মাঝে অনেক নেশা করে বাড়ি ফিরে। তার পিতামাতা তাকে নিয়ে অনেক চিন্তিত। তাকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে তারা অনেক চেষ্টা চালা কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই তারা ব্যর্থ হন। পরিশেষে পায়েল অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, 'নেশাই পায় জীবনকে কুরে কুরে ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

ক. বর্তমান বিশ্বে এইডস কী হিসেবে পরিচিত?

খ. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে কেন?

গ. কোন শিক্ষা আয়ত্ত করে পায়েল জীবন পরিচালনা করতে পারত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পায়েল তার পথ থেকে ফিরে আসতে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. বর্তমান বিশ্বে এইডস একটি মরণব্যাধি হিসেবে বিবেচিত।

খ. এইডস আক্রান্ত মানুষ সমাজে ভয় ও ঘৃণার পাত্র। এইডস অবৈধ যৌনসম্পর্কের ফল ও পাপের শাস্তি হিসেবে বিবেচিত। ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এইডস আক্রান্ত মানুষকে পাপী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এইডস আক্রান্ত মানুষ হয়ে ওঠে সবার পাত্র। সে জীবিত থেকেও মৃত।

মূলকথা : এইডস আক্রান্ত মানুষ জীবিত থেকেও মৃত।

গ. যীশুখ্রিষ্টের শিক্ষা আয়ত্ত করে পায়েল জীবন পরিচালনা করতে পারত। যীশু নিজেই এ মূল্যবোধ তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন অন্যদের তা শিক্ষা দিতে তাদের আদেশ দিয়েছেন। মূল্যবোধ রেললাইনের মতো। রেললাইন যেমন করে একজন ব্যা রেলগাড়িতে করে সঠিক স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করে, তেমনি সঠিক মূল্যবোধ মানুষকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। পায়েলের জীবনে সঠিক মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে। সে মন্দ দিকে আসক্ত হয়ে জীবনের গতিপথ হারিয়ে ফেলে। খারাপ ব

পাল্লায় পড়ে মারাত্মক মরণ নেশার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, নৈতিক মূল্যবোধ পবিত্র সুন্দর জীবনের ভিত্তি ও চালিকাশক্তি। পায়েলের তাই বিশুদ্ধভাবে যীশুর বাণী পাঠ ও অনুধাবন করে যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মূলকথা : যীশুখ্রিষ্টের শিক্ষাকে আয়ত্ত করে পায়েল জীবন পরিচালনা করতে পারত।

ঘ. পায়েল মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত। এইডস পায়েলের জীবনের সঠিক মূল্যবোধসমূহ ধ্বংস করে। ফলে তার জীবনের পবিত্রতা হারিয়ে যায়। পায়েল যেন জীবিত থেকেও মৃত। পায়েলের কোনো মানবীয় মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কোনো স্থান নেই।

পায়েলের মতো অনেক যুবক নেশায় আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ আমাদের সবার জন্য এটি একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পায়েল তার পথ থেকে ফিরে যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে তা হলো, পবিত্র বিবাহবন্ধন ব্যতীত যৌন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, বিবাহিত অবস্থায় জীবনসঙ্গিনী ব্যতীত যেকোনোরূপ যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা, জীবনের পবিত্রতা সম্পর্কে বিশুদ্ধ থাকা, জীবনের মন্দ অভ্যাসগুলোর পরিবর্তন করা এবং জীবনের মন্দ অভ্যাসের পরিবর্তন হলো জীবনের পবিত্র ও খ্রিষ্টীয় মুক্তিলাভের উত্তম পথ।

উক্ত পদক্ষেপগুলো অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে পায়েল নেশার পথ থেকে ফিরে আসতে পারে। তাই সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে পার্কে নিজেই নিজের কাছে শপথ করুক, "আমি কখনো কোনো নেশা করব না।" এটি হোক তার জীবনের একটি মহান ব্রত।

মূলকথা : বিভিন্ন পদক্ষেপ অনুসরণের মাধ্যমেই পায়েল নেশার পথ থেকে ফিরে আসতে পারে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। জয়া নবম শ্রেণির ছাত্রী। পিতামাতার আদরের একমাত্র সন্তান। পিতামাতা জয়ার লেখাপড়া ও অন্য সব বিষয়ের দিকে খুব সচেতন। তাই জয়াও লেখাপড়ায় খুব ভালো। তার পিতামাতার ইচ্ছা জয়া প্রকৌশলী কিংবা ডাক্তার হবে। কিন্তু পিতামাতা উভয়ই অনেক চিন্তা করেন যে তাদের মেয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ পিতামাতাই সঠিক পথ চলার নির্দেশক। পিতামাতার সিদ্ধান্তে জয়া খুব খুশি। কারণ বাবা-মা তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীতে সে একজন স্বনামধন্য শিক্ষিকা হয়েছে। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. এইডস কী?

খ. কীভাবে বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে ওঠা যায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জয়ার পিতামাতা জয়াকে পরিচালনা করেছেন? তা বর্ণনা কর।

ঘ. জয়া ও তার পিতামাতার মধ্যে কী সুন্দর বিবেকের সমন্বয় ঘটেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

উত্তর:

ক. এইডস হচ্ছে মারাত্মক মরণব্যাধি।

খ. যেভাবে বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে উঠা যায় তা ব্যাখ্যা করা হলো–

পরিপক্ব বিবেকবান মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠা হলো সারা জীবনের কাজ। এটি প্রতিটি মানুষের সারা জীবনের ধ্যান ও সাধনা। জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এ সাধনা চলে। ব্যক্তিগত ও দলীয় চিন্তা বা ধ্যান আমাদের নিজেদেরই বুঝতে সাহায্য করে, 'আমার জীবনের মূল্যবোধ কেমন হওয়া প্রয়োজন। এরূপ ব্যক্তিগত ও দলীয় চিন্তা-ধ্যান আমাকে বুঝতে সাহায্য করে, আমি জন্মলগ্ন থেকেই একটি সমাজে বাস করে আসছি, যার ধ্যানধারণা আমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মূলকথা : বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে ওঠা।

গ. যে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জয়ার পিতামাতা জয়াকে পরিচালনা করেছেন তা নিচে বর্ণনা করা হলো–

ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তার উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রদত্ত বিবেচনাশক্তি রয়েছে যার ফলে সে চিনে নিতে পারে নৈতিক মূল্যবোধসমূহ, বিচার করতে পারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ, বুঝতে পারে কোনটি তার করা উচিত কোনটি উচিত নয়। আর সেই অনুসারে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই সে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যত বেশি ঈশ্বরভীরু, ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র হয়, তার বিবেক তত সুন্দর হয়।

উদ্দীপকের জয়ার পিতামাতা অন্তর্নিহিত বিবেকের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জয়াকে সঠিক পথে পরিচালনা করছেন। তারা জানেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো কাজই ভালো হয় না। বিবেকবান পিতামাতার সিদ্ধান্ত জয়াকে সফল করেছে।

মূলকথা : অন্তর্নিহিত বিবেকের শিক্ষা।

ঘ. জয়া ও তার পিতামাতার মধ্যে সুন্দর বিবেকের সমন্বয় ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আমার মতামত দেওয়া হলো–

জয়া তার ইচ্ছার কথা বাবা-মায়ের কাছে জানায়। তার বাবা-মাও সচেতন ছিলেন বলে সন্তানের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে মানসিক ও পারিবারিক নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কারণ পরিপক্ব মানুষ যখন স্বাধীনভাবে তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনো কাজ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে সেই কাজের জন্য দায়ী থাকে। কিন্তু কখনো কখনো কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় বা

করে থাকি। তাই যে কর্তব্যকর্ম বা কাজকর্মের আদেশের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করেন, সেগুলো সকলের কাছে প্রিয় হয়ে এ প্রবৃত্তির জন্য যে কাজ করেছে। তাহলে কোনো কাজের জন্য সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত দাবি করা যায় না?
বিবেক আমাদের ভেতরে থাকে আমাদের বিচারশক্তি ও অনুভূতির আলোয় কোনো বিষয় ভালো কাজ করতে কিছু করে শুভ নির্দেশনাগুলোর জন্য এ শক্তির রূপ। সবার বুদ্ধির সাথে সাথে বিবেকের ও জ্ঞানের চেতনা মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করে দিয়ে বিবেক গঠিত হওয়ার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি বিবেকবোধের আলোয় কাজ বা নিয়মের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তার জীবনে পরিতৃপ্ত আসে। পরিণত মানুষ সাধারণ স্বাধীনভাবে এবং নিজের বিবেকে, তার কাজ করে থাকে। তবে সে তার কাজের জন্য দায়ী থাকে।
সবশেষে বলা যায়, আমরা এ তার নিজ সাধারণ থেকে সুন্দর বিবেকের গঠনের প্রয়োজন বলা যায়।
মূলকথা : বিবেকের গঠন।

প্রশ্ন ৪। মি. হোসেন একজন ভালো মানুষ। তিনি সবসময় ভালো কাজ করেন। তিনি কখনো মন্দ কাজ করেন না। তার কাজকে সবাই সমর্থন করে। তিনি পরিকল্পনামাফিক অনেক সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করেন। সবাই তাকে সম্মান ও প্রশংসা করে। (বিভাজন ১)

ক. বিবেক কী?
খ. বিবেকের শুদ্ধতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব লেখ।
গ. মি. হোসেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. বিবেক হলো মানুষের অন্তরের গোপন অবস্থান এবং বিশ্বাসের পবিত্র মন্দির।

খ. শুদ্ধভাবে গড়ে নিলে বিবেক শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ওঠে। বিবেক শুদ্ধ ও পবিত্র থাকলে শুদ্ধভাবে বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বিশ্বাস/কণ্ঠস্বর শোনার জন্য বিবেকের শুদ্ধতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম।
মূলকথা : বিশ্বাসের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা।

গ. উদ্দীপকে মি. হোসেন একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। মূল্যবোধ হচ্ছে এমন কিছু বিষয়, যার মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। মি. হোসেন তার দৈনন্দিন জীবনাচরণ শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি তার কাজে অত্যন্ত যত্নশীল, যা অন্য সব মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে তার জীবনের লক্ষ্যগুলো পূরণ করেন। জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য যেসব কাজ করা দরকার তিনি সেসব কাজ করে থাকেন। এজন্য সবাই তাকে সমর্থন ও তার প্রশংসা করে।
মূলকথা : মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করে।

ঘ. সবাই তাকে সম্মান ও প্রশংসা করে। এ উক্তিটির বিশ্লেষণ হলো
মূল্যবোধ বলতে এমন কিছু বোঝায়, যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে, যাকে পাওয়ার জন্য হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবন পরিচালনা করে, যাতে অন্যের ক্ষতি না হয়। তিনি সবসময় মানুষের মঙ্গল করতে চান। তার কাজের জন্য মূল্যবোধসম্পন্ন লোককে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।
উদ্দীপকে মি. হোসেন মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সবসময় ভালো কাজ করেন। তিনি যেসব কাজ করেন সবাই তা সমর্থন করে। তিনি জীবনের লক্ষ্য পূরণে অত্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন। শুদ্ধ পরিকল্পনা ও সুন্দর কাজের জন্য সবাই তার প্রশংসা করে।
মূলকথা : সুন্দর ও শুদ্ধ পরিকল্পনা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ৫। শম্পী ও রোমির দুটি ছেলে। শম্পী ও রোমি তাদের ছেলে দুটির অনেক যত্ন নেয়। তারা চায় তাদের ছেলে দুটি যেন অনেক বড় হয়। তারা তাদের ছেলে দুটিকে ভালোভাবে লেখাপড়া, নিয়মিত প্রার্থনা ও মানুষের সঙ্গে সেবার শিক্ষা দেয়। তাদের ছেলেরা বড় হয়ে ডাক্তার হয়। (বিভাজন ৩)

ক. মূল্যবোধ কী?
খ. মূল্যবোধের প্রয়োজন কেন?
গ. উদ্দীপকটির সাদৃশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শম্পী ও রোমির কাজকে কি তুমি সমর্থন কর? মতামত দাও।

উত্তর:

ক. মূল্যবোধ বলতে এমন কিছু বোঝায় যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে, যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য।

খ. মূল্যবোধ হলো মানবজীবনের বিশেষ গুণ। যে মানুষের সুন্দর মূল্যবোধের জ্ঞান আছে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে, তাকে সবাই ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অন্যের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য মূল্যবোধের প্রয়োজন।
মূলকথা : ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা।

গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ-১ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাঠ্যবইয়ের সুজন ও তেরেজা অনেক ভালো মানুষ। তাদের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। তাদের সন্তানরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে এক মেয়ে সিস্টার এবং এক ছেলে পুরোহিত হন। তারা জনসেবায় সন্তানদের সমর্পণ করেছেন।

উদাহরণের মতো শশী ও মেসি তাদের সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। তারা চান তাদের সন্তানরা যেন বড় হয়ে জনগণের সেবায় নিজেদের সমর্পণ করে। এজন্য তারা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি যত্নশীল হন। তাদের মেয়ে দুটি বড় হয়ে ডাক্তার হয়।

মূলকথা : আদর্শ পরিবার।

ঘ. হ্যাঁ, শশী ও মেসির কাজকে আমি সমর্থন করি। কারণ যারা মূল্যবোধ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ, তারা সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হয়। তারা সন্তানের ধর্মকর্ম ও পড়াশোনার যত্ন নেয়। সন্তান যাতে বিপথগামী না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখে। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে। শশী ও মেসির পরিবার আদর্শ পরিবার। শশী ও মেসির বিবেক ও মূল্যবোধ আছে। তারা সেই অনুযায়ী কাজ করে। শশী ও মেসির দুটি মেয়ে। তারা দুজনেই তাদের সন্তানের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। তারা তাদের সন্তানের পড়াশোনার যত্ন নেয়। নিয়মিত তাদের নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যায়। তাদের নিয়মিত প্রার্থনা করতে বলে। ফলে তাদের মেয়ে দুটি বড় হয়ে ডাক্তার হয়।

মূলকথা : পিতামাতার যত্নের ফলে সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

প্রশ্ন-৬। মি. টনি একজন ভালো মানুষ। তিনি নিয়মিত ধর্ম চর্চা করেন। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থাদি পড়েন। প্রতিদিন গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন। সবসময় তিনি মানুষের উপকার করেন। তার মধ্যে মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম প্রবল। [শিখনফল-৩]

ক. মূল্যবোধ গঠনের উৎস কয়টি? ১

খ. বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. টনির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. মূল্যবোধ গঠনের উৎস দুটি; অন্তর্নিহিত উৎস ও বহিরাগত উৎস।

খ. দুভাবে মানুষের মধ্যে বহিরাগত মূল্যবোধসমূহ কাজ করে। তা হলো পারিপার্শ্বিক সমাজ ও ঐশ প্রত্যাদেশ। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার ও সমাজের প্রচলিত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধানসমূহ বা ঐশ প্রত্যাদেশসমূহ মানুষের নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধ গঠনে সাহায্য করে।

মূলকথা : পরিবার ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও ঐশ প্রত্যাদেশ মূল্যবোধ গঠন করে।

গ. মি. টনি একজন বিবেকবান মানুষ। তার বিবেক মূলত পারিবারিক ও সামাজিক, ধর্মীয় চেতনা, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম দ্বারা গঠিত। মি. টনি নিয়মিত ধর্ম চর্চা করেন। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন এবং যীশুর বাণীসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করেন, নিয়মিত গির্জায় যান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মানুষের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াশীল। তিনি মানুষকে বিপদে-আপদে সাহায্য করেন। সবসময় মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। তার বিবেক মূলত বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ দ্বারা গঠিত।

মূলকথা : বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ বিবেক গঠন করে।

ঘ. উদ্দীপকটির শেষ উক্তিটির বিশ্লেষণ হলো–

বিবেক হলো মানুষের অন্তরের গোপন অন্তঃস্থল এবং ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। বিবেক দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো সুন্দরভাবে পালন করে। বিবেক গঠিত হয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে। বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ বিবেক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বহিঃপ্রভাবিত মূল্যবোধ হলো পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলা, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, মানবপ্রেম। এ মূল্যবোধ দিয়ে মানুষের মাঝে ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম প্রবল হয়। মি. টনি বহিঃপ্রভাবিত বিবেক দ্বারা গঠিত। তার মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম প্রবল, যা বহিঃপ্রভাবিত গঠিত বিবেকের বৈশিষ্ট্য।

মূলকথা : বহিপ্রভাবিত বিবেক দ্বারা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম গড়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায় — হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা

Part-1 : Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা,
এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

পৃথিবীতে যেমন রয়েছে দিন-রাত্রি ও আলো-আঁধারের খেলা, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের জীবনেও রয়েছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদন রহস্যময় খেলা। দুঃখ-যন্ত্রণার কষ্ট-জ্বালা থেকে কেউ রেহাই পায়নি কখনও, রেহাই পাননি পৃথিবীর প্রথম নর-নারী আদম-হবা, এমন বড় বড় প্রবক্তা ধর্মপ্রবর্তক এবং সাধু-সাধ্বীগণও। বরং তারা জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে বরণ ও সহ্য করেছেন মহত্ত্বের কর্মসাধ উদ্দেশ্যে। কেননা তারা বলেছিলেন যে, কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জীবনের প্রতিষ্ঠা, গৌরব ও সাফল্যের জন্ম।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কষ্টের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- কষ্ট যন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জনের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।
- কষ্ট যন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করবে।
- কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ কষ্ট যন্ত্রণা, ◈ প্রকৃতির নিয়ম, ◈ কষ্টের ধরন, ◈ পরিত্রাণ, ◈ পরিশোধিত, ◈ উদ্বুদ্ধ, ◈ সমবেদনা, ◈ মানবরূপ, পুনরুত্থিত, ◈ আশিসধন্য।

Part-2: Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুর
এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১।সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simpie MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multipl Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। মানসিক কষ্ট কোনটি?
ⓚ অশান্তি ⓛ ক্লান্তি
ⓖ হতাশা ⓘ বেকারত্ব — ⓖ

২। কে মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন?
ⓚ লাসার ⓛ কুমারী মারীয়া
ⓖ যোসেফ ⓘ যীশু — ⓘ

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাদল খুবই ধনী লোক। তার পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। তবুও তিনি মানুষকে ঠকান এবং অবৈধ উপার্জন করেন। একাধিক বাড়ি গাড়ি ও অজস্র সম্পদ করেছেন। এর পরও আরও শৌখিন ও ব্যয়বহুল জিনিস করার চাহিদা প্রকাশ পায়। তিনি কোনো প্রকারে নিজের ক্ষতি মেনে নিতে পারেন না।

৩। বাদলের মধ্যে কোন ধরনের কষ্ট বিদ্যমান?
ⓚ মনুষ্য সৃষ্ট
ⓛ দেবতা সৃষ্ট
ⓖ প্রকৃতি সৃষ্ট
ⓘ অলৌকিক সৃষ্ট

৪। দলের কষ্টের কারণ
i. অতিরিক্ত চাহিদা
ii. সম্পদের মোহ
iii. ত্যাগের মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। কী ছাড়া গৌরব অনুপস্থিত?
ক কষ্ট খ আনন্দ
গ বিবেক ঘ আলো ক

৬। কষ্ট কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৪ প্রকার
গ ৩ প্রকার ঘ ৫ প্রকার খ

৭। মৃত্যুযন্ত্রণা কোন ধরনের কষ্ট
ক মানসিক খ জাগতিক
গ দৈহিক ঘ নেতিবাচক গ

৮। নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কোন কষ্ট সৃষ্টি করে?
ক জাগতিক খ মানসিক
গ দৈহিক ঘ হৃদয়ের খ

৯। আনন্দহীনতা কী?
ক অশান্তি খ মানসিক কষ্ট
গ হৃদয়ের কষ্ট ঘ দৈহিক কষ্ট গ

১০। ভূমিকম্প কোন ধরনের কষ্ট?
ক দৈহিক খ শারীরিক
গ মানসিক ঘ জাগতিক ঘ

১১। পুরাতন নিয়মের প্রবক্তা কে?
ক যোবের খ অব্রাহাম
গ পিতর ঘ যোহন ক

১২। মানুষের জীবনে কষ্টের আগমন কী?
ক যন্ত্রণা খ বিশ্বাস
গ রহস্য ঘ প্রার্থনা গ

> প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ধমবর্তক, সাধু-সাধবীগণ জীবনের দুঃখ কষ্ট-যন্ত্রণাবরণ করেছেন মহৎ কমসাধনের উদ্দেশ্যে।

১৩। প্রকৃতির নিয়মে কষ্ট কোনটি?
ক জলোচ্ছাস খ দারিদ্র্য
গ স্বার্থপরতা ঘ দুর্ঘটনা ক

১৪। মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট কোনটি?
ক ভূমিকম্প খ সাইক্লোন
গ জলোচ্ছ্বাস ঘ অতিরিক্ত চাহিদা ঘ

১৫। কে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।
ক যীশু খ জনি
গ পিতর ঘ যোবের খ

১৬। কে মুখে পেন্সিল দিয়ে লিখতে ও ছবি আঁকতে পারত?
ক লুক খ হবা
গ জনি ঘ পিতর গ

১৭। সাধু পিতরের কাহিনি থেকে কয়টি বিষয় অবলোকন করা যায়?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি খ

১৮। ঈশ্বরের পুত্র কে ছিলেন?
ক পিতর খ যোবের
গ ইয়োব ঘ যীশু ঘ

১৯। PTI এর পূর্ণরূপ কী?
ক Praise the Lord খ Praise this Lord
গ Pray the Lord ঘ Prey the Lord ক

২০। কষ্টভোগ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে কয়টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে?।
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি খ

২১। পুরাতন নিয়মে কস্টভোগকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হয়?
ক নেতিবাচক খ সমবেদনার
গ ইতিবাচক ঘ সহানুভূতির ক

২২। "এটা কার পাপের জন্য হয়েছে?"-প্রশ্নটি কে করেছিলেন?
ক অব্রাহাম খ পিতর
গ যোহন ঘ ফিলিপীয় খ

২৩। পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কী হিসেবে দেখা হতো?
ক ভরসা খ যন্ত্রণা
গ মন্দতা ঘ দুশ্চিন্তা গ

২৪। কার চরম কষ্ট ভোগ হয়েছিল?।
ক পিতরের খ পলের
গ যযাবেরের ঘ সামের গ

২৫। নতুন নিয়মের প্রবক্তা কে ছিলেন?
ক যীশু খ যোহন
গ মথি ঘ লুক ক

২৬। তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে-প্রকারে মানুষের মতো হয়ে।"- যীশু সম্পর্কে এ উক্তি কোন সাধু করেছেন?
ক ফিলিপীয় খ লুক
গ আব্রাহাম ঘ তেরেজা ক

২৭। কে জগতে অনেক অলৌকিক কর্ম সাধন করেছেন?
ক যীশু খ সূক
গ পল ঘ যোহন ক

২৮। তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা যাকে স্বয়ং ঈশ্বর এ জগতে পাঠিয়েছেন।- কথাটি কে বলেন?
ক যীশু খ মথি
গ লুক ঘ সাম খ

২৯। ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেন কে?
ক ঈশ্বর খ তেরেজা
গ যীশু ঘ অব্রাহাম গ

৩০। কে ছিলেন সর্বজয়ী?
ক ঈশ্বর খ যীশু
গ দেবতারা ঘ সাধুরা খ

৩১। "দুঃখ-শোক কাতর যারা, ধন্য তারা। তারাই পাবে সান্ত্বনা।" উক্তিটি কে করেছিলেন?
ক ঈশ্বর খ পিতর
গ পল ঘ যীশু ঘ

৩২। কষ্টভোগ আমাদের জন্য কী?
ক অভিশাপ খ অভিলাষ
গ আশীর্বাদ ঘ যন্ত্রণা গ

৩৩। কীভাবে কর্মসাধন করা যায়?
ⓚ কষ্টের মধ্য দিয়ে ⓚ অলসতার মধ্য দিয়ে
ⓖ আনন্দের মধ্য দিয়ে। ⓘ সুখের মধ্য দিয়ে ⓚ

৩৪। কেন কষ্ট ভোগ করা উচিত?
ⓚ সাধনার জন্য ⓚ সেবার জন্য
ⓖ প্রতিষ্ঠার জন্য ⓘ উত্তরণের জন্য ⓖ

৩৫। স্বাস্থ্যহীনতার কারণ কোনটি?
ⓚ অসুস্থতা ⓚ পরিশ্রম
ⓖ কষ্ট ⓘ যন্ত্রণা ⓚ

৩৬। কেন ধনী মানুষ কষ্ট পায়?
ⓚ চাহিদার জন্য ⓚ বন্ধুত্বের জন্য
ⓖ অশান্তির জন্য ⓘ সম্পদের জন্য ⓘ

৩৭। ধার্মিক ব্যক্তি জীবনে কষ্ট ভোগ করে কেন?
ⓚ কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে ⓚ প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে
ⓖ গৌরব লাভের উদ্দেশ্যে ⓘ ক্লান্তি দূরের উদ্দেশ্যে ⓚ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ধার্মিকের জন্য দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা অনিবার্য। কেউ তা এড়াতে পারে না।

৩৮। ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার কারণ কোনটি?
ⓚ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ⓚ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ⓖ মানসিক দুর্যোগ ⓘ কৃত্রিম দুর্যোগ ⓚ

৩৯। কোন কারণে মানুষ কষ্ট পায়?
ⓚ প্রাকৃতিক কারণে ⓚ যন্ত্রণার কারণে
ⓖ অভাবের কারণে। ⓘ বেকারত্বের কারণে ⓚ

৪০। গাড়ি-ঘোড়ার দুর্ঘটনা কেন ঘটে?
ⓚ নরহত্যার কারণে ⓚ অসাবধানতার কারণে
ⓖ অভাবের কারণে ⓘ হতাশার কারণে ⓚ

৪১। জনি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল?
ⓚ হতাশার কারণে ⓚ বেকারত্বের কারণে
ⓖ দারিদ্র্যের কারণে। ⓘ লজ্জার কারণে ⓚ

৪২। ধার্মিকের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া কীরকম?
ⓚ সহজ ⓚ কঠিন
ⓖ বিচিত্র ⓘ খুব সহজ ⓚ

৪৩। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?
ⓚ নির্ভরশীল ⓚ বিপরীত
ⓖ আন্তরিক ⓘ পরিপূরক ⓚ

৪৪। পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগ বলতে বোঝাত কোনটাকে?
ⓚ পাপ ⓚ কষ্ট
ⓖ যন্ত্রণা ⓘ অভিশাপ ⓘ

৪৫। পুরাতন নিয়মে প্রতিটি কষ্টের পেছনে কোন কারণ রয়েছে।
ⓚ মন্দ শক্তি ⓚ প্রকৃতির শক্তি
ⓖ ঐশ শক্তি ⓘ ঈশ্বরের অভিশাপ ⓚ

৪৬। নতুন নিয়মে যীশুর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?
ⓚ নেতিবাচক ⓚ ইতিবাচক
ⓖ মন্দ শক্তির ⓘ করুণার ⓚ

৪৭। যীশু কীভাবে অলৌকিক কর্ম সাধন করেছেন?
ⓚ শিষ্যদের মাধ্যমে ⓚ বিজয়ের মাধ্যমে
ⓖ সেবার মাধ্যমে। ⓘ কষ্টভোগের মাধ্যমে ⓘ

৪৮। শিষ্যদের সাথে যীশুর সম্পর্ক কেমন ছিল?
ⓚ সুন্দর ⓚ শত্রুর
ⓖ মন্দ ⓘ শাসনের ⓚ

৪৯। কষ্টভোগী মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কেমন?
ⓚ বিরহের ⓚ আনন্দের
ⓖ মিলনের ⓘ শাসনের

৫০। কষ্টভোগ আশীর্বাদ কেন?
ⓚ অর্থ লাভের জন্য ⓚ গৌরবের জন্য প্রস্তুত ক
ⓖ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ⓘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৫১। রোমানা দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছে। রোমানার এ ক সাথে। - সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ দৈহিক কষ্ট ⓚ মানসিক কষ্ট
ⓖ হৃদয়ের কষ্ট ⓘ জাগতিক কষ্ট।

৫২। সাথির জীবনে ধনসম্পদের অভাব না থাকলেও কোনো নেই। সাথির এ অশান্তির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় কী?
ⓚ দৈহিক কষ্ট ⓚ মানসিক কষ্ট
ⓖ হৃদয়ের কষ্ট ⓘ জাগতিক কষ্ট

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : ধনী মানুষের সম্পদের জন্য দুশ্চি টেনশন এবং প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকার কারণে হৃদয়ে কষ্ট সৃষ্টি হ

৫৩। বন্যার কারণে রহিমের বাড়িঘর সব ভেসে গেছে। সে দ হওয়ায় তার এখন দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। রহিমের ক সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ দৈহিক কষ্ট ⓚ মানসিক কষ্ট
ⓖ হৃদয়ের কষ্ট ⓘ জাগতিক কষ্ট

৫৪। রোহান বলে, মানুষ কখনও দুঃখ-কষ্টকে এড়াতে পারে রোহানের মতের পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে?
ⓚ কষ্ট-যন্ত্রণা মনুষ্যসৃষ্ট ⓚ কষ্ট-যন্ত্রণা দুর্যোগের য
ⓖ কষ্ট-যন্ত্রণা অপরিহার্য ⓘ হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা

৫৫। শাওন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মীয়স্বজনকে হারিয়ে এ সর্বস্বান্ত। শাওনের এ কষ্টের কারণ কোনটি?
ⓚ দৈহিক কষ্ট ⓚ মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট
ⓖ মানসিক কষ্ট ⓘ প্রকৃতির নিয়ম

৫৬। রওশন কাজ করার সময় খামখেয়ালির কারণে হঠাৎ শরীরে আগুন ধরে যায়। রওশনের কষ্টের কারণ কোনটি
ⓚ দৈহিক কষ্ট। ⓚ মানসিক কষ্ট
ⓖ প্রকৃতির নিয়ম ⓘ মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট

৫৭। শাহেদ মনে করে, বিপদে ধৈর্যশীল থাকা উচিত। শাহে মতামতের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় কী?
ⓚ দুঃখের নেতিবাচক দিক ⓚ দুঃখের ইতিবাচক দিক
ⓖ দুঃখের নির্মম বেদনা ⓘ ঈশ্বরে অবিশ্বাস

৫৮। অনিমা মনে করে, জীবনে ব্যর্থতাই সফলতার পথ ম করে। অনিমার মতের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় কী?
ⓚ ঈশ্বরে বিশ্বাস ⓚ দুঃখের পরিণতি
ⓖ ব্যর্থতার কারণ ⓘ ব্যর্থতার পরিণতি (

৫৯। জিম মনে করে, দুঃখ-বেদনার কারণে মানুষের ঈশ্বরে কাছে। আত্মসমর্পণ করার সুযোগ থাকে। জিমের মতে সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ ঈশ্বরে বিশ্বাস। ⓚ দুঃখের নির্মম বেদনা
ⓖ দুঃখের ইতিবাচক দিক ⓘ দুঃখের নেতিবাচক দিক (

৬০। জেরি যক্ষ্মাকে পাপের অভিশাপ হিসেবে মনে করে। জেরির মতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
ⓚ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম
ⓚh পবিত্র বাইবেলের নিয়ম
ⓖ পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম
ⓖh ঈশ্বরের দেওয়া দশ আজ্ঞা ⓚ

৬১। জেনি মনে করে, আমাদের পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তার মতের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় কী?
(ক) দুঃখ বেদনার উপর মাষের বিজয়
(খ) দুঃখ বেদনার উপর খ্রীস্তের বিজয়
(গ) দুঃখ বেদনার ইতিবাচক দিক
(ঘ) দুঃখ বেদনার নেতিবাচক দিক

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৬২। "জীবন ফুলশয্যা নয়।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কী?
(ক) জীবনে কষ্ট সীমাহীন (খ) জীবনে কষ্ট অপরিহার্য
(গ) জীবনে দৈহিক কষ্ট (ঘ) জীবনে মানসিক কষ্ট (খ)

৬৩। "দারিদ্র মানুষের জীবনে হতাশাবোধ সৃষ্টি করে।"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কী?
(ক) মানুষের দৈহিক কষ্ট (খ) মানুষের জাগতিক কষ্ট
(গ) মানুষের হৃদয়ের কষ্ট (ঘ) মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট (গ)

৬৪। "মানুষের জীবনে এমন কিছু কষ্ট থাকে, যা সে কাউকে বলতে পারে না।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কী?
(ক) দৈহিক কষ্ট (খ) আর্থিক কষ্ট
(গ) জাগতিক কষ্ট (ঘ) মানসিক কষ্ট (ঘ)

৬৫। "প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষকে কষ্ট পেতে হয়।" উক্তিটির যৌক্তিকতা হলো কোনটি?
(ক) প্রকৃতির নিয়ম (খ) দৈহিক কষ্ট
(গ) মানসিক কষ্ট (ঘ) মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট (ক)

৬৬। "অতিরিক্ত চাহিদা একসময় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" উক্তিটি। বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
(ক) প্রকৃতির নিয়ম (খ) দৈহিক কষ্ট
(গ) মানসিক কষ্ট (ঘ) মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট (ঘ)

৬৭। "ঈশ্বর মানুষকে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে খাটি মানুষ হতে সাহায্য করেন।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো কী?
(ক) দুঃখ-কষ্টের ইতিবাচক দিক
(খ) দুঃখ-কষ্টের নেতিবাচক দিক
(গ) দুঃখ-কষ্টে মানুষের সহনশীলতা
(ঘ) দুঃখ-কষ্টে মানুষের ধৈর্যশীলতা (ক)

৬৮। "শত দুঃখ-বেদনায়ও ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখাই হলো [illegible] কাজ।" উক্তিটির যথার্থতা হলো–
(ক) ঈশ্বরের প্রশংসা কম করা
(খ) ঈশ্বরের আরাধনা
(গ) ঈশ্বরে ভক্তি না থাকা
(ঘ) ধর্মীয় কাজে অবহেলা (খ)

৬৯। "কষ্টভোগ মানবজীবনের একটি অভিশাপ।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কী?
(ক) পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি
(খ) নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি
(গ) ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি
(ঘ) সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি (ক)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য ; যীশু অন্যের দুঃখ-কষ্টে মানুষের প্রতি সমব্যথী হয়েছেন এবং ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৭০। "ঈশ্বরপুত্র যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে পরিত্রাণ করার জন্য।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো কোনটি?
(ক) দুঃখ-কষ্টের উপর যীশুর বিজয়
(খ) দুঃখ-কষ্টের উপর মানুষের বিজয়
(গ) দুঃখ-কষ্টের ইতিবাচক দিক
(ঘ) দুঃখ-কষ্টের নেতিবাচক দিক (ক)

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭১ ও ৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের বরগুনা জেলা সমুদ্রের উপকূল বরাবর অবস্থিত। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রায় সবসময়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাতহানে। (সকল বোর্ড-২০১৬)

৭১। বরগুনা জেলার লোকেরা কোন ধরনের কষ্ট ভোগ করে?
(ক) জাগতিক (খ) মানসিক
(গ) দৈহিক (ঘ) হৃদয়ের (ক)

৭২। কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাঘব করতে পারে?
(ক) পরামর্শ (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা
(গ) বিজ্ঞানের আবিষ্কার (ঘ) ইতিবাচক মনোভাব (খ)

৭৩। ধার্মিক নিরপরাধ মানুষ জীবনে কী ভোগ করে? (সকল বোর্ড-২০১৬)
(ক) কষ্ট (খ) স্বর্গ
(গ) আনন্দ (ঘ) দুঃখ (ক)

৭৪। নিচের কোনটি মানসিক কষ্ট? (সকল বোর্ড-২০১৬)
(ক) অশান্তি (খ) ক্লান্তি
(গ) হতাশা (ঘ) বেকারত্ব (গ)

৭৫। "দুঃখ শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা। তারাই পাবে সান্ত্বনা।" - উক্তিটি কে করেছেন? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) মথি (খ) যীশু
(গ) যোহন (ঘ) পিতর (খ)

৭৬। নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কোন কষ্ট সৃষ্টি করে? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) জাগতিক (খ) দৈহিক
(গ) মানসিক (ঘ) হৃদয়ের (গ)

৭৭। কষ্টভোগ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে কত রকমের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ (ক)

Part-3: Discussion [আলোচনা]

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী: এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত? এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ জাগতিক কষ্ট বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং হৃদয়কে ব্যথিত করে। যেমন : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মহামারী, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক মন্দাভাব ইত্যাদি জাগতিক কষ্ট। এগুলো মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং অশান্তি ডেকে আনে।

প্রশ্ন ॥২॥ কষ্ট মানুষের জীবনে অপরিহার্য কেন?

উত্তর : কষ্ট মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কারণ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কম-বেশি দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। কষ্ট আছে বলেই আমরা ঈশ্বরকে ডাকতে পারি। কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠা, গৌরব ও সাফল্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাই কষ্ট মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥৩॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীতে যে দুর্যোগ সংঘটিত হয়, তা-ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষকে কষ্ট পেতে হয়।

প্রশ্ন ॥৪॥ কষ্ট ভোগ সম্পর্কে নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

উত্তর : নতুন নিয়মে যীশু মানুষের কষ্টভোগ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি কষ্টভোগকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তিনি কখনোই নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি সমব্যথী হয়েছেন কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই জীবনের গৌরব ও সাফল্য আসে।

প্রশ্ন ॥৫॥ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ আমাদের জন্য আশীর্বাদ কেন?

উত্তর : দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ আমাদের জন্য আশীর্বাদ। দুঃখ-যন্ত্রণা ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের মহৎ গৌরব ও আনন্দের জন্য প্রস্তুত করে। আমাদের পথপ্রদর্শক যীশু নিজেই দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তিনি কখনোই নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি সমব্যথী হয়েছেন। কষ্ট-যন্ত্রণার জন্য প্রয়োজন সৎ সাহস। কেননা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ ঈশ্বরের রাজ্যে আরও মহৎ, গৌরব ও আনন্দের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। জর্জ একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই দৃঢ়তাসম্পন্ন। সামান্য অসুস্থতায় তি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান, তাই তিনি সবার সাথে একাত্ম হয়ে চলতে চেষ্টা করেন। এভাবে সহ্য করতে কর একসময় পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ডায়াবেটিসই হয়েছে। তিনি জানেন এ রোগ মৃত্যু পর্যন্তই থাকবে তবু তিনি হতাশ না হ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে খুশি মনে গ্রহণ করেন। তিনি জানেন ঈশ্বর কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা প্রক করেন।

ক. মানুষের হয়ে কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেছেন?
খ. দুঃখ কষ্ট সবার জন্য অনিবার্য কেন? বর্ণনা কর।
গ. দুঃখ যন্ত্রণার ক্ষেত্রে জর্জের মনোভাব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জর্জের মনোভাব যেন পিতরের শিক্ষারই প্রতিফলন।' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. মানুষের হয়ে যীশু সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেছেন।

খ. দুঃখ-কষ্ট আছে বলেই আমরা ঈশ্বরকে প্রেমময় ও করুণাময় পিতা বলে ডাকতে পারি। পুরাতন নিয়মের প্রবক্তা যোবেরও দুঃ কষ্টের সঠিক উত্তর খুঁজে পাননি। নির্দোষ ও ধার্মিক মানুষ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন- এ রহস্যাবৃত প্রশ্নের সঠিক উত্তর একম ঈশ্বরই জানেন। সবার জন্য দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা অনিবার্য।

মূলকথা : সবার জীবনেই দুঃখ-কষ্ট আছে।

গ. দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী জর্জ খুশি মনে জীবন উপভোগ করছেন। দুঃখ-যন্ত্রণাকে জর্জ আশীর্বাদ মনে করেন। কেননা দুঃখ-যন্ত্র ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের মহৎ গৌরব ও আনন্দের জন্য প্রস্তুত করে।

উদ্দীপকে জর্জের জীবনের মধ্যে যীশুর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কারণ যীশু নিজেই দুঃখ-যন্ত্রণাকে ধারণ করেছেন। তিনি স্ব ঈশ্বর হলেও আমাদের মতোই মানবরূপ ধারণ করলেন এবং পাপ ব্যতীত সব বিষয়েই আমাদের মতো দুর্বল স্বভাবের মা হলেন। যীশু কখনোই নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি তাদের সমব্যথী হয়েছেন। যী

অনুপ্রেরণা ও আদর্শ জর্জের জীবনে প্রতিফলিত হয়। জর্জ দুঃখ-যন্ত্রণাকে বড় করে দেখেন না; বরং এটিকে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করেন। কষ্ট-যন্ত্রণা, লাঘব করার সৎসাহস জর্জ পান। তিনি মনে করেন, কষ্টভোগী মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলন ঘটে।

মূলকথা : দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ জীবনে একটি আশীর্বাদ।

ঘ. জর্জ একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে শরিক হন। তার আচরণ পাঠ্যবইয়ের সাধু পিতরের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। পিতর কখনো দুঃখ-কষ্টে হতাশ হননি; বরং তিনি আনন্দিত হন। কেননা এ সময় ঈশ্বরকে বারবার স্মরণ করা যায়। তিনি মানুষকে বলেন, "কেউ যদি খ্রিষ্টের নামের জন্যে তোমাদের অপমান করে, তাহলে ধন্য তোমরা, ...। তোমাদের কেউ যদি দুঃখ-যন্ত্রণা পায় তবে সে যে তা পাচ্ছে খুনি, চোর, অনাচারী বা পরাধিকারচর্চী বলেই, এমনটি যেন কখনো না হয়।"

পিতর সবসময় এমন উপদেশ দিয়ে এসেছেন ও গ্রহণ করেছেন। সমাজের দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পিতর আরও বলেন, "কেউ যদি খ্রিষ্টান বলেই দুঃখ-যন্ত্রণা পায়, তাহলে সে যেন তার জন্য কোনো লজ্জা অনুভব না করে; বরং সে যে খ্রিষ্টান নামে পরিচিত, তার জন্যে সে যেন পরমেশ্বরের স্তুতি-বন্দনাই করে।"

পিতরের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকের জর্জের জীবনে। তিনি কখনো সামান্য দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়েন না। তিনি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জানেন যে, ঈশ্বর কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

মূলকথা : পিতর ও জর্জ যীশুভ।

প্রশ্ন-২। রাজু সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক লোকদের সাথে কিছুসংখ্যক অস্বাভাবিক লোকদের নিয়োগ দেন। যাকে দারোয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল। গেইটে বসে অনেক সময় ঘুমাতে থাকেন। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। ফলে তাকে সহকর্মীদের কাছ থেকে তিরস্কার পেতে হয়। টেলিফোন অপারেটর চন্দন চুপচাপ থাকেন; দেখলে মনে হয় খুবই চিন্তিত। জনগণ তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে একটির বেশি দুইটি কথা বলেন না। অন্যমনস্কভাবে থাকেন। ফলে জনগণ তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না।

ক. পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো? ১

খ. সাধু সাধ্বীগণ কেন দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন? ২

গ. দারোয়ানের মধ্যে কোন ধরনের কষ্ট বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'কষ্ট সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা চন্দনের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে।'- মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. পুরাতন নিয়মে কষ্ট ভোগকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হতো।

খ. সাধু-সাধ্বীগণ দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তারা মনে করেন, দুঃখ-যন্ত্রণা সৎ জীবনযাপনে সহায়ক। তাই তারা জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে বরণ ও সহ্য করেছেন মহৎ কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে। কেননা কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জীবনের প্রতিষ্ঠা, গৌরব ও সাফল্যের জন্ম।

মূলকথা : মহৎ কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য করা।

গ. পৃথিবীতে কোনো মানুষই পরিপূর্ণ সুখী নয়। সবার জীবনেই কমবেশি দুঃখ-যন্ত্রণা থাকে, কারও কম কারও বেশি। ক্ষেত্রভেদে ও মানুষভেদে কষ্টের বিভিন্ন ধরন রয়েছে; যেমন : দৈহিক কষ্ট- রোগ, যন্ত্রণা, দীর্ঘকালীন অসুস্থতাই দৈহিক কষ্ট; মানসিক কষ্ট দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি মানসিক কষ্টের কারণ। হৃদয়ের কষ্টড় আনন্দহীনতা, অশান্তি, ভালোবাসার অভাব ইত্যাদি হৃদয়ের কষ্ট; জাগতিক কষ্ট জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের জাগতিক কষ্ট। এ রকম বিভিন্ন কষ্ট অবলোকনের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের দারোয়ানের মধ্যে দৈহিক কষ্ট বিদ্যমান। দারোয়ান দুর্বল, তার রোগ-যন্ত্রণা রয়েছে, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্যহীনতা ও কঠোর পরিশ্রম।

মূলকথা : দারোয়ানের মধ্যে দৈহিক কষ্ট বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকে চন্দনের মধ্যে চরম হতাশা কাজ করে। হতাশার কারণে তিনি সবসময় নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। আমি মনে করি, তার এ অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব যীশুর শিক্ষার মাধ্যমে। যীশু কখনওই নিজের দুঃখ-কষ্ট বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি তাদের সমব্যথী হয়েছেন। যখনই তিনি অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখেছেন, তখনই তিনি ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি কখনওই দুঃখ-কষ্ট বা মৃত্যু এর কোনোটিকেই দূরে সরিয়ে দেন না; বরং সেগুলোর সামনে সৎসাহসের সাথে দাঁড়ান এবং মোকাবিলা করেন। শোকে কাতর মানুষের চোখের জল তিনি দূর করে দেন না; কিন্তু জীবনের চলার পথে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেন। এটি চন্দনের সাথে যীশুর মিলনের একটি আনন্দময় চিহ্ন। তাই যীশুর শিক্ষা চন্দনের জীবনে হয়ে উঠতে পারে একটি আশীর্বাদ। কেননা যীশুর জীবনাচরণ আমাদের শিক্ষা দেয় কীভাবে দুঃখ-কষ্ট-হতাশা দূর করা যায়।

মূলকথা : দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ চন্দনের জন্য হয়ে উঠতে পারে আশীর্বাদ।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। রিপন একজন ক্যাটেখিস্ট মাস্টার। দায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠাবান; শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও ভালো। অর অসুস্থতার কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে। তিনি জানেন এ রোগ মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে। হতাশ না হয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে তিনি চলেন। তিনি জানেন, কষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তার ভালোবাসা প্রকাশ করেন। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. দুঃখ শোকে যারা কাতর তারা কী লাভ করবে? ১
খ. জাগতিক কষ্ট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দুঃখ যন্ত্রণার ক্ষেত্রে রিপনের মনোভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিজের ও অন্যের কল্যাণে দুঃখ যন্ত্রণার মূল শিক্ষা যেন রিপনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. সান্ত্বনা।

খ. পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্যই জীবন দুঃখকষ্টবিহীন আরামের বা ফুলসজ্জা নয়। দুঃখযন্ত্রণা থেকে কেউ রেহাই পায় নি। মানবজীবনে বিভিন্ন রকম কষ্ট লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে একটি হলো জাগতিক কষ্ট। জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং হৃদয় ব্যথিত করে। জাগতিক কষ্টগুলো হলো- দারিদ্র্য, যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক মন্দাভাব ইত্যাদি। এসব মানুষের মনে কষ্ট জাগায় ও অশান্তি সৃষ্টি করে।
মূলকথা : প্রবাদ আছে- কষ্ট ছাড়া গৌরব নেই।

গ. দুঃখযন্ত্রণার ক্ষেত্রে রিপনের মনোভাব ব্যাখ্যা করা হলো- দুঃখকষ্ট সম্পর্কে রিপনের বক্তব্যে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সাধু পিতরের কথা থেকেও এ সম্পর্কিত ইতিবাচক মনোভাবপোষণ করতে পারি। অর্থাৎ দুঃখকষ্ট সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সম্পর্কে শিখতে পারি। তিনি বলেন, তোমাদের যাচাই করার জন্য এখন যে অগ্নিকাণ্ড চলছে, তাতে তোমরা আশ্চর্য হয়ো না; মনে করো না তোমাদের উপর অদ্ভুত কিছু ঘটছে। বরং এতে তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার যতখানি অংশীদার হয়ে উঠছ, তোমরা ততখানি আনন্দিত হও, যাতে তার সেই মহিমা প্রকাশের দিনেও তোমরা গভীর আনন্দেই আনন্দিত হতে পার। মানুষ যদি খ্রিষ্টের নামের জন্য তোমাদের অপমান করে, তাহলে ধন্য তোমরা, কেননা তখন তোমাদের উপর যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সেই মহিমাময় আত্মা, স্বয়ং ঈশ্বরেরই আত্মা। তোমাদের কেউ যদি দুঃখযন্ত্রণা পায়, তবে সে যে তা পাচ্ছে, খুনি, চোর, অনাচারী বা পরাধিকার চর্চাকারী বলেই, এমনটি যেন কখনো না হয়। কিন্তু কেউ যদি খ্রিষ্টান বলেই দুঃখযন্ত্রণা পায়, তাহলে সে যেন তার জন্য কোনো লজ্জা অনুভব না করে বরং সে যে খ্রিষ্টান নামে পরিচিত, তার জন্য সে যেন পরমেশ্বরের স্তুতি-বন্দনাই করে। আসলে এইতো সেই বিচার শুরু হওয়ার সময়; আর তা শুরু হচ্ছে, পরমেশ্বরের আপনজন যারা তাদেরই বিচার দিয়ে। আমাদের বিচার দিয়েই যখন বিচারের কাজ শুরু হলো, তখন যারা পরমেশ্বরের মঙ্গলসমাচার মানতে চায় না, না জানি কী হবে তাদের পরিণাম। শাস্ত্রে আছে, ধার্মিকের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া যদি এত কঠিন হয়, তাহলে ভক্তিহীন পাপী মানুষের কী দশাটাই না হবে! তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যারা দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারা সৎ জীবনযাপন করে চলুক আর এভাবে তারা, সেই পরম বিশ্বস্ত স্রষ্টা যিনি, তারই হাতে সঁপে দিক নিজেদের প্রাণ।
উদ্দীপকের রিপন তার রোগ সম্পর্কে হতাশ না হয়ে মহান ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলেন। তিনি মনে করেন, কষ্টের সময় আমরা ঈশ্বরকে বেশি স্মরণ করি। ঈশ্বরও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেন।
মূলকথা : দুঃখকষ্ট সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব।

ঘ. নিজের ও অন্যের কল্যাণে দুঃখযন্ত্রণার মূল শিক্ষা যেন রিপনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এর বিশ্লেষণ হলো—
উদ্দীপকের রিপন যীশুর শিক্ষা যথার্থভাবে ধারণ করেছেন। তিনি দুঃখকষ্টকে বড় করে দেখেননি। যীশুও কখনো নিজের দুঃখ কষ্টকে বড় করে দেখেননি বরং অন্যের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় সমব্যথী হয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন ও সান্ত্বনা দিয়েছেন। দয়া ও করুণাপূর্ণ হয়ে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যীশুর কাছে দুঃখকষ্ট, ব্যথা-যন্ত্রণা সবকিছু পরাজিত হয়েছে। চরম কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জন্য মুক্তি বা পরিত্রাণ অর্জন করেছেন। যীশু প্রেরিত শিষ্যদেরও কষ্ট নিরাময়ের শক্তি তথা মানুষকে দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার শক্তিদান করেছেন। তেমনি রিপনের মাঝেও আমরা নিজের ও অন্যের কল্যাণে দুঃখযন্ত্রণার মূল শিক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাই।
আমাদের নিজেদের খ্রিষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, কারণ আমরা ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসন্তানের মর্যাদা লাভ করেছি এবং সন্তান হতে গিয়ে আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এখন আমরা বুঝতে পারি, কেন যীশুর শিষ্যগণ যীশুর নামে কষ্ট ভোগ করতে পেরে আনন্দিত হতেন এবং কষ্ট ভোগ করতে পেরে তারা খ্রিষ্টের কষ্টের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। স্বর্ণ যেমন আগুনে পুড়িয়ে এর খাঁটিত্ব প্রমাণ করে, তেমনি কষ্টের কারণে প্রাপ্ত ব্যথার দ্বারা আমরা পরিশোধিত হই। এ ব্যথাই আমাদের পিতা ঈশ্বরের যোগ্য সন্তানে পরিণত করে। এভাবে আমরা খ্রিষ্টের গৌরবে অংশগ্রহণ করতে পারি। ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে বসবাস করেন। সাধু পল বলেন, আমাদের দেহ হচ্ছে পবিত্র আত্মার মন্দির। কাজেই আমরা যখন কষ্টভোগ করি তখন ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তিনি আমাদের কষ্টভোগ করতে দেখেন। আমরা যখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে আছেন, তখন আমরা আর নিজের উপর ভরসা করি না। আমরা তখন পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর। এ ভরসা করতে পারি যে, তিনিই কষ্টের সময় আমাদের শক্তি জোগাবেন এবং ভালো কাজ ক্রমাগত করে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।
মূলকথা : কষ্টযন্ত্রণা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের যোগ্য সন্তানে পরিণত হই।

প্রশ্ন-৪। শশীর বয়স ১৫ বছর। ইদানীং প্রায়ই তার মন খারাপ থাকে। সে কারও সাথে মিশতে চায় না। সে একা একা থাকতে ভালোবাসে। তার মনে হয়, সে হতাশ। দুশ্চিন্তা তাকে সার্বক্ষণিক গ্রাস করে রাখে। [শিখনফল-১]

ক. যোবের বন্ধুরা তাকে কী প্রশ্ন করেছিল? ১
খ. জাগতিক কষ্টগুলো সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. শশী কোন ধরনের কষ্টে ভুগছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শশীর এ সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কী করা দরকার বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

উত্তর:

ক. যোবের বন্ধুরা তাকে "ধার্মিক ও নিরপরাধ মানুষ জীবনে কষ্ট ভোগ করে কেন?"- এ প্রশ্নটি করেছিল।

খ. মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে জাগতিক কষ্ট অন্যতম। জাগতিক কষ্টগুলো হলো- দারিদ্র্য বেকারত্ব, মহামারী, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক মন্দাভাব প্রভৃতি।
মূলকথা : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মহামারী, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শশী মানসিক কষ্টে ভুগছে। মানসিক কষ্টের কারণে শশীর সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে। তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মানসিক কষ্টের কারণে শশী কারও সাথে ভালোভাবে কথা বলে না, কারও সাথে মিশতে চায় না। তার মধ্যে সবসময় অস্থিরতা কাজ করে। এ অস্থিরতার কারণে তার মাঝে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। হতাশা তার জীবনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে শশীর জীবনে মানসিক কষ্টের কারণে তার সফলতা আসছে না।
মূলকথা : মন খারাপ, দুশ্চিন্তা, হতাশা।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শশী মানসিক কষ্টে ভুগছে। দৈহিক কষ্টের মতো মানসিক কষ্টও কম নয়। মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য আমার মতামত নিম্নরূপ মানবজীবনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট আছে। এর মধ্যে মানসিক কষ্ট অন্যতম। দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশা ব্যর্থতা, একাকিত্ববোধকে মানসিক কষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হলে যেসব নিয়ে দুশ্চিন্তা ত সবার সাথে, বিশেষ করে বাবা মায়ের সাথে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তবেই কিছুটা দুশ্চিন্তা ও হতাশা কেটে যাবে। একাকিত্ব হ্রাস করার জন্য সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে। মনের ভাব সবার সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এসব কাজ করলে শশীর মানসিক কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।
মূলকথা : মনের কথা সবার সাথে ভাগাভাগি করতে হবে।

প্রশ্ন-৫। রমনির একসময় অনেক ধনসম্পদ ছিল। কিন্তু সমাজপতিরা তার সব সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়। তার থাকার মতো কোনো ঘর নেই। সে খেতে পায় না। এখন সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। [শিখনফল-২]

ক. জাগতিক কষ্ট কী? ১
খ. হৃদয়ের কষ্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. রমনির অবস্থা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে যে কষ্ট জাগায়, তাকে জাগতিক কষ্ট বলে।

খ. মানুষের জীবনে বিভিন্ন কষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কষ্ট হলো হৃদয়ের কষ্ট। হৃদয়ের কষ্টগুলো হলো আনন্দহীনতা, অশান্তি, ভালোবাসার অভাব, গ্রহণীয়তার অভাব, বন্ধুত্বের অভাব, হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা কাউকে বলতে না পারা ইত্যাদি।
মূলকথা : বন্দুত্বের অভাব, গ্রহণীয়তার অভাব, আনন্দহীনতা প্রভৃতি।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমনি মনুষ্যসৃষ্ট কষ্টের শিকার। এর ব্যাখ্যা হলো অনেক কষ্ট আছে যা মানুষ সৃষ্টি করে। রমনির ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। চারপাশের মানুষের দ্বারা সে কষ্ট পায়। সমাজপতির অতিরিক্ত চাহিদার কারণে রমনি আজ নিঃস্ব। সমাজপতির জন্য রমনি দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। সমাজপতি তার ধনসম্পদ দখল করে নেয়। রমনির জীবনধারণের জন্য আর তেমন কিছু নেই। রমনি এখন অনাহার-অর্ধাহারে দিনযাপন করে। সমাজপতির স্বার্থপরতার কারণে রমনি দরিদ্রতার শিকার। সে এখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। রমনি মূলত মনুষ্যসৃষ্ট কষ্টের শিকার।
মূলকথা : মনুষ্যসৃষ্ট কষ্টের কারণে মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হয়।

ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—
অনেক কষ্ট আছে যা মানুষ সৃষ্টি করে। মানুষের অবহেলা, অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা, অতিরিক্ত চাহিদা, নানা রকমের পাপের কারণে এ কষ্টের সৃষ্টি হয়। মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট অন্যজনকে কষ্ট দেয়, অন্যজনের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট সাধারণত মানুষের খামখেয়ালি ও স্বার্থপরতার জন্য হয়।
উদ্দীপকে উল্লিখিত রমনি সমাজপতির স্বার্থপরতার শিকার। সমাজপতির লোভের কারণে সে সব সম্পত্তি হারিয়েছে। সে এখন নিঃস্ব ও দরিদ্র। উদ্দীপকের তাৎপর্য হলো মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট আমাদের আশপাশের মানুষকে কষ্ট দেয়।
মূলকথা : মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় — সহিংসতা ও শান্তি

Part-1: Heading [শিরোনাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রায় সর্বত্র মানুষে মানুষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, মারাম কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি লেগেই আছে। কেউ যেন কাউকে সহ্য করতে পারছে না। কাকে ছোট করে কে বড় হবে, কে ব মেরে ধনসম্পদ নিজের ঝুলিতে ভরবে, এমনই প্রতিযোগিতায় যেন অগণিত মানুষ মেতে উঠেছে। আমাদের দেশের চিত্রও কম ভ নয়। প্রতিদিনের খবরের কাগজ বা রেডিও-টেলিভিশনের খবর দেখে বা শুনে হত্যা, ভাংচুর, ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াওয়ের প্রতিহিংসামূলক চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা উপলব্ধি করে সত্যিই আমাদের মর্মাহত হতে হয়।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ➤ বিভিন্ন প্রকার সহিংসতার বর্ণনা দিতে পারবে।
- ➤ সহিংসতার কুফলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ➤ শান্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ➤ শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ➤ সহিংসতা বর্জন করবে।
- ➤ শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীভূমিকা পালন করবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ

◈ সহিংসতা, ◈ ভালোবাসা, ◈ সংক্রামক ব্যাধি, ◈ অবক্ষয়, ◈ শান্তি, ◈ উত্তাহীনতা, ◈ অন্তরায়, ◈ গভীর নীরবতা উদ্ভাবন, ◈ ন্যায্যতা।

Part-2: MultipeChoice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুর

এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১।সাধারণ বসুনির্বাচনি (ঝরসঢ়ষব গঈছ), ২। বতুপদী সমাপ্তিসূচক (Multi Completion), ৩। অভি তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। সহিংসতার বিপরীত দিক কোনটি?
ⓚ প্রশংসা ⓦ ভালোবাসা
ⓖ শান্তি ⓖ ন্যায্যতা — **ⓦ**

২। শিক্ষার্থীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?
ⓚ খেলাধুলার মাধ্যমে ⓦ বই পড়ার মাধ্যমে
ⓖ ন্যায্যতার মাধ্যমে ⓖ মিটিং মিছিল করে — **ⓖ**

❑ নিচের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। উদ্দীপকের ছবির মাধ্যমে কী প্রকাশ পায়?



ⓚ সহিংসতা
ⓦ সহনশীলতা
ⓖ অহিংসা
ⓖ অনুশাসন

৪। উদ্দীপকের কাজের প্রভাবে-
i. মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে
ii. দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে
iii. সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i
ⓦ ii
ⓖ i ও ii.
ⓖ ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◈ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ◈

জ্ঞানমূলক

৫। প্রগতিশীল ও কল্যাণকামী পৃথিবীর বিপরীত কী?
ক সংহতি খ ঐক্য
গ সহিংসতা ঘ প্রগতি গ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : বলপূর্বক শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জানমালের ক্ষতিসাধন করাই সহিংসতা।

৬। সহিংসতার সাথে জড়িত থাকে কী?
ক মমতা খ ভালোবাসা
গ সাধুতা ঘ অমানবিকতা ঘ

৭। আধ্যাত্মিকভাবে সহিংসতার অর্থ কী?
ক জীবনের মৃত্যু খ বিবেকের মৃত্যু
গ ভালোবাসার মৃত্যু ঘ উপলব্ধির মৃত্যু গ

৮। সহিংসতা বিষয়টি কী ধরনের?
ক ভয়হীন যে ভয়াবহ
গ অর্থহীন ঘ অর্থবহ খ

৯। পরিবার সমাজের কী ধরনের কোষ?
ক মৌলিক খ একক
গ যৌগিক ঘ ক্ষুদ্র ক

১০। সহিংসতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারা?
ক সমাজ খ পরিবার
গ দেশ ঘ পৃথিবী খ

১১। সহিংসতার ফলে কী ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ ব্যক্তিগত ঘ রাজনৈতিক খ

১২। পরিবার ও সমাজের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর রেশ কিসের উপর গিয়ে পড়ে?
ক রাষ্ট্রের খ বিশ্বের
গ ব্যক্তির ঘ প্রাণীর ক

১৩। সহিংসতার বিপরীত দিক কী?
ক অন্যায় খ অবিচার
গ ভালোবাসা ঘ শান্তি গ

১৪। শিক্ষাকাজে কে নিয়োজিত থাকেন?
ক পুলিশ খ সেনাবাহিনী
গ ডাক্তার ঘ শিক্ষক ঘ

১৫। মনুষ্যত্ব বিকাশের উত্তম মাধ্যম কী?
ক বিবেক খ উপলব্ধি
গ শান্তি ঘ সহিংসতা গ

১৬। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট কী?
ক শান্তিরাজ খ বিবেকবান
গ চরিত্রবান ঘ অশান্তিমূলক ক

১৭। প্রতিটি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় কী?
ক মাদকসেবন খ দুর্নীতি
গ সৃজনশীলতা ঘ আত্মবিশ্বাস খ

১৮। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিসের গুরুত্ব অনেক বেশি?
ক সৃজনশীলতা খ ন্যায্যতা
গ আত্মবিশ্বাস ঘ সময়ানুবর্তিতা ঘ

১৯। যার যা পাওনা তাকে তা দান করাকে কী বলে?
ক দুর্নীতি খ ন্যায্যতা
গ বন্ধুত্ব ঘ সমভাগ খ

২০। দুজন ব্যক্তির ভালোবাসাপূর্ণ অঙ্গীকার বা গৃহীত দায়িত্বকে কী বলে?
ক ন্যায্যতা খ ন্যায়বিচার
গ বন্ধুত্ব ঘ আত্মবিশ্বাস ক

অনুধাবনমূলক

২১। প্রকৃত মানবতার কোনরূপকে সহিংসতা বলে?
ক বিবেকদংশিত খ ভালোবাসাহীন
গ উপলব্ধিবিহীন ঘ ঘৃণ্য ক

২২। কিসের বশবর্তী হয়ে মানুষ সহিংসতার পথ বেছে নেয়?
ক বিবেকের খ প্রতিহিংসার
গ পাপের ঘ পুণ্যের খ

২৩। অমানবিক স্বভাব মানুষকে প্রভাবিত করে কেন?
ক বিবেকের মৃত্যুর জন্য খ আত্মার মৃত্যুর জন্য
গ উপলব্ধির মৃত্যুর জন্য ঘ ভালোবাসার মৃত্যুর জন্য ঘ

২৪। পরিবারে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কেন?
ক সহিংসতার কারণে খ মৃত্যুর কারণে
গ ভালোবাসার কারণে ঘ দারিদ্র্যের কারণে ক

২৫। সহিংসতার ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কীভাবে?
ক ধর্মীয়বিধানের অবহেলা
খ অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি
গ সম্পদ বৃদ্ধি ঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি খ

২৬। রাষ্ট্রের উপর সহিংসতার কীরূপ প্রভাব পড়ে?
ক দুর্নীতি খ উন্নতি
গ সুনাম ঘ শান্তি ক

২৭। কোনটি মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে তোলে?
ক সহিংসতা খ শিক্ষা
গ ভালোবাসা ঘ পরিবার গ

২৮। নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।
ক অপরাধবোধ খ সহিংসতা
গ অন্যায়-অবিচার ঘ সেবার মনোভাব

২৯। দেশ ও সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনটি করা আবশ্যক?
ক বন্ধুত্ব খ দুর্নীতি দমন
গ সৃজনশীলতা ঘ সময়ানুবর্তিতা খ

৩০। অজানাকে জানার কৌতূহল থেকেই সৃষ্টি হয়
ⓚ বন্ধুত্ব ⓚ দুর্নীতি দমন
ⓖ ন্যায্যতা ⓖ সৃজনশীলতা (ঘ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : সৃজনশীলতার মধ্যদিয়ে ব্যক্তির মনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়।

৩১। শিক্ষার্থীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?
(ক) মিছিল করে (খ) বই পড়ার মাধ্যমে
(গ) খেলাধুলার মাধ্যমে (ঘ) সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে (ঘ)

প্রয়োগকেন্দ্রিক

৩২। সুজন চুরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। সুজনের এ চুরির পেছনে তার কোন ধরনের মনোভাব বিরাজ করছে?
(ক) ভালোবাসার (খ) দরিদ্রতার
(গ) সহিংসতার (ঘ) বেকারত্বের (গ)

৩৩। জেরি ছবি এঁকে আনন্দ পায়। সে কোনো অমানবিক কাজ করতে রাজি নয়। জেরির আচরণের সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) ভালোবাসার মৃত্যুর (খ) সহিংসতার মৃত্যুর
(গ) অন্যায়ের মৃত্যুর (ঘ) অমানবিকতার মৃত্যুর (ক)

৩৪। জনি তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সবসময় ঝগড়া করে। জনির চরিত্রের যে দিকটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে—
(ক) ভালোবাসার দিকটি (খ) শান্তির দিকটি
(গ) সহিংসতার দিকটি (ঘ) সেবার দিকটি (গ)

৩৫। রঞ্জন জমি নিয়ে তার এক প্রতিবেশীর সাথে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ে। তার দলাদলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে—
(ক) পরিবারের উপর (খ) সমাজের উপর
(গ) দেশের উপর (ঘ) রাষ্ট্রের উপর (খ)

৩৬। শাহেদ বোমাবাজির কবলে পড়ে তার এক পা হারিয়েছে। শাহেদের এ ক্ষতির পেছনে রয়েছে।
(ক) আইনশৃঙ্খলার অবনতি (খ) দুর্নীতি বৃদ্ধি
(গ) জ্বালাও-পোড়াও (ঘ) মিছিল-মিটিং (ক)

৩৭। রিয়া মানুষের সেবার মাধ্যমে মনের প্রশান্তি খুঁজে পায়। রিয়ার আচরণের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) সেবার মনোভাব (খ) সহিংসতার মনোভাব
(গ) বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব (ঘ) রাষ্ট্রীয় মনোভাব (ক)

৩৮। শান্ত একজন ছাত্র। কিন্তু সে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নিলেও চেষ্টা করে যেন নিজে সৎ থাকতে পারে। শান্তর কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।
(ক) ভীরু মানসিকতার পরিচয়
(খ) সাহসী মানসিকতার পরিচয়
(গ) নীরব প্রতিবাদের চিত্র
(ঘ) অসচেতনতার পরিচয় (গ)

৩৯। মিতা সবসময় নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাসী। মিতার চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) সৃজনশীল ব্যক্তির (খ) সময়ানুবর্তী ব্যক্তির
(গ) ন্যায়বিচারক ব্যক্তির (ঘ) আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির [illegible]

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৪০। "সহিংসতা মানেই অমানবিকতা।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো
(ক) সহিংসতা সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করে
(খ) সহিংসতা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে
(গ) সহিংসতা সমাজের শান্তি নিশ্চিত করে
(ঘ) সহিংসতা সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করে (খ)

৪১। "সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু।" উক্তিটির যৌক্তিক কারণ হলো—
(ক) এটি অমানবিক কাজকে উৎসাহিত করে
(খ) এটি মানবিক কাজকে উৎসাহিত করে
(গ) এটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে উৎসাহিত করে
(ঘ) এটি সৃজনশীল কাজকে উৎসাহিত করে (ক)

৪২। "সহিংসতা একটি সংক্রামক ব্যাধি।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে। পাওয়া যায়—
(ক) সহিংসতার ফলে দেহে রোগের সৃষ্টি হয়
(খ) সহিংসতার ফলে সমাজে রোগের সৃষ্টি হয়
(গ) সহিংসতা অতি দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে
(ঘ) সহিংসতার ফলে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় (গ)

৪৩। "সহিংসতার ফলে পরিবারে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।" উক্তিটি তাৎপর্য হলো—
(ক) সহিংসতা সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে
(খ) সহিংসতা খুনের দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি করে
(গ) সহিংসতা বোমাবাজির সৃষ্টি করে
(ঘ) সহিংসতা সম্পদের ধ্বংস সাধন করে (ক)

৪৪। "সহিংসতা আরও ভয়াবহ সহিংসতার জন্ম দেয়।" উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে—
(ক) সহিংসতার সুফল (খ) সহিংসতার কুফল
(গ) ভালোবাসার সুফল (ঘ) ভালোবাসার কুফল (খ)

৪৫। "শান্তি হচ্ছে উৎকণ্ঠাহীনতা।" উক্তিটির যৌক্তিক কারণ হলো—
(ক) শান্তি হলো ধৈর্যশীলতা
(খ) শান্তি হলো মানসিক প্রশান্তি
(গ) শান্তি হলো সংঘাতময় অবস্থা
(ঘ) শান্তি হলো পারিবারি[illegible]গতি (খ)

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, ক্রোধ, কলহ ইত্যাদি না থাকার অনুভূতি।

৪৬। "শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো—
(ক) দুর্নীতি সমা[illegible]ত করে
[illegible] করে
[illegible] বাধা প্রদান করে
[illegible]লিত করে (গ)

[illegible] [illegible]থে পরিচালিত করে।"
উক্তি[illegible] [illegible] যায়—
(ক) সময়ানুবর্তিতার [illegible] [illegible] সময়ানুবর্তিতার তাৎপর্য
[illegible] সময়ানুবর্তিতার প্রয়োগ (ঘ) সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব (ঘ)

◇ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর ◇

অনুধাবনমূলক

৪৮। মুনির সহিংস কাজে লিপ্ত। সহিংসতার সাথে জড়িত থাকে—
i. অনৈতিকতা
ii. অমানবিকতা
iii. অন্যায় বিচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৯। সহিংসতা যেরূপ নির্যাতনকে চিহ্নিত করে
i. শারীরিক নির্যাতন
ii. মানসিক নির্যাতন
iii. ভালোবাসার মৃত্যু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫০। সহিংসতা বিপদগ্রস্ত করে তোলে।
i. পরিবারকে
ii. সমাজকে
iii. দেশকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫১। সহিংসতার ফলে পরিবারে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়
i. ঝগড়ার মাধ্যমে
ii. সন্দেহের মাধ্যমে
iii. ভালোবাসার মাধ্যমে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫২। সহিংসতার ফলে যে উপায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।
i. উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা
ii. সামাজিক উন্নয়ন
iii. অসামাজিক কার্যকলাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii খ

Part-3: Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীর
এ অংশে অনুশীলনীর সৃক্ষপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেলুলার উত্তর করতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ সহিংসতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রগতিশীল কল্যাণকামী পৃথিবীর বিপরীত হলো সহিংসতা। এটি হচ্ছে ভালোবাসার বিকৃতরূপ। সাধারণভাবে যা কিছু বৈধ নয় বা বৈধভাবে করা হয় না, তাকেই সহিংসতা বলা হয়। মূলত সহিংসতা হলো বর্বরতামূলক কোনো কাজ, যেখানে জড়িত থাকে অমানবিকতা, অনৈতিকতা, ঘৃণা, ছলচাতুরী, ভণ্ডামি, অসাধুতা, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥২॥ শান্তি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : শান্তি হচ্ছে উৎকণ্ঠাহীনতা বা একটি মানসিক প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থা। এটি একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেখানে সর্বদা বিরাজ করে একতা। শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, কলহ, অপরাধবোধ ইত্যাদি না থাকার অনুভূতি। এসবের পরিবর্তে শান্তি এমন অবস্থা যেখানে আছে একতা ও গভীর নীরবতা, যা মানুষকে তার প্রকৃত সত্তা জানতে শেখায়, নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, শান্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটি উত্তম মাধ্যম।

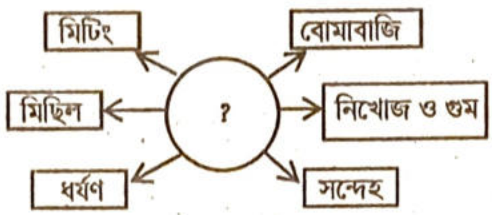
প্রশ্ন ॥৩॥ শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকাগুলো লেখ।
উত্তর : শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি প্রতিষ্ঠা যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। এছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধগুলোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া, মাদকসেবন দূরীকরণ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস, ন্যায্যতা ও বন্ধুত্ব প্রভৃতি।

প্রশ্ন ॥৪॥ কীভাবে আমরা ভালোবাসার মাধ্যমে সহিংসতা দূর করতে পারি?
উত্তর : সহিংসতার বিপরীত দিক হলো অহিংসা বা ভালোবাসা। ভালোবাসার মাধ্যমে শত্রুকে মিত্র করা যায়। এ কারণেই প্রভু যীশুখ্রিষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও ভালোবাসবে। কারণ সব দানের মহৎ দান হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে। তাই ভালোবাসার মাধ্যমেই সহিংসতা দূর করতে পারি।

প্রশ্ন ॥৫॥ সৃজনশীলতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সৃজনশীলতা হলো নতুন করে সৃষ্টি করা। অজানাকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি এবং নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করাই হলো সৃজনশীলতা।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-০১



ক. শান্তি কী?
খ. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র অবলম্বন ভালোবাসা।— মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ

ক. শান্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটি উত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।

খ. যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হ ন্যায্যতা। তাই ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সহিংসতা দূর করা সম্ভব, যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।
মূলকথা : যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই ন্যায্যতা ?

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে সহিংসতা হবে। কারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্র ভাংচুর, ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াও- এসব প্রতিহিংসামূলক চিত্রই প্রগতিশীল, কল্যাণকামী পৃথিবীর বিপরীতরূপ, যাকে এককথ বলা যায় সহিংসতা। সহিংসতা বিষয়টি অনেক ভয়াবহ। সাধারণভাবে যা কিছু বৈধ নয় বা বৈধভাবে করা যায় না, তা সহিংসতা বলে। বলপূর্বক, শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। সহিংসতা হলো বর্বরতামূ কোনো কাজ, যেখানে জড়িত থাকে অমানবিকতা, অনৈতিকতা, ঘৃণা, ছলচাতুরী, ভণ্ডামি, অসাধুতা, অন্যায়, অবিচার ইত্যা এর ফলে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে ধৈর্য সহনশীলতার অভাব লক্ষণীয়।
মূলকথা : '?' চিহ্নিত স্থানে সহিংসতা হবে।

ঘ. পৃথিবীজুড়ে আজ সহিংসতার চিত্র বিরাজমান। এ সহিংসতা পরিবার, সমাজ, দেশ সর্বত্র ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। সহিংসতা হ ভালোবাসার মৃত্যু। কেননা যখনই ভালোবাসার মৃত্যু হয়, তখন অমানবিক স্বভাব মানুষকে প্রভাবিত করে। মানুষ সৃষ্টিক রূপকে ঘৃণা করে ও অমানবিকরূপটি উন্মোচিত করে। সহিংসতার বিপরীত দিক হলো ভালোবাসা। যদি আমরা ভালোবা বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা আমাদের শত্রুকেও ভালোবাসব। এ কারণে প্রভু যীশুখ্রিষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রু ভালোবাসবে।
এ কথা তিনি শুধু মুখেই বলেননি, তাঁর নিজ জীবনে শত্রুদের প্রতি ভালোবেসে দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সব দানের দান হলো ভালোবাসা।
এ ভালোবাসা মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে তোলে। একমাত্র ভালোবাসাই সহিংসতা দূর করতে পারে এবং সহিংসতার কু থেকে পরিবার, সমাজ বা দেশ রক্ষা করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, সহিংসতা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র অবলম্বন ভালোবাসা।
মূলকথা : ভালোবাসার মৃত্যুই হলো সহিংসতা।

প্রশ্ন-২। আনন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি আদর্শ বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ শিক্ষার্থীরা এই বিদ্যালয়ে খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারে। লেখাপড়ার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে তাদের। এছাড়াও বিদ্যালয়ের চারি ফুল, ফল ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে মনোরম করেছে। তারা একে অন্যের সমস্যায় এগিয়ে যায় এবং দরিদ্র বিভিন্নভাবে। সাহায্য করে। শিক্ষকমণ্ডলীও শিক্ষার্থীদের ফলাফল ও ব্যবহারে খুবই আনন্দিত। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকেই যেন পরিবারে মিলেমিশে বাস করছে।

ক. আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতা কী?
খ. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে কী বিরাজ করছে? বর্ণনা দাও।
ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

উত্তর:

ক. আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু।

খ. যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হলো ন্যায্যতা। তাই ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সহিংসতা দূর করা সম্ভব, যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।
মূলকথা : যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই ন্যায্যতা।

গ. উদ্দীপকে বিদ্যালয়টিতে শান্তি বিরাজ করছে। শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, ক্রোধ, কলহ, অপরাধবোধ ইত্যাদি না থাকার অনুভূতি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ক্ষেত্রে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে তার জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং জীবনকে সুন্দর দিকনির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে আসে শান্তি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শান্তি চায়। সমাজ ও দেশের কিছুসংখ্যক মানুষের উপর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। যেমন : শিক্ষা কাজে নিয়োজিত শিক্ষক।
মূলকথা : উদ্দীপকে বিদ্যালয়টিতে শান্তি বিরাজ করছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত। এরকম শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকা হতে পারে?

⇒ দুর্নীতি দূর করার জন্য শিক্ষার্থী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যা দেশ ও সমাজের মধ্যে শান্তি বিরাজ করে। এ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারেন।

⇒ মাদকসেবন দূরীকরণে শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক তাদের এ সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

⇒ শিক্ষার্থীর মধ্যে সবসময় ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার, যা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক। এ বিষয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

⇒ শিক্ষাজীবন সৃজনশীলতা বিকাশের উত্তম সময়। এ সৃজনশীলতা ব্যক্তিমনে স্বচ্ছতা আনে। এ ব্যাপারে শিক্ষকবৃন্দ সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

⇒ শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে। ছাত্রজীবন আত্মবিশ্বাস গঠনের অন্যতম সময়। এক্ষেত্রে শিক্ষক যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

⇒ ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ সময় শিক্ষার্থী ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে শা[illegible] আসবে।

এ বিষয়গুলো হচ্ছে এক একটি গুণ, যা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। শিক্ষকের সহায়তায় এ মাধ্যমগুলো অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দি[illegible] শিক্ষার্থী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।
মূলকথা : শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নানাবিধ ভূমিকা রয়েছে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি বড় ও ভালো বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বিদ্যালয়টি সুনামের সহিত সুষ্ঠু পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পাঠদানে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট মনোযোগী ও খুবই আগ্রহী। বিদ্যালয়ের চারিদিকে বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ওষুধ গাছ লাগিয়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে মনোরম করা হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের কারণে সহকারী প্রধান শিক্ষ[illegible] সহিত প্রধান শিক্ষকের অনেক কথা কাটাকাটি হয়। পরে অন্য শিক্ষকমণ্ডলী এসব সমস্যায় এগিয়ে আসেন ও দুজনের মনে[illegible] বুঝিয়ে দেন। তারা বলেন, প্রত্যেকেই যেন একই পরিবারে মিলেমিশে বাস করছি। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. ন্যায্যতা কী?

খ. সহিংসতা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে কী বিরাজ করছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা।

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ১নং এর উত্তর অনুশীলন কর।

গ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে শান্তি ও সহিংসতা বিরাজ করছে। শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, ক্রোধ, [illegible] ইত্যাদি মা না থাকার অনুভূতি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু [illegible] ফলাফলের ক্ষেত্রে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে তার জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করে [illegible] দিকনির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে [illegible]

সর্বস্তরের মানুষ শান্তি চায়। সমাজ ও দেশের কিছুসংখ্যক মানুষের উপর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। যেমন : শিক্ষা কাজে নিয়োজিত শিক্ষক। কিন্তু বিদ্যালয়ে শান্তি থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের কথার কাটাকাটি উদ্দীপকের বিদ্যালয়টির শান্তির অন্তরায়।

মূলকথা : উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে শান্তি ও সহিংসতা বিরাজ করছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে সার্বিক পরিস্থিতি শান্তির অনুকূলে ছিল। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের কারণে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের মধ্যে যে মনোমালিন্য হয় তা সহিংসতার পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের আন্তরিক হতে হবে। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

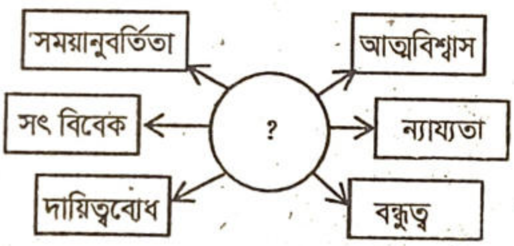
সহিংসতার বিপরীত দিক হলো অহিংসা অর্থাৎ ভালোবাসা। যদি আমরা অহিংসায় বিশ্বাস করি তাহলে আমরা আমাদের শত্রুকে ভালোবাসব। তখন একই নীতি আমরা সবার ওপর প্রয়োগ করব। যারা আমার বন্ধু তাদের প্রতি যেমন, তেমনি যারা আমার শত্রু তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার করব। এই কারণে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও ভালোবাসবে। একথা তিনি শুধু মুখেই বলেননি, তাঁর আপন জীবনে শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। গেৎসিমানি বাগানে যখন শত্রুরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাকে ধরতে এল তখন পিতর তরবারি দিয়ে একজন সৈনিকের কান কেটে ফেলেছিলেন। সেই মুহূর্তে যীশু বলেছেন, যে। অস্ত্র ব্যবহার করে, অস্ত্রের আঘাতেই তার বিনাশ ঘটে। কথায় বলে সহিংসতা সহিংসতার জন্ম দেয়। এই কারণে তিনি ভালোবাসার কথা বলেছেন। কারণ সমস্ত দানের মধ্যে মহৎ দান হলো ভালোবাসা। এই ভালোবাসা মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে তোলে। এই ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে জয় করতে সাহায্য করে। একমাত্র ভালোবাসাই সহিংসতাকে দূর করতে পারে এবং সহিংসতার কুফল থেকে পরিবার, সমাজ বা দেশকে রক্ষা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে সংঘটিত সহিংসতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের সহনশীল, ধৈর্যশীল ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

মূলকথা : সহিংসতা বন্ধে ভালোবাসাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন-৪। নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রশ্ন-০১



(সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতার অর্থ কী? ১
খ. শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো সহিংসতা প্রতিরোধে কতটা সমর্থ বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. ভালোবাসার মৃত্যু।

খ. শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকার ব্যাখ্যা করা হলো বর্তমানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাজীবন এমন একটা সময়, এ সময় শিক্ষার্থী জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, বা উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং নিজেকে সুন্দর দিকনির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এ বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের বাধা ও প্রলোভন আসে, যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে; এর ফলে ব্যক্তির মনে আসতে পারে অশান্তি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিষয়গুলো মূলত নির্ভর করে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। তাই শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারি তবে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে।

মূলকথা : শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা।

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে শান্তি' শব্দটি হবে। এর ব্যাখ্যা হলো–

শান্তি হচ্ছে উৎকণ্ঠাহীনতা তথা একটা মানসিক প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থা। সমাজের মানুষের মানসিক শান্তি চারিদিকে বিস্তৃত হয়, আবার শান্তি হচ্ছে এমন একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেখানে সর্বদা বিরাজ করে একতা; অর্থাৎ বলা যায়, শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, ক্রোধ, কলহ, অপরাধবোধ ইত্যাদি না থাকার অনুভূতি। এসবের পরিবর্তে শান্তি হচ্ছে এমন অবস্থা, যেখানে আছে একতা, গভীর নীরবতা, যা মানুষকে তার প্রকৃত সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝতে বা জানতে শেখায়, নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, সেবার মনোভাব গড়ে ওঠে, ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করে এবং বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, শান্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব

বিকাশের একটি উত্তম বা সর্বোকৃষ্ট মাধ্যম। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট হলেন শান্তিরাজ। তিনি এ জগতে মানুষের মাঝে শান্তি দিতে এসেছেন। তাইতো তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর তোমাদের শান্তি হোক' বলে শিষ্যদের উপর তাঁর শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলে ও তাঁর দেওয়া শান্তি গ্রহণ করে আমরা শান্তির মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

শান্তি সবাই চায়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শান্তি চায় বা শান্তিতে জীবনযাপন করতে চায়। একটু শান্তির পরশ পাওয়ার জন্য মানুষ কত কি না করে। সমাজ ও দেশের কিছুসংখ্যক মানুষের উপর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। যেমন : শিক্ষাকাজে নিয়োজিত শিক্ষক, দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, পুলিশ, বেসরকারি কর্মকর্তা ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শান্তির জন্য কাজ করে থাকেন। পৃথিবীতে আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা শান্তির জন্য তাদের নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল সহিংসতা বন্ধের জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন; তিনি বিশ্বশান্তি দিবসের মূলভাব হিসেবে সহিংসতা নয়, শান্তি চাই' স্লোগানের মধ্য দিয়ে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন। শান্তি হচ্ছে সব সুখের মূল; আর এ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মূলকথা : শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সবার এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো সহিংসতা প্রতিরোধে পুরোপুরি সমর্থ বলে আমি মনে করি। এর বিশ্লেষণ হলো–

সময়ানুবর্তিতা : শান্তি প্রতিষ্ঠায় সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তবে ভবিষ্যৎ জীবনকে তারা সঠিক ও সুন্দরভাবে গোছাতে পারবে; এর ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং সহিংসতা রোধ হবে।

সৎ বিবেক : ঈশ্বর মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, একটি সত্যময় বিবেক হলো ঈশ্বরের নীরব কণ্ঠস্বর; সৎ বিবেকবান ব্যক্তি সুস্থ ও পবিত্র এবং তিনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। সৎ বিবেকবান ব্যক্তি ভালো ও মঙ্গলজনক কাজ করেন, শান্তি কামনা করেন ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকেন।

দায়িত্ববোধ : আমরা আমাদের প্রতিটি আচরণের জন্য দায়বদ্ধ, আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলে দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব মানুষ নিজের ভুলগুলোও সহজেই স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে বা এগুলোকে জীবনের অংশ বলে মনে করতে পারে এবং নিজের দায়িত্বপালন সম্পর্কে সচেতন থাকে।

আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে নিজেকে ও নিজের সামর্থ্যকে বিশ্বাস করা; মানবচরিত্র সমৃদ্ধকরণে এর অবদান অতুলনীয়। নিজের প্রতি যে যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়, অন্যের প্রতিও তার ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। তাই এ সময়টা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির উত্তম সময়।

ন্যায্যতা : যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা; ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। তাই ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ সময় শিক্ষার্থীরা ন্যায্যতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি আসবে এবং সহিংসতা থাকবে না।

বন্ধুত্ব : বন্ধুত্ব হচ্ছে দুজন ব্যক্তির ভালোবাসাপূর্ণ অঙ্গীকার বা গৃহীত দায়িত্ব এবং এটি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল। বন্ধুত্ব আমাদের একতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে যা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়।

আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে এক একটি গুণ, যা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, এ মাধ্যমগুলো অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে সহিংসতা প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

মূলকথা : শান্তি হচ্ছে সব সুখের মূল।

প্রশ্ন-৫। বর্তমানে 'ক' দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের আইনশৃঙ্খলার অনেক অবনতি ঘটেছে। কোথাও কোনো নিরাপত্তা নেই। কয়েকজন মন্ত্রীর দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি আজ বাধার সম্মুখীন। [শিখনফল-২]

ক. বিশ্বের সর্বত্র আজ কী বিরাজ করছে? ১

খ. সহিংসতার কুফল লেখ। ২

গ. 'ক' দেশের সহিংসতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির সারমর্ম বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. বিশ্বের সর্বত্র আজ সহিংসতা বিরাজ করছে।

খ. সহিংসতা দ্বারা মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নানাবিধ ক্ষতি সাধিত হয়। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। একবার কাউকে আক্রমণ করলে সর্বত্রই তা ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে এর ভয়াবহ বিস্তার ঘটতে থাকে ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এর ফলে দেশের সর্বত্রই সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মূলকথা : সহিংসতা সংক্রামক ব্যাধির মতো।

গ. বর্তমানে 'ক' দেশ সহিংসতার শিকার। পাঠ্যবইয়ের আলোকে এর ব্যাখ্যা হলো–

সহিংসতা শুধু পরিবার ও সমাজের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সহিংসতা দেশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। সহিংসতা দেশকেও নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সহিংসতার শুরু হয় পরিবার থেকে। একসময় তা সমাজে ছড়ায় এবং একপর্যায়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশ সহিংসতার শিকার। 'ক' দেশের আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। জনগণের জানমালের কোে নিরাপত্তা নেই। দেশের সব মন্ত্রীই প্রায় দুর্নীতিবাজ। তাদের দুর্নীতির জন্য দেশের অগ্রগতি আজ বাধার সম্মুখীন। দেশে বেকার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছে না। এর ফলে তারা নানা রকম অনৈতিক কাজ করতে বা হচ্ছে।

মূলকথা : আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে।

ঘ. উদ্দীপকটির সারমর্ম বিশ্লেষণ করা হলো–
কল্পর্কিক শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জানমালের ক্ষতিসাধন করাই হলো সহিংসতা। সহিংসতার প্রভাব সর্ব বিরাজমান। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র সহিংসতার শিকার। সহিংসতার কারণে আইনশৃঙ্খল অবনতি ঘটছে, দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে এ নানা রকম সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। উদ্দীপকে 'ক' দেশ নামক রাষ্ট্রটি সহিংসতার শিকার। এখানকার আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত।

মূলকথা : সহিংসতা রাষ্ট্রের প্রগতির অন্তরায়।

প্রশ্ন-৬। বিপ্লবের সমাজে পরিবেশ খুব বিশৃঙ্খল। বিপ্লব তাদের সমাজে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চায়। এজন্য সমাজের সব সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সবাইকে সে সবসময় ইতিবাচক পরামর্শ দেয়। কেউ মাদকদ্রব্য সেবন করলে সে তা মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা বলে। এখন বিপ্লবের সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। [শিখনফল-৪]

ক. শান্তি কী?
খ. সমাজের উপর সহিংসতার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি বিপ্লবকে সমর্থন কর? এর পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর:

ক. শান্তি হচ্ছে উৎকণ্ঠাহীন মানসিক প্রশান্তি। যেখানে সর্বদা একতা বিরাজমান।

খ. সহিংসতার ফলে পরিবারের ক্ষতিকর দিকগুলো সমাজের উপর পড়ে। সমাজে একতা বা সম্পৃক্ততা থাকে না। সমাজেও দলাদ শুরু হয়। তা থেকে নানা রকম কোন্দল সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

মূলকথা : একতা ও সম্পৃক্ততা নষ্ট।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লব, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ লক্ষ্যেই সে কাজ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের মূল্যবে গঠন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।
উদ্দীপকের বিপ্লবের সামাজিক পরিবেশ অনেক সংঘাতময়। বিপ্লব তার সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সবার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সে জানে বন্ধুত্বের মাধ্যমে ভালোবাসাপূর্ণ নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। সে সবাইকে ইতিবা মনোভাব গড়ে তুলতে পরামর্শ দেয়, যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। সবাইকে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে গ তোলে।

মূলকথা : বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ইতিবাচক মনোভাব, মাদক সম্পর্কে সচেতনতা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

ঘ. হ্যাঁ, বিপ্লব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাজগুলো করছে, তার সেই কাজগুলোকে আমি সমর্থন করি।
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে মূল্যবোধসহকারে কাজ করতে হবে। সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। কখনও কোনো কিছু সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাপোষণ করা যাবে ন ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা ও খারাপ জিনিসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তবেই সমাজে শান্তি প্রতি হবে। উদ্দীপকের বিপ্লব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক, ইতিবাচক মনোভাব এবং মাদকদ্রব্য সম্প সচেতনতা গড়ে তুলেছে, যা সমর্থনযোগ্য।

মূলকথা : সবার একান্ত প্রচেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায় — পরিবর্তিত বিশ্ব চাই

Part-1 : Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীর

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

বর্তমান জগতের বাস্তবতা দেখে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সমাজ আজ অসামাজিক কার্যকলাপে ভরপুর। মানুষের বিবেক যেন পরাধীন হয়ে গেছে। সেই কারণে অন্যায্য কার্যকলাপ করতেও মানুষের বিবেক বাধা দেয় না। ধর্ম-কর্মের চেয়ে খাওয়া-পরাই যেন মানুষের কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জাগতিকতার মোহে মানুষ বেশি আবিষ্ট হয়ে আছে। ফলে অরাজকতা, অন্যায্যতা, অশান্তি চারদিকে ছেয়ে আছে। আমরা এ বিশ্বের পরিবর্তন করে সুস্থ পৃথিবী গড়তে চাই।

◈ শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায় কাঠামোর চিত্র বর্ণনা করতে পারবে।
- সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথের ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- সমাজ পরিবর্তনে সহিংসতা বর্জন করবে ও খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দশসমূহ

◈ ভোগবাদী, ◈ ফরাসি বিপ্লব, ◈ মহাত্মা গান্ধী, ◈ পূর্ণতা, ◈ নম্রতা, ◈ আস্বাদ, ◈ পরিত্রাণ, ◈ স্বর্গরাজ্য, ◈ আত্মত্যাগ, ◈ উৎসর্গ।

Part-2 : Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন], সুপ্রিয় শিক্ষার্থী [দ্ধুর]

এ অংশে বহুচিনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple MCQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। যীশু দরিদ্রদের কী বলে সম্বোধন করেছেন?
ক) দয়ালু খ) দীন
গ) পীড়িত ঘ) ধন্য **ঘ**

২। কেন যীশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল?
ক) পুরাতন নিয়ম বাতিল করতে
খ) পুরাতন নিয়ম পরিবর্তন করতে
গ) পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা দিতে
ঘ) ঈশ্বরের গৌরব করতে **গ**

❖ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি মি. জেমস এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। এলাকার দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারের লোকদের সবসময় খোজ খবর নেন, তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে যান। গত বছর বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সবাই তাকে প্রথমেই খাবার খেয়ে নিতে বলল। কিন্তু তিনি প্রথমে খাবার না খেয়ে সবাই ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করল কিনা তা লক্ষ করলেন। সবাইকে খাইয়ে তারপর তিনি খেলেন।

৩। মি. জেমস এর মধ্যে কেমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে
i. বিনয়ী
ii. নম্র।
iii. আত্মত্যাগের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৪। মি. জেমস এর এরূপ আচরণের ফলাফল কী হতে পারে?
ক) শান্তি স্থাপন খ) গর্ববোধ
গ) ক্ষমতা লাভ ঘ) আত্মঅহংকার **ক**

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ সমাজে প্রচলিত ৩টি অন্যায্যতা উল্লেখ করে তার কুফল লেখ।

উত্তরঃ সমাজে প্রচলিত ৩টি অন্যায্যতা হলো সামাজিক অবকাঠামো, সাম্রাজ্যবাদ ও ওয়ারিশ সমস্যা। সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে কেউ কেউ সব সুবিধা ভোগ করছে আবার কেউ বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে প্রচুর সম্পদ আছে। কিন্তু সম্পদের সমবণ্টন হচ্ছে না। ফলে দরিদ্রতা প্রকট আকার ধারণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের কারণে ইভ টিজিং বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাঘাটে কেউ নিরাপদ নয়। ওয়ারিশ সমস্যার কারণে পরিবার মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা এসিডদগ্ধ হচ্ছে ও পিতামাতার সামনে ধর্ষিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥২॥ সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সহিংস বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লবের যেমন অনেক সুফল রয়েছে, তেমনি অনেক কুফলও রয়েছে। অনেক মানুষ এতে প্রাণ হারিয়েছে। এ বিপ্লব ধীরে ধীরে জাতিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল। প্রতিনিয়ত এক দেশ অন্য দেশের সাথে, এক জাতি অন্য জাতির সাথে, এমনকি এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের সাথে যুদ্ধ করছে।

প্রশ্ন ॥৩॥ সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথ এক।- ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথ সর্বোত্তম। তিনি আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। যীশু নিজেই বলেছেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার দেখানো পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের পথ। তাই প্রতিজন খ্রিষ্টানের দায়িত্ব খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলা। একই সাথে অসামাজিকতা দূর করা এবং ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপন করা। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথ এক।

প্রশ্ন ॥৪॥ খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে কীভাবে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়?

উত্তর : প্রভু যীশু জগতের মুক্তিদাতা। তাঁর নৈতিক মূল্যবোধ ও পরিমার্জিত বিবেক ছিল। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নতুন পৃথিবী গড়ার আন্দোলন করেন। তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে দাসত্ব থেকে মুক্তি, শ্রেণিবিভেদ দূরীকরণ, জাতিগত দ্বন্দ্ব ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার রোধ, অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ এবং সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপন সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে সত্য, সুন্দর, শৃঙ্খল ও মনোরম বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ॥৫॥ মহাত্মা গান্ধী অহিংসা দিয়ে শুধু দেশই জয় করেননি মানুষের হৃদয়কেও জয় করেছেন- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তক। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি রক্তপাত ছাড়াই ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। সমাজ থেকে অন্যায্যতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিভিন্ন বিপ্লব দূর করার জন্য অহিংসা দিয়ে দেশ এবং ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন। তিনি ভারত উপমহাদেশে অহিংসার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। জীবন ও সুজন একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু একে অন্যের সাথে কথা বলে না, একসাথে বসে না, কেউ কাউকে কোনো কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে না। একদিন সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা মারামারির পর্যায়ে চলে গেল। কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সুজন খবর পেল জীবন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তখন সুজন জীবনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেল। জীবন সুজনকে দেখে খুব খুশি হলো।

ক. যীশু ক্রুশের উপর জীবন বিসর্জন দিয়ে মানুষের প্রতি কী প্রকাশ করেছেন? ১
খ. প্রাচীনকালে অন্যায্যতাকে সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি কেন? ২
গ. যীশুর কোন শিক্ষা সুজনকে প্রভাবিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজনের কর্মকাণ্ড সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে? মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. যীশু ক্রুশের উপর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে মানুষের প্রতি তার চরম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

খ. প্রাচীনকালে সামাজিক অন্যায্যতা দূর করার জন্য কঠিন কঠিন নিয়ম জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। এর মধ্যে একটি নিয়ম ছিল- কেউ একজনের ক্ষতি করলে তার সেই সমপরিমাণ ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেওয়া। এসব নিয়মের কারণে প্রাচীনকালে সামাজিক অন্যায্যতা দূর করা সম্ভব হয়নি।

মূলকথা : কঠিন কঠিন নিয়মের কারণে অন্যায্যতা দূর করা যায়নি।

গ. যীশু অবিচার ও অনাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। ধর্মব্যবসায়ীদের তিনি ধিক্কার দিলেন। ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশুখ্রিষ্ট আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি জগতের অনেক অনাচার ও অত্যাচার দূর করে মানুষকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানুষকে আহ্বান জানান, "তোমরা পাপ থেকে মন ফেরাও আর মঙ্গল সমাচারে বিশ্বাস কর।" তিনি ধ্যান, প্রার্থনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে জগতে পূর্ণতা বয়ে আনেন।

শুধু তাই নয়, পাপী না হয়েও যীশু মরুপ্রান্তরে যাওয়ার পূর্বে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র, অভাবী, অত্যাচারিত, অবহেলিত, অবাঞ্ছিতদের বিভিন্নভাবে রক্ষা করেছেন। যীশু শুধু ধনী-দরিদ্রের সম্পর্কের উন্নয়ন করেননি বরং প্রতিটি মানুষকে

মানুষ হিসেবে মূল্য ও গুরুত্ব দিতে আহ্বান করেছেন। আমাদের প্রতি তার আহ্বান, "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস।" সুজন যীশুর এসব শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে তা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছে এবং তার দেখানো পথে চলছে।

মূলকথা : যীশুর বিবেক ও মূল্যবোধের শিক্ষা সুজনকে প্রভাবিত করে।

ঘ. প্রভু যীশু দেখিয়েছেন আমরা যেন তাঁর দেখানো পথে চলি। সুজন যীশুর শিক্ষায় প্রভাবিত। যীশু তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর আন্দোলন ছিল অন্য সব আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। কারণ তাঁর আন্দোলন ছিল সত্য, সুন্দর, ক্ষমা, সেবা ও ভালোবাসার। তার এ আন্দোলন মানুষ ও জগতের জন্য পিতার ভালোবাসা প্রকাশের আন্দোলন।

যীশুর শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত সুজন মনে করে, বিবেক ও মূল্যবোধ সঠিকভাবে গড়ে উঠলে পৃথিবী পরিবর্তিত হবে। সুজনের সাথে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে কলহ থাকলেও জীবন দুর্ঘটনায় পড়ার পর তাকে দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে সুজন ক্ষমা, সেবা ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সুজনের এরূপ কাজ সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে পারে। পারস্পরিক বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে কলহ থেকে মুক্তি, প্রতিবেশীদের দ্বন্দ্ব, জাতিগত দ্বন্দ্ব ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার দূর হতে পারে। প্রতিনিয়ত এক দেশ অন্য দেশের সাথে, এক জাতি অন্য জাতির সাথে, এমনকি এক ধর্ম অন্য ধর্মের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সর্বোপরি সুজনের কল্যাণমূলক কাজ দ্বারা অসামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হতে পারে এবং একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরি হতে পারে।

মূলকথা : অসামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন-২ শতাব্দী হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। প্রতিদিন সকালে সে গির্জায় যায়, হোস্টেলের নিয়মকানুন মেনে চলে। একদিন সকালে গির্জায় যাবার সময় সে দেখতে পেল হোস্টেলের যে দিদি রান্না করে তার প্রচণ্ড জ্বর। তখন সে তার কাছে গিয়ে তাকে ওষুধ খাওয়ালো, মাথা ধুয়ে দিল। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল।

ক. যীশু বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কী প্রচার করতেন? ১

খ. সহিংসতার কুফল সম্পর্কে লেখ। ২

গ. শতাব্দীর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো কোন দিকটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শতাব্দীর আচরণে প্রকাশ পেয়েছে যীশুর পথ অনুসরণ।– কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. যীশু বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ঐশ্বরাজ্যের বাণী প্রচার করতেন।

খ. বর্তমান সমাজের চিত্র খুবই ভয়াবহ। সারাদেশেই দরিদ্রতা, কুসংস্কার, মাদকাসক্তি, অন্যায়, ঘৃণা, চুরি, ডাকাতি, স্বার্থপরতা বিরাজমান। সমাজ থেকে এসব অন্যায্যতা দূর করার জন্য সহিংস বিপ্লব হয়। এ সহিংসতার কুফলও আছে। সহিংস বিপ্লব সমাজে পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে। সহিংসতা পুরো সমাজে রক্তপাত ঘটায়। তাই সহিংসতা কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

মূলকথা : সহিংসতার কুফল ভয়াবহ।

গ. উদ্দীপকের শতাব্দীর মধ্যে যীশুর মন পরিবর্তনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। যীশুর আগমন মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য। তিনি প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন ও গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছেন। আমাদের প্রতি তার আদেশ ছিল, "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস।" তিনি সবাইকে সেবা করার জন্য জগতে এসেছেন।

শতাব্দীর মধ্যে এ শিক্ষা কাজ করে। শতাব্দী সব ক্ষেত্রে নিজেকে প্রধান ভাবে না বরং অন্যকে সুযোগ দেয়, অন্যের চিন্তা করে ও অন্যের সেবা করে। যীশুর শিক্ষাই শতাব্দীর মধ্যে ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা ও সত্যের পথ সৃষ্টি করে। শতাব্দী মনে করে, যীশুতো ঈশ্বর ছিলেন। তাঁর সেই ঈশ্বরত্বকে তিনি ধরে রাখেননি বরং নমিত হয়েছেন। তিনি মানুষের মাঝে বাস করতেন। তাঁর নম্রতার চরম প্রকাশ তিনি করেছেন কোনো প্রতিবাদ না করে ক্রুশের উপর থেকে শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে।

মূলকথা : শতাব্দীর মধ্যে যীশুর বিবেক ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. প্রভু যীশুই আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। যীশু বলেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন। প্রভুর পথ হলো ভালোবাসার পথ। তাকে অনুসরণ করেই শতাব্দী যেকোনো পথের মোড়ে বসে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পায়।

যীশুর দেখানো পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের পথ। শতাব্দীর মধ্যেও যীশুর এসব গুণ প্রতিফলিত ছিল। শতাব্দী শুধু মন নয়, বরং হৃদয় দিয়ে সমাজের সেবা করতে চেয়েছে। এর জন্য তার মধ্যে ছিল আত্মত্যাগের মহিমা, একতা ও ভালোবাসার গুণ। শতাব্দীর মতো প্রতিটি খ্রিষ্টের দায়িত্ব যীশুখ্রিষ্টের দেখানো পথে চলা। একই সাথে খ্রিষ্টের সৎ ও সাহসী সৈনিক হিসেবে অসামাজিকতা দূর করা এবং ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে কাজ করা। তবেই সত্য, সুন্দর, শৃঙ্খল ও মনোরম বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

মূলকথা : যীশুর পথ আত্মত্যাগের পথ।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩। ফিলিমন ও রিমন দশম শ্রেণির ছাত্র। ফিলিমন সবার সাথে মেলামেশা করে ও অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে। শিক্ষকদের সম্মান করে, ছোটদের আদর করে ও স্কুলের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। সবার কাছে সে খুব প্রিয়। অপরদিকে রিমন মেধাবী কিন্তু কারও সাথে চলাফেরা করে না ও অন্যের বিপদেও এগিয়ে আসে না। হাসিখুশিও থাকে না। তাই সে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. বিশ্বাসীরা কী লাভ করবে? ১

খ. সমাজ পরিবর্তন সহিংসতার কুফল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফিলিমনের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফিলিমন ও রিমনের উক্ত জীবনযাপন সমাজ পরিবর্তনে কার ভূমিকা অধিক বলে তুমি মনে কর- বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. পরিত্রাণ বা মুক্তিলাভ করবে।

খ. বিশ্বের সর্বত্রই আজ সহিংসতা বিরাজ করছে, সহিংস ব্যক্তিরা সবাই জানে যে, সহিংসতার মধ্য দিয়ে কেউ কখনো জগতের উন্নতি সাধন করতে পারেনি বরং সহিংসতা দ্বারা মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, এটা যদি কখনো কোনো পরিবার, সমাজ বা দেশে বাসা বাঁধতে শুরু করে তবে তা অচিরেই সংক্রমিত হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে এর প্রসার ঘটতে থাকে ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ বা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে।

সমাজ পরিবর্তনে সহিংসতা বড় বাধা, কারণ সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সমাজে, এর ফলে একতা বা সম্পৃক্ততার অবক্ষয় ঘটে, সমাজে দলাদলি শুরু হয় এবং এ থেকে নানা রকম কোন্দল সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক উন্নয়ন ও গতিশীলতার সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মূলকথা : সমাজ পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা।

গ. ফিলিমনের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো আত্মত্যাগের বা মন পরিবর্তনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো– যীশু শুধু ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক উন্নয়ন, প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য ও গুরুত্ব দিতে আহ্বান করেছেন। আমাদের প্রতি যীশুর আহ্বান, "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস।" তিনি সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এসেছেন। তিনি বলেছেন, বড় হতে হলে সবার দাস হতে হবে, প্রধান হতে হলে সবার সেবক হতে হবে, সামনের সম্মানিত আসনে বসতে চাইলে আগে পেছনের সারিতে বসতে হবে। এসব কথা বলার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা নিজেদের বড় মনে না করি, নিজেকে অন্যদের চাইতে বেশি গুরুত্ব না দিই; সরক্ষেত্রে নিজেকে যেন প্রধান না ভাবি বরং অন্যকে যেন আগে সুযোগ দেই, অন্যের জন্য চিন্তা করি, অন্যের সেবা করি, অন্যের সামনে নিজেদের বিনীত করি। তিনিতো ঈশ্বর ছিলেন, তার সেই ঈশ্বরত্বকে তিনি ধরে রাখেননি বরং তিনি নমিত হলেন ও মানুষের মাঝে বাস করতে আসলেন। তার নম্রতার চরম প্রকাশ তিনি করেছেন কোনো প্রতিবাদ না করে ক্রুশের উপর থেকে ও শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে।

প্রভু যীশু চেয়েছেন যেন আমরা তার দেখানো পথে চলি, আর তার দেখানো পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের পথ। তিনি বলেছেন, স্বর্গরাজ্যের জন্য যে নিজের জীবন হারাবে সে তার শতগুণ ফিরে পাবে। তিনি শুধু মন নয় বরং আমাদের হৃদয় পরিবর্তনেও আহ্বান জানান। এর জন্য দরকার আত্মত্যাগ, সংলাপ, পুনর্মিলন, একতা ও ভালোবাসা; প্রতিজন খ্রিষ্টানের দায়িত্ব খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলা। একই সাথে খ্রিষ্টের সৎ ও সাহসী সৈনিক হিসেবে অসামাজিকতা দূর করা এবং ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে কাজ করা; তবেই সত্য, সুন্দর, শৃঙ্খল ও মনোরম বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

মূলকথা : মানবসেবায় আত্মত্যাগ।

ঘ. উদ্দীপকের ফিলিমন ও রিমনের জীবনযাপনে সমাজ পরিবর্তনে ফিলিমনের ভূমিকা অধিক বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ হলো

* বর্তমান ভোগবাদী জগতের মানুষ শক্তি প্রয়োগ বা ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটছে। চারদিকে পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনা। ভাইবোন আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সবার মাঝে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা, কেউ কারও খবর রাখে না বা বিপদে এগিয়ে আসে না। সমাজের এ রকম অবস্থায় ফিলিমনের মতো মানুষেরা সমাজ পরিবর্তনে সবার খোঁজ রাখে ও বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ায়।
* তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মানুষ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে যে বড়দের প্রতি বা গুরুজনদের সম্মান জানানো বা আদবের সাথে চলার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে চরমভাবে। উদ্দীপকের ফিলিমন তার শিক্ষককে যথার্থভাবে শ্রদ্ধা করে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে শিক্ষককে সহযোগিতা করে।
* ফিলিমনের মাঝে যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যীশু আমাদের তার দেখানো পথে চলতে শিক্ষা দিয়েছেন, এ পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসো, ক্ষমা, বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা ও আত্মত্যাগ। তিনি বলেছেন, স্বর্গরাজ্যের জন্য যে নিজের

জীবন হারাবে সে শতগুণ ফিরে পাবে। এ শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করা আমাদের কর্তব্য। এতে সমাজে পরিবর্তন আসবে এবং অসামাজিক কাজ দূর হয়ে ন্যায় ও শান্তি স্থাপিত হবে।

* ফিলিমনকে সবাই ভালোবাসে, কারণ সে সৎ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও মানবতা সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। অপরদিকে রিমন মেধাবী হলেও সে আত্মকেন্দ্রিক, তার চারপাশে কী ঘটছে সে খবর রাখে না। সে সমাজ পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখার প্রয়োজনবোধ করে না।
* আমরা খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে শুধু জানলেই হবে না, তা বাস্তবজীবনে অনুশীলন করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক অবকাঠামো বৈষম্যমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফিলিমনের মতো মানুষের [illegible]। তাই বলা যায়, রিমন নয়, সমাজ পরিবর্তনে ফিলিমনের ভূমিকা অধিক।

মূলকথা : সমাজ পরিবর্তন।

প্রশ্ন-৪। জোহানের মাত্র ১ একর জমি আছে। সে এই দিয়ে কোনোমতে জীবনযাপন করে। তার জমির পাশে সমাজপতির বড় জমি। সমাজপতি জোহানের জমিটি দখল করার জন্য তাকে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। এভাবে সে জোহানের ছোট জমিটি দখল করে নেয়। [শিখনফল-১]

ক. বাংলাদেশে কত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে? ১
খ. বর্তমান বিশ্বে মানুষ কেন স্বার্থপর হচ্ছে? ২
গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজপতির কাজ দ্বারা যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

খ. বর্তমান বিশ্বে সবাই পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনায় অজানার পথে ছুটে চলেছে। অন্যকে ঠকিয়ে নিজে আরও বড় হতে চাইছে, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীকে ভুলে যাচ্ছে। নিজের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধানে অসৎ পথ বেছে নিচ্ছে। তাই আজ মানুষ স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে।
মূলকথা : পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনা।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোহান ভোগবাদীদের করাল গ্রাসের শিকার। পাঠ্যবইয়ের আলোকে এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ
বর্তমান সমাজ ভোগবাদীদের সমাজ, ভোগবাদীরা দরিদ্র জনগণের সম্পত্তি দখল করে নেয়। উদ্দীপকে জোহানের অল্প পরিমাণ জমি ছিল। সেই জমি চাষাবাদ করে সে জীবনধারণ করত। তার জমির পাশে সমাজপতির জমি ছিল। সমাজপতি তার জমিটি ভোগ করতে চায়। এজন্য সে নানা পাঁয়তারা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত জোহানকে সে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে গ্রামছাড়া করে। পরে তার জমি দখল করে নেয়।
মূলকথা : ক্ষমতাবলে ভোগবাদীরা গরিবদের সম্পদ দখল করে নেয়।

ঘ. সমাজের ভোগবাদী শ্রেণির চরিত্র জোহানের সমাজপতির কাজ দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-
ভোগবাদী জগতের মানুষ ত্যাগে নয় বরং ভোগে বেশি সুখের অন্বেষণ করে। যার প্রচুর আছে, সে আরও বেশি চায়। এরূপ অতৃপ্ত বাসনা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সম্পদশালী গরিব মানুষের সবটুকু দখল করে নেয়। নিঃস্ব মানুষকে তারা আরও নিঃস্ব অবস্থায় পরিণত করে।
উদ্দীপকে জোহানের সমাজপতি ভোগবাদীর একজন। সে জোহানের ছোট এক টুকরো জমি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সে তার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়।
মূলকথা : ভোগবাদীর লোভাতুর দৃষ্টি মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়।

প্রশ্ন-৫। লোপারা অনেক সম্পদশালী। তারা প্রতিদিন অনেক খাবার নষ্ট করে ও ফেলে দেয়। তাদের বাড়ির পাশে সুজনদের বস্তি। সুজন প্রতিদিন সেই ফেলে দেওয়া খাবারগুলো খায়। একদিন এ দৃশ্য দেখে লোপা অনেক কষ্ট পায়। [শিখনফল-১]

ক. দুই বিঘা জমি কবিতার কবি কে? ১
খ. বর্তমান সমাজের চিত্রগুলো তুলে ধর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. দুই বিঘা জমি কবিতার কবি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খ. বর্তমান সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এ সমাজের চিত্রগুলো অত্যন্ত ভয়ানক। এখানকার সমাজের অস্বাভাবিক চিত্রগুলো হলো- দরিদ্রতা, অতিরিক্ত মানুষ, কুসংস্কার, মাদকাসক্তি, ভণ্ডামি, ঘৃণা-বিদ্বেষ, চুরি, ডাকাতি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।
মূলকথা : মাদকাসক্তি, দরিদ্রতা, কুসংস্কার, ভণ্ডামি, ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রভৃতি।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠ্যবইয়ে আলোচিত সামাজিক অন্যায়ের চিত্র গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো-
আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় কেউ খুব ধনবান, আবার কারও অবস্থা হতদরিদ্র। তিলকের মতো লোপা সামাজিক অন্যায় নিয়ে ভাবে। তিলক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি একদিন সকালে দেখেন ডাস্টবিনের খাবার মানুষ খাচ্ছে। এ ডাস্টবিনের খাবার আবার কুকুরও খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায় আমাদের মুক্তির পথ

Part-1 : Heading [শিরোনাম] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা

এ অংশে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির কোন কোন প্রসঙ্গ জানতে হবে, পড়তে হবে তা এ অংশে আলোচিত হবে। মূল বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ধারণা তুলে ধরার জন্যই এ অংশের অবতারণা।

❖ ভূমিকা

প্রতিজন মানুষের জীবনে কিছু নির্ধারিত লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তারা জীবনপথে এগিয়ে চলে। অনেকে লক্ষ্যচ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও বেশির ভাগ মানুষই লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়। যারা লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না, তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু যারা লক্ষ্যের সন্ধান পেতে পারে, তাদের জীবন অর্থবহ হয়। খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অনন্ত জীবন লাভ করা ও স্বর্গে চিরকাল সুখী হওয়া। অনন্তকাল সুখী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলেন খ্রিষ্টযীশু। প্রভু যীশুই আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। কারণ তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। তার মধ্য দিয়ে গেলে অনন্ত মুক্তির আস্বাদ লাভ করা যায় এবং পিতা ঈশ্বরের মুখদর্শনে চিরকাল সুখী হওয়া যায়।

শিখনফল: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- জীবনের অর্থবহ লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।
- সবসময় অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- খ্রিষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ'- এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে।

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শব্দশসমূহ

* জীবনের লক্ষ্য, * হতাশা, * নির্ধারণ, * পরামর্শ, * যোগ্যতা, * দক্ষতা, * অনুসন্ধান, * আত্মসমর্পণ, * চিহ্ন, * লোগোথেরাপি, * বিশ্বচরাচর।

Part-2 ; Multiple Choice Question [বহুনির্বাচনি প্রশ্ন] সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা

এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ অনুযায়ী ১। সাধারণ বহুনির্বাচনি (Simple McQ), ২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion), ৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Sittation Set) প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। যারা লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না তাদের জীবন কেমন হয়?
ক) অপূর্ণ খ) সার্থক
গ) বিশৃঙ্খল ঘ) অর্থহীন **ঘ**

২। পূর্ণতার পথে বাধা হতে পারে
i. স্বার্থপরতা
ii. ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা
iii. দরিদ্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

❖ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সজল ও রঞ্জন একই গ্রামে পাশাপাশি বসবাস করেন। সজল অবস্থাপন্ন, রঞ্জন তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল। সজল জোর করে রঞ্জনের জায়গা দখল করে সেখানে ঘর তৈরি করেছেন। রঞ্জন গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে সুবিচার পাওয়ার জন্য বিচার দিলেন। এদিকে সজল ব্যাপারটা জানতে পেরে চেয়ারম্যানকে খুশি করার জন্য উপহার পাঠালেন। চেয়ারম্যান বিচারে সুকৌশলে সজলের পক্ষে কথা বললেন।

৩। চেয়ারম্যানের আচরণে কী প্রকাশ পায়?।
ক) সততা খ) স্বার্থপরতা
গ) দুর্নীতি ঘ) স্বজনপ্রীতি **গ**

৪। চেয়ারম্যানের এরূপ আচরণের ফলে সমাজের পরিণতি কী হতে পারে?
i. সম্পর্কের উন্নতি
ii. অরাজকতা
iii. বিশৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

জ্ঞানমূলক

৫। মানুষের জীবনে কী নির্ধারিত থাকে?
ক) পথ খ) জীবন
গ) লক্ষ্য ঘ) পূর্ণতা — গ

৬। প্রত্যেক মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?
ক) অনন্ত জীবন লাভ করা খ) অর্থবহ জীবন লাভ করা
গ) লক্ষ্য নির্ধারণ করা ঘ) মুক্তির পথ লাভ করা — ক

৭। আমাদের মুক্তির পথ কে?
ক) পিতর খ) ঈশ্বর
গ) আদম ঘ) যীশু — ঘ

৮। মার্টিন লুথার কিং কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
ক) রাশিয়া খ) আমেরিকা
গ) চীন ঘ) বাংলাদেশ — খ

৯। যার জীবনের লক্ষ্য নেই, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। - মন্তব্যটি কে করেছিলেন?
ক) মার্টিন লুথার কিং খ) বিল ক্লিনটন
গ) আব্রাহাম লিংকন ঘ) বারাক ওবামা — ক

১০। জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষ কী ব্যয় করে?
ক) অর্থ খ) সময়
গ) জ্ঞান ঘ) চরিত্র — খ

১১। কখন চরিত্র গঠনের উত্তম সময়?
ক) শৈশবকালে খ) ছাত্রজীবনে
গ) কৈশোর সময়ে ঘ) চাকরিজীবনে — খ

১২। "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও তাহলে এখন যাও; তোমার যা কিছু আছে সবই বিক্রি করে দাও ...।"- উক্তিটি কে করেছিলেন?
ক) মথি খ) আদম
গ) হবা ঘ) যীশু — ঘ

১৩। পূর্ণতা লাভের পথে বড় বাধা কোনটি?
ক) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা খ) সামাজিক মর্যাদা
গ) অসামাজিক কার্যকলাপ ঘ) অতিরিক্ত ধনসম্পদ — ঘ

১৪। পূর্ণতা লাভের জন্য কার দেখানো পথ উত্তম?
ক) যীশুর খ) পিতরের
গ) ঈশ্বরের ঘ) হবার — ক

১৫। শ্রমিক মেয়েটি কোন পরিবারের সন্তান ছিল?
ক) ধনী খ) ভদ্র
গ) উকিলের ঘ) সাধু — খ

১৬। কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি কোন পরিবারের সন্তান ছিল?
ক) গরিব খ) ধনী
গ) মধ্যবিত্ত ঘ) সম্ভ্রান্ত — ঘ

১৭। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি ও দর্শন কিসের উপর নির্ভরশীল?
ক) পরিবার খ) ধর্মীয় শিক্ষাগুরুর
গ) পরিবেশ ঘ) খেলার সাথির — ক

১৮। কার্ল ইয়ুং কে ছিলেন?
ক) পদার্থবিদ খ) দার্শনিক
গ) মনোবিজ্ঞানী ঘ) জ্যোতির্বিদ — গ

১৯। "আমি আমার জীবনে যত মানুষের চিকিৎসা করেছি, তাদের মধ্যে একজনকেও খুঁজে পাইনি যার সব সমস্যার গোড়ায় ধর্মীয় সমস্যা ছিল ...।" উক্তিটি কার?
ক) লুথার কিং খ) কার্ল ইয়ুং
গ) আব্রাহাম ঘ) প্রভু যীশু — খ

২০। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্ক কে ছিলেন?
ক) সমাজবিজ্ঞানী খ) ধর্মতাত্ত্বিক
গ) মনোবিজ্ঞানী ঘ) দার্শনিক — গ

২১। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) রোমে খ) ভিয়েনায়
গ) ভেনিজুয়েলায় ঘ) টোকিওতে — খ

২২। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে খ) ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে — খ

২৩। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে খ) ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে — ঘ

২৪। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল কার হাতে বন্দী ছিলেন?
ক) জার্মানির খ) পাকিস্তানের
গ) রাশিয়ার ঘ) ভারতের — ক

২৫। পৃথিবীর জীবন্ত নরক কোনটি?
ক) পাকিস্তানিদের ক্যাম্প
খ) নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প
গ) মিলিটারি ক্যাম্প
ঘ) জার্মান নাৎসি ক্যাম্প — খ

২৬। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের চিকিৎসা পদ্ধতির নাম কী?
ক) রেডিওথেরাপি খ) লোগোথেরাপি
গ) ফিজিওথেরাপি ঘ) কেমোথেরাপি — খ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : লোগোথেরাপি দ্বারা মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করত।

২৭। সত্যের গভীরতম বাস্তবতা কোনটি?
ক) ঈশ্বর খ) যীশু
গ) ফ্র্যাঙ্কল ঘ) লুথার কিং — ক

২৮। আমাদের প্রেমময় পিতা কে ছিলেন?
ক) আদম খ) যীশু
গ) ঈশ্বর ঘ) মূসা — গ

২৯। "আমিই পথ, সত্য ও জীবন।"- কে বলেছেন?
ক) যীশু খ) ঈশ্বর
গ) আদম ঘ) পিতর — ক

৩০। লক্ষ্যহীন জীবন কোনটি?
ক) অপূর্ণ জীবন খ) অর্থহীন জীবন
গ) সার্থক জীবন ঘ) স্বার্থপর জীবন — খ

৩১। কে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান করেন?
ক) যীশু খ) মূসা
গ) আদম ঘ) ইস্রায়েল — ক

৫৬। জনি মনে করে, মানুষ ধর্মকে সাথে নিয়েই বাস্তবকে মোকাবিলা করে। জনির মতের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে—
ক খ্রিষ্টের দেখানো পথ খ নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি
গ পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি ঘ জনির দেখানো পথ ক

উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক

৫৭। "লক্ষ্যহীন জীবন নিরর্থক উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
ক প্রত্যেকের জীবনে জ্ঞানচর্চা আবশ্যক
খ প্রত্যেকের জীবনে সাধনা আবশ্যক
গ প্রত্যেকের জীবনে লক্ষ্য আবশ্যক
ঘ প্রত্যেকের জীবনে অনুশীলন আবশ্যক গ

৫৮। "জীবনে লক্ষ্য অর্জনে মনের স্থিরতা আবশ্যক।" উক্তিটির যৌক্তিক কারণ হলো—
ক স্থিরতা কাজ সহজ করে
খ পরিশ্রম কাজ সহজ করে
গ মনের স্থিরতা কাজ সহজ করে
ঘ জীবনে স্থিরতার প্রয়োজন নেই গ

৫৯। "জ্ঞানচর্চা, সাধনা ও অনুশীলন মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ায়।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো—
ক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষের গঠন
খ সাধনার মাধ্যমে মানুষের গঠন
গ জ্ঞানচর্চা উত্তম
ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে বিবেকের গঠন ঘ

৬০। "ব্যর্থতাই পূর্ণতার প্রধান শর্ত।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
ক ব্যর্থতার ভুলগুলো সংশোধনই পূর্ণতার জন্য আবশ্যক
খ ব্যর্থতার ভুলগুলো কখনও সংশোধন করা যায় না
গ ব্যর্থতার ভুলগুলো মাঝে মাঝে সংশোধন করা যায়
ঘ ব্যর্থ মানুষই জীবনে সফলতা অর্জন করে ক

৬১। "অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই মানুষ সফলতার আনন্দে আনন্দিত হয়।" উক্তিটির তাৎপর্য হলো—
ক ভাগ্যের পরিহাস খ সাধনার ফল
গ মানুষের আশীর্বাদ ঘ মনের স্থিরতা খ

৬২। "ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা খুঁজে পায় না।" উক্তিটির যথার্থ কারণ হলো—
ক তারা খুব উদার হয় খ তারা খুব ভালো হয়
গ তারা খুব ধার্মিক হয় ঘ তারা খুব স্বার্থপর হয় ঘ

প্রশ্ন সম্পর্কিত তথ্য : স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ পূর্ণতার সন্ধানে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না ও জীবনের সঠিক নির্দেশনাও খুঁজে পায় না।

৬৩। "সত্যের গভীরতম বাস্তবতা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর।" উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে—
ক ঈশ্বর সব অবস্থায় মানুষের পাশে রয়েছেন
খ ঈশ্বর সব ধার্মিক মানুষের পাশে থাকেন না
গ ঈশ্বর সব অবাস্তববাদী মানুষের পাশে রয়েছেন
ঘ অসত্যকে ধ্বংস করেন ক

Part-3: Discussion [আলোচনা] সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা

এ অংশে অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : অংশ নিয়েই আলোকপাত করা হবে, যা অধ্যায়ের মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ প্রশ্নোত্তরগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন, তোমরা সেগুলোর উত্তর লিখতে পারবে।

অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥১॥ লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ কী করে?
উত্তর : লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ জ্ঞানচর্চা এবং সাধনা ও অনুশীলন করে। প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার। সেই লক্ষ্য অনুসারে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া দরকার। জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একই সাথে চরিত্র ও বিবেকের গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন ॥২॥ খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো- অনন্ত জীবন লাভ করা ও স্বর্গে চিরকাল সুখী হওয়া। অনন্তকাল সুখী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলেন খ্রিষ্টযীশু। প্রভু যীশুই আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। কারণ তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে গেলে প্রভুর দর্শন লাভ করা যায়।

প্রশ্ন ॥৩॥ খ্রিষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ। বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রভু যীশুই আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। যীশু বলেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন।" প্রভুর পথ হলো ভালোবাসার পথ, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার পথ। তাঁকে অনুসরণ করলেই আমরা যেকোনো পথের মোড়ে এসে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পেতে পারি। তাই খ্রিষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ।

প্রশ্ন ॥৪॥ সবসময় অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রতিজন মানুষের জীবনে কিছু লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে যারা জীবনপথে চলে, তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, আর যারা লক্ষ্যচ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। যারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। এ কারণেই সব সময় মানুষ অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান পায় না।

প্রশ্ন ॥৫॥ তুমি কীভাবে খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে? লেখ।
উত্তর : প্রভু যীশুই আমার মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। আমি মনে করি, প্রভুর পথ হলো ভালোবাসার পথ, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার পথ। তার পথ অনুসরণ করলেই আমি সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পাব।

NCTB প্রদত্ত বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। সীমা লেখাপড়া করছে। তার বাবা-মায়ের ইচ্ছা মেয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু সীমা লেখাপড়ায় মোটেও মনোযোগী নয়। বাবা-মা তাকে সবসময় বলেন মন দিয়ে লেখাপড়া করতে। ভালো রেজাল্ট করতে হলে এখন থেকেই মনোযোগী হয়ে পরিশ্রম করে পড়তে হবে। কিন্তু সীমা লেখাপড়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। ফলে তার রেজাল্টও খুব একটা ভালো হলো না। রেজাল্ট ভালো না হওয়ার কারণে সে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারল না। এমনকি পরবর্তীতে সে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি হতে পারল না।

ক. পূর্ণতা লাভের জন্য কোন পথ সর্বোত্তম? ১
খ. লোগোথেরাপি' বলতে কী বোঝ? ২
গ. সীমার জীবনের ব্যর্থতার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জীবনে সফলতা লাভের জন্য সীমাকে কী কী করতে হবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. পূর্ণতা লাভের জন্য খ্রিষ্টের দেখানো পথই হলো সর্বোত্তম।

খ. মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল মানসিক চিকিৎসার জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যার নাম লোগোথেরাপি। এর মাধ্যমে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করা এবং তাদের মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হতো।

মূলকথা : মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির নাম লোগোথেরাপি।

গ. জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু নির্ধারিত লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য সামনে রেখেই জীবনপথে এগিয়ে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেশির ভাগ মানুষই লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।

সীমার জীবনে ব্যর্থতার কারণ লক্ষ্যচ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। সীমা জীবনের শুরুতে লক্ষ্য স্থির করতে পারেনি। যার কারণে তার জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক লক্ষ্যটি নির্ধারণ করতে না পারায় সীমার জীবন হয় অর্থহীন। ফলে হতাশা তার জীবন গ্রাস করে। তাই জীবনে লক্ষ্য থাকা এবং সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রত্যেকের দরকার। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, "যার জীবনের লক্ষ্য নেই, তার বেঁচে থাকার অধিকারও নেই।" কিন্তু সীমা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য মনোযোগী ছিল না। ফলে তার দক্ষতা সেভাবে গড়ে ওঠে না। পূর্ণতার সন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে সীমার জীবন নিরর্থক হয়।

মূলকথা : সীমার মধ্যে জ্ঞানচর্চা এবং সাধনা ও অনুশীলন কম ছিল।

ঘ. আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, "যার জীবনের লক্ষ্য নেই, তার বেঁচে থাকার অধিকারও নেই।" প্রতিজন মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার। সেই লক্ষ্য অনুসারে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। যদি লক্ষ্য না থাকে তবে জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।

জীবনে সফলতা লাভের জন্য সীমার যা যা করা দরকার তা হলো- সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা; জীবনে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সময় ব্যয় করা, যেন যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়; চরিত্র ও বিবেকের যথাযথ গঠন নির্ধারণ করা; জ্ঞানচর্চা, সাধনা ও অনুশীলন করা; লক্ষ্য পূরণের জন্য বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যা ভালো তা সাধনা করা। যারা আরও অভিজ্ঞ, যোগ্য, দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তাদের পরামর্শ নেওয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। উক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সীমা তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে।

মূলকথা : বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সীমা জীবনে সফলতা লাভ করতে পারবে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক রচিত বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-২। সিলভিয়া বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা। সিলভিয়ার বাবার ইচ্ছা মেয়েকে ডাক্তার বানানো। কিন্তু সিলভিয়া লেখাপড়ার ব্যাপারে। একেবারেই উদাসীন। তার বাবা-মা তাকে ভালোমতো লেখাপড়া করতে বললেও সে করে না। ফলে সিলভিয়ার ফলাফল খুব একটা ভালো হলো না। ফলাফল ভালো না হওয়ার কারণে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারল না। এমনকি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল না। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ কী করে? ১
খ. লোগোথেরাপি বলতে কী বোঝ? ২
গ. সিলভিয়ার বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণে সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সিলভিয়াকে জীবনে সফলতা পাওয়ার জন্য কী কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ জ্ঞানচর্চা, সাধনা ও অনুশীলন করে।
খ. সৃজনশীল প্রশ্ন ১নং এর (খ) উত্তর অনুশীলন কর।
গ. সৃজনশীল প্রশ্ন ১নং-এর (গ) উত্তর নাম পরিবর্তন করে অনুশীলন কর।
ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন ১নং এর (ঘ) উত্তর নাম পরিবর্তন করে অনুশীলন কর।

প্রশ্ন-৩। সমাপ্তি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু তার বাবা তাকে পড়াশোনা করতে বারণ করেন। তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। সমাপ্তি কী করবে বুঝতে পারে না। সে স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে পরামর্শ নিতে যায়। স্কুলের হেডমাস্টার তার বাবাকে বোঝালেন। তার বাবা অবশেষে তাকে স্কুলে যেতে দিতে রাজি হন। (শিখনফল-১)

ক. আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতার নাম কী? ১
খ. জীবনের লক্ষ্যে পৌছার জন্য মানুষ কেন সময় ব্যয় করে? ২
গ. সমাতির মধ্যে যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাপ্তি হেডমাস্টারের কাছে যাওয়ার যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গা নেতার নাম মার্টিন লুথার কিং।

খ. মানুষ যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চায়। একই সাথে মানুষ চায় বিবেক ও চরিত্র গঠন করতে। বিবেক ও চরিত্র গঠন করতে হলে জ্ঞানচর্চা, সাধনা ও অনুশীলন করতে হয়। লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় অক্রিম করতে হয়। তাই বলা যায়, জীবনের লক্ষ্যে পৌছার জন্য মানুষ সময় ব্যয় করে।
মূলকথা : যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

গ. সমাপ্তির মধ্যে বড় হওয়ার প্রচেষ্টা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাপ্তি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। এক্ষেত্রে সে তার অবস্থানে অবিচল। যেকোনো মূল্যে সে বড় হবেই। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টার পথে বাধা আসে। তার বাবা তাকে স্কুলে যেতে বারণ করেন এবং পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। তখন সে হতাশায় ভেঙে পড়ে, দিশাহারা হয়ে পড়ে ও জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সে তার লক্ষ্যে স্থির। তাই সমাপ্তি নিজের স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা জানায়। হেডমাস্টার সমাপ্তির বাবাকে বোঝালে তার বাবা সমাপ্তিকে স্কুলে যেতে দিতে রাজি হন। শুধু অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বাস্তব অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হলে মরা যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারব।
মূলকথা : মানুষের প্রচেষ্টা থাকলে সফলতা আসে।

ঘ. জীবনযাপনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে আমরা বাধা পাই। কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতায় সেসব বাধা অক্রিম করি। অর্থাৎ আমরা জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হই। বাধা উত্তরণের জন্য যখন কোনো সঠিক পথ পাই না তখন ভেঙে পড়ি ও হতাশায় দিশাহারা হয়ে যাই। জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলি। আমরা প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির কাছে পরামর্শের জন্য যাই। যারা অভিজ্ঞ, যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তাদের কাছে। তারা আমাদের প্রয়োজনীয় সৎ পরামর্শ দিয়ে বাধা দূর করতে সাহায্য। করেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাপ্তি জীবনে চলার পথে বাধার সম্মুখীন হয়। সে হতাশ হয়ে পড়ে। বুদ্ধি খাটিয়ে সে সৎ পরামর্শ নিতে যায় স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে। হেডমাস্টারের পরামর্শের কারণে তার জীবনের কঠিন বাধা দূর হয়।
মূলকথা : অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শে জীবনের বাধা দূর হয়।

প্রশ্ন-৪। জিতু নবম শ্রেণির ছাত্র। জিতু তার লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। কোন বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করবে তা বুঝতে পারছে না। এ বিষয়ে সে তার বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলে। সে তার ভাইয়ের পরামর্শমতো বিভাগ নিয়ে ভালো ফল করে। (শিখনফল-১)

ক. স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কী করে?
খ. কীভাবে চরিত্র ও বিবেক গঠন করা যায়?
গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে জিতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের সারমর্ম বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নানাবিধ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়।

খ. চরিত্র ও বিবেক গঠনে সময় ব্যয় করে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হয়। এর জন্য জ্ঞানচর্চা এবং সাধনা ও অনুশীলন ক: হয়। চরিত্র ও বিবেক গঠিত হলে লক্ষ্য পূরণের পথ সহজ হয়।
মূলকথা : জ্ঞান চর্চা, সাধনা ও অনুশীলন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জিতুর বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের প্রকাশের ঘটনার সাথে মিল রয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো—
জিতু খুব ভালো ছাত্র এবং ভালো রেজাল্ট করেছে। জীবনপথের এ সন্ধিক্ষণে এসে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সে বুঝতে পারছে না কোন বিভাগ নেবে, কোন বিভাগ নিলে সে বেশি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে, তার জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে। জিতু

তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে না পেরে তার বড় ভাইয়ের কাছে যায়। তার ভাই তাকে পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী সে বিভাগ নিয়ে সফলতা পায়।

মূলকথা : জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে অন্যের সাহায্য নিতে হয়।

ঘ. উদ্দীপকের সারমর্ম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

আমরা সবাই পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা চালিত হই। আমাদের সমাজব্যবস্থাই এভাবে আমাদের গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে সফলতার জন্য জীবনের লক্ষ্য থাকা এবং সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রত্যেকের দরকার। সেই লক্ষ্য অনুসারে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া যায়। জীবনের সঠিক সময়ে সঠিক লক্ষ্যটি নির্ধারণ করতে না পারলে জীবন হয় অর্থহীন। ফলে হতাশা এসে জীবনকে গ্রাস করে। তাই লক্ষ্য নির্ধারণে নিজে ব্যর্থ হলে অন্যের পরামর্শ নিতে হবে। অন্যের ভালো পরামর্শে সফলতা লাভ করা সহজ হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জিতু তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে ব্যর্থ হয়। সে কোন বিভাগ নেবে এবং কোন বিভাগ তার পছন্দ, সেটি বুঝাতে পারে না। ফলে সে তার ভাইয়ের কাছে যায়। তার ভাই তাকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করেন। বড় ভাইয়ের পরামর্শ জিতুর জীবনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে। তাই জীবনের নানা পর্যায়ে ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে বড়দের বা দক্ষ কারও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

মূলকথা : জীবনের লক্ষ্য স্থির করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৫। জুয়েল পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, কীভাবে সে পাপমুক্ত হতে পারে। পুরোহিত তাকে বললেন, মানুষকে দান-খয়রাত করে এবং ঈশ্বরের প্রার্থনা করে পাপমুক্ত হওয়া যায়। পুরোহিতের পরামর্শে জুয়েল তার সব সম্পত্তি দান করে দিল এবং ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য গির্জায় অবস্থান করতে লাগল। [শিখনফল-২)

ক. পূর্ণতা লাভের পথ কোনটি? ১

খ. আমরা কেন সফল ও সুখী হতে পারব না? ২

গ. উদ্দীপকটির সাথে পাঠ্যবইয়ের যীশু নির্দেশিত যুবকের গজের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. পূর্ণতা লাভের সর্বোত্তম পথ হলো খ্রিষ্টের দেখানো পথ।

খ. আমরা জীবনে সফল ও সুখী হতে এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারব না, যদি আমরা ঘটনার সত্যতা ও বাস্তবতা খুঁজে না পাই। আমাদের সব সফলতা ও ব্যর্থতা, উন্নতি ও অবনতি, উজ্জ্বল ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বাস্তবতার উপর।

মূলকথা : সত্যতা ও বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল জীবন।

গ. উদ্দীপকটির সাথে পাঠ্যবইয়ের যীশুর নির্দেশিত যুবকের গল্পের পার্থক্য রয়েছে। তা হলো–

পাঠ্যবইয়ে যীশুকে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে পূর্ণতা লাভ করা যায়। যীশু তাকে বলেন, তার সব ধনসম্পদ গরিবের মাঝে বিলিয়ে দিতে এবং তার সাথে চলতে। কিন্তু ছেলেটির ধনসম্পদের প্রতি প্রবল লোভ ছিল। তাই সে যীশুর কথা না শুনে তার পূর্বের অবস্থানে অটল ছিল।

কিন্তু উদ্দীপকের জুয়েল একাগ্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে পুরোহিতের কথা শুনেছিল। সে পাপমুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার সব ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দেয়। সে নিঃস্ব হয়ে ঈশ্বরের সেবা ও প্রার্থনা করার জন্য গির্জায় অবস্থান করে। জুয়েল জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে পূর্ণতার সন্ধানে অগ্রসর হয়।

মূলকথা : পাপমুক্তির পথে বড় বাধা হলো লোভ।

ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

জীবনের নানা পর্যায়ে মানুষ অজানাকে জানার সন্ধান করে। অনেক সময় মানুষের অনুসন্ধান সার্থক হয় যদি যে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে কাজ করে। মানুষের পূর্ণতা লাভের প্রধান অন্তরায় হলো স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এটা মানুষকে তার স্বার্থ উদ্ধারে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করে। তখন পূর্ণতার সন্ধানে মানুষ আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু যারা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে কাজ করে তারা সফল হয় ও পূর্ণতা পায়।

উদ্দীপকে জুয়েল পূর্ণতা লাভের জন্য তার সব সম্পত্তি দান করে দেয়। ঈশ্বরের প্রার্থনা করে। সম্পত্তির প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। তাই তার পাপমুক্তি ঘটেছে। জুয়েল পূর্ণতা লাভ করেছে। সে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছে।

মূলকথা : স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে কাজ করলে পাপমুক্ত হওয়া সব।

২০২৫ সালের সকল বোর্ডের প্রশ্ন-উত্তরমালা

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড ১১৪

সময় ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান-৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য। সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।]

১। একাকিত্ব দূর করতে কীসের প্রয়োজন হয়?
(ক) ক্ষমার (খ) বন্ধুত্বের
(গ) বিশ্বাসের (ঘ) ভালোবাসার

২। নির্লজ্জতা কেমন অনুভূতি?
(ক) আবেগময় (খ) অশান্তময়
(গ) কষ্টকর (ঘ) স্বপ্নময়

৩। নেতৃত্বের গুণাগুণ প্রকাশ পায়–
(i) ভালোবাসা ও আন্তরিকতায়
(ii) দরদ ও মমতায়
(iii) বিশ্বস্ততায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অর্ণব বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা অর্জন করেছে এবং তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকে।

৪। অর্ণব চরিত্রটি পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করেছে?
(ক) যীশু (খ) অব্রাহাম
(গ) দাউদ (ঘ) জোবেদ

৫। ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের যথার্থ উপায়-
i. ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা
ii. ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা
iii. ঈশ্বরের সব আদেশ পালন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। যাকোব ও যোহন কার পুত্র ছিলেন?
(ক) বার্থলমেয়ের (খ) জেবেদের
(গ) তিমথীয়ের (ঘ) শলোমনের

৭। মানুষকে ঈশ্বর কীভাবে গড়েছেন?
(ক) নিজ প্রতিমূর্তিতে
(খ) অব্রাহামের প্রতিমূর্তিতে
(গ) যীশুর প্রতিমূর্তিতে
(ঘ) সাধু যোসেফের প্রতিমূর্তিতে

৮। সাধু পলের মতে, ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর যথার্থ কারণ হলো–
(ক) ভালোবাসা এক করে তোলে
(খ) ভালোবাসা সবকিছু জয় করে
(গ) ভালোবাসা অমর
(ঘ) ভালোবাসা মানুষকে মহান করে তোলে

৯। স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে–
(ক) নিজের মত চলা
(খ) অন্যের বিষয়ে ভাবা
(গ) নিয়ম-কানুনের অধীন থাকা
(ঘ) দায়িত্বশীল হওয়া

১০। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান কোনটি?
(ক) ঈশ্বরের আরাধনা করা
(খ) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা
(গ) ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা
(ঘ) ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা

১১। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম অংশ কোনটি নির্দেশ করে?
(ক) অনুতাপ (খ) প্রশংসা
(গ) অনুনয় (ঘ) ধন্যবাদ

১২। জীবনের চালিকা শক্তি কোনটি?
(ক) ত্যাগস্বীকার (খ) পরোপকার
(গ) জ্ঞানার্জন (ঘ) প্রার্থনা

১৩। যীশু পুরাতন নিয়মের দশটি আজ্ঞাকে কয়টি আজ্ঞায় প্রতিস্থাপন করেছেন?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১৪। মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?
(ক) সমাজের সেবা করা
(খ) ধন-সম্পদ
(গ) ঈশ্বরের সাথে মিলন
(ঘ) বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা

১৫। মানুষ সব সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে কেন?
i. পাপের কারণে
ii. দুর্বলতার কারণে
iii. সহিংসতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬। মূল্যবোধের উৎস কয়টি?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

১৭। কে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে?
(ক) সমাজ (খ) মানুষ
(গ) যাজক (ঘ) ঈশ্বর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলা সমুদ্রের উপকূল বরাবর অবস্থিত। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রায় সবসময়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে।

১৮। নোয়াখালী জেলার লোকেরা কোন ধরনের কষ্টভোগ করে?
(ক) জাগতিক (খ) মানসিক
(গ) দৈহিক (ঘ) হৃদয়ের

১৯। কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাঘব করতে পারে?
(ক) পরামর্শ
(খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা
(গ) বিজ্ঞানের আবিষ্কার
(ঘ) ইতিবাচক মনোভাব

২০। "দুঃখ শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা তারাই পাবে সান্ত্বনা"–উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) মথি (খ) যীশু
(গ) পিতর (ঘ) যোহন

২১। "সব দানের মহৎ দান হলো ভালোবাসা"? উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়
i. ভালোবাসা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে
ii. ভালোবাসা মানুষকে সাহসী করে তোলে।
iii. ভালোবাসা মানুষকে উদ্যমী করে তোলে।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২। প্রতিটি দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কী?
(ক) দুর্নীতি (খ) মাদক
(গ) ঘুষ (ঘ) খুন

২৩। কে মন্দিরে সারাংশে পাঠ করেন?
(ক) ঈশ্বর (খ) শিক্ষক
(গ) পুরোহিত (ঘ) যীশু

২৪। যীশু ব্যবসায়ীদের কোথা থেকে বিতাড়িত করে
(ক) দোকান (খ) মন্দির
(গ) গীর্জা (ঘ) মঠ

২৫। মানুষের জীবনে কী নির্ধারিত থাকে?
(ক) পথ (খ) জীবন
(গ) লক্ষ্য (ঘ) পূর্ণতা

২৬। মানুষ জীবনের লক্ষ্য অর্জনে যখন বাধার সম্মুখীন তখন তার অবস্থা হয়-
i. হতাশাগ্রস্ত
ii. দিশাহারা
iii. চঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭। ইস্রায়েল জাতি কোথায় বন্দী ছিল?
(ক) আরবে (খ) মিশরে
(গ) তুরস্কে (ঘ) লেবাননে

২৮। যীশু স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন–
i. অপরকে ভালোবেসে
ii. অপরকে সেবা করে
iii. প্রাণ বিসর্জন দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবা কোথায় দিতে পারি?
(ক) নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে
(খ) পরিবারে
(গ) সেলাই ও হস্তশিল্প কেন্দ্রে
(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

৩০। কোনটি জীবনের দর্পণস্বরূপ?
(ক) জীবন পর্যালোচনা
(খ) গঠন প্রশিক্ষণ
(গ) শিক্ষা
(ঘ) জার্নাল লেখা

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

সময়–২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

(দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। জন ও ডেভিড বন্ধু। জন হাটতে পারে না কিন্তু সে শিক্ষিত যুবক। যদিও হাটতে পারে না তবুও প্রতিবেশীদের সাহায্য করে। সে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছেন। দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করেছেন। খাতা-কলম ও পোশাক কিনে দেন। ডেভিড এলাকার একজন নামকরা উকিল। সে দরিদ্র মানুষের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। কেউ অত্যাচারিত হলে সে প্রতিবাদ করে। ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেন।

(ক) খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা কী? ১
(খ) যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করলেন কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে ডেভিডের কার্যক্রমে কোন ধরনের মুক্তির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) জন ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে–তোমার মতামত দাও। ৪

২। নিকোলাস ও হৃদয় সহপাঠি। নিকোলাস মেধাবী এবং সে ক্লাশে একাকী থাকতে পছন্দ করে। সে কোলাহল পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে না। অন্য সকলের থেকে তার রুচিবোধ আলাদা। হৃদয় একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। সে ক্লাবের মাধ্যমে যুবকদের মাঝে তার দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেন। যাতে করে তারাও তার মতো খেলতে পারে।

(ক) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কী? ১
(খ) মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ের জীবনে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) নিকোলাস ও হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। লুকাস গ্রামে বাস করে। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। সে মা-বাবার বাধ্যগত সন্তান। সে প্রতিদিন পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায়। সে সকলের সঙ্গে খেলাধুলা করে। তার সুন্দর পোশাক ও খেলনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার খেলার সাথী জয়ন্ত খুবই গরীব। তার পোশাক বলতে একটি ছেঁড়া প্যান্ট ও জামা রয়েছে। জয়ন্তর অবস্থা দেখে লুকাস মনে মনে খুব কষ্ট পায়। সে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে জয়ন্তকে জামা-কাপড়, খেলনা ও খাতা-কলম নিয়ে সহযোগিতা করে। এতে জয়ন্ত খুবই খুশী হয়।

(ক) মানব সমাজের দৃশ্যমান দিক কাকে বলে? ১
(খ) কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) লুকাসের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(খ) তুমি কি মনে কর লুকাস একজন পরিপক্ক মানুষ? মূল্যায়ন কর। ৪

৪। সমীর গরীব পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সে গ্রামের স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করে শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে কমল ও লিটনসহ কয়েকজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। সে ঔষধের দোকানে কাজ করে নিজের লেখাপড়ার খরচ বহন করে। তার বন্ধু কমল দোকানের কাজ বাদ দিয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিলে, সমীর তার কথায় সম্মতি দেয় এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে। লিটন বুঝতে পেরে সমীরকে কমলের ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে লিটন সমীরকে অস পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

(ক) বন্ধুত্ব কাকে বলে? ১
(খ) বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে লিটন, সমীরের কী ধরনের বন্ধু? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে সমীর ও কমলের বন্ধুত্বের ফলাফল কি নেতিবাচক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রুবেন ও দিনা একে অপরকে পছন্দ করে। দুজনই দুজনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা ফেসবুক, হোয়াটস এ্যাপ, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কথা বলে। মাঝে মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভিডিও কলেও কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। রুবেন, দীনাকে এতটাই ভালোবাসে যে, সে দীনাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ছলে দেখা করার প্রস্তাব পাঠায়। দীনাও রুবেনকে ভীষণ ভালোবাসে। পারিবারিক ও ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা দীনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে রুবেনকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

(ক) আদমের বুক থেকে খুলে নেওয়া পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর কাকে গড়ে তুললেন? ১
(খ) নারীপুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে রুবেন ও দীনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা দীনার মাধ্যমে রুবেন গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের কী পরিণতি হতে পারে–তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মার্টিন ও টমাস দুই ভাই শহরে স্বনামধন্য একটি কলেজে লেখাপড়া করে। তাদের পিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। এতে তাদের আর্থিক সংকটের কারণে লেখা-পড়া হয়ে যায়। মার্টিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে অল্প বেতনে ছোট একটি চাকরি নেন। মার্টিনের বেতনে টমাসের লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় হতো। মার্টিনের যত্নে টমাস ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে এবং ভালো

বেতনের একটি চাকি পান। কিন্তু টমাস পরিবারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন।

(ক) জীবনাহবান কী? ১

(খ) দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর বলতে কী বোঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে মার্টিনের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "টমাসের মনোভাব জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত করে"- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১: সুধির একজন দরিদ্র চাষী। তিনি অন্যের জমিতে ফসল ফলান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে হতাশায় ভোগেন। আগামী দিনগুলো কীভাবে চলবে তা নিয়ে অস্থির থাকেন। এজন্য তিনি পরিবারসহ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২: জেমস একজন দৃঢ় খ্রিষ্ট বিশ্বাসী। তার একটিমাত্র মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি বি.এস.সি নার্সিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। দীর্ঘদিন চাকরির আবেদনের পর পরিশেষে একটি সরকারি হাসপাতালে ভালো বেতনের চাকরি হয়। তাই জেমস পরিবারসহ মণ্ডলীর সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

(ক) হান্নার ছেলেরা প্রথম জীবনে কোন ধর্মসংঘের মিস্টার ছিলেন? ১

(খ) কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) সুধিরের প্রার্থনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রার্থনাটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) জেমস্ ও সুধিরের প্রার্থনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। দীপু ও সমর পাড়া প্রতিবেশী। সমর অনেক সম্পদের মালিক। দীপুর ছোট একটি মুদির দোকান আছে। তার দোকানের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের জন্য সমরের কাছে কিছু টাকা ধার করে। দীপু সময়মতো ধারের টাকা পরিশোধ করে। তবুও দীপুর বিরুদ্ধে টাকা পরিশোধ না করার অজুহাত দেয়। সমর তার লোকজন নিয়ে দীপুর দোকান জোর পূর্বক দখল করে নেয়। দীপু নিরুপায় হয়ে পাল পুরোহিতের কাছে বিষয়টি বলেন। পাল পুরোহিত দীপু ও সমরকে পবিত্র মঙ্গল বাণী দ্বারা বোঝান। সমর তার ভুল বুঝতে পারে।

(ক) আদম ও হবা পাপের ফলে কী শাস্তি পেয়েছিলেন? ১

(খ) নোয়ার সময় ঈশ্বর মহাজল প্লাবন দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) সমর দশ আজ্ঞার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) পাল পুরোহিত যেন নিরাময়কারী খ্রিষ্টেরই প্রতিচ্ছবি- বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। দৃশ্যকল্প-১। নরেশ ও প্রীতির পরিবারটি হলো একটি খ্রিস্টীয় পরিবার। পাড়ার লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। প্রতি রবিবার তারা গির্জায় যান এবং সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছেন। তারা পাড়ার লোকদের বিপদে-আপদে সবার আগে ছুটে আসে।

দৃশ্যকল্প-২: সুজয় ও দিপালী একে অপরকে ভালোবেসে সংসার গড়ে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঝগড়া, মনোমালিন্য শুরু হয়। একে অপরের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি নিয়ে প্রায়ই অশান্তি সৃষ্টি হয়। সুজয় নেশা করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে। নেশা অবস্থায় স্ত্রীকে ভীষণ মারধর করে।

(ক) ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে কী দান করেছেন? ১

(খ) মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) সুজয় ও দিপালী কোন ধরনের বিবেক নিয়ে সংসার পরিচালনা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধগুলো নরেশ ও প্রীতির মধ্যে বিদ্যমান তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। স্বদেশ একজন দৃঢ় বিশ্বাসী। সামান্য অসুস্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠাবান। হঠাৎ একদিন বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার পর পরীক্ষা করে জানা গেল তিনি ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যাপারে তার প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হলো। কিন্তু তার রোগ ভাল হলো না। তিনি হতাশ না হয়ে প্রভু যীশুর উপর নির্ভরশীল হয়ে তার কষ্টগুলো অর্পণ করেন।

(ক) পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো? ১

(খ) কষ্ট-যন্ত্রণা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে স্বদেশের কষ্ট কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) তুমি কি মনে কর স্বদেশের কষ্টগুলো যোবের কষ্টের মতো? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। তপন ও নিখিল দুই বন্ধু। তারা একই পাড়ায় বাস করে। তপনের পরিবার একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। নিখিলের পরিবার ধনী। দুই বন্ধুর স্বপ্ন বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করবে। এজন্য তারা পাসপোর্ট ও ভিসা করেছে। হঠাৎ তাদের পাড়াসহ আশ- পাশের এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের ঘর-বাড়ি সম্পদ বিনষ্ট হলো। পাল পুরোহিতের নির্দেশক্রমে এলাকার যুবকরা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। তপন বিদেশে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, সে বিদেশে না গিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ত্রাণসহায়তার কাজে গোপনে দান করল। কিন্তু নিখিলের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও দুর্গত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

(ক) পূর্ণতা লাভের পথ কোনটি? ১

(খ) লোগোথেরাপি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) নিখিলের জীবনে পবিত্র বাইবেলের যুবকটির সাথে কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) তপনের জীবনে খ্রিষ্টের দেখানো পথের প্রতিফলন ঘটেছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

স্পেশাল মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

মডেল প্রশ্ন-০১

বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

বিষয় কোড : ১১৪

সময় : ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০ × ১ = ৩০

(মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে মান-১।)

১। অভ্যন্তরীণ বাধা কয়টি?
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?
(ক) যেন আমরা খাদ্য পাই
(খ) যেন জীবন পাই
(গ) নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য
(ঘ) সেবা দেওয়ার জন্য

৩। কোনটি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ?
(ক) মানুষ (খ) উদ্ভিদ
(গ) পাখি (ঘ) মহাসাগর

৪। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কোনটি?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) স্বাধীনতা
(গ) ক্ষমতা (ঘ) মুক্তি

৫। ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ যে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিল তার নাম কী?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) ক্ষমতা
(গ) মুক্তি (ঘ) স্বাধীনতা

৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি?
(ক) ১০শে এপ্রিল
(খ) ২৬শে মার্চ
(গ) ২১শে ফেব্রুয়ারি
(ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

৭। মোশীর নেতৃত্বে কোন জাতি মুক্তি পায়?
(ক) মিশরীয় (খ) ফিলিস্তিন
(গ) আরবীয় (ঘ) ইস্রায়েল

৮। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি কোন দেশে গিয়েছে?
(ক) শ্যাম (খ) ক্যাথে
(গ) কানান (ঘ) আবেসিনিয়া

৯। আমাদের আদি পিতা কে?
(ক) অব্রাহাম (খ) আদম
(গ) জেবেদ (খ) যীশু

১০। যীশু কততম দিনে পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের মুক্ত করলেন?
(ক) তৃতীয় (খ) চতুর্থ
(গ) পঞ্চম (ঘ) ষষ্ঠ

১১। "তাহলেইতো তোমাদের স্বাধীন করে দিব।" কোন পদে রয়েছে।
(ক) লূক ৮ : ৩২
(খ) লূক ১০ : ৩৩
(গ) যোহন ৮ : ২৪
(ঘ) যোহন ৮ : ৩২

১২। স্বাধীনতা অর্থ কী?
(ক) নিজের অধীনতা
(খ) বন্ধুর অধীনতা
(গ) ঈশ্বরের অধীনতা
(ঘ) পিতামাতার অধীনতা

১৩। অভ্যন্তরীণ বাধা কতটি?
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

১৪। বাহ্যিক বাধা কতটি?
(ক) একটি (খ) দুটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

১৫। কোনটি মুক্তির পথে পরিচালিত হয়?
(ক) কর্তৃত্ব (খ) প্রার্থনা
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) শিক্ষা

১৬। স্বাধীনতা কোনটির সাথে যুক্ত?
(ক) খাটি মানুষ (খ) ঈশ্বর
(গ) যীশু (ঘ) কর্তৃত্ব

১৭। কোনটি পবিত্র আত্মার দান?
(ক) স্বাধীনতা (খ) কর্তৃত্ব
(গ) আবেগ (ঘ) ভয়

১৮। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কোনটি?
(ক) অজ্ঞতা (খ) ভয়
(গ) অবিশ্বাস (ঘ) দায়িত্বহীনতা

১৯। স্বাধীনতার জন্য কোনটি থেকে?
(ক) দায়িত্বশীলতা (খ) বিবেক
(গ) আত্মজ্ঞান (ঘ) আত্মবিশ্বাস

২০। কোনটিকে ঘিরে মানুষের বিবেক তৈরি হয়?
(ক) আত্মজ্ঞান (খ) আত্মবিশ্বাস
(গ) ভালোমন্দ বিচারবোধ
(ঘ) দায়িত্বশীলতা

২১। আমাদের মুক্তিদাতা কে?
(ক) যীশু (খ) আদম
(গ) অব্রাহাম (ঘ) দাউদ

২২। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু কিসের প্রতীক।
(ক) স্বাধীনতা (খ) মুক্তি
(গ) বন্ধুত্ব (ঘ) বাধ্যতা

২৩। মানুষ হিসেবে যীশু কত বছর বেঁচেছিলেন?
(ক) বিশ বছর (খ) বাইশ বছর
(গ) তেত্রিশ বছর (ঘ) চব্বিশ বছর

২৪। ঈশ্বরের প্রথম স্বাধীন সন্তান কে?
(ক) আদম (খ) অব্রাহাম
(গ) দাউদ (ঘ) যীশু

২৫। কোনটি মুক্তির উৎস?
(ক) জ্ঞান (খ) শিক্ষা
(গ) আত্মা (ঘ) সমাজ

২৬। মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হলো কীভাবে?
(ক) কূটবুদ্ধির জন্য
(খ) শয়তানের প্ররোচনার জন্য
(গ) স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য
(ঘ) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য

২৭। মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ল কেন?
(ক) পাপের কারণে
(খ) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য
(গ) মিথ্যা বলার জন্য
(ঘ) বিশৃঙ্খলার জন্য

২৮। ঈশ্বর কীভাবে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করেছেন?
(ক) যোসেফের সাহায্যে
(খ) জেবেদের সাহায্যে
(গ) দাউদের সাহায্যে
(ঘ) মোশীর সাহায্যে

২৯। ইস্রায়েল জাতি কোথায় বন্দী ছিল? (সকল বোর্ড-২০১৬)
(ক) আরবে (খ) মিশরে
(গ) তুরস্কে (ঘ) লেবাননে

৩০। মোশির নেতৃত্বে কোন জাতি মুক্তি পায়? (স. বো.-২০১৫)
(ক) ইস্রায়েল (খ) মিশরীয়
(গ) এফিসীয় (ঘ) আরবীয়

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

২ × ১০ = ২০

প্রশ্ন-১। ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রকাশ কী?
প্রশ্ন-২। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?
প্রশ্ন-৩। মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর কাকে প্রেরণ করেন?
প্রশ্ন-৪। মানুষের সহজাত প্রবণতা কী?
প্রশ্ন-৫। কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়?
প্রশ্ন-৬। মিশরে কোন জাতি বন্দী ছিল?
প্রশ্ন-৭। স্বাধীনতা অর্থ কী?
প্রশ্ন-৮। অজ্ঞতা কী?
প্রশ্ন-৯। কে বলেছিলেন নিজেকে জানো'?
প্রশ্ন-১০। স্বাধীনতার প্রধান বাধা কী?
প্রশ্ন-১১। কে আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন?
প্রশ্ন-১২। কী মানুষকে স্বাধীন করে তোলে?
প্রশ্ন-১৩। কী থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়?
প্রশ্ন-১৪। মুক্তি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা দাও।
প্রশ্ন-১৫। মুক্তি বা স্বাধীনতার ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

১০ × ৫ = ৫০

প্রশ্ন-০১। হৃদয় প্রতিষ্ঠিত একজন যুবক। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী, পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। তাই সকলেই তাকে খুব পছন্দ করে।

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী? ১
খ. স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুক্তি সম্পর্কে যীশুর কোন শিক্ষাটি হৃদয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার জন্য হৃদয়ের কাজের এই একটি দিক কি যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন-০২। ওসান একজন ধনী যুবক। সে একদিন রাস্তায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ সুমন নামে একজন রিকশাচালক তার গাড়ির সামনে পড়ল এবং সুমনের রিকশাটি উল্টে পড়ে গেল। ওসান গাড়ি থেকে নেমে এসে চোখ রাঙিয়ে সুমনকে বলল, "তোর দুই টাকার রিকশা, আমার লক্ষ টাকার গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়েছিস? তোর ক্ষমা নেই।'- এই বলে সুমনের গালে আঘাত করল। ওসানের বান্ধবী জুলি বলল, তুমি ওকে মারলে কেন? তোমারইতো দোষ। তুমি তোমার ভুল স্বীকার কর। নত ও সরল হও এবং যীশুকে বিশ্বাস কর।'

ক. বাহ্যিক বাধা কয়টি? ১
খ. ভালো মন্দের বিচারবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জুলি ওসানকে কোন ধরনের মুক্তির পরামর্শ দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জুলির পরামর্শ ওসানকে সার্বিকভাবে মুক্তি দিতে পারে।'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৩। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান অপু। সে মেধাবী কিন্তু স্বার্থপর এবং অহংকারী। সমাজের কোনো কাজে সে দায়িত্ব নেয় না। কোনো সেবামূলক সংগঠনে সে যোগ দেয় না। অপুর বাবা মায়ের খুব ইচ্ছা সে পরিবার এবং সমাজের কাজে দায়িত্ববান হবে। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. কার নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশে গিয়েছিল? ১
খ. স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের অপু কোন উপায়গুলো অবলম্বন করলে পরিপক্বতা অর্জন করতে পারবে? ৩
ঘ. অপুর বাবা মা অপুর কোন ধরনের মুক্তি কামনা করে বলে তুমি মনে কর? তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

প্রশ্ন-৪। ছাত্রাবাসের বারান্দার ফুলের টবটি ভেঙে ফেলে উত্তম। সান্ধ্য প্রার্থনার পর পরিচালক ব্রাদার যোসেফ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তম ভয় পায়। কেউ স্বীকার করে না। মিথ্যা বলায় উত্তমের মাঝে ভয়ের সৃষ্টি হয়। মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। "মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ নরকের দিকে পৌঁছে দেয়। কিন্তু উত্তম পবিত্র আত্মার সহায়তায় ভয়মুক্ত হয়ে সত্যটি স্বীকার করে। কারণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই তার মধ্যে সত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। (সকল বোর্ড-২০১৫)

ক. মানুষ হিসেবে যীশু কত বছর বেঁচেছিলেন? ১
খ. স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের কেন নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মুক্ত মানুষ হওয়ার কোন উপায়টির সঙ্গে উত্তমের মিল রয়েছে? ৩
ঘ. উত্তমের আত্মবিশ্বাস থেকেই স্বাধীনতা জন্ম নিয়েছে।- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-০৫। প্রিতম প্রতিষ্ঠিত একজন যুবক। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশবিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার, সেবাকেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করছেন। গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সদ্ভাব বজায় রাখেন। তাই সবাই তাকে পছন্দ করে।

ক. স্বাধীনতা কী? ১
খ. দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্বতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রিতমের বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "প্রিতমের মধ্যে বইয়ে আলোচিত কোন চরিত্রের পূর্ণরূপ তুলে ধরা হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-৬। প্রদীপ তাদের পরিবারের শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রদীপ একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও কীভাবে এত খারাপ আচরণ করতে পারে। একসময় প্রদীপের এমন আচরণের কথা শুনে তার প্রতিবেশী প্রণয় চিন্তা করল এ বিষয়টি প্রদীপকে বলা দরকার। তাই প্রণয় সুযোগ বুঝে প্রদীপকে তার মন্দ আচরণের কথা বুঝিয়ে বলে। প্রণয়ের কথা শুনে প্রদীপ বুঝতে পারে এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়।

ক. নিজেকে জানার প্রথম ধাপ কোনটি?
খ. একজন মানুষ থেকে অন্য আর একজন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা কেন?
গ. প্রণয়ের কোন দিকটি প্রদীপকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপের আত্মমূল্যায়নেরও দরকার বলে কি তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-৭। তৃণা ও তৃষা যমজ বোন। বাহ্যিক চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, কথা বলার ধরন সবই এক রকম। বুদ্ধির দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। তৃষা গরিব সহপাঠীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। পিতামাতার বাধ্য এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অপরদিকে তৃণা অলস, অন্যের প্রতি অমনোযোগী, নিজের সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর বেশি।

ক. প্রকৃত শিক্ষা কী?
খ. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. তৃণা ও তুষার মধ্যে যে পার্থক্য তাকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "তৃণা ও তৃষার মধ্যে যে পার্থক্য তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ফলাফলই রয়েছে।'- মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন-৮। মাইকেল একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি মণ্ডলীর কমিটির প্রধানও বটে। নিজের কাজের পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। তিনি গির্জায় বাইবেল পাঠ করেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমাজে গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়ান। তিনি সব ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা করেন এবং সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন এভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করা সম্ভব।(সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. খ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?
খ. সেবাকাজে আত্মনিবেদন বলতে কী বোঝায়?
গ. মাইকেলের মধ্যে সেবাকাজের কোন দিকটি লক্ষ করা যায় তা বর্ণনা কর।
ঘ. সেবাকাজে মাইকেল যেন "যীশুরই প্রতিনিধি।"- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

মডেল প্রশ্ন-০২

বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

বিষয় কোড : ১১৪

সময় : ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০ × ১ = ৩০

(মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে মান-১।)

১। একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের কিসের প্রয়োজন?
(ক) ক্ষমার (খ) বন্ধুত্বের
(গ) বিশ্বাসের (ঘ) ভালোবাসার

২। যীশুর কথা অনুসারে বিশ্বাসী ইহুদিরা কীভাবে তার যথার্থ শিষ্য হয়ে উঠবে?
(ক) সত্য জেনে (খ) যীশুর দাসত্ব করে
(গ) যীশুর বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে
(ঘ) সকল কাজে সক্রিয় হয়ে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আপন কাকাত ভাই অনিল খুব নীতির্বান হলেও সুনীল দুষ্কৃতিদের লোকদের সাথে চলে। অনিল তাকে সতাপার্শ করে বলে সুনীল খারাপ লোকদের দিয়ে অনিলকে খুব আঘাত করেন। অনিল হাসপাতালে কষ্ট পেলেও সুনীলের কাছ থেকে পাওয়া কষ্ট ভুলে যান।

৩। অনিলের চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
(ক) সাধু পিতর (খ) সাধু স্তিফানের
(গ) সাধ্বী মারীয়া গরেটি (ঘ) সাধু পল

৪। অনিলের নিকট থেকে সুনীল পেয়েছিলেন-
i. সাহায্য, ii. ক্ষমা, iii. ভালোবাসা।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৫। নিঃসঙ্গতাকে কোন ধরনের তাগিদ বলা হয়?
(ক) সামাজিক (খ) মানসিক
(গ) শারীরিক (ঘ) আবেগী

৬। একাকিত্বের অভিজ্ঞতা কেমন?
(ক) পারিবারিক (খ) ব্যক্তিগত
(গ) সামাজিক (ঘ) ধর্মীয়

৭। কোনটি কর্ম ও জীবনে অনীহা আনে?
(ক) অসহায়তা (খ) কর্তৃত্ব
(গ) পরাধীনতা (ঘ) নিঃসঙ্গতা

৮। নিঃসঙ্গ জীবনে সর্বদা কোনটি থেকে যায়?
(ক) পূর্ণতা (খ) আনন্দ
(গ) অভাববোধ (ঘ) কৃতজ্ঞতাবোধ

৯। কোনটি মানুষের মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা?
(ক) মানুষের সাথে কথা বলা
(খ) সমাজে বসবাস করা
(গ) স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা
(ঘ) নিঃসঙ্গতা দূর করা

১০। নিঃসঙ্গতা কী বয়ে আনে?
(ক) সুখ (খ) দুঃখ
(গ) সহানুভূতি (ঘ) পূর্ণতা

১১। নিঃসঙ্গতাকে সামাজিক তাগিদ বলা হয় কেন?।
(ক) এটি ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করে
(খ) এটি সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে
(গ) বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জোগায়
(ঘ) সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে অনুপ্রেরণা জোগায়

১২। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে কেন?
(ক) দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করার জন্য
(খ) ভয় দূর করার জন্য।
(গ) পরস্পরের সাহচর্য পাওয়ার জন্য
(ঘ) নিজেকে রক্ষার জন্য

১৩। একজন ছেলে বা মেয়ে প্রথম সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে কীভাবে?
(ক) পরিবারে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মধ্যে
(খ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে
(গ) প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় দলবদ্ধতা দেখে
(ঘ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে আন্তরিকতা দেখে

১৪। বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে তীব্র কেন?
(ক) সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে
(খ) যীশুর বাণীকে রক্ষা করার কারণে
(গ) পারিবারিক শিক্ষা লাভের কারণে
(ঘ) নিঃসঙ্গ জীবনের কুফল অনুভবের কারণে

১৫। মানুষ ঈশ্বর ও অবিরোধের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছিল কেন?
(ক) নিঃসঙ্গতার কারণে
(খ) সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে
(গ) স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে
(ঘ) সন্ন্যাস জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে

১৬। যীশু মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন?
(ক) মিশর দেশের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষার জন্য।
(খ) আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে
(গ) ইহুদিবাদকে উচ্ছেদ করতে
(ঘ) ব্যাবিলনের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তির জন্য

১৭। মনিকাকে তার মা বলেন A হলো একটি সামাজিক তাগিদ। A এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
(ক) নিঃসঙ্গতা (খ) সম্প্রীতি
(গ) বন্ধুত্ব (ঘ) স্বাধীনতা

১৮। রনি তার পরিবারের পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেই প্রথম এক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উক্ত অভিজ্ঞতা কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) নিঃসঙ্গতা (খ) সম্প্রীতি
(গ) কর্তৃত্বপরায়ণ (ঘ) স্বাধীনতা

১৯। রবীন বাইবেল পড়ে জানতে পারে যে একমাত্র X ই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) পাখি (খ) যীশু
(গ) মানুষ (ঘ) বৃক্ষ

২০। রনির মধ্যে একধরনের অনুভূতি জাগে, যার কারণে সে একাকী জীবনযাপনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। উক্ত অনুভূতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
(ক) নিঃসঙ্গতা (খ) সম্প্রীতি
(গ) কর্তৃত্বপরায়ণতা (ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ

২১। সুমন পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে পুস্তকে ইস্রায়েল জাতিকে X দেশের দাসত্ব থেকে মুক্তির বিষয় জানতে পারে। X কোনটিকে সমর্থন করছে?
(ক) ব্যাবিলন (খ) গ্রিস
(গ) রোম (ঘ) মিশর

২২। রোমীয়দের কাছে লেখা পত্রে জনৈক ক যীশুর মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
(ক) সাধু পল (খ) আলবিনয়ান
(গ) আলেকজান্ডার (ঘ) পোপ দ্বাদশ পিউস

২৩। রোমেল যৌড়া ইহুদি হওয়ায় খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা করেছিলেন। রোমেল চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
(ক) সাধু পল (খ) আলবিনয়ান
(গ) পিলাত (ঘ) লূক

২৪। যীশু সৌলকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর যথার্থ কারণ হলো—
(ক) ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছেন বলে
(খ) খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছিলেন
(গ) খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন বলে
(ঘ) সৌলের সাথে যীশুর বিরোধিতা ছিল

২৫। সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কলবে কত খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
(ক) ১৯১৮ (খ) ১৯৩০
(গ) ১৮৯৪ (ঘ) ১৮৯৮

২৬। কোনটি জীবনে আনে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও পূর্ণতা? (সকল বোর্ড-২০১৭)
(ক) সম্প্রীতি (খ) বন্ধুত্ব
(গ) নিঃসঙ্গতা (ঘ) স্বাধীনতা

২৭। একাকিত্ব দূর করতে কিসের প্রয়োজন হয়? (সকল বোর্ড-২০১৬)
(ক) ক্ষমার (খ) বন্ধুত্বের
(গ) বিশ্বাসের (ঘ) ভালোবাসার

২৮। কত বছর বয়সে তেরেজার মন পরিবর্তন হয়? (সকল বোর্ড-২০১৬)
(ক) ১০ বছর (খ) ১২ বছর
(গ) ১৪ বছর (ঘ) ১৬ বছর

২৯। নিঃসঙ্গতা কেমন অনুভূতি? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) সুখকর (খ) দুঃখপূর্ণ
(গ) কষ্টকর (ঘ) স্বপ্নময়

৩০। ম্যাক্সিমিলিয়ন কোন দেশের নাগরিক?
(ক) রাশিয়া (খ) পোল্যান্ড
(গ) অস্ট্রিয়া (ঘ) হাঙ্গেরি

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ
১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২) ২ × ১০ = ২০

প্রশ্ন-১। বিশ্বস্ততা বলতে কী বোঝ?
প্রশ্ন-২। সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় কেন?
প্রশ্ন-৩। বন্ধুত্ব কী বুঝিয়ে লেখ।
প্রশ্ন-৪। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
প্রশ্ন-৫। অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কেন?
প্রশ্ন-৬। পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়?
প্রশ্ন-৭। ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব কী?
প্রশ্ন-৮। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা কর।
প্রশ্ন-৯। কীভাবে আমরা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারি?
প্রশ্ন-১০। কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি?
প্রশ্ন-১১। গাংচিলের গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।
প্রশ্ন-১২। মার্টিন লুথার কিং এর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।
প্রশ্ন-১৩। দায়িত্বহীনতার কোনো মূল্য নেই বলতে কী বোঝায়?
প্রশ্ন-১৪। স্বাধীনতার অর্থ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
প্রশ্ন-১৫। কীভাবে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের স্বাধীন করে?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০) ১০ × ৫ = ৫০

প্রশ্ন-১। কণা ও বীনা দুজন সহপাঠী। কণা লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে অনেক মিলেমিশে চলে, শিক্ষকদের অনেক সম্মান করে, স্কুলের সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। সর্বোপরি কণা তার ভালো আচরণ দিয়ে সবার কাছে খুবই প্রিয়। অপরদিকে বীনাও মেধাবী শিক্ষার্থী বটে কিন্তু সে সহপাঠীদের সঙ্গে চলাফেরা করে না, তার সুখ-দুঃখগুলো কারো সাথে সহভাগিতা করে না। হাসিখুশি থাকে না। সেজন্য বীনা অনেক সময়ই মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

ক. প্রতিটি মানুষ কার প্রতিমূর্তিতে তৈরি? ১
খ. বন্ধুত্ব গড়া প্রয়োজন কেন? বর্ণনা কর। ২
গ. কণা কী ধরনের জীবনযাপন করে তা তোমার পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বীনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে কী ধরনের ফলাফল ভোগ করতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত তুলে ধর। ৪

প্রশ্ন-২। প্রফুল্ল একজন শিক্ষিত যুবক। সে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গ্রামের লোকদের নিয়ে কাজ করত। অন্যদিকে পালক পুরোহিত এলাকার গ্রামগুলোতে মঙ্গল বাণী প্রচার করত। কিন্তু প্রফুল্ল কখনই পুরোহিতের বাণী প্রচার মেনে নিত না এবং বিরোধিতা করত। পুরোহিত প্রফুল্লর সঙ্গে বিবাদ না করে এবং তার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত। ঈশ্বর পুরোহিতের প্রার্থনা শুনলেন এবং প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পুরোহিতের সহকর্মী হয়ে উঠলো। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. সাধু পৌল এর বাবা মা কোন গোষ্ঠীর লোক ছিলেন? ১
খ. সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় কেন? ২
গ. প্রফুল্লর জীবনে সাধু পলের কীরূপ প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পুরোহিতের সহকর্মী হয়ে ওঠার পেছনে সাধু পলের মন পরিবর্তনের ঘটনাই অনুপ্রেরণার উৎস।" - যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৩। বিভাস সুন্দরপুর উপজেলার মেম্বার। তিনি প্রতিদিনই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করেন। নিয়মিত গির্জায় যান। তিনি গ্রামকে খুব ভালোবাসেন, তাই গ্রামের লোকদের উন্নতির জন্য স্কুল, রাস্তা সংস্কার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দরিদ্রদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামে কোনো সমস্যা হলে তিনি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। বিভাস মনে করেন, ঈশ্বর তাকে সমাজের এই দায়িত্বগুলো দিয়েছেন। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে হাসিমুখে সব কাজ করেন।

ক. মানবসমাজের কয়টি দিক? ১
খ. কীভাবে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে? ২
গ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গ্রামের লোকেরা একদিন সফলতার মুখ দেখবে।'- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৪। সাফিনদের পাঁচতলা বাড়ির পাশেই একটা বস্তি আছে। সেখানে তার সমবয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে আছে। তাদের ঘর, জামা কাপড়, খেলাধুলা ইত্যাদি দেখে সে মনে মনে কষ্ট পায়। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে বলে, "ওদের এত কষ্ট কেন মা? আমারতো অনেক জামা, প্যান্ট, খেলনা আছে, সুন্দর বাড়ি আছে। ওদের নাই কেন? আমি আমার কিছু জামা-প্যান্ট, খেলনা ওদের জন্য দিতে চাই।' মা বললেন, ঠিক আছে। সাফিন তার বন্ধুদের জন্য জামা-কাপড়, খেলনা ইত্যাদি কিনে সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ায়। পরে বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় এবং উপহারগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়। বন্ধুরা খুব খুশি হয়।

ক. মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে কী ঘটে?
খ. আমরা কীভাবে মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেব?
গ. সাফিনের মনোভাবের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির [illegible] ঘটে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সাফিন ও বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে [illegible] স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা প্রকাশ পায়।'- মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন-৫। যোয়েল পিতামাতার খুব প্রিয় সন্তান। বাবামায়ের কথা শোনে, [illegible] সম্মান করে এবং কারো সঙ্গে খারাপ আচরণ করে না। [illegible] যোয়েলকে তারা চিকিৎসক বা প্রকৌশলী বানাবে। [illegible] করে যে তাদের ছেলের ইচ্ছাকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত। [illegible] সিদ্ধান্তে যোয়েল খুব খুশি। কারণ বাবা-মা তার [illegible] সমর্থন করেছেন। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ কী?
খ. সকল নামের শ্রেষ্ঠ নাম কোনটি?
গ. যোয়েলের কার্যক্রমের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন [illegible] ঘটে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. যোয়েল ও তার বাবা-মায়ের মধ্যে কি [illegible] ঘটেছে- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার [illegible]।

প্রশ্ন-৬। জয়ন্তী উচ্চশিক্ষিত হয়েও গ্রামে থাকতে চায়। [illegible] নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের [illegible] পরিকল্পনা করে। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে [illegible] সবাই তার আহ্বানে সাড়া দেয়। কিন্তু [illegible] সমালোচনা করে কাজ বন্ধ করার জন্য [illegible] করে। জয়ন্তী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। [illegible] সান্ত্বনা ও শক্তি অনুভব করে আত্মবিশ্বাস [illegible] ও সমমনাদের সহযোগিতায় সে তার [illegible]

ক. মানবসমাজের কয়টি দিক রয়েছে?
খ. সমাজের নিয়মকানুন আমরা কেন [illegible]
গ. যোনাথন লিভিংস্টোনের কোন [illegible] হয়েছে তা বর্ণনা কর।
ঘ. গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার [illegible] কর? তোমার মতামত দাও।

প্রশ্ন-৭। জন একজন ধনী ব্যক্তি। [illegible] গ্রামের সব লোকের সঙ্গে তার [illegible] সবসময় সেবা করে বলেই তাকে [illegible] সিদ্ধান্ত ও সচেতন হতে পরামর্শ দেন।

ক. কে আমাদের প্রকৃত [illegible]
খ. কীভাবে সমাজে বিবেক[illegible]
গ. কোন শিক্ষায় [illegible] করে তা বর্ণনা কর।
ঘ. জন ও গ্রামের [illegible] বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-৮। কিরণ তার [illegible] কারণে পাড়া প্রতিবেশীর [illegible] মানসিকতা তার মধ্যে [illegible] হিংসা করে। (সকল [illegible])

ক. যাকোব ও [illegible]
খ. স্বাধীনতা ও [illegible]
গ. কিরণের জীবনে [illegible]
ঘ. "কিরণের [illegible] একমত? [illegible]

মডেল প্রশ্ন-০৩
বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

বিষয় কোড : ১১৪

সময় : ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০ × ১ = ৩০

(মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে মান-১।)

১। মানবসমাজ কাদের সমন্বয়ে গঠিত?
(ক) পুরুষদের (খ) ব্যক্তিবর্গের
(গ) শিক্ষিতদের (ঘ) নারীদের

২। আমরা দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান থাকব। কারণ
(ক) যীশুর যথার্থ শিষ্য হবো
(খ) সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবো
(গ) গুরুজনের স্নেহভাজন হবো
(ঘ) বন্ধুদের সঙ্গ পাবো

◈ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অপুর মা বাবা খুবই গরিব। তারপরও অপু স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হবার। সে নিয়মিত স্কুলে যায়, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজও করে। নিজের প্রচেষ্টায় সে সমাজে নামকরা একজন ডাক্তার হয়। ধীরে ধীরে তার এলাকায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় এবং ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। অপুর কাজে সকলেই খুব খুশি।

৩। অপুকে কোন ধরনের মানুষ বলা যায়?
(ক) পরিপক্ব। (খ) সমাজ সচেতন
(গ) আদর্শবান (ঘ) আনুগত্যশীল

৪। অপুর কাজের ফলে-
i. সমাজের উন্নতি হবে
ii. অন্যদের আগ্রহ বাড়বে
iii. শিক্ষার হার বাড়বে।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৫। মানুষের আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য কোনটি অপরিহার্য।
(ক) পরিবার (খ) গোত্র
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) সমাজ

৬। বর্তমান সময় কোনটিকে নির্ধারণ করবে?
(ক) ভবিষ্যৎ (খ) অতীত
(গ) ভাগ্য (ঘ) জীবনপ্রবাহ

৭। মানুষ কখন দায়িত্বশীল হতে পারে?
(ক) স্বাধিকার অর্জনে
(খ) স্বাধীনতা অর্জনে
(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে
(ঘ) অধিকার লাভ করলে

৮। কোনটি মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে?
(ক) ক্ষমতা (খ) কর্তৃত্ব
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) অধিকার

৯। কে সমগ্র জীবন ধরে পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন?
(ক) অব্রাহাম (খ) আদম
(গ) দাউদ (ঘ) যীশু

১০। কোনটির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে?
(ক) কথাবার্তার মাধ্যমে
(খ) পরস্পর সম্পর্কের মধ্যদিয়ে
(গ) তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে
(ঘ) ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে

১১। একে অন্যকে সম্মান করা কী?
(ক) কর্তব্য (খ) দায়িত্ব
(গ) অধিকার (ঘ) স্বাধিকার

১২। যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের কততম অধ্যায়ে যীশুর পিতাকে ভক্তির দিক আলোচিত হয়েছে?
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ
(গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

১৩। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, পরমেশ্বর কবে তার সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। কোন পদে রয়েছে?
(ক) যোহন ৮:৩১-৩২ (খ) রোমীয় ৮:১৯
(গ) লূক ১০:২৭ (ঘ) যোহন ৮:২১-২৩ (খ)

১৪। সমাজের মধ্য দিয়েই মানুষ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) পারিবারিকসূত্রে (খ) সামাজিকসূত্রে
(গ) উত্তরাধিকারসূত্রে (ঘ) অর্থনৈতিকসূত্রে

১৫। মার্টিন লুথার কিং সংগ্রাম করেছেন কেন?
(ক) নিগ্রোদের অধিকার আদায়ের জন্য
(খ) শ্বেতাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য
(গ) আফ্রিকানদের অধিকার আদায়ের জন্য
(ঘ) ককেশীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য

১৬। মানুষের জন্য সমাজ অপরিহার্য কেন?
(ক) স্বাধীনতার জন্য
(খ) আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য
(গ) অধিকার আদায়ের জন্য
(ঘ) কর্তব্য পালনের জন্য

১৭। মানুষ কীভাবে দায়িত্বশীল হতে পারে?
(ক) স্বাধিকার অর্জনের মাধ্যমে
(খ) স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে।
(গ) কর্তব্য পালনের মাধ্যমে
(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে

১৮। মানুষের আহবান পরিপূর্ণতার জন্য X অপরিহার্য। X কোনটিকে নির্দেশ করছে?
(ক) পরিবার (খ) সমাজ
(গ) সমাজিক প্রতিষ্ঠান (ঘ) রাষ্ট্র

১৯। বর্তমান সময় আমাদের ণ-কে নির্ধারণ করে। ণ এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
(ক) ভাগ্য (খ) ভবিষ্যৎ
(গ) যোগ্যতা (ঘ) কর্তৃত্ব

২০। X মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে। X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটি?
(ক) স্বাধীনতা (খ) ক্ষমতা
(গ) কর্তৃত্ব (ঘ) দায়িত্ববোধ

২১। ফাদার যোসেফ সমগ্র জীবন ধরেই পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। ফাদার যোসেফ কোনচরিত্রকে সমর্থন করছে।
(ক) অব্রাহাম (খ) দাউদ
(গ) আদম (ঘ) যীশু

২২। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো—
(ক) আমাদের সমাজে থাকতে হয়
(খ) সমাজ আমাদের নিরাপত্তা দেয়
(গ) সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালনার জন্য
(ঘ) সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য

২৩। যোনাথনের মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত হওয়ার কারণ হলো—
(ক) দায়িত্বহীনতার জন্য
(খ) দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য
(গ) নেতার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য
(ঘ) সমাজের সবকিছু এলোমেলো হওয়ার জন্য

২৪। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এর প্রকৃত কারণ হলো—
(ক) দরিদ্রকে সাহায্য করেছিলেন
(খ) শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থে কাজ করেছেন
(গ) টানা তিন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন
(ঘ) নিগ্রো জাতির অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন

২৫। যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। এর যথার্থ কারণ হলো—
(ক) সামজে প্রতিষ্ঠা পাবো
(খ) যীশুর যথার্থ শিষ্য হবো
(গ) গুরুজনের স্নেহভাজন হবো
(ঘ) বন্ধুদের সঙ্গ পাবেন

২৬। মানুষের জন্য সমাজ অপরিহার্য কেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
(ক) স্বাধীনতার জন্য
(খ) আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য
(গ) অধিকার আদায়ের জন্য
(ঘ) কর্তব্য পালনের জন্য

২৭। আমরা আমাদের পরিবেশদূষণ, বৈষম্য, দরিদ্রতা ইত্যাদি দিকগুলো জয় এতে পারি (সকল বোর্ড-২০১৭)
i. আত্মত্যাগের মাধ্যমে
ii. সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে
iii. সাহস ও সৃজনশীলতার দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮। 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা'। মানবপুত্র কাদের এ কথা বললেন? (সকল বোর্ড-২০১৭)
(ক) ডান পাশের মানুষকে
(খ) বাঁ পাশের মানুষকে
(গ) ফরিসি ও ভণ্ডদের
(ঘ) অপদূতগ্রস্তদের

২৯। যোনাথন লিভিংস্টোন নামক গাংচিলটি কী খুব ভালোবাসত? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) নেতৃত্ব দিতে (খ) দায়িত্বশীলতাকে
(গ) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে
(ঘ) অনুগত থাকতে

৩০। মানবসমাজের দৃশ্যমান দিকটি প্রকাশ করা যায় কীভাবে? (সকল বোর্ড-২০১৫)
(ক) নৈতিক সমর্থন দান করে
(খ) নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে শুদ্ধ করে
(গ) উপবাস করে
(ঘ) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২) ২ × ১০ = ২০

প্রশ্ন-১। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন-২। কীভাবে আমরা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারি?

প্রশ্ন-৩। কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি?

প্রশ্ন-৪। গাংচিলের গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্ন-৫। মার্টিন লুথার কিং এর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্ন-৬। দায়িত্বহীনতার কোনো মূল্য নেই বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন-৭। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন-৮। বাধ্যতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কেন?

প্রশ্ন-৯। কর্তৃত্ব কাকে বলে?

প্রশ্ন-১০। কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা উচিত কেন?

প্রশ্ন-১১। যীশুখ্রিষ্টের বাধ্যতাকে আমরা অনুসরণ করব কেন?

প্রশ্ন-১২। কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে?

প্রশ্ন-১৩। বিশ্বস্ত বন্ধুর উপকারিতা উল্লেখ কর।

প্রশ্ন-১৪। ভালো ও মন্দ বন্ধুর ৩টি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।

প্রশ্ন-১৫। মথি লিখিত মঙ্গল সমাচার ১২:২৮-৩০ পদে যীশু কী বলেছেন?

প্রশ্ন-১৬। তোমার বন্ধুর কয়েকটি ভালো দিক উল্লেখ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০) ১০ × ৫ = ৫০

প্রশ্ন-১। নিকোলাস নবম শ্রেণির ছাত্র। সে তার স্কুলের শিক্ষক ও পিতামাতার কথা শোনে। নিকোলাস নিয়মিত স্কুলে পড়াশোনা করে। সে তার মাকে খুব ভালোবাসে। নিকোলাসকে তার মা যা করতে বলেন, সে তা করে। যা নিষেধ করে সে তা করে না। নিকোলাসের মা তার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট। [শিখনফল-১]

ক. ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কী দিয়েছেন? ১
খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন? ২
গ. নিকোলাসের চরিত্রে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকটি মূল্যায়ন কর। ৪

-২। শিমূল, মিলন, এবং রাহুল তারা তিন বন্ধু। তাদের মধ্যে শিমূলদের অবস্থা বেশি ভালো। এছাড়া অন্য বন্ধুদেরও এলাকায় পরিচিতি অনেক। সবাই তাদের খুব ভালোবাসে। শিমূল খারাপ ছেলেদের সাথে মেলামেশার কারণে তিন বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরল। শিমূল ধীরে ধীরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ল। কোনো মতেই শিমূল তার ভুল বুঝতে পারল না। মিলন এবং রাহুল তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। (সকল বোর্ড-২০১৬)

ক. বন্ধুত্বের বড় শক্তি কোনটি? ১
খ. বন্ধদের ব্যাপারে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে কেন? ২
গ. মিলন এবং রাহুল শিমুলের কী ধরনের বন্ধ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিমূলকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিলন এবং রাহুলের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-৩। মুন ও সান একই ক্লাসে পড়ে। মুন সানকে অনেক ভালোবাসে। মুন সবসময় সানের কথা মনে করে। সবকিছু তার সাথে ভাগাভাগি করে। সানের কোনো অমঙ্গল হোক, মুন তা চায় না। তাদের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও গভীর। [শিখনফল-১]

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কী? ১
খ. বন্ধুত্ব কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সান ও মুনের মধ্যকার সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৪। জুলিয়ান ও লিংকন একই ক্লাসে পড়ে। জুলিয়ান লিংকনকে কখনো কোনো ব্যাপারে পরামর্শ বা সাহায্য করে না। জুলিয়ান লিংকনকে বিপদ-আপদে সাহায্য করে না। জুলিয়ান লিংকনের কাজে বাধা প্রদান করে। সে-তার ভালো চায় না। জুলিয়ান লিংকনকে তেমন পছন্দ করে না। [শিখনফল-৩]

ক. বন্ধুত্ব কী? ১
খ. প্রকৃত বন্ধুর গুণগুলো লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের অমিলগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৫। অরুণ ও রুনা একে-অপরকে ভালোবাসে। দুইজনই দুইজনকে খুব উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা দেখা করে কথা বলে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। তবে অরুণ রুনাকে এতই ভালোবাসে যে সে রুনাকে খুব কাছে পেতে চায়। রুনাও অরুণকে ভীষণ ভালোবাসে। তবে তার পারিবারিক এবং ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা না বৃদ্ধি লাভ করেছে। একারণে সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে অরুণকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

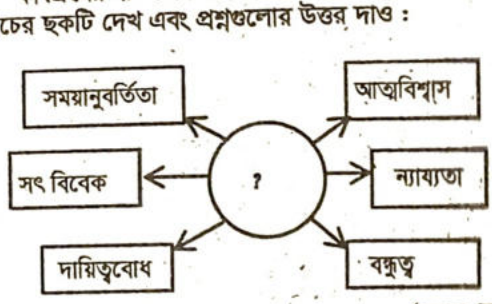
ক. ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন?
খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন কেন?
গ. অরুণ ও রুনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-৬। জর্জ যীশুকে ভালোবাসে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাই সে যীশুর একজন প্রকৃত শিষ্য। সে নিয়মিত গির্জায় যায় ও প্রার্থনা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে। জর্জের কয়েকজন বন্ধু আছে যারা তার সঙ্গে থেকে প্রভুর নামে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে ও তাদের সাধ্যমতো বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। ফলে লোকেরা তাদের বিশ্বাস করে বিভিন্ন সময় তাদের কাছে ছুটে যান। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. মানুষের বিবেক কয়টি উপায়ে গঠিত? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জর্জ ও তার বন্ধুরা পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতো- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জর্জ ও তার বন্ধুগণের কার্যক্রমের মধ্যে কীভাবে প্রেরিত শিষ্যদের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

* নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রশ্ন-৭



(সকল বোর্ড-২০১৮)

ক. আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতার অর্থ কী? ১
খ. শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো সহিংসতা প্রতিরোধে কতটা সমর্থ বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-৮। সিলভিয়া বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা। সিলভিয়ার বাবা-মার ইচ্ছা মেয়েকে ডাক্তার বানানো। কিন্তু সিলভিয়া লেখাপড়ার ব্যাপারে। একেবারেই উদাসীন। তার বাবা-মা তাকে ভালোমতো লেখাপড়া করতে বললেও সে শুনে না। ফলে সিলভিয়ার ফলাফল খুব একটা ভালো হলো না! ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারল না। এমনকি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল না। (সকল বোর্ড-২০১৭)

ক. লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ কী করে?
খ. লোগোথেরাপি বলতে কী বোঝ?
গ. সিলভিয়ার বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণে সন্ধান না পাওয়ার কারণ [illegible] কর।
ঘ. সিলভিয়াকে জীবনে সফলতা পাওয়ার জন্য কী কী [illegible] বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।